পাহাড়ি এক লড়াকু

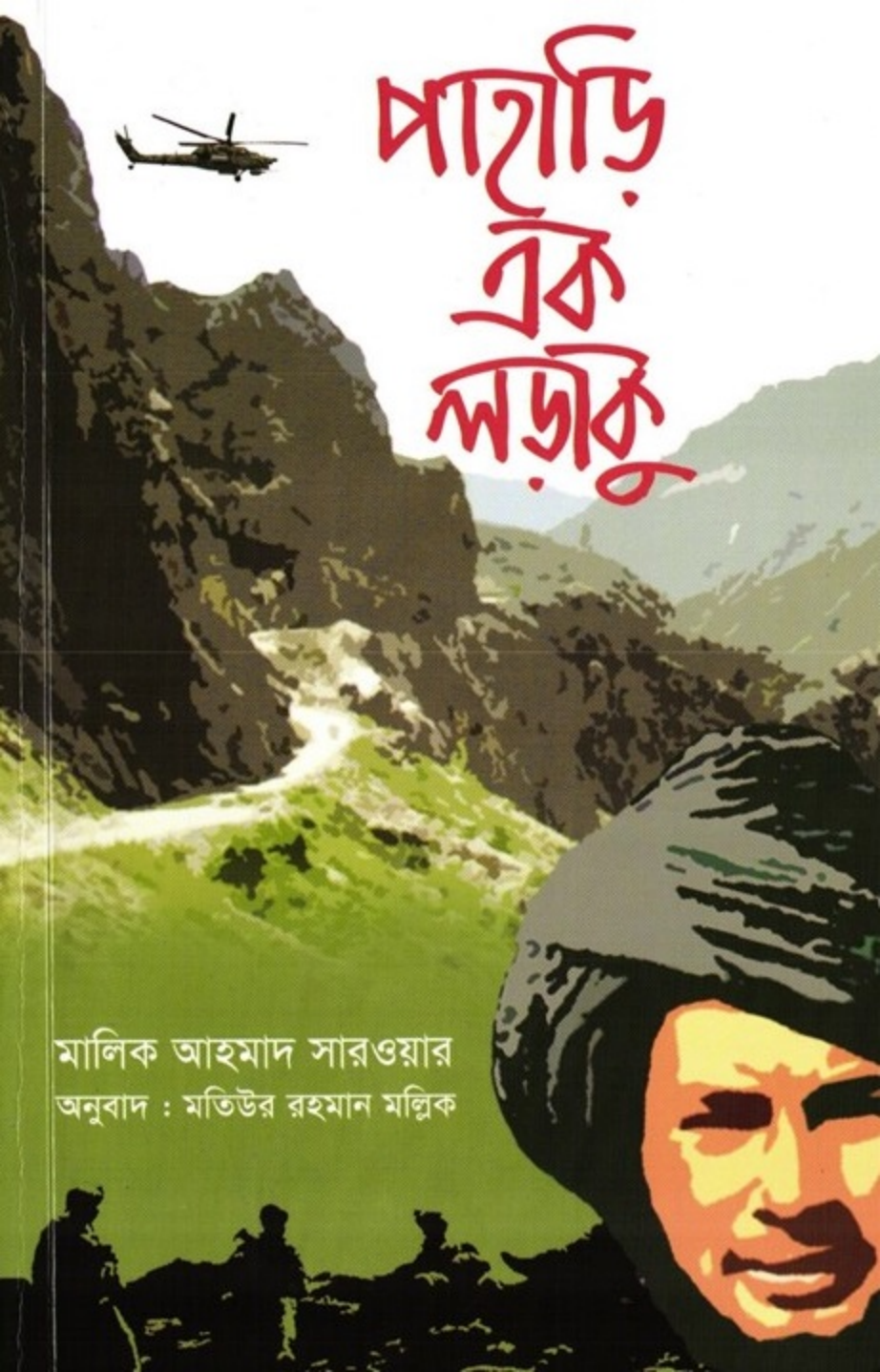

মালিক আহমাদ সারওয়ার

অনুবাদ : মতিউর রহমান মল্লিক

পাহাড়ি বাঁক সড়ক

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
মুহাম্মদ আবদুল জব্বার

সম্পাদক
মোঃ আতিকুর রহমান

নির্বাহী সম্পাদক
মোবারক হোসাইন

সম্পাদনা সহযোগী
ইবনুল ইসলাম পারভেজ
মো: তোফাজ্জল হুসাইন
হুসনে মোবারক

কিশোরকণ্ঠ ফাউন্ডেশন

www.pathagar.com

কিশোরকণ্ঠ ফাউন্ডেশনের

একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বাংলাদেশ! আমাদের প্রিয় জন্মভূমি। মাথার ওপর নীল শামিয়ানা উঁচিয়ে সদা দণ্ডায়মান আসমান। দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের মাঠে দোল দিয়ে যায় ঝিরিঝিরি বাতাস, অন্তরে বুলিয়ে দেয় প্রশান্তির ছোঁয়া। কুলুকুলু রব তুলে বহমান পদ্মা, মেঘনা, যমুনাসহ অজস্র নদী-নালার বুকে বয়ে চলে নৌকা। বাংলার দক্ষিণ অঞ্চলকে ঘিরে রেখেছে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন। এতো এতো রূপ-রস-গন্ধে ভরা এই অনিন্দ্য সুন্দর দেশটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সুদূর সাইবেরিয়া থেকে শীতের মৌসুমে অতিথি পাখিরা এসে ভিড় জমায়। কার না ভালো লাগে এই দেশ! তাইতো একেক সময় একেক দেশ তাদের কুনজর নিয়ে শাসন করতে এসেছিল এদেশকে। কিন্তু শাসনের নামে তাদের সেই শোষণকে মেনে নিতে পারেনি দেশপ্রেমিক মানুষ। বাংলামায়ের দামাল ছেলেরা তাদেরকে রুখে দিয়েছে। তথাপি এখনও থেমে নেই বিদেশীদের লোলুপ দৃষ্টি। তাই এই সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনার সম্ভারকে রক্ষা ও তার পরিচর্যার জন্য প্রয়োজন একদল সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক মানুষের এবং সেই সাথে প্রয়োজন আমাদের গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্য তুলে ধরার মতো নির্ভীক কলমসৈনিক। জাতির সেই প্রত্যাশা পূরণের জন্য ১৯৮৪ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রথম প্রকাশিত হয় কিশোরকণ্ঠ নামক শিশু-কিশোর মাসিক পত্রিকাটি। প্রকাশের পর থেকেই পরিণত হয় দেশের অগণন শিশু-কিশোরের প্রিয় পত্রিকায়। ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, এমনকি দেশের গণ্ডি পেরিয়ে সার্কভুক্তদেশ তথা ভারত, পাকিস্থান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, ভুটান, আফগানিস্থানসহ সমগ্র এশিয়া মহাদেশ এবং আফ্রিকা, ইউরোপ, ওশেনিয়া ও আমেরিকা মহাদেশে। একটি পত্রিকার এতো দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে প্রয়োজন হয়ে পড়ে একটি ফাউন্ডেশনের ভিত রচনার। তারই ফলশ্রুতিতে অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০০২ সালে সরকারি রেজিস্ট্রিভুক্ত হয় কিশোরকণ্ঠ ফাউন্ডেশন। আর পত্রিকার রেজিস্ট্রেশন হয় ২০০৪ সালের মার্চ মাসে। তবে পত্রিকাটির অফিসিয়াল নাম হয়ে যায় "নতুন কিশোরকণ্ঠ"। কিশোরকণ্ঠ ফাউন্ডেশন থেকে ২০০৮ সালে সাধারণ জ্ঞানভিত্তিক মাসিক পত্রিকা "কারেন্ট ইস্যু" ও কার্টুন মাসিক "নয়া চাবুক" বের করা হয়। পত্রিকা দু'টির প্রকাশনা আপাতত বন্ধ আছে।

কিশোরকণ্ঠ আজ শুধু একটি পত্রিকার নাম নয়, এটি একটি প্রতিষ্ঠানে রূপ লাভ করেছে। কালের পরিক্রমায় আজ এক মহীরুহ রূপ ধারণ করেছে।

কিশোরকণ্ঠ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

ক) সাহিত্য আসর
খ) পাঠক ফোরাম গঠন
গ) সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ
ঘ) মেধাবীদের স্বীকৃতি প্রদান
ঙ) ক্রীড়া কার্যক্রম
চ) প্রতিযোগিতার আয়োজন
ছ) শিক্ষা কার্যক্রম
জ) কিশোরকণ্ঠ লেখক সম্মেলন ও সাহিত্য পুরস্কার

www.pathagar.com

২০০২ সাল থেকে শুরু করে ২০১১ সাল পর্যন্ত শিশু-কিশোর সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য যারা কিশোরকণ্ঠ সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন:

২০০২ সাল :
১. সানাউল্লাহ নূরী (মরণোত্তর)
২. কবি আল মাহমুদ
৩. অধ্যাপিকা জুবাইদা গুলশান আরা
৪. সাংবাদিক আবুল আসাদ
৫. আবদুল মান্নান তালিব

২০০৩ সাল :
১. সৈয়দ আলী আহসান (মরণোত্তর)
২. অধ্যাপক শাহেদ আলী (মরণোত্তর)
৩. কবি গোলাম মোহাম্মদ (মরণোত্তর)
৪. কবি মতিউর রহমান মল্লিক
৫. কবি মোশাররফ হোসেন খান

২০০৪ সাল :
১. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ
২. আফজাল চৌধুরী
৩. কবি আসাদ বিন হাফিজ

২০০৫ সালে সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করা হয়নি।

২০০৬ সাল :
১. প্রফেসর চেমন আরা
২. কবি আবদুল হাই শিকদার
৩. মাহবুবুল হক

২০০৭ সাল :
১. আবদুল মান্নান সৈয়দ
২. শাহাবুদ্দিন আহমদ (মরণোত্তর)
৩. সাজজাদ হোসাইন খান

২০০৭ সালের পর থেকে প্রতি দু'বছর অন্তর সাহিত্য পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২০০৯ সাল :
১. কবি ফররুখ আহমদ (মরণোত্তর)
২. কবি আসাদ চৌধুরী
৩. কবি জাহানারা আরজু

২০১১ সাল :
১. কথাশিল্পী আতা সরকার
২. কথাশিল্পী দিলারা মেসবাহ্
৩. কবি সোলায়মান আহসান

ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত প্রকাশনাসমূহ
১. মাসিক নতুন কিশোরকণ্ঠ
২. কিশোরকণ্ঠ গল্প সমগ্র-১
৩. কিশোরকণ্ঠ উপন্যাস সমগ্র-১
৪. কিশোরকণ্ঠ সায়েন্স ফিকশন-১
৫. স্রষ্টার সৃষ্টি : অপার বিস্ময়
৬. দেয়ালিকা, ফোল্ডার, স্টিকার, ক্লাস রুটিন, ক্যালেন্ডার এবং ঈদকার্ড
৭. মাসিক নয়া চাবুক (কার্টুন পত্রিকা, বর্তমানে বন্ধ)
৮. মাসিক কারেন্ট ইস্যু (সাধারণ জ্ঞান সিরিজ, বর্তমানে বন্ধ)

ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ
১. টি-শার্ট
২. নোটবুক
৩. ঘড়ি
৪. মগ
৫. কলম
৬. চাবির রিং

www.pathagar.com

কিশোরকণ্ঠ পরিবারের সাথে মিশে আছেন যারা

কবি আল মাহমুদ	উপদেষ্টা, নতুন কিশোরকণ্ঠ
মুহাম্মদ আবদুল জব্বার	চেয়ারম্যান, কিশোরকণ্ঠ ফাউন্ডেশন
মো: আতিকুর রহমান	মহাসচিব, কিশোরকণ্ঠ ফাউন্ডেশন
মোশাররফ হোসেন খান	সম্পাদক, নতুন কিশোরকণ্ঠ
মোবারক হোসাইন	নির্বাহী সম্পাদক
ইবনুল ইসলাম পারভেজ	সদস্য, প্রশাসন
মো: তোফাজ্জল হুসাইন	সদস্য, পাবলিকেশন
হামিদুল ইসলাম	শিল্প নির্দেশক
হুসনে মোবারক	সহকারী সম্পাদক, নতুন কিশোরকণ্ঠ
আবদুল মান্নান	হিসাবরক্ষক
আবুল কালাম খান	অফিস এক্সিকিউটিভ
মনিরুজ্জামান মনির	গ্রাফিকস ডিজাইনার
শফিকুল ইসলাম বাবু	বিজ্ঞাপন ও প্রিন্টিং ম্যানেজার
মোঃ শরীফ হোসেন	সার্কুলেশন ম্যানেজার
মোঃ জামাল উদ্দিন	সম্পাদনা সহযোগী
গোলাম মোস্তফা	মার্কেটিং ম্যানেজার
এনামুল হক	মার্কেটিং ম্যানেজার
আতিকুর রহমান	সহ-সার্কুলেশন ম্যানেজার
মো: রুহুল আমিন	কম্পিউটার অপারেটর
মো: আব্দুস সালাম	অফিস সহকারী, বাইন্ডার
কাজী মনিরুল ইসলাম	অফিস সহকারী

www.pathagar.com

পাহাড়ি একলড়াকু

www.pathagar.com

পাহাড়ি এক লড়াকু

প্রকাশনায়
কিশোরকণ্ঠ ফাউন্ডেশন
ফোন : ৯৫৬৭২৩৬

গ্রন্থস্বত্ব
কিশোরকণ্ঠ ফাউন্ডেশন

প্রকাশকাল
জুন ২০১৫ ইংরেজি
আষাঢ় ১৪২২ বাংলা
রমজান ১৪৩৬ হিজরি

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
হামিদুল ইসলাম

গ্রাফিকস ডিজাইন
টাচ্ ডিজাইন পয়েন্ট লিঃ

দাম
১২০ টাকা মাত্র

PAHARI AK LORAKU
(A Complete Nobiel; Published in the monthly Kishorkantha),
Published by Kishorkantha Foundation
51,51/A, Purana Paltan Dhaka-1000, Bangladesh
Tel : 9567236
Price : Tk. 120, US$ 12

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

মাসিক নতুন কিশোরকণ্ঠের পাঠকদের মনে থাকার কথা। ১৯৯৬ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত, সেই সময়ের একটি অনূদিত ধারাবাহিকের কথা বোধ করি এখনও কেউ ভুলতে পারেননি।

সেই অসাধারণ ধারাবাহিক লেখাটির নাম–প্রিয় মরহুম কবি মতিউর রহমান মল্লিক কর্তৃক অনূদিত 'পাহাড়ি এক লড়াকু'।

কী চমৎকার, কী হৃদয়স্পর্শী সেই লেখা। যার প্রতিটি ছত্রে ছত্রে থাকতো সাহস, ত্যাগ, ধৈর্য, স্বপ্ন আর মনোবলের এক অসীম দীপ্তি।

বিভিন্ন জটিলতা আর সমস্যার কারণে লেখাটির অনুবাদ কিশোরকণ্ঠে সম্পূর্ণ প্রকাশ পায়নি। আমাদের শত চেষ্টা এবং ইচ্ছা থাকলেও সেটা আর সম্ভব হয়নি। কিন্তু পাঠকদের পক্ষ থেকে ক্রমাগত তাগাদা পেয়েছি। তাদের হৃদয়ের আকাঙ্খা এবং ভালো লাগা ও ভালোবাসার স্রোতে আমরাও উদ্বেলিত ও উজ্জীবিত হয়েছি সমানভাবে।

কিশোরকণ্ঠের গুণগ্রাহী পাঠকদের সেই হৃদয়ের দাবি মেটাতে দীর্ঘদিন পর হলেও আমরা সচেষ্ট হয়েছি। যেহেতু লেখাটির কিছু অংশ অসমাপ্ত ছিল এবং সেটুকু ছিল আমাদের নাগালের অনেকটা বাইরে, তাই সেগুলো সংগ্রহ করতে ও গোটা পাণ্ডুলিপি তৈরিতে বেশ সময় লেগে গেল।

তবুও আমরা আল্লাহর রহমতে শেষ পর্যন্ত সেটির কাজ সমাপ্ত করে এবং গ্রন্থাকারে মলাটবদ্ধ করে পাঠকের চাহিদা এবং স্বপ্ন পূরণে সক্ষম হয়েছি। এটি যেমন আনন্দের কথা তেমনি তৃপ্তির বিষয়ও বটে। শুকরিয়া আল্লাহর।

'পাহাড়ি এক লড়াকু' প্রকাশ পেলো কিশোরকণ্ঠ ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনায়। গ্রন্থটি প্রকাশের প্রতিটি কাজে, প্রতিটি ক্ষেত্রে যারা যে ভূমিকা রেখেছেন, আল্লাহপাক তাদের সেই শ্রম কবুল করুন। দোয়া করি–এই অসামান্য গ্রন্থের অনুবাদক, আমাদের প্রিয় মরহুম কবি মতিউর রহমান মল্লিক যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত হন।

সর্বোপরি 'পাহাড়ি এক লড়াকু' পাঠকের ভালোবাসায় সিক্ত হোক–সেই কামনা করছি।

মহান রব আমাদের এই ক্ষুদ্র আয়োজন ও প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

আল্লাহ হাফিজ।

মোশাররফ হোসেন খান

www.pathagar.com

পাহাড়িএক লড়াকু

মূল : মালিক আহমাদ সারওয়ার
অনুবাদ : মতিউর রহমান মল্লিক

[আফগানিস্তানের মুজাহিদদের তুলনাহীন আত্মত্যাগ এবং তাদের অসম সাহসিকতার বহু কাহিনী এমন আছে– যা শুনলে বিস্মিত হতে হয়, রোমাঞ্চিত হতে হয়। সেই সব সত্য ঘটনার আলোকেই উপন্যাস– 'পাহাড়ি এক লড়াকু'। মূল রচয়িতা মালিক আহমাদ সাওয়ার।

মালিক আহমাদ সারওয়ার আফগানিস্তানের ওপর প্রায় এক যুগ ধরে লেখালেখির পর, সেখানকার জেহাদকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন যুদ্ধরত মুজাহিদদের একান্ত সান্নিধ্যে এবং দেখেছিলেন, শুনেছিলেন সব অবিশ্বাস্য ঘটনা।

মালিক আহমাদ সারওয়ার ঐ ঘটনাগুলোকে এমনভাবে সাজিয়েছেন যে, মনেই হবে না উপন্যাস পড়ছি। বরং মনে হবে– নিজের চোখেই এ যুগের আলী, খালেদ, তারেক ও মুসাকে যেন লড়াই করতে দেখছি। এ উপন্যাসটি পড়ার সময় বহুবার আমি আমার চোখের পানি সামলাতে পারিনি। ধরে রাখতে পারিনি আমার আবেগ। সেটি যখন পড়ে শেষ করেছি, ঠিক তখনই অনুবাদে হাত দিয়েছি। বাংলাদেশের কিশোর মুজাহিদদেরকে ওই সব ভয়ঙ্কর, বিস্ময়কর এবং রোমাঞ্চকর গল্পগুলো শোনানোর জন্য।

অনুবাদক আর নেই।

১.

এটা একটা ছোট্ট পাহাড়। গাছগাছালিতে ঢাকা। পাহাড়ের পেছন দিকটায় আকাশছোঁয়া পর্বতমালা। পর্বতের উঁচু উঁচু পিঠগুলোয় খেলা করছে আদিগন্ত সবুজ। সবুজের পাদদেশে পরিত্যক্ত একটি গ্রাম, পরিত্যক্ত গ্রামের বাড়িঘর। গাঁয়ের উত্তর দিক থেকে বয়ে গেছে ঝর্ণাধারা। ঝর্ণাধারার ওপারে রয়েছে দীর্ঘদেহী বৃক্ষরাজির গভীর জঙ্গল। দূর থেকে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। তারপর আবার বিশাল প্রান্তর। তারপর আবার পর্বতমালা। মনে হয় গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সেই পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে খণ্ডিত জমিজমা। বসবাসকারীদের এক ধরনের শস্য– জোয়ারের খামার, পরিত্যক্ত খামারের জায়গায় এখন শূন্যতা। শূন্যতার ওপারে আবার পাহাড়ের পাদদেশ। পাদদেশের ধার ধরে সুদূর পর্যন্ত সারি সারি মুজাহিদদের তাঁবু। তাঁবু থেকে আরো খানিক দূরের পাহাড়ের এক নির্জন ঝোপঝাড়ের মধ্যে বিমানবিধ্বংসী কামান। কামান চালনার দায়িত্বে রয়েছে অল্প বয়সের এক মুজাহিদ। নাম আলী খান। ১৩ বছরের নওজোয়ান। মাত্র এক মাস আগে তার কামান দিয়ে ভূপাতিত করেছে দুশমনদের একটি যুদ্ধবিমান। আলী কামান ছাড়া রকেট লাঞ্চার চালানোর ব্যাপারেও খুব দক্ষ।

আজ থেকে কয়েক বছর আগে যখন তার দেশ আফগানিস্তান ছিলো মুক্ত– আলী খান, তার আব্বা-আম্মা এবং তার ছোট বোন সায়েমার সাথেই থাকতো। তাদের বাড়িটি ছিলো দারুণ সুন্দর। বাড়ির সামনে ছিলো বিশাল চত্বর। চত্বরে লাগানো ছিলো চমৎকার চমৎকার আঙুর আর আনারের গাছ। দেয়ালঘেরা চত্বরের চতুর্দিকে ছিলো বিশাল এবং লম্বা লম্বা সব সবুজ বৃক্ষ।

www.pathagar.com

খলিলের আম্মা খলিলের কান্না থামাতে থামাতে বললেন– বাচ্চাটাকে কে মেরেছে রে? সায়েমা বলতে লাগলো, বাচ্চাটা আমাদের থেকে বেশ দূরে গিয়ে ঘাস খাচ্ছিলো এবং আমি ও খলিল ভাই খেলছিলাম। হঠাৎ বিস্ফোরণ! আমরা ভড়কে গেলাম। বকরিটা দৌড়ে এসে আমাদের কাছে দাঁড়ালো। বিস্ফোরণটা যেখানে হলো, তার চতুর্দিকে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় একাকার হয়ে গেলো।

কিছুক্ষণ পর খলিল সেখানে পৌঁছে দেখলো– বকরির বাচ্চাটা রক্তের মধ্যে তড়পাচ্ছিলো। কিন্তু কে যে খুন করলো, আমরা তা বুঝতে পারছিলাম না। কোনো একটা মানুষও সেখানে নজরে এলো না।

বকরির বাচ্চাটার মৃত্যুরহস্য নিয়ে সবার মধ্যেই দুশ্চিন্তা কাজ করছিলো। বাচ্চাটাকে কবরে রাখা হলো। সায়েমা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। তার আম্মা তাকে থামাতে গেলে সে বলে উঠলো : আম্মা, আমরা এখন কার সাথে খেলবো?

আম্মা বললেন– মাগো, আমি তোমাদের আর একটি বকরির বাচ্চা কিনে দেবো। খলিল পাশেই দাঁড়ানো ছিলো, বললো, কিন্তু মামানী জান, ঐ বকরিটা তার বাচ্চা ছাড়া থাকবে কী করে? এ কথা শুনে সায়েমার আম্মা চোখের পানি রোধ করতে পারলেন না।

আলী পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলো, সবই শুনছিলো। আলী পঞ্চম শ্রেণীতে পড়তো। অসম্ভব মেধাবী। তবুও সে বুঝতে পারছিলো না বিস্ফোরণটা হলো কী করে? এখনো তো রুশহায়েনারা গাঁয়ের দিকে আসেনি। যুদ্ধবিমানও উড়তে দেখা যায়নি। বিষয়টি নিয়ে আলী তার আব্বাকে অনেক প্রশ্ন করেছে কিন্তু তার আব্বাও তেমন কিছু বলতে পারেননি।

ঘরের সবাই দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলো। হঠাৎ রাস্তায় শোরগোল শোনা গেল। আলী এবং তার আব্বা বাইরে গিয়ে দেখলো কয়েকজন গ্রামবাসী একটি লোককে ঘাড়ে করে নিয়ে যাচ্ছে। লোকটার মাথা এবং হাত বেয়ে রক্ত ঝরছে। আলী এবং তার আব্বা আহত লোকটির বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলো।

কিছুক্ষণ পর লোকটির হুঁশ ফিরে এলো। বলতে লাগলো ক্ষেতের কাজ সেরে সে গাঁয়ের দিকে আসছিলো। হঠাৎ দেখলো রাস্তার ওপর একটা চমৎকার ঘড়ি পড়ে আছে। সে যখনই একটু নুয়ে ঘড়িটাকে ধরেছে অমনি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ এবং সে বেহুঁশ।

আলী দেখলো– লোকটির তিনটে আঙুলই উড়ে গেছে। কেউই বুঝতে পারছিলো না– ঘড়ি উঠানোর সাথে সাথে বিস্ফোরণ হলো কী করে। উপস্থিত লোকেরা তাকে নানা প্রশ্ন করছিলো। কিন্তু সে একই জবাব দিচ্ছিলো– আমি তো ঘড়িই উঠিয়েছিলাম। লোকটির কথা কেউই বিশ্বাস করছিলো না।

বৃদ্ধ একটি লোক বললেন, আমার এই এতো বয়স পর্যন্ত তো শুনিনি কোথাও কোনো ঘড়ি বিস্ফোরিত হয়েছে। নিশ্চয়ই লোকটি কারো সাথে লড়াই করে এসেছে।

অন্য একটি লোক আরো খানিক অগ্রসর হয়ে বললেন, ঘড়ি উঠালেই যদি বিস্ফোরণ হতো তাহলে ভদ্রলোকেরা কি আর ঘড়ি পরতো?

রহস্যময় এই ব্যাপারটি নিয়ে কথা বলতে বলতে লোকেরা ঘরে ফিরে গেল। আলী এবং তার আব্বাও ঘরে ফিরে এলেন। আলী তখনও বিষয়টি নিয়ে ভেবে চলেছে। সে তার আব্বাকে বলে– আব্বু, অবশ্যই এর মধ্যে একটা না একটা কিছু আছেই। বিস্ফোরণে লোকটার হাত একদিকে জখম হয়ে গেছে, অন্য দিকে বকরির বাচ্চাটাও ঐ একই কারণে

www.pathagar.com

শেষ হয়ে গেল কেন তা হলো।
আলীর আব্বা বললেন, যে-বিষয়টা বড়দের মাথায় ঢুকছে না। তুমি ছোট মানুষ, তুমি তা বুঝবে কেমন করে?

ঘুমিয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে আলী গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেছে। কিন্তু কিছুই উদ্ধার করতে পারেনি।
বকরির বাচ্চাটা মরে যাওয়ায় সায়েমা এবং খলিলের মন ছিলো ভীষণ খারাপ। সায়েমা তো খেলোই না রাতের খাবার। যতক্ষণ জেগে ছিলো, আম্মার সাথে কেবল বকরির কথাই বলে যাচ্ছিলো। এবং শেষ পর্যন্ত বকরির কথা স্মরণ করতে করতে সেও ঘুমিয়ে পড়লো। সকালে ঘুম থেকে জেগে সায়েমার আম্মু দেখলেন– বকরির সামনে সমস্ত ঘাস পড়ে রয়েছে, সারা রাত কিছুই খায়নি।
একদিন সকালে আলী তাদের ক্ষেত হয়ে গেলো পাহাড়ে। দেখে একটা লোক উপুড় হয়ে পড়ে আছে। একেবারে কাছে গিয়ে দেখে আর কেউ না, আলীরই বন্ধু গুল খান। তখনও বেহুঁশ, একটা বাহু থেকে রক্ত ঝরছে। কিন্তু পুরো হাতটাই আলাদা হয়ে আছে। তাড়াতাড়ি বাহুটায় পট্টি বেঁধে, ঘাড়ে উঠিয়ে আলী তাকে তাদের ক্ষেতে নিয়ে পৌঁছলো।
ইতোমধ্যে সেখানে তার আব্বাও এসে হাজির। আলী সব কথা বললো তাঁকে। আলী এবং তার আব্বার চেষ্টায় হুঁশ ফিরে এলো আহমদ গুলের। সে বলতে লাগলো, এমনিই ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়ে এসেছিলো। হঠাৎ দেখে একটা চমৎকার কলম পড়ে আছে। যেই মাত্র কলম উঠিয়েছে, প্রচণ্ড বিস্ফোরণ! এবং সে বেহুঁশ হয়ে গেছে। এ দিনই দুপুরের দিকে সায়েমা এবং খলিল ঘর থেকে বেরিয়ে খেলতে গিয়েছে সেই পাহাড়ে, যে পাহাড়ে আহত হয়ে মারা গিয়েছিলো বকরির বাচ্চাটা।
তারা অনেকক্ষণ ধরে ঘোরাঘুরি করেছে সেখানে। হঠাৎ সায়েমার নজরে পড়লো কয়েক গজ দূরে একটি ভারী সুন্দর পুতুল। ঝকমক করছে। সায়েমা খলিলকেও দেখালো। এবং আনবার জন্য দিলো দৌড়। যেই মাত্র সায়েমা পুতুলটিকে উঠিয়েছে– সাংঘাতিক বিস্ফোরণ! মারাত্মক আহত হলো সায়েমা।
খলিল ঘাবড়ে গিয়েছিলো। সায়েমাকে ঘাড়ে করে চিল্লাতে চিল্লাতে সে বাড়ির দিকে দৌড়াতে লাগলো। সায়েমার আব্বা পাহাড়ে পৌঁছে দেখলেন তার বাহু ছিন্ন ভিন্ন, মুখে এবং ঘাড়েও ভীষণ জখম। দারুণভাবে রক্ত ঝরছে। তিনি সায়েমাকে ঘাড়ে করে ঘরে ফিরলেন যখন, সৃষ্টি হলো এক মর্মান্তিক দৃশ্য! কয়েকদিন পর আলী এবং তার আব্বা আহত সায়েমাকে নিয়ে বরফের পাহাড়, ভয়ঙ্কর জঙ্গল পার হয়ে এবং রুশ-সৈন্যদের নজর এড়িয়ে মুজাহিদদের এক শিবিরের এসে পৌঁছলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুজাহিদরা সায়েমাকে গাড়িতে উঠিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে গেলেন। সায়েমার মারাত্মক জখম দেখে ডাক্তার হতাশা ব্যক্ত করে বললেন– আহত হবার সাথে সাথেই যদি বাচ্চাটাকে নিয়ে আসতে পারতেন, বাঁচানো যেতো হয়তো! তবুও আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করবো- বেঁচেও তো যেতে পারে।
সায়েমার হুঁশ ফিরলো তিন দিন পর। আব্বা এবং ভাইয়াকে দেখলো। সায়েমা চোখ খুলেছে দেখেই খুব খুশি হয়ে বাজার থেকে যেসব খেলনা কিনে এনেছিলো খলিল সবগুলোই তার সামনে রাখলো। প্লাস্টিকের একটা পুতুলও ছিলো তার মধ্যে। সায়েমা খুব পছন্দ

www.pathagar.com

করতো পুতুল। কিন্তু এখন সে যেই মাত্র পুতুল দেখলো, একটা চিৎকার দিয়েই দ্বিতীয়বারের মতো বেহুঁশ হয়ে পড়লো। চিৎকার শুনে ডাক্তার দৌড়ে এলেন। অনেক চেষ্টা করলেন হুঁশ ফিরিয়ে আনার জন্য। কিন্তু সমস্ত ব্যর্থ হয়ে গেল। কয়েক ঘণ্টা পর ডাক্তার বললেন– সায়েমার রুহ জান্নাতের পথে পাড়ি জমিয়েছে। আলী চিৎকার দিয়ে কান্না শুরু করলো। তারপর সে আর তার আব্বা একটু শান্ত হলে ডাক্তার আসল ব্যাপারটা খুলে বললেন, বকরির বাচ্চা এবং সায়েমা দু'জনেই বারুদের তৈরি খেলনায় মারা গিয়েছে। যাকে খেলনা বোমাও বলা হয়ে থাকে। এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক হাতিয়ার যা রুশবাহিনী আফগানিস্তারের নতুন প্রজন্মকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য অথবা অন্তত পক্ষে পঙ্গু করে দেয়ার জন্য ব্যবহার করছে। এই ঘটনার আগেও এই খেলনা বোমার আঘাতে আহত হয়ে অনেক শিশু-কিশোর চিকিৎসার জন্য এসেছিলো এখানে। আহতদের অনেকে শহীদও হয়ে গেছে। আর যারা বেঁচে গেছে তাদের অধিকাংশই পঙ্গু হয়ে গেছে। বারুদের এসব খেলনা নানান উপায়ে রুশ সৈন্যরা গ্রামে গ্রামে এবং পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে দেয় রাতের আঁধারে। খেলনাগুলোত এতোটা বারুদ ভরিয়ে দেয়া হয় যে, বিস্ফোরিত হলে হাত, না হয় পা অথবা শরীরের কোনো অংশ উড়ে যাবেই। কখনো কখনো এই খেলনা বোমার আঘাতে বাচ্চারা মারা যায়। ঐসব বারুদের খেলনাগুলো যখন বাচ্চারা হাত দিয়ে ধরে, সাথে সাথেই বিস্ফোরিত হয়। রুশ সৈন্যদের এ ধরনের তৎপরতার একমাত্র উদ্দেশ্য আফগানিস্তানের বুকে চূড়ান্ত পর্যায়ের হত্যাকাণ্ড চালানো। তারা নতুন প্রজন্মকে নিশ্চিহ্ন করতে চায় আর চায় পঙ্গু করতে, যাতে আফগান জাতি আর কোনো দিন হাতিয়ার ধরতে না পারে। বয়স বাড়লেও যেন সহজেই দাসত্ব বরণ করে নেয়। এইভাবে একটার পর একটা মুসলমান জাতিকে রুশবাহিনী গোলাম বানাতে চায়

সব কথা আলী মনোযোগ দিয়ে শুনছিলো আর তার মগজ প্রতিশোধ নেবার জন্য তৈরি হচ্ছিলো। তার মেধায় এবং হৃদয়ে যেন আগুন ধরে গিয়েছিলো। সে ভেতরে ভেতরে প্রতিজ্ঞা করলো বোন সায়েমার রক্তের বদলা সে নেবেই। খুনের বদলে খুন তার চাই-ই।

যখন তারা সায়েমার লাশ নিয়ে ফিরে যাচ্ছিলো, সে তার আব্বাকে বললো, আব্বু, রুশসৈন্যরা আফগানদের মারছে কেন? আব্বা বললেন, বাপু, আফগানদের নয়, মারছে মুসলমানদের। আমরা আফগানিস্তানে আল্লাহ এবং রাসূলের নাম উচ্চারণ করি এটাই হলো আমাদের সবচেয়ে বড় অপরাধ।

আলী আবার জিজ্ঞেস করলো, রুশরা আল্লাহ এবং তার রাসূলের সাথে দুশমনি কেন করে, আব্বু? আল্লাহ তো আমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের জন্য নানা ধরনের মজার মজার ফল উপহার দিয়েছেন আর আল্লাহর রাসূল তো সবার চেয়ে ভালো মানুষ।

তিনি তো কাফেরদের সন্তানও ভালোবাসতেন। তারা অসুস্থ হয়ে পড়লে সেবাও করতেন। তাদের সুস্থতার জন্য দোয়া করতেন। যখন আল্লাহর রাসূল মক্কা জয় করেছিলেন, দুশমনদের মাফ করে দিয়েছিলেন। তাদেরকেও মাফ করে দিলেন, যারা অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছিলো রাসূলের ওপর।

আলীর কথা শুনে তার আব্বা বললেন, বাপু, রুশরা তো শয়তানকে মানে। আর শয়তান আল্লাহ এবং রাসূলের দুশমন। রুশদের আকিদা হচ্ছে আল্লাহর কোনো অস্তিত্ব নেই। মানুষ, পশু-প্রাণী এবং গাছগাছালি নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে। তারা পরকালের ওপর বিশ্বাসই রাখে

www.pathagar.com

না। এই জন্য জুলুম করার সময় চিন্তাই করে না যে, একদিন তাদের জবাবদিহি করতে হবে। বাপু, যারা আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে না, তারা জাতিগতভাবে সীমাহীন জালেম জাতিতে পরিণত হয়।

গাঁয়ে ফিরে এসে তারা জানতে পারলো আরো অনেক বাচ্চার খেলনা বোমার বিস্ফোরণে হাত-পা উড়ে গেছে, মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে অনেকে, অনেকে শহীদও হয়ে গেছে। সায়েমার আম্মা এবং ফুফু সায়েমার লাশ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তারা কান্নায় সান্ত্বনাহীন হয়ে পড়লে আলী বললো, আম্মু চোখের পানি মুছে ফেলো। আমি আমার বোনের এক এক ফোঁটা রক্তের বদলে এক একটা রুশ হত্যা করে ছাড়বো। এবং আমি আল্লাহর দুশমনদের জানিয়ে দেবো যে-জাতি আল্লাহকে মানে না তারা যত শক্তিশালীই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তাদের ধ্বংস অবধারিত

অসংখ্য বাচ্চা শহীদ হয়ে যাওয়ায় এবং আহত হওয়ার ফলে পুরো গ্রামের ওপর হতাশা নেমে এলো। বাপ-মা ছেলেমেয়েদের বাইরে বেরোনো বন্ধ করে দিলেন। কিছু কিছু পরিবার তো পাকিস্তানে হিজরত করে চলে গেলো। ওপরে ওপরে আলীকে উদাসীন মনে হলেও প্রতিশোধের আগুন তার ভেতরে জ্বলছিলো দাউ দাউ করে। কোনো কাজেই তার মন বসছিলো না। প্রায় প্রতিরাতেই সে তার বোন সায়েমাকে স্বপ্ন দেখতো। স্বপ্ন দেখতো যে সায়েমা আহত অবস্থায় ছটফট করছে। সে কয়েকবারই তার আব্বার কাছে জেহাদে যাবার অনুমতি চেয়েছে। কিন্তু তার আব্বা সবসময়ই বলেছেন– বাপু, তোমার বয়স তো খুব কম, তুমি তো বন্দুকই উঠাতে পারবে না। সে যখন তার আম্মাকে কাঁদতে দেখতো, সহ্য করতে পারতো না, নিজেও কেঁদে ফেলতো। খলিল আর কখনো পাহাড়ে খেলতে যেতো না। সারাদিন সে আম্মার কাছে মনমরা হয়ে বসে থাকতো। বকরিটা সায়েমা এবং তার বাচ্চার অভাবে বড় কাহিল হয়ে পড়েছিলো। একদিন সকালে দেখা গেলো সে লাশ হয়ে পড়ে আছে।

দ্বিতীয় ঃ

একদিন সবাই একসঙ্গে বসে সকালের নাস্তা করছে। হঠাৎ উড়োজাহাজের তীব্র আওয়াজ ভেসে এলো। তারপর বোমা বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ। চতুর্দিক কেঁপে উঠলো। আলীরা সবাই নিরাপদ জায়গায় লুকোবে ভাবছে, এমন সময় একটা বোমা এসে পড়লো ওদের ঘরের ভেতরেই। সাথে সাথেই শহীদ হয়ে গেলেন আলীর আম্মা এবং ফুফু। আহত হলো আলী, আহত হলেন তার আব্বাও। প্রায় পুরো বাড়িটা ভেঙে পড়লো। অবশ্য আলীর আঘাতটা ততবেশি না হলেও তার আব্বার জখমটা ছিলো মারাত্মক।

আলীর আব্বা আলীকে বললেন,

বাছা, মুজাহিদদের সঙ্গী হওয়ার জন্য কতবারই না তুমি আমার কাছে অনুমতি চেয়েছো। এখনই সেই অনুমতির সময় এসে হাজির, খলিলকে নিয়ে রওনা হয়ে যাও।

আলী তার আব্বার জখম থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোনো দেখে বললো,

আব্বা, আপনি তো এখন মারাত্মকভাবে আহত। এই সময় আপনাকে ছেড়ে কোথাও যাবো

www.pathagar.com

প্রথম ঃ

গ্রাম থেকে একটু দূরে ছিলো তাদের খামার। জমাজমি। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে। এবং খুব কাছ থেকে বয়ে গেছে পাহাড়ি এক খাল। তাদের জমিতে ছিলো আনার এবং শাহতুতের বাগান। কিছু জমিতে ছিলো গম এবং জোয়ারের চাষবাস। বয়ে যাওয়া আরো একটি ঝর্ণা ছিলো খামারের অন্য দিকে। সেচের কাজের জন্য দারুণ দরকারি।

আলী স্কুলে পড়তো। স্কুল থেকে এসেই আব্বাকে সাহায্য করতে চলে যেতো খামারে। গরমের মওসুমে শাহতুত গাছের শান্ত শীতল ছায়ায় বসে সে ডুবে যেতো স্কুলের কাজে। এ সময় তার কোনো বন্ধু এসে পড়লে খাওয়াতো আনার, খাওয়াতো শাহতুত। কিন্তু সবচেয়ে সে বেশি খুশি হতো গরমের মধ্যে বর্ষা শুরু হয়ে গেলে। তখন ভরপুর হয়ে যেতো পাহাড়ের নালাগুলো। এবং তখন ঘন্টার পর ঘন্টা দেদার গোছল করতো সে। গোছল করতো বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে।

সায়েমা ছিলো সবচেয়ে ছোটো। ছোটো ছিলো বলে সবাই তাকে আদর করতো। দুষ্টুর একশেষ ছিলো সায়েমা। বিচিত্র সব দুষ্টুমি করতো সে। কিন্তু সবাই খুব খুশি হতো। বিরক্ত হতো না। আলীর ছিলো এক ফুফু আম্মা।

তাদের গ্রাম থেকে অনেক দূরে থাকতেন। একদিন একেবারে খুব ভোরে ভোরে এসে পৌঁছলেন তিনি। এই সাতসকালে তাকে দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। তাঁর সাথে ছিলো তাঁর সাত বছরের ছেলে খলিল। বকরি একটি এবং বকরির একটা সুন্দর বাচ্চা।

আলীর আব্বাকে ফুফু আম্মা দেখামাত্রই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেন। আলীর আব্বুর বেশ বেগ পেতে হয় ফুফু আম্মাকে থামাতে। তারপর বলেন,

বোন তোমাকে কি কেউ মেরেছে? মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে?

আলীর ফুফু আম্মা জবাব দেন,

না ভাইজান, খলিলের আব্বা আমাকে মারেওনি, তাড়িয়েও দেয়নি। আমার ওপর সে-ই জুলুমই রাশিয়ার জালেমরা করেছে– যে জুলুম তারা করছে হাজার হাজার আফগানের ওপর, লক্ষ লক্ষ আফগান নর-নারীর ওপর।

কথাগুলো বলে আলীর ফুফু আম্মা আবারও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন।

আলীর আব্বা জানেন, যেদিন থেকে রাশিয়া আফগানিস্তানের ওপর আগ্রাসন শুরু করেছে সেদিন থেকেই প্রতিটি মানুষ রুশ পশুদের চরমতম অত্যাচার অবিচারের শিকার। প্রতিটি মানুষের জীবন নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছে। রুশ সৈন্যবাহিনী যে গ্রামেই ঢুকছে, সেই গ্রামেরই পুরুষ-মহিলা এবং শিশুদেরকে নির্বিচারে হত্যা করছে। মসজিদগুলোকে শহীদ করছে। এমনকি গ্রামের বাড়িঘর পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিচ্ছে।

আলীর ফুফু আম্মার কান্না থামে না, বলতে থাকেন–

গত সপ্তাহে রাশিয়ার সৈন্যরা আমাদের গ্রামে হামলা চালায়। ট্যাংক এবং কামানবাহী গাড়ি দিয়ে সমস্ত গ্রাম ঘিরে ফেলে। তল্লাশি চালায় ঘরে ঘরে। সশস্ত্র সৈন্যরা ঢুকে পড়ে আমাদের বাড়িতেও। তল্লাশি চালানোর সময় মূল্যবান সবকিছুই লুট করে। হঠাৎ একজন রুশসৈন্য

www.pathagar.com

হাত বাড়ায় আমার দিকে। গলার হার ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করলে আমি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেই। দেয়ালের সাথে আঘাত খেয়ে উঠে দাঁড়ায়। আমার দিকে রাইফেল তাক করতেই খলিলের আব্বা ঝাঁপিয়ে পড়ে। রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে রুশ পশুটাকে শেষ করে দেয়। এমন সময় অন্য একটি রুশ সৈন্য খলিলের আব্বুকে গুলি করে শহীদ করে দেয়।

খলিলের ভাইয়াকেও শহীদ করে। আমি অনেক কষ্টে খলিলকে নিয়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। রুশ হায়েনাদের কয়েকটি গুলি আমার কানের কাছ দিয়ে চলে গেছে। ভাগ্য ভালো যে, এখনো বেঁচে আছি। সাংঘাতিক বিপদের মধ্য দিয়ে এখানে এসে পৌঁছেছি। সঙ্গে বকরিটা না থাকলে মনে হয় মরেই যেতাম ক্ষুধায়-তেষ্টায়। গোলাগুলির শব্দে ভয় পেয়ে বকরিটা আমাদের পেছনে পেছনে ভেগে এসেছে। পথে ক্ষুধার তাড়ায় এই বকরির দুধই আমরা দুয়ে খেয়েছি। খলিলের আম্মার হৃদয়বিদারক বর্ণনা শুনে সবাই মর্মাহত। খলিলের আম্মাকে আলীর আব্বা সান্ত্বনা দিয়ে বলেন,

আমার সাহসী বোন, ধৈর্য ধরো, কয়জন মহিলা এই দেশে এমন আছে– যাদের স্বামী, যাদের সন্তান রুশ হায়েনাদের হাতে শহীদ হয়নি?

ওরাতো খোদ রাশিয়ারই লাখ লাখ মুসলমান হত্যা করেছে। মসজিদগুলোকে বানিয়েছে পানশালা এবং নাচের ঘর। পুড়িয়েছে কুরআন শরিফ, জ্বালিয়েছে ইসলামী বইপুস্তক। এখনো রুশ হায়েনারা এই কাজই কেবল করে বেড়াচ্ছে।

রুশসৈন্যদের অত্যাচার ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলছিলো। কিন্তু তখনো আলীদের গাঁয়ে তারা ঢোকেনি। অন্যান্য এলাকার জুলুমের খবর অবশ্য পাওয়া যাচ্ছিলো। আলীর আব্বা তার বোনের ব্যাপারে খুবই চিন্তিত ছিলেন। সায়েমার বয়স ছিলো অল্প। চিন্তামুক্ত বকরির বাচ্চার দিনভর খেলার সঙ্গী হলো সে। খলিলও মাঝে মধ্যে অংশ নিতো।

তারা দু'জনে ছাগল দুটোকে পাহাড়ে নিয়ে যায় ঘাস খাওয়াতে। এইভাবে তারা আপন হয়ে গেলো খুব। তারা কখনো ঢুকে পড়তো বাগানে। কখনো পাহাড়ি ঝর্ণার কাছে বানাতো খেলাঘর। নিজেরা মারামারিও করতো কখনো। তাড়াতাড়ি আবার মিটমাটও হয়ে যেতো। সবাই তাদের দুষ্টুমিতে মজা পেতো। আস্তে আস্তে খলিলের আম্মা ভুলে যেতে থাকেন তার বেদনা। কিন্তু প্রত্যেক নামাজের পর অবশ্যই তিনি দেশের মুক্তির জন্য দোয়া করতে ভোলেন না। একদিন খলিল আর সায়েমা বাড়ি আসে কাঁদতে কাঁদতে। তাদের হাতে ছিলো বকরির বাচ্চাটা। বাচ্চাটার শরীর দিয়ে রক্ত পড়ছিলো। সায়েমা এবং খলিলের কাপড় চোপড়ও রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিলো। বাচ্চাটা আসলে মারা গিয়েছিলো। বের হয়ে গিয়েছিলো নাড়িভুঁড়ি। এবং বকরিটা ওদের দু'জনের পেছনে পেছনে কেবল ছোটাছুটি করছিলো আর ডাকাডাকি করছিলো ভীষণভাবে। একবার এদিকে ছুটছিলো, একবার ওদিকে ছুটছিলো। নিজের মরা বাচ্চার দিকে তাকিয়ে বোবা প্রাণীটার দু'চোখে উপচে পড়ছিলো বেদনার অশ্রু। বোবা প্রাণীটার যদি কথা বলার ক্ষমতা থাকতো তাহলে অবশ্যই জিজ্ঞেস করতো– কে আমার বাচ্চাটাকে হত্যা করেছে? কী অপরাধ ছিলো আমার বাচ্চাটার? ও কখনো সায়েমা এবং কখনো খলিলের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করছিলো– যেন সায়েমা এবং খলিল তো আমার বাচ্চাটাকে খুব ভালোবাসতো কিন্তু বাঁচানোর জন্য কিছুই করলো না কেন?

সায়েমা এবং খলিলের চোখে বন্যাধারা। বকরির বাচ্চা হারানোর বেদনায় দু'জনেই ব্যথিত– সান্ত্বনাহীন।

www.pathagar.com

না।

আলীর আব্বা বললেন,

আলী! আমার জন্য চিন্তা করো না, বেঁচে থাকলে তোমাদের সাথে মিলিত হবো। সময় একেবারে কম। দুশমনদের ট্যাঙ্ক এবং কামান এখনই গ্রাম ঘিরে ফেলবে। তাদের পরিকল্পনা হচ্ছে, প্রথমে বিমান হামলা করা, তারপর ট্যাঙ্ক দিয়ে ঘিরে সবকিছু শেষ করে দেয়া। বাছা, ওদের মোকাবেলা আমরা করবো। যদি মরতেই হয়, তো লড়াই করে মরবো। কিন্তু তোমার বয়স এখনও অনেক কম। বড় হয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে হবে। যদি দুশমনরা তোমাকে হাতেনাতে ধরতে পারে, বাঁচতে দেবে না। সেই কারণে যা বলছি, তাই শোনো। এখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে যাও। সদর রাস্তা দিয়ে যাবে না। দুশমনরা কিন্তু সদর রাস্তা ধরেই আসছে। পাহাড়ের পেছন দিক দিয়ে যাও, খেলনা বোমা আর মাটিতে পোতা বোমার দিকে লক্ষ্য রেখে পথ চলবে। তোমার ছোট ভাই খলিলের দিকেও নজর রাখবে। ওকে কোনো কষ্ট দেবে না কিন্তু।

তিনি আলীকে ছোট্ট একটা থলে দিয়ে বললেন, কিছু টাকা আছে এর মধ্যে, তোমাদের কাজে লাগবে।

তারপর আলীর আব্বা আলীর কপালে চুম খেয়ে বললেন,

বাছা, ইসলামের পতাকা সবসময় উঁচুতে তুলে ধরবে এবং আমাকে আল্লাহর সামনে লজ্জিত করবে না। আফগানিস্তারের সব ছেলেরাই যেন তাদের জাতীয় পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে। আমার জন্য চিন্তা করবে না। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমি দুশমনের সাথে লড়াই করে যাবো।

আলীর চোখ পানিতে ভরে গেলো। ছিঁড়ে ফেললো সে তার রুমাল। তারপর তার একটি টুকরা দিয়ে আব্বার জখমে পট্টি বেঁধে দিতে লাগলো এবং পট্টি বেঁধে উঠে দাঁড়ালো। শহীদ মা আর ফুফুর দিকে তাকালো। চোখে অশ্রু, হৃদয়ে প্রতিশোধের প্রজ্বলিত আগুন নিয়ে পেছনের দিক থেকে বেরিয়ে গেল। লুকিয়ে লুকিয়ে সে খলিলকে সঙ্গে করে নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় এসে পৌঁছলো। এখানে বিমান হামলার ভয় ছাড়া অন্য কোনো ভয় ছিলো না।

তারা দু'জনে একটি ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে, ব্যথাভরা চোখে নিজের গাঁয়ের দিকে তাকাতে লাগলো। কোনো কোনো ঘর থেকে ধোঁয়া উঠছিলো। গাঁয়ের অধিকাংশ এলাকা ধ্বংস্তূপে পরিণত। তারা দেখলো, তাদের গাঁয়ের কিছু মহিলা সন্তান-সন্ততি নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে হিজরত করে চলে যাচ্ছে।

কিছুটা সময় যেতে না যেতেই, তাদের গাঁয়ের দিকে দুশমনদের গাড়ির বহর আসতে দেখলো। এবং দেখলো তাদের গ্রাম খুব দ্রুত ঘিরে ফেলছে। তারপর কামান দিয়ে ক্রমাগত গুলি ছুড়ছে। একেবারে আগুনের বৃষ্টির মত। দুশমনদের যখন বিশ্বাস হলো, মোকাবেলা করার মতো গাঁয়ে আর কোনো লোক বেঁচে নেই, তখন তারা ট্যাঙ্ক এবং কামানের গাড়ি থেকে বাইরে বেরুতে লাগলো। আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত দুশমন সৈন্যরা গ্রামের ভেতরের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেতেই হঠাৎ সামনের দিক থেকে গুলিবর্ষণ আরম্ভ হলো। সাবধান হয়ে গেল দুশমনরা। এবং অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হতে থাকলো। আলীর কাছে কোনো অস্ত্র ছিলো না বলে তার খুব দুঃখ হচ্ছিল। এখন তার কাছে কোনো অস্ত্র থাকলে, বেশ কয়েকজন দুশমনকে সে খতম করতে পারতো। অবশ্য কিছু কিছু দুশমন যখন গুলি খেয়ে

www.pathagar.com

পড়ে যাচ্ছিল, তখন আলীর আনন্দের সীমা থাকলো না। সহসা গাঁয়ের দিক থেকে গুলি আসা বন্ধ হয়ে গেল। আলী এবং খলিল দেখলো, দুশমনরা গ্রামের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। কিছুক্ষণ পর দুশমনরা বেশ কয়েকজন পুরুষ, মহিলা এবং বাচ্চাদের গ্রামের বাইরে খোলা ময়দানে এনে দাঁড় করালো। সবাইকে গুলি করে শহীদ করলো এবং গোটা গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিলো।

আলীর হৃদয় চিৎকার করে উঠলো। এই সব কিছু দেখে, ওদিকে খলিল হয়ে গিয়েছিলো হতবাক। আর আলীর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো, তার আব্বাও শহীদ হয়ে গেছেন।

ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে এবং দুচোখে অশ্রুর দু'টি ধারা নিয়ে আলী উঠে দাঁড়ালো। এবং খলিলকে সঙ্গে করে পাহাড়ের অন্যদিকে নেমে গেল। দু'জনে ক্রমাগত সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে থাকলো। তারপর রাতে একটি নিরাপদ জায়গার আওতার মধ্যে বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়লো। খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলো দু'জনেই। এতো অল্প বয়সে, এতো দূরের পথ পাড়ি দিতে হবে তারা চিন্তাই করতে পারেনি। না তাদের জানা ছিলো দুশমনদের আস্তানা, না জানা ছিলো বন্ধুদের ঠিকানা। সারাদিনের সফরের ধকলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো তারা। এই কারণে তাদের চোখে ঘুম নেমে এসেছিলো খুব তাড়াতাড়ি। ভয়ঙ্কর সব স্বপ্ন দেখলো আলী। সকালে উঠে তারা আবারও পথ চলা শুরু করলো। প্রতিটি কদম তারা হিসেব করে ফেলছিলো। দূর থেকে যখনই কোনো মানুষ চোখে পড়ছিলো, রাস্তা বদল করে নিচ্ছিলো, এই জন্য যে, যদি এ মানুষটি কোনো দুশমন হয়ে থাকে।

এক জায়গায় তাদের নজরে এলো একটি পাহাড়ি ঝর্ণা। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলো ঝর্ণার ধারে। এবং সঙ্গে নিয়ে আসা শুকনো নানরুটি ঐ ঝর্ণার পানিতে ভিজিয়ে দু'জনে খেয়ে নিলো। তারপর ঝর্ণার পানি পান করে আবার চলা শুরু করলো। খলিল একেবারে ক্লান্ত হয়ে চলার শক্তি হারিয়ে ফেললে আলী তাকে কাঁধে তুলে নিচ্ছিল। এবং দুশমনের যুদ্ধবিমান আসতে দেখলে কোনো ঝোপের আড়ালে অথবা পাথরের আবডালে লুকিয়ে পড়ছিলো। এইভাবে তারা তিন দিন পর্যন্ত ক্রমাগত চলতে থাকলো। ইতোমধ্যেই সঙ্গের খাবার শেষ হয়ে গিয়েছিলো। দু'জনের পায়ে ফোসকা পড়ে গিয়েছিলো। চলার শক্তি ছিলো না, খলিলের অবস্থা ছিলো সবচেয়ে করুণ। সে ক্ষুধায় কাহিল হয়ে গিয়েছিলো এবং বলছিলো,

ভাইজান, প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগেছে। আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না।

আলী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছিল এই বলে :

আরো কিছু পথ এগিয়ে গেলে কিছু না কিছু খাবার পাওয়া যাবে, ইনশাআল্লাহ।

খোদ আলীর অবস্থাও নাজুক হয়ে পড়েছিলো ক্ষুধার তাড়নায়। কারোরই অবস্থা সামনে চলার মত ছিলো না। তবু তারা পথ চলছিলো।

বেশ গরম পড়েছিলো। তবু মাগরিবের কিছু পরে মেঘে ঢেকে গেলো সারা আকাশ। নেমে এলো চতুর্দিকে ঘন অন্ধকার, বিজলি চমকাচ্ছিল।

বজ্রের শব্দে থরথর করে কাঁপছিলো সমস্ত পাহাড়। ঝড়ও শুরু হয়ে গেল। খলিল ভীষণভাবে ভয়ে পেয়ে গেল। কাঁদতে লাগলো সে। আলী তাকে কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে চলতে লাগলো। কিন্তু বাতাসের প্রচণ্ড ধাক্কায় সে এক কদমও এগুতে পারছিলো না।

এবং দেখতে দেখতে শিলাবৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। পাহাড়ে লুকোবার জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল না। শিলগুলো সরাসরি মাথার ওপর পড়ছিলো। খলিলকে বাঁচানোর জন্য আলী তার চাদর

www.pathagar.com

দিয়ে তাকে ঢেকে দিলো। কিন্তু শিল ছিল বেশ বড় বড়। আলী প্রচণ্ড আঘাতে আহত হতে লাগলো।

শিলাবৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য শেষ পর্যন্ত একটি ঝোপে আশ্রয় নিলো তারা। শিলাবৃষ্টি অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যে থেমে গেল। কিন্তু বৃষ্টির যেন লক্ষণ নেই থামার। প্রথমে প্রচণ্ড গরমে খলিলের অবস্থা ছিলো খারাপ, এখন ঠাণ্ডায় সে ঠকঠক কর কাঁপতে লাগলো। রাত্রে বৃষ্টি থেমে গেল। পাহাড়ি ঝর্ণাগুলো তখন খরস্রোতা হয়ে উঠেছে। এবং স্রোতের শব্দে চতুর্দিকে মুখরিত। এতো পানি, এতো তীব্র স্রোত, পার হওয়া আলীর জন্য এক অসম্ভব ব্যাপার হয়ে পড়লো।

খলিলের জ্বর এসে গেল। এবং কেবলই বাড়তে থাকলো। এক দিকে ক্ষুধা, অন্য দিকে প্রবল জ্বরে খলিল ছটফট করতে লাগলো শুধু।

খলিলের এই অবস্থা আলী সহ্য করতে পারে না। সে খলিলকে বলে,

যদি তুমি একটুখানি অপেক্ষা করতে এখানে, তাহলে কোথাও গিয়ে কিছু খাবার নিয়ে আসতে পারতাম।

কিন্তু খলিল কোনোক্রমেই একা থাকতে রাজি নয়। আলী কী করবে ভেবে পায় না। অগত্যা আল্লাহর কাছে দোয়া করে,

হে আল্লাহ, তুমি আমাদের সাহায্য করো, তাড়াতাড়ি ঝর্ণার পানি কমিয়ে দাও, যাতে সহজে পার হয়ে যেতে পারি।

আল্লাহ সব সময় নিষ্পাপ বাচ্চাদের দোয়া কবুল করে থাকেন। অল্প সময় পরেই আলীর ধারণা হয় খুব কাছ থেকে কারা যেন যাচ্ছে। প্রথমে সে ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু খলিলের কঠিন অবস্থা দেখে সে সিদ্ধান্ত নেয়, দুশমন হলেও সে তাদের সাহায্য নেবে। অবশ্যই সাহায্য নেবে।

আলী যে দিক থেকে লোকজনের শব্দ এসেছে, সেদিকেই চিৎকার করে ওঠে। আলীর আওয়াজ শুনে লোকেরা থেমে যায়। আলী তাদের কাছে পৌঁছে গিয়ে দেখে, তারা সাতজন এবং সশস্ত্র। কোনো ভয় না করে আলী তাদেরকে সব কথা খুলে বলে।

অবশ্য পরে আলী বুঝতে পারে তারা মুজাহিদীন। দুশমনদের আস্তানায় হামলা করার জন্য যাচ্ছে। বাচ্চাদের এই অবস্থা দেখে মুজাহিদীনদের কমান্ডার সিদ্ধান্ত দিলেন ছয়জন মুজাহিদ যাবে অভিযানের কাজে, একজন এদেরকে নিয়ে ফিরে যাবে মুজাহিদ শিবিরে। কমান্ডার খলিলকে একটুখানি গুড় খেতে দিলেন। তাঁর কাছে আর তো কিছুই ছিলো না।

আলী এবং খলিলের কাছে, সিদ্ধান্ত মতো একজন মুজাহিদ রয়ে গেলেন। আর ছয়জন চলে গেলেন হামলা করার জন্য। খলিল একটুখানি গুড় খেয়ে তাজা হয়ে উঠলো। তার ক্ষুধাও দূর হয়ে গেল খানিকটা। মুজাহিদ তার চাদর দিয়ে খলিলের শরীর ঢেকে দিলো এবং ঝর্ণার পানি কিছুটা কমে গেলে ওদেরকে সঙ্গে নিয়ে অন্য দিকে চলে গেলো।

খলিলকে ঘাড়ে করে কয়েক ঘণ্টার পথ চলার পর মুজাহিদ আলীকে সাথে করে একটি জেহাদকেন্দ্রে পৌঁছে যায়। এই কেন্দ্রটির অবস্থান হচ্ছে পাহাড়ের গুহার ভেতরে। সম্ভবত এখানে এক সময় হিংস্র জন্তু জানোয়ারের বসবাস থেকে থাকবে। মুজাহিদরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে থাকার জায়গা করে নিয়েছে। মুজাহিদীন আলী এবং খলিলকে রাতের বেঁচে যাওয়া খাবার খাওয়ায়। পান করতে দেয় গরম গরম চা। এক মুজাহিদ খলিলকে তারপর

www.pathagar.com

খাওয়ায় ওষুদের বড়ি। কিছুক্ষণ পরেই খলিল ঘুমিয়ে পড়ে। আলীও শুয়ে পড়ে।
খলিলের ঘুম ভাঙে সকালে। তখন তার একেবারে সুস্থ অবস্থা। সবেমাত্র মুজাহিদরা নাস্তা খেতে বসেছে। গত রাতে যারা গেরিলা আক্রমণ চালিয়েছে, তারাও ফিরে এসেছে। কমান্ডার প্রথমেই আলী এবং খলিলের খবর নিলেন। এবং বললেন রাতের অভিযানের সাফল্যের কথা, ২০ জন শত্রু সৈন্য খতম হয়েছে। বেশ কয়েয়েকটি যুদ্ধযান ধ্বংস করা হয়েছে এবং বিপুল পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র দখল করা গেছে। কমান্ডার সেগুলো দেখালেনও।
আলী এবং খলিল এই মুজাহিদ কেন্দ্রে তিন দিন পর্যন্ত থেকে যায়। তারপর কমান্ডার তাদেরকে একটি পূর্ববর্তী ক্যাম্পে পৌছে দেন। যেটা মুজাহিদদের হেড কোয়ার্টার। হেড কোয়ার্টারের কমান্ডার তখন প্রশিক্ষণে ব্যস্ত ছিলেন। আলী এবং খলিলের কাহিনী শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। এবং বললেন, বেটা, আফগানিস্তানের সমস্ত জায়গায় অত্যাচার চলছে। কোথাও খেলনা বোমা আবার কোথাও বিষমাখানো গ্যাসের দ্বারা মুসলমানদের কতল করা হচ্ছে। তবু চিন্তার কিছু নেই। আল্লাহ মুজাহিদদের অবশ্যই বিজয় দান করবেন।
আলী জিজ্ঞেস করে,
শত্রুদের তো বোমারু বিমান আছে, হেলিকপ্টার আছে, ট্যাঙ্ক এবং অন্যান্য আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র আছে। কিন্তু মুজাহিদদের তো তা নেই তাহলে মোকাবেলা করা কী করে সম্ভব?
আলীর প্রশ্নের উত্তরে কমান্ডার বললেন,
বেটা দুশমন যতই শক্তিশালী হোক না কেন, আল্লাহর চেয়ে তো বড় নয়, বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের কাছে কী পরিমাণ হাতিয়ার ছিলো?
অথচ তিনগুণ শক্তিশালী ছিলো দুশমনেরা। তারপরও মুসলমানরা জয়ী হয়েছিলো। ইনশাআল্লাহ আমরাও খুব শিগগিরই শত্রুমুক্ত করবো স্বদেশ, পরাজিত করবো রুশ জালেমদের এবং আফগানিস্তানে ইসলামের পতাকা তুলে ধরবো সর্বোচ্চে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মুজাহিদদের সাথে একাত্ম হয়ে গেলো আলী। তারপর এক সময় সে কমান্ডারকে বললো,
আমাকে হাতিয়ার দিন, আমিও দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাই। কমান্ডার আলীকে বুঝালেন,
তুমি তো এখনো অনেক ছোটো। আমি তোমাকে এবং খলিলকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেখানে গিয়ে আগে লেখাপড়া শেষ করো। তারপর ফিরে এসে অংশ নেবে জেহাদে।
কিন্তু আলী বলে বসলো,
আমি এতো ছোট না যে বন্দুক চালাতে পারবো না। আমার এখন প্রয়োজন হাতিয়ার চালানোর প্রশিক্ষণের। ঐ প্রশিক্ষণের জন্য পাকিস্তান তো নয়, এই মুজাহিদের হেড কোয়ার্টারই উত্তম।
কমান্ডার আলীকে খুব করে বোঝলেন। কিন্তু আলী তার সিদ্ধান্তের ওপর অটল। শেষ পর্যন্ত আলীর কথাই কমান্ডারকে মেনে নিতে হয়।
কমান্ডার আলীকে বললেন,
এই কেন্দ্রে তুমি ছয় মাস পর্যন্ত অন্যান্য মুজাহিদ ভাইদের সাথে ট্রেনিং নেবে। গেরিলা যুদ্ধের কোনো অনুমতি তুমি আপাতত পাবে না। এই সময় তুমি হেড কোয়ার্টারে নানা

www.pathagar.com

কাজে সহযোগিতা দেবে। যেমন ঝর্ণা থেকে পানি এনে দেবে, রান্না বান্নার কাঠ জোগাড় করে দেবে। তার পরেই না বন্দুক পাবে।

আলী অত্যন্ত আনন্দের সাথেই সবগুলো শর্ত মেনে নিলো। খলিলকে পাকিস্তান পাঠিয়ে দেয়া হলো। বিদায় বেলা সে খুব কাঁদলো। কিন্তু আলী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, তাড়াতাড়িই সে পাকিস্তানে তার সাথে দেখা করতে যাবে।

ছয় মাস পর চিফ কমান্ডার আলীর হাতে হাতিয়ার তুলে দেন। আলীর আনন্দের সীমা থাকে না।

আলী বন্দুক এবং অন্যান্য হাতিয়ার চালানো শিখে ফেললে, কমান্ডার তাকে ছোটখাটো গোপন অভিযানে অংশগ্রহণের অনুমতি দেন। এই সব ছোটখাটো অপারেশনে অংশ নিয়ে আলী অল্পদিনের মধ্যেই প্রমাণ করে, অন্যান্য বয়সী মুজাহিদদের চেয়ে সে কম নয় আদৌ। আলী খুব কম সময়ের মধ্যেই বিমানবিধংসী কামান, রকেট লাঞ্চার চালানো রপ্ত করে। এবং সব ধরনের লড়াইয়ে অংশগ্রণের অনুমতি তার মিলে যায়।

তৃতীয় ঃ

আলীর বয়স এখন ষোল। এই বয়সেই সে গেরিলা যুদ্ধের কলাকৌশল শিখে ফেলেছে। এবং গেরিলা যুদ্ধের নানা কলাকৌশল রপ্ত করেছে বলে খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। কমান্ডার তাকে মুজাহিদদের আরো গুরুত্বপূর্ণ ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিলেন। পাঠিয়ে দিলেন তার ওপর কমান্ডারের অগাধ আস্থা জন্মেছে বলে।

মুজাহিদদের এই ক্যাম্পটা এমন একটা জায়গায় যার চতুর্দিকে বিরাট বিরাট সব পাহাড়। পাহাড়গুলো গাছগাছালিতে এমনভাবে ঘেরা যে দূর থেকে গভীর জঙ্গলের মতোই মনে হয়। পাহাড়গুলো অনেক দূরে গিয়ে পরস্পরের সাথে মিশে গিয়েছে। যেখান থেকে বয়ে গিয়েছে ঝর্ণা। এবং ঝর্ণাগুলো বইতে বইতে পরিণত হয়েছে আঁকাবাঁকা পাহাড়ি খালে। এই পাহাড়ি খালের দুই তীরেই ছড়িয়ে রয়েছে মুজাহিদদের তাঁবু।

এই পাহাড়গুলো থেকে আট মাইলের মতো দূরে আরো উঁচু আরো বিশাল পাহাড়। যার একেবারে চূড়োয় বানিয়েছে দুশমনরা তাদের ঘাঁটি। মুজাহিদরা ঐ দুশমনদের ঘাঁটি একেবারে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা নেয়।

ঘুট ঘুটে অন্ধকার রাত। আসমানে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের আনাগোনা। বিশ জন মুজাহিদের মধ্যে একজন হচ্ছে কিশোর আলী। দুশমনদের ঘাঁটি ধ্বংস করার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে ওরা। তারপর এক সময় তারা তাঁবুর খুব কাছাকাছি পৌছে যায়।

রুশ হানাদাররা তাদের ঘাঁটির চতুর্দিকে বহুদূর পর্যন্ত মাইন পুঁতে রেখেছে। এই মাইনগুলো কয়েক রকমের ট্যাঙ্ক এবং যুদ্ধযানের জন্য এই মাইনগুলো বেশ বড় বড়। যখন এগুলোর ওপর দিয়ে ট্যাঙ্ক যেতে থাকে, প্রচণ্ড আওয়াজে বিস্ফোরিত হয়। এবং ট্যাঙ্কের মারাত্মক ক্ষতি হয়। আরেক ধরনের মাইন হচ্ছে পদাতিক সৈন্যদের রুখবার জন্য। এগুলো আকারে একটু ছোট। যখন কারো পায়ের আঘাত লাগে এসব মাইনে তখন এগুলোও প্রকাণ্ড

www.pathagar.com

আওয়াজে বিস্ফোরিত হয় এবং মানুষ সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়। না হয় উড়ে যায় কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। ঐ সব মাইন ছাড়াও রুশ হানাদাররা পাথরের টুকরোর মতো এবং পাথরের রঙের মতো মাইনও তৈরি করেছে। এগুলো মাটিতে পোঁতার দরকার হয় না। বরং পাহাড় এবং চলার পথে ছড়িয়ে রাখা হয়। বিশেষ করে ছড়িয়ে রাখা হয় মুজাহিদদের চলার পথে। মুজাহিদরা সাধারণত পাহাড় এবং পাহাড়ি খালের দুই তীর দিয়ে চলাফেরা করে।

এসব পথে এমনি পাথরের টুকরো পড়ে থাকে। ফলে পাথর এবং পাথরের মতো মাইনগুলো একাকার হয়ে থাকে এবং যখনই মুজাহিদদের কারো পা এসব মাইনের ওপর পড়ে তখন তাদের খুব সহজেই মারাত্মকভাবে আহত হতে হয়। আলীদের গ্রুপ ঘুট ঘুটে অন্ধকারের মধ্যে দুশমনদের ঘাঁটির একেবারে কাছাকাছি পৌছে যায়। হঠাৎ এক মুজাহিদের পায়ে আঘাত লাগে মাটিতে পুঁতে রাখা মাইনে। প্রচণ্ড শব্দে ফেটে যায় মাইন।

বিস্ফোরণের শব্দে জেগে ওঠে দুশমনরা এবং বিক্ষিপ্তভাবে গোলাগুলি শুরু করে। কয়েকজন মুজাহিদ পেছনে হটে আসে এবং কয়েকজন আহত হয়। নিরাপদ স্থানে পৌছে দেখে তাদের দুইজন সাথীর সন্ধান মিলছে না।

কমান্ডার এ দুইজন মুজাহিদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে আবদুল্লাহ নামে এক মুজাহিদ বলে তারা দু'জন সবার আগেই মাইন পুঁতে রাখা এ অঞ্চল পার হয়ে যায়। ফলে মনে হচ্ছে তারা শাহাদাতের পেয়ালা পান করেছে।

মুজাহিদরা কখনো শহীদদের লাশ দুশমনদের এলাকায় ফেলে আসে না। ফলে শহীদদের উদ্ধারের জন্য দ্বিতীয়বারের মতো হামলা করতে হয়। আরো দু'জন মুজাহিদকে শাহাদাতের পেয়ালা পান করতে হয়। কিন্তু তারপরও লাশ উদ্ধার সম্ভব হয়নি। মুজাহিদদের ধারণা জন্মে দুশমনদের ঘাঁটি সম্পূর্ণরূপে নাস্তানাবুদ না করা পর্যন্ত শহীদদের লাশ উদ্ধার সম্ভব হবে না। কমান্ডার আর এবং তার পাঁচজন সহকর্মীকে দুশমনদের ওপর কড়া নজর রাখার নির্দেশ দিলেন। হানাদাররা লাশ নিতে নিচে এসে শহীদদের শরীর স্পর্শ করারও সুযোগ যেনো না পায়। তার আগেই যেনো তাদের ভবলীলা সাঙ্গ করা হয়। কমান্ডার আলীদের এ নির্দেশ দিয়ে অন্য মুজাহিদদের নিয়ে ফিরে এলেন।

পরের দিন রাতে রুশ হানাদারদের ঘাঁটির একেবারে কাছাকাছি পৌছে কামান দাগা শুরু করে। যেনো তারা বাধ্য হয়ে ঘাঁটি ত্যাগ করে। কিন্তু দুশমনদের ঘাঁটি রয়েছে অনেক উপরে। এবং মুজাহিদরা অনেক নিচে। ফলে দুশমনদের কোনো ক্ষতি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অথচ মুজাহিদদের ব্যাপারে দুশমনরা সতর্ক হয়ে যায় এবং তাদের গোলায় একজন শহীদ হয়ে যায় এবং কয়েকজন মুজাহিদ আহত হয়। মুজাহিদরা দারুণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়ে। দিনের বেলায় আক্রমণ করলে পরিষ্কার দেখা যায় এবং দুশমনদের সম্পর্কে ধারণা নেয়া যায়। কিন্তু রাতের বেলা গুলাগুলি করলে আগুন এবং শব্দের কারণে দুশমনরা ঠিকানা জেনে যায়। শেষ পর্যন্ত এ ঘাঁটি ধ্বংস করে দিতে পারলে লাশগুলো উদ্ধার করা যাবে ঠিকই কিন্তু সে ঘাঁটি কী করে ধ্বংস করা সম্ভব? অন্য দিকে শহীদদের লাশ ফেলে যাওয়াটাও মুজাহিদদের রীতিবিরোধী। কেটে গেলো কয়েকদিন। হামলা করলে দুশমনদের চেয়ে নিজেদের ক্ষতি হবে সবচেয়ে বেশি এই চিন্তায়।

একদিন আলী মুজাহিদ কমান্ডারকে বলে, 'আমার মাথায় একটা বিষয় দোল খাচ্ছে। আমাকে যদি একটা কাজ করার অনুমতি দেন তাহলে প্রথম পর্যায়ে শহীদের লাশ উদ্ধার

www.pathagar.com

করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে দুশমনদের ঘাঁটি ধ্বংস করতে পারবো।'
মুজাহিদ কমান্ডার আলীর প্ল্যান সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে জানতে চান। আলী মোটামুটি একটা ধারণা দেয় এবং বলে বাকি কথাগুলো সাফল্য লাভের পরপরই বলবো। আর এ ব্যাপারটা আপনি ছাড়া আর কেউ যেনো না জানে। কারণ আমাদের মধ্যেই গুপ্তচর থাকতে পারে। মুজাহিদ কমান্ডার আলীর সাথে আলাপ আলোচনা শেষে অভিযানের অনুমতি দিলেন।

আলী এই অভিযানের নাম দেয় রাশিয়ার একজন মহান মুসলমান মুজাহিদ এবং ইসলামী দুনিয়ার প্রথম গেরিলা নেতা ইমাম শামিল (রহ)-এর নামে শামিল অপারেশন।

আলী অপারেশনের জন্য তৈরি হতে থাকে। প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে আলী মুজাহিদ কমান্ডারের কাছে পাঁচজন মুজাহিদের সহায়তা চায়। মুজাহিদ কমান্ডার সাথে সাথেই তার মঞ্জুর করেন। সূর্য ডুবে গেছে। চতুর্দিকে নেমেছে আঁধার।

আলী পাঁচজন মুজাহিদকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়ে। সঙ্গে নেয় মাটি থেকে মাটিতে মারার মতো বারটি মিজাইল। মুজাহিদরা এগুলোকে রকেট মিজাইল বলে থাকে। রকেট বোমাও বলে। এ ছাড়াও সঙ্গে নেয় সম্পূর্ণ খালি তিনটি টিন (কেরোসিন তেলের খালি টিন)। এবং অন্যান্য কিছু ছোটখাটো জিনিসপত্র। বিষয়টি কয়েকজন মুজাহিদের মাথায় খেলে না। বুঝতে পারে না যে উদ্ধার করতে হবে লাশ! কিন্তু এই খালি টিন দিয়ে কী হবে! কিন্তু আলী তার সিদ্ধান্তের ওপর অটল থাকে এবং সম্পূর্ণ সাফল্যের আশা পোষণ করে।

আলীরা দুশমনের ঘাঁটিতে পৌছানোর এক মাইল বাকি থাকতে যেদিকে লাশ ঠিক তার উল্টো দিকে যাওয়া শুরু করে এবং খালি টিনগুলো পানিতে ভর্তি করার জন্য নির্দেশ দেয়।

আলীর সঙ্গে আসা এক মুজাহিদ জামিল খান এসব কাণ্ড কারখানা দেখে হাসতে থাকে। সে যেতে যেতে আলীকে বলে, তুমি কি দুশমনদের কাক ভেবেছো না বক ভেবেছো যে টিন পিটিয়ে উড়িয়ে দেবে। আলীও হেসে উত্তর দেয় নাতো! কাক ভাবিনি। ভেবেছি পাতি শেয়াল। ঐ মুজাহিদ আবারো বলে, না, না টিনের পানিতেই ডুবিয়ে মারো না হয়! আলী আবারো হেসে উত্তর দেয়, দুশমনদের গঠন-গাঠন এতোটা ছোট নয় যে টিনের পানিতে ডুবে মরবে বরং মারার আগে গোসল কারানো দরকার তো! সেই জন্যই এ পানির ব্যবস্থা, যেনো সসম্মানে দফারফা করা যায়। যাই হোক মুজাহিদরা টিনেগুলো পানি দিয়ে ভরে নেয়। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর আলী একটা জায়গায় বসে পড়ে। এবং মুজাহিদদেরকেও বসতে বলে। তারপর আলী তার ব্যাগ থেকে কিছু তার এবং কিছু অন্যান্য জিনিসপত্রের টুকরো বের করে। সে টুকরোগুলোর কিছু ধাতু জাতীয়। এবং শিকলের মতো দ্রব্যবিশেষ। তারপর সে দুটো তারকে রকেট মিজাইল এবং শিকলে সাথে জুড়ে দেয়।

এবং অন্য দিকে একটি তারের সাথে জুড়ে দেয় খালি টিন। এবং আরেকটি তার লোহার ধাতুর হালকা একটা টুকরোর সাথে জুড়ে দেয়। যার সাথে লেগে থাকে উপরের লটকানো এক টুকরো কাঠ। যার ফলে লোহার ধাতুটা পানির মধ্যে ঝুলতে থাকে। অন্য একটি টিনকেও এভাবে সাজায় সে। টিন দুটোর মাঝে একশ গজ পরিমাণ ফাঁক রাখে। এবং টিনগুলোর উপরিভাগে অনেকগুলো ছোটবড় ছিদ্র করে। এরপর মুজাহিদদেরকে বলে এক্ষুনি পেছনের দিকে চলে যান। জলদি শহীদদের লাশের কাছে কোনো একটা নিরাপদ জায়গায় অপেক্ষা করেন।

www.pathagar.com

মুজাহিদরা শহীদদের লাশ থেকে দু ফার্লং দূরে একটা ঘন জঙ্গলের দিকে গা ঢাকা দিলেন। আলীর দৃষ্টি ছিলো সেদিকেই নিবদ্ধ। যেদিকে রেখে দিয়েছে রকেট লাঞ্চার এবং খালি টিন। ঘন্টাখানেক বসে থাকে আলী এইভাবে এবং তার ধুকপুকানি দ্রুত বাড়তে থাকে। সে ভাবে, এই অভিযান ব্যর্থ হলে কমান্ডারকে কী জবাব দেবে। তার ধারণা অনুযায়ী এতক্ষণে একটা কিছু হয়ে যাওয়ার কথা। অতিরিক্ত দশ মিনিট পার হয়ে গেছে তবু কিছু হচ্ছে না। আলী হতাশ হয়ে পড়ে। এক মুজাহিদ তো হাসতে থাকে বিদ্রূপের হাসি। এভাবে কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই রকেট মিজাইল চালু হওয়ার শব্দ আসে। অন্য রকেট মিজাইলটাও চলতে শুরু করে এবং সঙ্গে সঙ্গে দুশমনদের গোলাগুলিও শুরু হয়ে যায়।

আলী সঙ্গীদের বলে, এখন দুশমনরা এদিকে ব্যস্ত হয়ে পড়বে এবং রকেট মিজাইলও থেকে থেকে চলতে থাকবে। এখন এ সুযোগ আমাদের কাজে লাগাতে হবে। চতুর্দিক থেকে আমাদেরকে শহীদদের কাছে চলে যেতে হবে। পুঁতে রাখা মাইনের কাছ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে করে মুজাহিদরা পৌঁছে যায় শহীদদের লাশের কাছাকাছি। এ পর্যন্ত চলু হয়েছে আটটি রকেট লাঞ্চার। এই ফাঁকে মুজাহিদরা তাড়াতাড়ি শহীদদের লাশ উঠিয়ে সটকে পড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সফলও হয়। সমস্ত রকেট মিসাইল চালু হয়ে যায়। এবং দুশমনদের গোলাগুলিও বাড়তে থাকে। তারা পুরোপুরি বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যায়। তারা ধারণা করে দুশমনদের চালু হয়ে যাওয়া রকেট মিসাইলের দিকে থেকেই হামলা করেছে। ফলে সেদিকে লক্ষ্য করেই তাদের গোলাগুলি চলতে থাকে।

এই অভিযানে আলীরা সফল হওয়ায় মুজাহিদ কমান্ডার অত্যন্ত খুশি হলেন। এবং পুরো ঘটনা শুনতে চাইলেন। আলী বলা শুরু করে– প্রশিক্ষণ চলাকালে পরীক্ষামূলকভাবে সে এ ধরনের একটা উদ্যোগ নেয় কিন্তু ব্যর্থ হয়। কিন্তু আল্লাহর শুকরিয়া এবার সাফল্য এসেছে। এই পরীক্ষা চালানো হয়েছে টাইম বোম বিস্ফোরণের প্রক্রিয়ায়। এবং এই খালি টিনগুলোকে ঘড়ির বিকল্প হিসেবে কাজে লাগানো হয়েছে। এটা করতে হয়েছে মাথা খাটিয়ে। খালি টিনগুলোতে প্রথমে পানি ভরা হয়েছে তারপর টিনের উপরিভাগে করা হয়েছে নানা ধরনের ছিদ্র। টিনের পানি শেষ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ভাসমান ধাতুর টুকরোগুলো খালি টিনের সমতল ভাগে আঘাত করতে থাকে এবং তখনি কারেন্টের সার্কিট পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং রকেট মিজাইল চলা শুরু করে। এই অভিযানে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানো হয়েছে পদ্ধতিটিকে। ফলে বিস্ফোরণের কারণে হানাদাররা আমাদের অবস্থানকে অনুমান করেছে ঐ দিকেই। আর এদিকে আমরা পৌঁছে গিয়েছি শহীদদের লাশের কাছে। আল্লাহর শুকরিয়া যে আমাদের চলার পথে কোনো মাইনের মুখোমুখি হতে হয়নি। আমার ধারণা ঐ পথে যে আক্রমণ হতে পারে দুশমনরা ধারণাই করেনি। ফলে মাইনও পোঁতার চেষ্টা করেনি। অবশ্য মাইন যদি বিস্ফোরিত হতো তাহলেও দুশমনরা গোলাগুলি শুরু করতো। আমাদের দিকে নয় বরং আগের দিকেই, যেদিকে রকেট লাঞ্চারগুলো বিস্ফোরিত হয়েছে। দুশমনের মূল বাহিনী ঐ দিকে আছে মনে করেই তারা তা করতো।

মুজাহিদ কমান্ডারের খুব পছন্দ হলো আলীর এই নতুন কৌশল। এবং ঐ রাত্রে আলীর সাথে পরামর্শ করার পর মুজাহিদ কমান্ডার সরাসরি ঘাঁটি আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। কেননা কমান্ডারের একটা ধারণা জন্মে আক্রমণ করতে দেরি করে ফেললে দুশমনদের গোয়েন্দারা বিষয়টি জেনে ফেলতে পারে। রকেট মিজাইলগুলোর সবকিছু ঠিকঠাক করে মুজাহিদরা

www.pathagar.com

আগের রাতের পদ্ধতি অনুসারে শত্রু ঘাঁটি আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে যেতে থাকে। সবার আগে আলী চলেছে বীরদর্পে। দুশমনদের মনোযোগ রকেট মিজাইলের দিকেই পড়ে থাকে এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে গোলাগুলি করতে থাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দুশমনদের যুদ্ধবিমান পৌছে যায়। আজো দুশমনদের ধারণা মুজাহিদরা আক্রমণ করেছে সেদিক থেকেই যে দিক থেকে গত রাতে রকেটে মিজাইল নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কিন্তু অন্য দিক থেকে মুজাহিদরা মূল ঘাঁটিতে পৌছে যাওয়ায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে দুশমনরা। তারা পালানোর পথও খুঁজে পায় না। কিছু মারা যায় মুজাহিদদের হাত বোমার আঘাতে, কিছু মারা যায় সরাসরি ফায়ারিংয়ে আর কিছু পেছনের দিকে পালাতে গিয়ে নিজেদের পুঁতে রাখা মাইনের শিকার হয়। জীবন্ত বন্দী হয় বিশজন। আর দখলে আসে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র।

দুশমনদের বানানো কংক্রিটের পরিখাগুলো ডিনামাইট মেরে উড়িয়ে দেয় মুজাহিদরা। পরিখাগুলো দখলে আসায় মুজাহিদের খুশির সীমা থাকে না। একে অন্যের সাথে আনন্দে কোলাকোলি করতে থাকে ওরা। যদিও লড়াইয়ে তিনজন মুজাহিদ শহীদ হন এবং আহত হয় পনের জন। কিন্তু দুশমনদের ক্ষতি হয় বিশগুণ। মুজাহিদ কমান্ডার আলীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, যদিও তোমার বয়স খুব কম তবু আল্লাহ তোমাকে বীরত্ব দান করার সাথে সাথে অসম্ভব বুদ্ধিমত্তাও দান করেছেন। এতো দিন তো আমি তোমাকে বাচ্চা মনে করে বড় বড় অভিযানে পাঠাইনি। তো আমি এখন চিফ কমান্ডার সাহেবকে বলবো তোমাকে যেনো তিনি মুজাহিদদের পরামর্শ পরিষদের সদস্য করে নেন। জেহাদ পরিচালনার জন্য তোমার বুদ্ধি ও মেধার খুবই প্রয়োজন। আশা করি ভবিষ্যতে তুমিই হবে আমার প্রধান সহকারী। আলীর এই কৃতিত্বের খবর হেডকোয়ার্টারে পৌছে গেলে কমান্ডার দাঁড়িয়ে আলীকে স্বাগত জানান। চুমু খান ওর কপালে। ধন্যবাদ জানান। তারপর সমস্ত ঘটনা খুলে বলতে বলেন। ইতোমধ্যে চিফ কমান্ডার আলীর বুদ্ধিমত্তায় এবং সাহসিকতায় অবাক হয়ে যান। সব মুজাহিদদেরকে কক্ষ ছেড়ে যেতে অনুরোধ করেন। সবাই চলে গেলে তিনি বলেন, আমি প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলাম যে, আল্লাহ তোমাকে বিশেষ শক্তির অধিকারী করেছেন এবং বাহাদুর বানিয়েছেন। সাথে সাথে মেধাও দান করেছেন। আমি তোমাকে এখন একটি কঠিন দায়িত্ব দিচ্ছি। আশা করি পুরোপুরিভাবে কার্যকর করতে পারবে।

আলী উত্তরের বলে, আপনি আমাকে যে প্রশংসা করেছেন আমি আসলে তার যোগ্য নই। কিন্তু আপনি আমাকে বড় দায়িত্ব দেয়ার ব্যাপারে নির্বাচিত করেছেন এই কথা ভেবে খুব আনন্দ পাচ্ছি। আমি জীবন বাজি রেখে হলেও এ দায়িত্ব পালনে চেষ্টা চালিয়ে যাবো। এখন আপনি বলুন দায়িত্বটা কী?

চতুর্থ পর্ব ঃ

কমান্ডার বললেন যে গারদিজের সেনাছাউনিতে ফাইয়াজ খান নামে আমাদের এক লোক আছেন ঠিক তাঁকেই একটা খবর তোমাকে পৌছাতে হবে এবং জবাবও নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বিগত দুই মাস ধরে তাঁর কোনো সন্ধানই মিলছে না। গারদিজের

www.pathagar.com

কাছাকাছি ক্যাম্পের দুইজন কমান্ডারকে অবশ্য এই ব্যাপারে আমরা দায়িত্ব দিয়েছিলাম কিন্তু তারা সফল হতে পারেনি। অতএব বিষয়টির গুরুত্ব নিশ্চয়ই অনুভব করতে পারছো। বুঝতে পারছি না, মেজর ফাইয়াজ বেঁচে আছেন নাকি শত্রুর হাতে বন্দী হয়ে গেলেন। সেই জন্য এই সেনাছাউনিতে অনুসন্ধান চালাবার আগে সবকিছুই তোমাকে ভালো করে খতিয়ে দেখতে হবে। গারদিজ শহরে আমাদের কয়েকজন বন্ধু আছেন, এই ব্যাপারে তাদের সহযোগিতা নিতে হবে। আর গারদিজ শহরের বাইরে আমাদের মুজাহিদদের একটি মারকাজ আছে, যার নাম হলো হায়দার মারকাজ। হ্যাঁ, ঐ মারকাজ পর্যন্ত তোমার সাথে যাবে পাঁচজন মুজাহিদ। তোমার অস্ত্র কিন্তু সেখানেই রেখে যাবে। অবশ্য তোমার মিশন সম্পর্কে ওখানকার কাউকে কিছু বলবে না দেয়ালেরও কান আছে। গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়েই কাজটা সারতে হবে। মনে রাখতে হবে, তোমার মিশন সম্পর্কে দুশমনরা কোনো কিছু জানতে পারলে, শহরে ঢোকবার সাথে সাথেই তোমাকে গ্রেফতার করবে এবং তোমার জন্য তখন মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হবে। তোমাকে শহরে ঢুকতে হবে একেবারে একাকী। না হলে দুশমনদের চোখ এড়ানো সম্ভব হবে না।

গারদিজ হচ্ছে এই মারকাজ থেকে ছয় দিনের দূরত্বে। সেখানে পঞ্চাশ হাজার লোক বসবাস করে। এটা আফগানিস্তানের পাকতিয়া প্রদেশের রাজধানী ও সামরিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শহর এটি। এই মারকাজ থেকে যে রাস্তা গারদিজে গিয়ে পৌঁছেছে তা অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। রাস্তার দুই পাশে জঙ্গল, বিরাট বিরাট পাহাড় এবং গভীর খাল। কিন্তু সবচেয়ে ভয়াবহ হলো দুশমনদের হামলা। দিনের বেলায় যাওয়া-আসাটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। দুশমনদের চোখ এড়ানো অসম্ভব। যে কোনো মুহূর্তে বোমারু বিমানের হামলা হতে পারে। কিন্তু আলী যার বিগত পাঁচটি বছর কেটেছে অত্যন্ত বিপদসংকুল রাস্তায় রাস্তায়, জঙ্গলে জঙ্গলে, পাহাড়ে পাহাড়ে এবং শত্রুদের বোমারু বিমানের হামলায় হামলায়– তার কাছে এসব বিপত্তি কোনো ব্যাপারই না। গারদিজে যাওয়ার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি অব্যাহত রাখলো আলী।

আলী এবং তার সঙ্গী মুজাহিদরা অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও কয়েকদিনের খাবার এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সঙ্গে নিয়ে নিলো। অভিযানে বের হওয়ার আজ দ্বিতীয় দিন। একটি পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে পৌঁছলো তারা। একটানা পরিশ্রমের পর একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতে না নিতেই পাহাড়ের অন্য প্রান্ত থেকে ভেসে আসতে লাগলো গরর গরর আওয়াজ। ফিরে তাকাতেই দেখতে পেলো অসংখ্য ট্যাঙ্ক এবং কামানবাহী বিরাট বিরাট যুদ্ধযানে ঘেরাও হয়ে আছে গ্রামগুলো। অধিকাংশ ঘরবাড়ি বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত। কিছু কিছু ঘর থেকে এখনো ধোঁয়া বের হচ্ছে। বুঝতে কষ্ট হচ্ছিলো না যে, দুশমনরা আজই এই ধ্বংসকাণ্ড চালিয়েছে। না জানি কতো মাসুম এবং নিষ্পাপ, নিরপরাধ মানুষ শহীদ হয়ে গেছে। আলীর মনে পড়লো, একদা তাদের গ্রামগুলোও একইভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। সে রাগে দুঃখে হতবাক এবং প্রতিশোধ নেবার জন্য শপথদীপ্ত হয়ে উঠলো।

সে তার সঙ্গী মুজাহিদদের বললো, যদি আমার কাছে হাতিয়ার থাকতো তাহলে রুশ হায়েনাদের দেখিয়ে ছাড়তাম। উত্তরে তার সাথীরা বললো, আমরা তো যাচ্ছি আরো গুরুত্বপূর্ণ এক অভিযানে, সে কারণে উত্তেজিত না হয়ে অন্য কোনো পথে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া দরকার।

www.pathagar.com

কিন্তু রুশ সৈন্যদের দেখেই আলীর মধ্যে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠেছে। তার চোখে ভাসছে ছোট্ট বোন সায়েমার রক্তাক্ত দেহ, চোখে ভাসছে মায়ের এবং ফুফুর শাহাদাতের মুখচ্ছবি। ক্ষোভের প্রচণ্ডতায় আলী এখন অন্য মানুষ।

সাথীদের পরামর্শ সে মানতে পারলো না। দৃঢ়তার সাথে বলে উঠলো বদলা না নিয়ে আমি এক পা-ও সামনে এগোবো না।

পঞ্চম ঃ

একজন মুজাহিদ বলে উঠলেন, আমাদের কাছে তো মোকাবেলা করার মতো হাতিয়ারনেই। সুতরাং এতোবড় ঝুঁকি নেয়া কি ঠিক হবে?

মুচকি হেসে আলী বললো,

দোস্ত! সূর্য ডুবুডুবু; আঁধার নেমে এলো বলে, আমি হাতিয়ার ছাড়াই শত্রুদের ধ্বংস করার পরিকল্পনা নিয়ে ফেলেছি। অন্য একজন মুজাহিদ বলে বসলেন,

কিন্তু কিভাবে?

আলী বললো, এখান থেকে খুব বেশি দূরে হবে না, আসার পথে দেখে এসেছি, শত্রুদের দুটো গাড়ি উল্টে পড়ে আছে। যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি সেখানে আমাদের তিনজন সাথী যাবে এবং টায়ার খুলে নিয়ে আসবে। আর আমাদের জন্য এখানেই অপেক্ষা করবে।

আমি দুইজন সাথীকে অবশ্য সঙ্গে করে নিয়ে অন্য কাজে যাচ্ছি।

কেবলমাত্র টায়ার দিয়ে, কিভাবে শত্রুদের ধ্বংস করা সম্ভব? মুজাহিদরা বুঝতে পারছিলো না। অথচ শত্রুদের কাছে রয়েছে ট্যাঙ্ক আর কামানবাহী যুদ্ধযান। তবুও আলীর কথা অমান্য করলো না তারা। বরং টায়ার আনার জন্য রওনা করলো।

আলী আগেই দুইজন সাথীকে নিয়ে নিকটবর্তী একটি গ্রামে চলে গিয়েছে, যেখানে আছে বেশ কিছু পরিবার পরিজন যারা এখনও রয়ে গিয়েছে, পাকিস্তানে হিজরত করেনি।

আলী গাঁয়ের এক বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলো, আপনাদের এখানে দোকান আছে না? কোন দিকে একটু বলবেন?

বৃদ্ধ জবাব দিলেন, এখানে তো কোনো দোকান নেই আর লোকজনও তেমন একটা নেই এখন।

আলী প্রশ্ন করলো,

লোকজন নেই কেন? কোথায় গেছে?

বৃদ্ধ বললেন, তুমি যদি এ দেশেরই লোক হয়ে থাকো, তাহলে তো নিশ্চয়ই জানো, কোথায় যেতে পারে তারা? আমরা কেবল কয়েকজন বুড়োই এখানে পড়ে আছি। ক'দিন পরে আমরাও চলে যাবো।

আলী বললো, একটু খুলেই বলেন, লোকজন চলে গেল কেন?

বৃদ্ধ বললেন, পাহাড়ের ওপারের যে গ্রামটা ঐ গ্রামটাতেই আজ অত্যাচার চালানো হয়েছে। বোমারু বিমান থেকে প্রথমে ফেলা হয়েছে বোমা। তার পরে ট্যাঙ্ক দিয়ে পুরো গ্রাম ঘেরাও করে চালানো হয়েছে গুলি। মাত্র কয়েকজনই বেঁচে ছিলো। তারা আমাদের গ্রামে এসেছিলো

www.pathagar.com

কোনো রকমে। তাদের কাছ থেকে অত্যাচারের করুণ কাহিনী শুনে আমাদের গাঁয়ের লোকেরাও চলে গেছে। হায়! কী পরিমাণ যে পুরুষ মহিলা বাচ্চা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা শহীদ হয়ে গেছে তার কোনো হিসেব নেই!

আলী বৃদ্ধকে বললো,

আমরা মুজাহিদ, একটা বিশেষ অভিযানে আমরা এখানে এসেছি, আমাদের কিছু পুরনো কাপড় চোপড় আর কিছু মেটে তেলের খুব দরকার।

বৃদ্ধ উঠলেন, এ ঘরে ও ঘরে গেলেন, কিছু পুরনো কাপড় চোপড় এবং মেটে তেল যা পেলেন, নিয়ে এলেন।

দেখে আলী বললো, এতেই চলবে।

পাহাড়ে যখন পৌছলো, তখন সূর্য ডুবে গেছে, তা এক ঘন্টার মত তো হবেই। কিন্তু অন্য সাথীরা এখন পর্যন্ত ফিরে আসেনি।

চূড়ায় পৌছে আলী পাহাড়ের বিপরীত দিকে তাকিয়ে দেখে সামরিক যুদ্ধযান এবং ট্যাঙ্কের বহর ঐ পাহাড়ের দিকেই দাঁড়িয়ে আছে। পাশে তাঁবুও ফেলা হয়েছে এবং সম্ভবত তাঁবুর মধ্যে রুশসৈন্যরাই বিশ্রাম নিচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে টায়ার নিয়ে ফিরে এলো সাথীরা।

আলীর সাথী মুজাহিদরা বুঝতে পারছিল না যে, টায়ার শেষ পর্যন্ত কোন কাজে লাগবে? আলী পুরনো কাপড়গুলো টায়ারে পেঁচাতে লাগলো এবং কাপড়ের ওপরে ভালোমত মেটে তেল লাগাতে লাগলো। পেঁচানো কাপড়গুলো ভিজে গেলো একেবারে। আলী অন্য মুজাহিদদের বোঝাতে লাগলো এখানে যা কাজ তা শেষ হয়ে যাবার সাথে সাথেই ভেগে যেতে হবে। বাদ বাকি কাজ করতে হবে অন্য জায়গায়। কেননা দুশমনরা গোলাগুলি শুরু করতে খুব একটা দেরি করবে না।

আলী সাথীদের বললো, আর দেরি নয়, টায়ার কাঁধে তুলে নাও এবং চূড়ায় পৌছে যাও।

পাহাড়ের চূড়ায় এখন সবাই পৌছে গেছে। আলী ম্যাচ বের করলো এবং তাড়াতাড়ি টায়াগুলোতে আগুন লাগাতে শুরু করলো। কাজ শেষ হয়ে গেলেই মুজাহিদরা দৌড়ে পাহাড়ের অন্য দিকে চলে গেলো এবং পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিলো।

মুজাহিদরা অবশ্য ব্যাপারটা এবারই বুঝতে পারলো। জ্বলন্ত টায়ারগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে রুশবাহিনীর তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দিতে লাগলো আগুন খুব দ্রুত ছড়িয়ে যেতে লাগলো। আগুন ধরে যেতে লাগলো যুদ্ধযানগুলোতে, ট্যাংকগুলাত। আতঙ্কে রুশ বাহিনী এদিকে ওদিকে ছোটাছুটি করতে লাগলো তারা বুঝাতে পারছিলো না যে কোথায় যাবে?

ষষ্ঠ ঃ

দুশমনদেরকে মৃত্যুর ভয়ে এদিক সেদিক ছোটাছুটি করতে দেখে আলী এবং তার সহযোগী মুজাহিদরা অত্যন্ত খুশি হলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে পাহাড়ের পাদদেশে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ আসতে লাগলো। যেনো কেয়ামত শুরু হয়ে গেছে। অস্ত্রশস্ত্রে ভর্তি রুশ সেনাদের গাড়িগুলোতেও আগুন ধরে গেলো। গাড়িগুলোর মধ্যে গোলাবারুদও বিস্ফোরিত হতে

www.pathagar.com

লাগলো। আগুনের আলোয় নিচের দিকে অন্য এক দৃশ্য ফুটে উঠলো; রুশ সেনাদের শরীর তাদের গোলাবারুদের বিস্ফোরণে টুকরো টুকরো হয়ে হাওয়ায় ভাসতে দেখা গেলো।

কয়েকজন রুশ অফিসার এই ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচার জন্য সেই দিকেই ছুটে যেতে লাগলো, যেদিকে ওঁৎ পেতে রয়েছে আলী এবং তাঁর সহযোগী মুজাহিদরা। রুশ অফিসাররা আলীদের কাছাকাছি পৌঁছতেই গুলি খেতে লাগলো। পাহাড়ের পাদদেশে তাদেরই জ্বলন্ত খিমার মধ্যে পড়তে লাগলো। সে সময় অন্যদিক থেকে ফায়ারিং-এর শব্দ ভেসে এলো। সম্ভবত মুজাহিদদের দ্বিতীয় গ্রুপটিও হামলা শুরু করেছে।

ফায়ারিং-এর আওয়াজ ভেসে আসতেই আলী তার সহযোগী মুজাহিদদের লুকিয়ে থাকতে বললো নিঃশব্দে। নির্দেশ দিলো, কোনো রুশ সৈন্য এদিকে আসলে জীবন্ত ফিরে যেতে দেবে না।

সবাই যার যার জায়গায় পজিশন নিয়ে নিলো। এখন কোনো রুশ সৈন্যের পালিয়ে যাবার সুযোগ থাকলো না। কয়েকজন রুশ সৈন্য এদিকে আসতে থাকলে আলী আর তার সহযোগী মুজাহিদদের গুলি খেয়ে উল্টো দিকে ভাগতে গিয়ে পটোল তুলতে লাগলো।

অনেকক্ষণ ধরে গুলির আর কোনো আওয়াজ না পেয়ে পাহাড়ের পাদদেশে নীরবতা লক্ষ্য করে আলী ও তার সঙ্গীরা বিড়ালের মতো পা টিপে টিপে পাহাড়ের পূর্ব দিকে এসে হাজির হলো। কিছুক্ষণ পর এমন একটা আওয়াজ শোনা গেলো, যার অর্থ কেবল মুজাহিদরাই বুঝতে পারলো।

মুজাহিদদের এক গ্রুপ অন্য গ্রুপকে চেনার জন্য এই আওয়াজ দিয়ে পরীক্ষা করে থাকে। এই আওয়াজের মর্ম মুজাহিদরা ছাড়া আর কেউ উদ্ধার করতে পারে না।

আলী আওয়াজ দিলো এবার অন্য দিক থেকে, তার জবাবও এলো। তারপর তারা সবাই মিলে একত্রিত হবার জন্য পাহাড়ের পাদদেশের দিকে যাত্রা করলো।

তারা নিচে এসে দেখলো, একশোরও অধিক রুশ সৈন্য বন্দী হয়েছে। মারাও পড়েছে এর চেয়ে অনেক বেশি। আগুনের মধ্যে জ্বলে গিয়েছে এমন দুশমনদের সংখ্যাও কম নয়।

অন্য গ্রুপের মুজাহিদরা আলীকে বলতে লাগলো আমরা রাত্রে দুশমনদের ক্যাম্প আক্রমণের জন্য মৃত্যুপণ প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। আমরা এখানে গোপনে অবস্থান নিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখলাম পাহাড়ের ওপর থেকে আগুনের গোলা নিচের দিকে ছুটে চলছে। দুশমনদের পুরো ক্যাম্পে আগুন। তারপর বিস্ফোরণ শুরু হয়ে গেলে দুশমনরা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছে। ঠিক তখনই তাদের ওপর গুলির বৃষ্টি। আলী সব ঘটনা খুলে বলার পর মুজাহিদ কমান্ডার তাকে জাপটে ধরলো। বলতে লাগলো, যে জাতির মধ্যে আপনার মতো অল্প বয়সী মেধাবী মুজাহিদদের জন্ম হয়েছে, সে জাতিকে গোলামির শৃঙ্খলে বেঁধে রাখা অসম্ভব।

মালে গনিমাত অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের হিসাব করতে গিয়ে দেখা গেল দুশোরও বেশি ভারী মেশিনগান এবং অনেকগুলো ট্যাঙ্ক মুজাহিদদের হস্তগত হয়েছে। ১৭টি ট্যাঙ্ক, ২৫টির বেশি বিমানবিধ্বংসী কামান ও অন্যান্য অসংখ্য সমরাস্ত্র চুরমার হয়ে গেছে। মুজাহেদীন কমান্ডার বললেন, আলী, এই সময় তো আমাদের কাছে নগদ টাকা পয়সা তেমন একটা নেই, ভারী অস্ত্রশস্ত্রও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবো না। সুতরাং আমাদের ক্যাম্প পর্যন্ত যেতে হবে ওখান থেকেই টাকা পয়সা যতদূর দেয়া যায়, দেয়া হবে। আর দেরি নয়, চলুন তাহলে।

www.pathagar.com

আলী বললো, মালে গনিমাতের লোভ আমাদের নেই, আর কোনো রকম লোভে পড়েও এ কাজ আমরা করিনি।

আলী অস্বীকার করলেও মুজাহিদীন কমান্ডারের কাছে যা ছিলো, পুরোটাই আলীর হাতে তুলে দিলেন।

রাতে আলী ওখানেই থেকে গেলো। ভোর না হতেই তারপর সাথীদের নিয়ে রওনা হলো। প্রায় তিন মাইল অতিক্রম করার পর, তাদের নজরে পড়লো জন তিনেক মুসাফির। আলীদের দেখেই গা ঢাকা দিয়ে, অন্য পথে পা বাড়ালো। মুসাফিরদের একজন বুড়ো, একজন মহিলা আর অন্যজন আহত এক বাচ্চা।

আলী চিৎকার করে ডাকলো বুড়োকে। তারা কাছে আসতেই বোঝা গেল, ভীত বিহ্বল হয়ে পড়ছে। বাচ্চাটি ভীষণভাবে আহত।

আলী জিজ্ঞেস করলো,

তোমাদেরকে এমন ভীত সন্ত্রস্ত মনে হচ্ছে, কারণটা কী বলবে? আর বাচ্চাটাইবা এতো মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে কিভাবে?

বুড়ো নিরুত্তর দাঁড়িয়ে রইলেন।

আলী তাদেরকে আশ্বস্ত করে বললো, আমরা মুজাহিদ, ভয়ের কিছু নেই, আমরা তোমাদের সাহায্যে সবকিছু করতে পারি। বুড়োর চোখ থেকে পানি ঝরতে লাগলো। তারপর মুছতে মুছতে বললেন,

এখান থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরে আমাদের গ্রাম। যা এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। গতকাল সকালবেলায় যখনই আমরা মসজিদ থেকে নামাজ পড়ে বেরিয়েছি, অমনি হঠাৎ করে পাঁচটি রুশ বিমানের আগমন ঘটলো। লোকজন পালাতে লাগলো। একেবারে পাহাড়ের দিকে।

বোমা পড়া শুরু হলো সাথে সাথেই বৃষ্টির মতো। গ্রামের অল্প কয়েকজনই পাহাড়ে উঠতে সক্ষম হলো। সর্বগ্রাসী বোমার মারাত্মক আঘাতে সমস্ত গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেল। বিশেষ করে নাপাম বোমার কারণে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল বহু এলাকা। অসংখ্য গ্রামবাসী শহীদ হয়ে গেল।

বোমারু বিমান আকাশে থাকতে থাকতেই চতুর্দিক থেকে শুরু হয় ট্যাঙ্কের আক্রমণ। হানাদার বাহিনী যখন বুঝতে পারলো আর কেউ বেঁচে নেই, ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে তখন তারা লাশের সন্ধান করতে লাগলো। তারপর লাশ এবং আহত গ্রামবাসীদেরকে এক জায়গায় জমা করতে লাগলো। জমা করে বিশাল একটা গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিল।

যখন রুশ হানাদাররা চলে গেলো, তখন আমরা যারা লুকিয়েছিলাম, নিচে এলাম, যাতে করে শহীদদের দাফনের ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হলো আমরা তা-ও করতে পারলাম না। আমরা পুরুষরা মিলে অনেকগুলো কবর খুঁড়লাম। কিন্তু যে-ই লাশ উঠানো শুরু করলাম, অমনি প্রচণ্ডভাবে বিস্ফোরিত হতে লাগলো। লাশ উঠাচ্ছিল এমন অনেকেরই হাত-পা উড়ে গেলো। কারো বা উড়ে গেলো অন্য কোনো অঙ্গ। আমরা আরো ঘাবড়ে গেলাম। আমরা কেউ বুঝতে পারছিলাম না যে, কী হচ্ছে এসব! আমার ছেলেটা শহীদ হয়ে গেল। এবং আমার ছেলের ছেলেটাও এতিম হয়ে গেল।

www.pathagar.com

আমরা সারারাত পাহাড়েই কাটালাম। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম দু'জন দু'জন করে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে পড়বো, যাতে আমাদের ওপর রুশ বোমারু বিমানগুলো আক্রমণ করতে না পারে।

বুড়ো অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে লাগলেন, হায়! আমাদের কলিজার টুকরোগুলোকে আমরা দাফন করতে পারলাম না।

আলী জিজ্ঞেস করলো, আপনাদের ওপর এই অকথ্য নির্যাতনের কারণটা কী? বলবেন?

বুড়ো বললেন, আমাদের অপরাধ আমাদের কিছু যুবক জেহাদে গিয়েছে, আর আমাদের মেয়েরা মুজাহিদদের জন্য খাবার তৈরি করে দেয়।

আলী বুড়োর সঙ্গী, আহত পৌত্রকে ব্যান্ডেজ করতে করতে বললো,

মুরুব্বি, আপনি আমাদেরকে আপনাদের গ্রামে পৌঁছে দিন, শহীদদের দাফনের কাজ আমরাই সম্পন্ন করবো।

বুড়ো বললেন, এই জুলুম করতে পারবো না। কেননা যে-ই লাশ স্পর্শ করবে, সে-ই শহীদ হয়ে যেতে পারে।

আলী বুড়োকে বললো, আমরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুজাহিদ, চিন্তার কিছুই নেই। তবুও বুড়ো অমত করলো।

আলীর সঙ্গী মুজাহিদরাও আলীকে বিপদের মধ্যে না যেতে পরামর্শ দিলো কিন্তু আলী কারো কথা না শুনে, একা একাই গাঁয়ের দিকে যাত্রা করলো। বাধ্য হয়ে বুড়োও সঙ্গী হলো আলীর।

আলী গ্রামে পৌঁছে দেখলো, এখনও কিছু লোক আছে। তাকে দেখতে পেয়ে তারা, একত্রিত হতে শুরু করলো সবাইকে বললো, আপনারা পেছনের দিকে চলে যান, আমি একলাই লাশের দিকে যাচ্ছি। আলী গ্রামে ঢোকার পথে দেখলো মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশ এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কোনো লাশের হাত নেই, কারো পা নেই, কারো মাথা নেই, কারোর বা রান উড়ে গেছে। আর গর্তের ভেতরের লাশ জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে, সেখানে কেবল পড়ে আছে হাড় গোড়। বাড়িঘর থেকে এখনো ধোঁয়া উঠছে। এ হৃদয়বিদারক দৃশ্য চতুর্দিক।

আলীর মনে পড়তে লাগলো, একদিন তাদের গ্রামও এইভাবে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো। তার বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইলো। না সে কাঁদলো না। নিজেকে সামলে নিলো। এবং লাশগুলোর কাছে এগিয়ে গেলো। গ্রামের কয়েকজন বৃদ্ধ চিৎকার করে উঠলো– না, না লাশের কাছে যেও না, কথা শোনো, ফিরে এসো। কিন্তু আলী কারো কথাই কানে তুললো না।

আলী একটি কামিস উঠিয়ে দেখলো, তার পেট চেরা, চাকু দিয়ে চিরেছে। আলী খুব সাবধানতা অবলম্বন করে পেটের চামড়া এবং গোস্ত সরিয়ে দেখলো ভেতরের ছোট্ট একটা বোমা।

এই ধরনের বোমার ব্যাপারে আলীর প্রশিক্ষণ ছিলো বলে সে এর নাম জানতো। নাম হলো প্রেসার বোম। লাশ উঠানোর সময় অথবা লাশের ওপর মাটি ঢালার সময় চাপ পড়তেই বোমাটা ফেটে যায় এটা এতো শক্তিশালী যে, লাশ উদ্ধারকারীদেরও আহত করে ছাড়ে।

আলী চিৎকার করে দূরের লোকজনের কাছে একটা থলি চাইলো।

www.pathagar.com

থলি নিয়ে এলো এক মুজাহিদ। আলী খুব সাবধানে লাশের পেটের ভেতর থেকে বোমা বের করে থলিতে রাখতে লাগলো। এভাবে তন্ন তন্ন করে প্রতিটি লাশের পেট বোমামুক্ত করলো আলী। বুকের ভেতরেও ভালো করে দেখলো, সেখানেও বোমা আছে কি না।

তারপর গাঁয়ের লোকদেরকে বললো, এখন আপনারা লাশগুলো দাফন করতে পারেন, ভয় নেই। কিন্তু লোকেরা বোমা ফাটার আতঙ্কে লাশগুলো ছুঁইতেই চাচ্ছিলো না। আলী সাহস দিয়ে বললো, কোনো বোমাই এখন তার পেটের মধ্যে নেই, সুতরাং কোনো ভয়ও নেই।

যখন সমস্ত লাশ দাফন করা হয়ে গেলো, আলী গ্রামবাসীকে উদ্দেশ্য করে বক্তব্য রাখলো, সুধীমণ্ডলী এবং বন্ধুগণ! এটাই প্রথম গ্রাম নয়, যেখানে অত্যাচার চালানো হয়েছে। এই রকম অত্যাচার আমার নিজের গ্রামের ওপরও চালানো হয়েছে। সম্ভবত আফগানিস্তানের কোনো গ্রামই রেহাই পায়নি। মনে রাখবেন, দেশের স্বাধীনতার জন্য সবকিছুই কোরবানি করতে হবে। এই গ্রামও যে কোরবানি দিয়েছে, আমি তার জন্য গ্রামবাসীকে সালাম জানাই। আমাদের চতুর্দিকে আজ জালেম, খুনি এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন দুশমন। এই দুশমনরা মুজাহিদদের হাতে মার খেয়েই তার প্রতিশোধ নেয় নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর। ওরা আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে নাস্তানাবুদ করতে চায়, নিশ্চিহ্ন করতে চায়। কিন্তু আমরা এক একজন পাহাড়ি লড়াকু, পাহাড়ের সন্তান, পাহাড়ের চেয়েও মজবুত হয়ে দুশমনের দাঁতভাঙা জবাব দেবো ইনশাআল্লাহ। দুশমনরা জানে না যে, বোমার আঘাতে পাহাড় টুকরা টুকরা হয়ে যেতে পারে, আমাদের শরীরের ফোঁটা ফোঁটা রক্ত মাটির সাথে মিশে যেতে পারে। কিন্তু আমাদের হিম্মতে, আমাদের দৃঢ়তায় আর গতিশীলতায় কখনো ভাটা পড়বে না ইনশাআল্লাহ।

বন্ধুগণ! এই গ্রামের জীবন এবং সম্পদের কোরবানি আমাদেরকে স্বাধীনতার সুসংবাদ দিচ্ছে, শহীদি মৃত্যুতে। সেই কারণে, যারা স্বাধীনতার জন্য, আল্লাহ দ্বীনের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের জন্য কেউই চোখের পানি ফেলবেন না। বরং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণের শপথ নিতে হবে। তাদের পথই সাফল্য এবং সম্মানের পথ। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, হে লোকেরা কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের হাতেই তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন।

আলীর বক্তব্য শেষ হতে না হতেই আকাশে উদিত হলো বোমারু বিমান। সবাই পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিলো।

আলী ঐ রাতটা মজলুমদের সাথেই কাটালো। অন্যান্য সবাইকে চলে যেতে বললো। কয়েকজন নওজোয়ান আলীর সাথে যাবার জন্য জেদ করতে লাগলো কিন্তু আলী তাদেরকে হেডকোয়ার্টারে যাবার জন্য পরামর্শ দিলো। আগে সেখানে গিয়ে ট্রেনিং তারপরে আর সব। আলী খুব সকালেই তার গন্তব্যের দিকে পা বাড়ালো। সঙ্গে গেল মুজাহিদরা। সাথে করে সে প্রেসার বোমের থলিটাও নিয়ে নিলো। এক মুজাহিদ বললো, এই ঝামেলার বোঝা বয়ে কোনো লাভ আছে? আলী বললো! পথে কোনো কাজে লাগতেও তো পারে! তা ছাড়া সুযোগ পেলে দুশমনদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবো।

অন্য একজন মুজাহিদ মন্তব্য করলো, ঘটনাক্রমে রাস্তায় ফেটে গেলে হয়, সবাই একেবারে কিমা হয়ে যাবো। আলী তার কথা শুনে হাসলো বোঝালো যে লাশের পেটের মধ্যে আবার না রাখা পর্যন্ত ফাটবে না, দেখে নিও। সুতরাং কোনো চিন্তা নেই, এগিয়ে চলো।

সূর্য ডুবতে এখনও খানিকটা দেরি। একটি পাহাড় পাড়ি দিতে গিয়ে আলীর চোখে পড়লো-

www.pathagar.com

কয়েকজন লোক। আলী পাথরের আড়ালে তার সঙ্গী মুজাহিদদের লুকিয়ে পড়তে বললো। তারপর তারা ঐ লোকদের সন্দেহজনক গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো।

লোকগুলো বসে বসে গল্প করছিলো। আলী তার সঙ্গীদের প্রতি খেয়ালই করেনি।

আলী পরামর্শ করে মুজাহিদের বিশেষ ধরনের আওয়াজ দেবার জন্য বললো। আওয়াজের জবাবে আওয়াজ এলো। বোঝা গেলো যারা গল্প করছে, তারা মুজাহিদ। একত্রিত হলো সবাই।

পরস্পর পরিচিত হলো। যেসব মুজাহিদরা আলীর কথা বলছিলো, তাদেরই কমান্ডার বললেন, আগামীকালই দুশমনদের একটি কনভয় ভোর নাগাদ এদিকে এসে যাবে। এই পাহাড়ের পূর্বদিকের গ্রামগুলো নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আমরা রাত্রির অপেক্ষায় আছি, ঘন অন্ধকারের মধ্যেই মাইন পোতার কাজটা শেষ করতে চাই। আমরা ঠিক সেই রাস্তার ওপর মাইন পুতবো, যে রাস্তা দিয়ে ওরা কনভয় নিয়ে আসবে।

সপ্তম ঃ

আলী জানতে চায় কনভয় কতটা বিরাট হতে পারে?

কমান্ডার বলেন, আমরা যতদূর জানতে পেরেছি, তাতে মনে হয়, কনভয় খুব একটা বড় হবে না; কেননা, তাদের লক্ষ্য কেবল এ অঞ্চলের গ্রামগুলোই। তারা চাচ্ছে– গ্রামবাসীদের এমনভাবে শাস্তি দিতে, যাতে প্রাণভয়ে আমাদের আর সাহায্য না করে। ধারণা করছি– ওতে কিছু ট্যাংক, কিছু কামানবাহী গাড়ি আর দুশোর মতো সৈন্য রয়েছে।

আলী জানাল, যদিও আমাদের যাত্রা অনেক দূরে, তবুও আজকের রাতটা আপনাদের সাথেই কাটাবো।

আলী জানতে পারল, মুজাহিদদের কাছে গোলাবারুদ খুব একটা নেই, এই অভিযানে অবশ্য গোলাবারুদ তেমন বেশি লাগবেও না– বলে আলী। কমান্ডার আলীর কথা মনোযোগের সাথে শোনেন। আলী আরো বলল, আমার মাথায় অভিযানের একটা নতুন কৌশল কাজ করছে, এ ধরনের অভিযানে গোলাবারুদের খুব একটা দরকারও হয় না

আলী অভিযানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়ায় কমান্ডার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে গেলেন। বললেন, এতো অল্প বয়সে তোমার এতো বুদ্ধি! আলহামদুলিল্লাহ। তোমার পরিকল্পনা শুনে তো মনে হচ্ছে– এ ধরনের অভিযানে গোলা বারুদ ছাড়াই কামিয়াব হওয়া সম্ভব।

আলীর পরামর্শ অনুযায়ী কমান্ডার জোগাড় করলেন কয়েকজন কৃষক এবং মাটি খোঁড়ার কয়েকটি হাতিয়ার। সন্ধ্যার অন্ধকার নামতেই দুশমনদের আসার পথে তারা বোমা পুতে দিল। এরপর সেখান থেকে তিন ফার্লং দূরে একটা গর্ত খুঁড়তে লেগে গেল। রাত দশটার মধ্যে কয়েক ফুট চওড়া কয়েক ফুট গভীর গর্তটি খোঁড়া শেষ হল। কয়েকজন মুজাহিদ কাঠ কেটে এনে গর্তের ওপর বিছিয়ে দেয়। তার ওপর ওরা এমনভাবে মাটি দিলো যে, এখানে কোনো গর্ত খোঁড়া হয়েছে বোঝাই মুশকিল হয়ে পড়লো। বাড়তি কাঁচা মাটিগুলো পর্যন্ত দূরে ফেলে দেয়া হলো। ফলে এতটুকু সন্দেহের আর কোনো অবকাশ রইল না।

এ জায়গা থেকে দু-ফার্লং দূরে নিম্নভূমি।

www.pathagar.com

আলী কমান্ডারকে পরামর্শ দিলো, এই নিচুতেও যদি বিশাল আর একটা গর্ত খোঁড়া যায়, তাহলে দুশমনদের কমসে কম দুটো ট্যাংক হুমড়ি খেয়ে পড়বে। কেননা নিম্নভূমির কারণে ট্যাংক যে গর্তের দিকে পতিত হতে যাচ্ছে তা পেছনের ট্যাঙ্ক বুঝতেই পারবে না। অন্যরা বুঝতে পারলেও ব্রেক কষার সুযোগ পাবে না। একটা লণ্ড-ভণ্ড কাণ্ড হয়ে যাবে।

কমান্ডার ইব্রাহীম আলীর কথায় একমত হয়ে এখানেও একটা গর্ত খোঁড়ার ফয়সালা নিলেন। যদিও মুজাহিদরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো ঘুম পাচ্ছিল তাদের। তবুও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিশাল এক গর্ত খুঁড়ে তার ওপর ছাদ দিয়ে রাস্তাটাও পুরোপুরি সমান করে ফেললো তারা।

মুজাহিদরা কেবল ঘন্টা খানেক শুয়েছে। কমান্ডার ইব্রাহীম তাদের জাগিয়ে দিলেন ফজরের নামাজের জন্য। আগের রাতে তিনি গ্রামবাসীদের বলে দিয়েছিলেন– সেহরি খাবার সময়ই তারা যেন গ্রাম ছেড়ে দিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। এই কারণে দেখা গেল সকাল হতে না হতেই পুরো গ্রাম খালি হয়ে গেছে। সকালের দিকে যখন বিমানগুলো বোম্বিং করতে এলো তখন সেখানে একটি প্রাণীও আর নেই, চলে গেছে সবাই। বোমার প্রচণ্ড আঘাতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে লাগলো গ্রাম, কোথাও কোথাও আগুনও লেগে গেছে। কিন্তু বোমায় কোনো জানের ক্ষতি হলো না।

আলী সহ অন্যান্য মুজাহিদ ফজরের নামাজ শেষ করার পর রাস্তার দুই ধারে ওঁৎ পেতে দুশমনদের অপেক্ষা করতে লাগলো। দুশমনদের হামলার একটা সাধারণ নিয়ম হচ্ছে– যে গ্রামের ওপর তারা চড়াও হবে সর্সপ্রথম সেখানে বিমান থেকে বোমা হামলা চালাবে, তারপর ট্যাঙ্ক-কামান দিয়ে পুরো গ্রাম ঘেরাও করে বাদবাকি মানুষ জন শেষ করে ফেলবে, গণহত্যা চালাবে।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ওদের কনভয়গুলো আসা শুরু হলো। ট্যাঙ্ক থেকে আশপাশের পাহাড়ে গোলাগুলি অব্যাহত থাকলো– যেন পাহাড়ে যদি কোনো মুজাহিদ সৈন্য লুকিয়ে থাকে তো পালিয়ে যাবে, কনভয়ের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু মুজাহিদরা তো লুকিয়ে আছে বিরাট বিরাট পাথরের টুকরো দিয়ে ঘেরা মোর্চার মধ্যে, বড় বড় ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে। দুশমনেরা তাদের ঠাহর করতে পারল না।

মুজাহিদরা দুশমনদের ধ্বংসের দৃশ্য দেখার জন্য দারুণ উতলা। এমনি মুহূর্তে প্রথম ট্যাঙ্কটা বারুদের সুড়ঙ্গের কাছাকাছি এসে গেল। আবার বুকে উত্তেজনার টিপ-টিপ। তারপর। দেখতে না দেখতেই ট্যাঙ্কের চাপে প্রচণ্ড শব্দে বোমা বিস্ফোরিত হলো। ট্যাঙ্ক যেন টুকরো টুকরো হয়ে আকাশে উড়তে লাগলো।

কনভয়ের প্রথম অংশ থেমে গেলো। আশেপাশের পাহাড়ের ওপর গুলিও শুরু হলো। যখন দুশমনদের ধারণা হলো– কোনো কিছুই আর অবশিষ্ট নেই তখন তারা গাড়ি থেকে নেমে নিহদের সরাতে লাগলো। সামনের দিকের রাস্তায় বোমা পোতা আছে কি না তা-ও চেক করতে লেগে গেল।

আলী প্রথমেই মুজাহিদদের বলে দিয়েছিলো দুশমনদের ওপর আক্রমণ চালানো হবে একেবারে শেষের দিকে। এই জন্য কোনো মুজাহিদ যেন আগে ভাগে গুলি না চালায়। যদি প্রথম দিকে গুলি চালানো হয়, দুশমনরা ভেগে যাবার সুযোগ পাবে এবং তাদের কোনো বড় ধরনের ক্ষতিও আমরা করতে পারবো না।

www.pathagar.com

সার্চ-টার্চ করে হামলার জবাব না পেয়ে দুশমনদের একিন হল, সামনের দিকের রাস্তা সাফ এবং পাহাড়ের ওপরও কোনো মুজাহিদ নেই। ফলে ওরা সামনের দিকে এগোতে থাকলো। কিন্তু খুব একটা দূরে যেতে না যেতেই, ওদের অগ্রবর্তী ট্যাংক খুঁড়ে রাখা গর্তের ছাদের ওপর হুড়মুড় করে পড়ে গেল। সৈন্যরা তাড়াতাড়ি আশপাশে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে গ্রামের দিকে দ্রুত ধাবিত হলো। ট্যাঙ্ক এবং কনভয়ের অন্যান্য গাড়ি গর্তে পড়ার ভয়ে রাস্তা ছেড়ে চলতে লাগলো। কিন্তু নিম্নভূমিতে তো খুঁড়ে রাখা আছে গর্ত! তা এড়িয়ে চলা সম্ভব ছিলো না। কিছু সৈন্য নিম্নভূমি পর্যবেক্ষণের জন্য নেমে গেল। আলী এইসব জায়গায় গর্ত গভীর করে খোঁড়ার ব্যাপারে বিশেষ নজর দিয়েছিলো, নজর দিয়েছিল কেউ যেন বুঝতেই না পারে যে, এখানে গর্ত করা হয়েছে। ট্যাংক নিম্নভূমি পার হয়ে যেইমাত্র সামনে অগ্রসর হয়েছে, অমনি ডিগবাজি খেয়ে গর্তে পড়ে গেল। পেছনে চলতে থাকা ট্যাঙ্কটিও পড়ল। আলী এবং ইব্রাহীম মুজাহিদের আগেই বলে দিয়েছিলেন, যেইমাত্র দুশমন কামানবাহী গাড়ি থেকে নামবে, অমনি ফায়ার শুরু করবে। দুশমনরা চিন্তামুক্ত অবস্থায় রাস্তা তৈরির জন্য বাইরে এলো।

মুজাহিদরা দুই দিক থেকে গুলি শুরু করলো। গুলি খেয়ে মাটিতে ছটফট করতে লাগলো দুশমনগুলো। অনেকেই পটোল তুললো। কেউবা গাড়িতে আশ্রয় নিলো। ওদিকে মুজাহিদদের কাছে অবশ্য এতটা গোলাবারুদ ছিলো না, যা দিয়ে ট্যাঙ্ক কিংবা কামানবাহী গাড়ির ক্ষতি করা যায়। তবুও তিন তিনটি ট্যাঙ্ক আটকে গেলো গর্তের মধ্যে। সম্পূর্ণ ধ্বংস হলো একটা। অন্তত বিশজন শত্রুসৈন্য খতম হলো। মুজাহিদদের পক্ষ থেকে ফায়ারিং শেষ হলে দুশমনরা লাশ ওঠানোর কাজ শুরু করলো।

কমান্ডার ইব্রাহীম আর আলীর খুশির সীমা নেই এই জন্য যে এই অভিযানে তারা দুশমনদের জান এবং মাল দুই দিক থেকেই ভালোমত ক্ষতি করতে পেরেছে। তারা তিনটি ট্যাঙ্ক পর্যন্ত ফেলে রেখে ভেগে গেছে। তাদের চলে যাবার পর পাহাড়ে ধ্বনিত হতে লাগলো নারায় তাকবির। তবুও আলীর মধ্যে একটা দুঃখ, যদি হাতিয়ার পরিমাণমতো থাকতো তাহলে আজকে বিরাট সাফল্য লাভের সম্ভাবনা ছিলো, বিপুল পরিমাণে শত্রুসৈন্য খতম করা যেতো। মুজাহিদদের হাতিয়ার কম থাকার কারণেই বেশ কিছু শত্রুসৈন্য হাতিয়ারসহ ভেগে যেতে পারলো।

জোহরের ওয়াক্ত হয়ে গেছে। আলী তার নিজের মুজাহিদ গ্রুপের কেন্দ্রে এসে পৌঁছলো। টহলরত মুজাহিদরা তার পরিচয় নিয়ে প্রবেশের অনুমতি দিলো। এই কেন্দ্রের কমান্ডার হচ্ছেন ওমর। আফগান সরকারের সামরিক বাহিনীর যিনি ছিলেন লেফটেন্যান্ট।

যখন রুশ সামরিক বাহিনী আফগানিস্তানে প্রবেশ করলো, ঠিক তখনই তিনি আফগান সামরিক বাহিনী থেকে বেরিয়ে এসে মুজাহিদ বাহিনীতে ঢুকে পড়েন যখন থেকে এখানে কেন্দ্র করা হয়েছে, তখন থেকেই এখানকার তিনি ইনচার্জ। এই কেন্দ্রের অধীনে অবশ্য আরো কয়েকটি ছোট ছোট কেন্দ্র আছে।

কমান্ডার ওমর আলীকে চট করে ভেতরে ডেকে নিলেন। ব্যক্তিগত বিষয়ে খোঁজখবর নেয়ার পরই বললেন, ওয়ারলেসের মাধ্যমে তোমার আসার খবর আমি আগেই পেয়ে গেছি। কিন্তু আসতে তোমাদের দু'দিন দেরি হয়ে গেছে।

আলী আসার পথের সব ঘটনা কমান্ডারকে খুলে বললো। যে কারণে পৌঁছতে পৌঁছতে

www.pathagar.com

দুইদিন দেরি হয়ে গেছে। কমান্ডার ওমর সব ঘটনা শোনার পর বললেন : সত্যিই তোমরা বিরাট ধরনের কাজের আঞ্জাম দিয়ে এসেছো। কিন্তু চিফ কমান্ডারের হুকুমে হুবুহু আনুগত্য করে সময়মতো এখানে পৌছানোর দরকার ছিলো। গত দুই দিনই আমরা তোমাদের জন্য দুশ্চিন্তায় ছিলাম। আমরা তোমাদের হায়ার কেন্দ্রে পৌছে দেবো। তোমরা কাজ কিভাবে করবে কোন ছদ্মবেশ ধারণ করে করবে সেটা অবশ্য সেখানে পৌছানোর পর বুঝতে পারবে। যাও, এখন বিশ্রাম করো গিয়ে।

রাত ৪টার দিকে গণ্ডগোল হইচইয়ের কারণে আলীর ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলতেই দেখতে পেলো সমস্ত মুজাহিদ বুট পায়ে দিচ্ছে এমনটা মনে হলো যে, কোনো গোপন অভিযানে যাচ্ছে সবাই যেন।

সে তড়াক করে উঠে গেল। অস্ত্র হাতে নিলো। গুলিগোলা চেক করে কমান্ডার ওমরের কাছে এলো। এবং ব্যাপারটা কী জিজ্ঞেস করতেই কমান্ডার ওমর বললেন, একটু আগেই ওয়ারলেসে খবর এসেছে– আমাদের একটা গ্রুপ সম্পূর্ণভাবে শত্রুবাহিনী দ্বারা ঘেরাও হয়ে আছে। আমাদের কাছে সাহায্য চেয়েছে তারা। যদি এই মুহূর্তে আমরা তাদের সাহায্য না করি তাহলে সবাই শেষ হয়ে যাবে। কেননা সেখান থেকে ভেগে যাবার কোনোই পথ নেই। আলীও সঙ্গে যাবার অনুমতি চাইলো কিন্তু কমান্ডার বললেন, একেতো সবেমাত্র বিশ্রাম নিচ্ছো, তা ছাড়া তোমরা তো আমাদের মেহমান, সেইজন্য আরামই করো আপাতত। কিন্তু আলী বারবার অনুমতি চাইতে লাগলে শেষ পর্যন্ত ওমর অনুমতি না দিয়ে পারলেন না।

প্রায় দেড় ঘন্টা চলার পর একটি পাহাড়ের পাদদেশে এসে আলী থামলো। কমান্ডার ওমর ওয়ারলেসে ঐ ঘেরাও হয়ে থাকা গ্রুপের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু যোগাযোগ করা সম্ভব হলো না। কমান্ডার খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কেননা ভোর হওয়ার আগেই তিনি তাদেরকে মুক্ত করতে চাচ্ছিলেন। দেরি হয়ে গেলে ঘেরাও ভাঙা যাবে না। তিনি আলীকে ওয়ারলেস দিতে দিতে বললেন, চেষ্টা করতে থাকো যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি কি না?

অষ্টম ঃ

কমান্ডার মুজাহিদদের নির্দেশ দিয়ে বললেন, এই প্রথমবারের মতো অন্য একটি গ্রুপ আমাদের কাছে সাহায্য চেয়েছে, আমরা যদি তা সময়মতো পৌছাতে না পারি, তাহলে তো লজ্জায় কাউকে মুখ দেখানোরও সুযোগ থাকবে না।

হঠাৎ ওয়ারলেসে সংযোগ সম্ভব হলো। আলী ওয়ারলেস কমান্ডারের হাতে তুলে দিতেই ঘেরাও হয়ে থাকা গ্রুপের সর্বশেষ অবস্থা জানতে চাইলেন আর জানতে চাইলেন দুশমনদের পজিশন সম্পর্কে। সাথে সাথে লিখেও নিলেন সবকিছু। কথা শেষ করেই কয়েকজন দক্ষ মুজাহিদকে কমান্ডার ডাকলেন। তারপর টর্চের আলোয় তাদেরকে একটি নকশা বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। এদের মধ্যে আলীও আছে।

কমান্ডার বলতে লাগলেন, মুজাহিদদের ঐ ঘাঁটির দশজন ইতোমধ্যেই শহীদ হয়ে গেছেন। পনেরজন আহত হয়েছেন। বাকি ১৮ জন এখনও প্রাণপণ লড়াই করে চলেছেন। কিন্তু তাদের গোলাবারুদ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বড়জোর ঘন্টাখানেক লড়াই করতে পারবে।

www.pathagar.com

ঘাঁটিটির দক্ষিণ প্রান্তে দুশমনদের সংখ্যা বেশি। ট্যাঙ্কও আছে তাদের সঙ্গে। দুশমনরা ধারণা করেছে মুজাহিদরা সাহায্য পেলে এ প্রান্ত থেকেই পাবে। তাদের এ ধারণা অবশ্য ঠিকও। পূর্ব প্রান্ত থেকে সাহায্য পৌছানো সম্ভবও নয়। কেননা এদিকে তো শত্রুসৈন্যরা আগে থেকে মোর্চা তৈরি করে আছে। দক্ষিণ দিকে শত্রুসৈন্য কম থাকলেও মুজাহিদদের এমন কোনো ঘাঁটি সেদিকে নেই যেখান থেকে সাহায্য পাঠানো যায়। আর এই দুর্বলতার খবরও দুশমনরা জানে। উত্তর দিকে শত্রুরা যথেষ্ট শক্তিশালী। সেই কারণে সব দিক থেকে দুশমনদের ওপর হামলা চালানো আত্মহত্যার শামিল। কেননা ওদিক থেকে মাত্র চার মাইল দূরে রয়েছে দুশমনদের বিরাট ঘাঁটি। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেখান থেকে তারা বিদ্যুতের গতিতে হাজির হয়ে যাবে। দুশমনদের পরিকল্পনাও তাই।

তারা চাচ্ছে দক্ষিণ দিক থেকে মুজাহিদদের সাহায্য আসা বন্ধ করতে, সেই সাথে মুজাহিদদের উত্তর দিকে ভাগিয়ে দিতে, ভাগতে বাধ্য করতে। যাতে করে উত্তর দিকে ভাগতে থাকা মুজাহিদদের গ্রেফতার করা যায়। বাকি থাকে পশ্চিম দিকটা। প্রথমত এ দিকটা হচ্ছে সম্পূর্ণ উল্টো দিকে; দ্বিতীয়ত এদিকের পাহাড়গুলো একেবারে খোলামেলা উদোম থাকে বলে লুকিয়ে থাকবার মতো কোনো জায়গাই নেই মুজাহিদদের জন্য। তাছাড়া এদিকে রাতের বেলায় দুশমনরা নিক্ষেপ করে আলোক বোমা– মুজাহিদরা ভাগতে গেলেই যেন চোখে পড়ে আর দমাদম গুলি করা যায়। অন্য দিকে কোনো রাস্তা নেই বললেই চলে, যা-ও বা আছে তা একেবারেই দুর্গম। কেননা পাহাড়গুলো খাড়া খাড়া। আমাদের কাছে এখন মাত্র ৬০ জন মুজাহিদ আছে। আর দক্ষিণ দিকেই দুশমনদের সৈন্যসংখ্যা হবে ৫০০ থেকে ৭০০-এর মতো। এখন এই অবস্থায় আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমরা কোন দিক থেকে চড়াও হবো।

এক একজন মুজাহিদ মতামত দিচ্ছিলেন এক এক রকম। শেষ পর্যন্ত আলী বললো, আমি যদিও আপনাদের মতো অভিজ্ঞ নই তবুও আমার পরামর্শ হচ্ছে যেহেতু শত্রুরা ধরেই নিয়েছে ঘেরাও করে রাখা মুজাহিদদের সাহায্য আসতে পারে দক্ষিণ দিক থেকেই। সুতরাং ৬০ থেকে ৪০ জন হামলা করুক দক্ষিণ দিক থেকে এবং বাকি ২০ জন উত্তর দিক থেকে ঘাঁটির ওপর সরাসরি অভিযান চালিয়ে ভেগে যাবার পথ তৈরি করুক।

কিন্তু উত্তর দিক থেকে হামলা করাটা হবে আত্মহত্যার শামিল। কেননা সেখানে তো দুশমনদের সৈন্য সংখ্যা ১০০-এর কম হবেই না।– কমান্ডার ওমর বললেন।

আলী বললো, দুশমনরাও এরকমই ভাবছে যে, কোনো অবস্থাতেই উত্তর দিক থেকে হামলা হবে না। এ জন্য হামলা হবে অনির্ধারিত। দুশমনরা আমাদের শক্তির আন্দাজ করতে পারবে না। কিন্তু যখন আন্দাজ করতে পারবে তখন তো আটকে পড়া মুজাহিদরা আমাদের সাথে এসে মিলে যাবে। আলীর এ কথা শুনে কমান্ডার চিন্তায় পড়ে গেলেন। তারপর বললেন, অভিযানটা ভয়ানক বটে। কিন্তু উপায়ও তো দেখছি না। আচ্ছা বলোতো ভাগতে থাকা মুজাহিদরা যদি পূর্বপ্রান্তের দুশমনদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েই যায়, কী হবে তখন!

পূর্বপ্রান্তের রুশ-সৈন্যরা আক্রমণ করবে না। কেননা আমরা যখন হামলা করবো, তখন দুশমনরা ঐ পূর্বপ্রান্ত থেকেই ভেগে যাবার তালে থাকবে। আর যদি ওরা ফায়ারিং করেও তবু ওদের লোক ঐ দিকেই বেশি বলে, ওরাই মরবে। বেশি করে মরবে ওদের নিজেদের গুলিতে।

www.pathagar.com

আলীর কথা শুনে কমান্ডার বললেন, বয়স তোমার কম কিন্তু কুদরত। তোমাকে মেধা দিয়েছেন অনেক। আমি তো একজন সামরিক অফিসার তবুও তো আমার মাথায় খেলেনি ব্যাপারটা। যাই হোক, এ এক ভয়ানক অভিযান। তোমাদেরই অভিযান সুতরাং সর্বোত্তম পন্থা তোমাদেরই অনুসরণ করতে হবে। ঠিক আছে ২০ জনের পরিবর্তে ৩০ জনই নিয়ে যাও।

বাকি ৩০ জনের সহযোগিতায় দুশমনদের আমাদের দিকেই মনোযোগী করে রাখবো আমিই। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবে– নিজেদেরকে ইচ্ছে করে বিপদে ফেলবে না। আলী বললো, আমার খুব ভালো লাগছে এই জন্য যে, দায়িত্ব পালনের যোগ্য মনে করেছেন আমাদেরকে। দোয়া করুন আমাদের জন্য, ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসবো। আর ওয়ারলেসটা আমাদেরকেই দিন, কেননা আটকে পড়া মুজাহিদদের সাথে যোগাযোগ আমাদেরকেই করতে হবে। কমান্ডার ওয়ারলেস সেট দিতে দিতে বলে উঠলেন, আল্লাহ তোমাদের সাফল্য দান করুন।

আলীর সঙ্গী মুজাহিদরা দাঁড়িয়ে গেল। যেতে যেতে কমান্ডারের উদ্দেশে আলী আহ্বান জানালো– আপনি গিয়েই হামলা শুরু করে দেবেন। কেননা সূর্য ডোবার আগেই আমাদেরও কাজ শুরু করতে হবে।

আল্লাহরই নাম নিয়ে আলী যাত্রা করলো। বিপদসংকুল রাস্তা। পদে পদে ভয়। দু'জন মুজাহিদ আগে আগে চলেছ। বাকিরা খানিক পেছনে। এরা দু'জন জংলী জানোয়ারের মতো আওয়াজ তুলে ইশারা করতেই অন্যরা সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল। এইভাবে ধীর ধীরে হেঁটে, বসে, হামাগুড়ি দিয়ে চলতে চলতে অবশেষে তারা গিয়ে পৌঁছলো একটা পাহাড়ি খালের কাছে। যেখানে আছে অনেকগুলো ঝোপ-ঝাড়। সকল মুজাহিদকে আলী এখানে বসতে বললো। আর মাত্র তিনজন মুজাহিদকে নিয়ে আলী দুশমনদের মোর্চার দিকে চলে গেল।

কিছু দূর যেতেই আলীদের চোখে পড়লো দুশমনদের তাঁবু। একটি তাঁবুর ভেতর থেকে তখন একজন রুশসৈন্য বেরিয়ে আসছিলো। আলী সবাইকে সতর্কতার সাথে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যেতে বললো, এবং দুশমনদের পজিশন দেখে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে নির্দেশ দিলো। আলী নিজেও হামাগুড়ি দিয়ে রওনা দিলো। কিছু দূর অগ্রসর হওয়া মাত্র তার চোখে পড়লো একটি তাঁবু থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে তার আশপাশেও রয়েছে অনেকগুলো তাঁবু। বাইরে সৈন্য। ভারী অস্ত্রসহ টহল নিচ্ছে। আলীর বুঝতে কষ্ট হলো না, যে, আলো ঠিকরে পড়া তাঁবুতে কোনো বড় অফিসার রয়েছেন।

আলী চিন্তা করতে লাগলো– কোনো কায়দায় যদি সৈন্যদের বিভ্রান্ত করা যায়, তাহলে দুশমনদের সমস্ত পজিশনের খরব পাওয়া যাবে। কিন্তু আলী এটাও ভাবতে থাকলো যে, যদি ওদেরকে বিভ্রান্ত না করা যায় তাহলে গোটা অভিযানটা ভণ্ডুল হয়ে যাবে। তবুও তার মগজে একটা চমৎকার সমাধান এসে হাজির হলো– দুশমন সৈন্যরা রাত জেগে জেগে এখন ক্লান্ত, তেমন কোনো বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না। তা ছাড়া অফিসার তো মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে আছে হয়তো। আশপাশে খুব বেশি সৈন্য টন্য নেই। যে কয়েকজন এদিকে আছে, একেবারে অসতর্ক অবস্থায় আছে। অসতর্ক যদি না হবে, তাহলে তো পাহারা এতোটা ঢিলেঢালা গোছের হতো না। আলী দুশমন সৈন্যদের বিভ্রান্ত করার সিদ্ধান্ত নিলো।

www.pathagar.com

সে হামাগুড়ি দিয়ে পাহারারত সৈন্যটির পেছনে গিয়ে পৌছলো। তারপর লাফ দিয়ে তাকে জাপটে ধরে, চিৎকার করার আগেই মুখ চেপে ধরলো। সাথে সাথে অন্য হাত দিয়ে মাথায় এমন জোরে আঘাত করলো যে সৈন্যটি বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইলো। আলীর কৌশল কাজে লাগলো। তারপর সৈন্যটিকে হেঁচাড়াতে হেচড়াতে নালার কাছে নিয়ে এলো।

নবম ঃ

ইতোমধ্যে অন্য মুজাহিদরাও পৌছে গেছে। বেহুঁশ রুশসৈন্যটিকে হুঁশ করার চেষ্টা শুরু হলো। খুব দেরি হলো না হুঁশ করতে। হুঁশ ফিরতেই মুজাহিদদের মধ্যে নিজেকে দেখতে পেয়ে আতঙ্কিতভাবে ঘাবড়ে গেলো সে। আলী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো– আমাদের সহযোগিতা করলে, তোমাকে কিছুই বলা হবে না। আর যদি এতটুকু ক্ষতি করার মতলব তোমার এখনো থেকে থাকে, তাহলে মুখ দিয়ে একটা চিৎকার বেরোবার আগেই তোমার জান কবজ করে ছাড়বো।

আপনারা যদি আমাকে না মেরে ফেলেন এবং অক্ষত রাখেন তাহলে সবধরনের সহযোগিতা করতে রাজি আছি। সত্যি কথা বলতে কী, আমি বাধ্য হয়ে আছি ওদের সাথে, প্রাণের দায়ে আছি।

আলী রুশসৈন্যদের সমস্ত পজিশনের খবর এ রুশসৈন্যটির কাছ থেকে পেয়ে গেল। যে ক'জন মুজাহিদকে পজিশনের খবর আনার জন্য আগেই পাঠানো হয়েছিলো তারাও এসে ঐ একই ধরনের খবর বললো।

আলী রুশসৈন্য আর ফিরে আসা মুজাহিদদের সাথে আলাপ করে আরো তথ্য সংগ্রহ করে বুঝতে পারলো– আলীরা এদিকে যে কী ঘটাতে যাচ্ছে তার কোনো খবরই দুশমনদের কাছে নেই। আরো বুঝতে পারলো– এই দিকটায় দুশমনদের সৈন্যসংখ্যা একশ'র মতো হবে। কিছু আফগান দালাল সৈন্যও আছে, একজন দালাল অফিসারও আছে– যে তাঁবুর মধ্যে এখন আরামে নাক ডাকছে। দুশমনদের প্ল্যান হচ্ছে আটকে পড়া মুজাহিদদের তারা ভোরের দিকে বন্দী করবে। এই উদ্দেশ্যে কিছু সৈন্য তখনও পাহাড়ের চূড়ায় বসে পাহারা দিচ্ছে।

আলী হঠাৎ সাংঘাতিক রকমের গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেলো। এই আওয়াজের অপেক্ষায় ছিল আলী। আলী বুঝতে পারলো– কমান্ডার ওমর কাজ শুরু করেছেন। এদিকের দুশমনেরাও যেন একটু সতর্ক হলো– মুজাহিদদের কেউ বাইরে এলেই যেন বন্দী করতে পারে।

আলীর সঙ্গী মুজাহিদদের সে তিন ভাগে ভাগ করলো। এক এক গ্রুপে ৫ জন করে মুজাহিদ। আলী একটা গ্রুপকে নির্দেশ দিলো সৈন্যদের গাড়ির ওপর আক্রমণ করতে হবে ঝটপট। তারপর চলে আসতে হবে নালার কাছে (পাহাড়ি খালের কাছে)। অন্য দশ জনের গ্রুপকে নির্দেশ দিলো তাঁবু গুলোতে আগুন লাগাতে। সেই সাথে অস্ত্রের গুদামেও আগুন লাগাতে বললো আলী– এমনভাবে যেন নিজেদের কোনো ক্ষতি না হয়। এসব কাজ শেষ হয়ে গেলে তারা যেন পূর্বপ্রান্ত থেকে আসতে থাকা দুশমনদের পথ রোধ করে। দুশমনদের ঘেরাওয়ের মধ্যে না পড়ে।

www.pathagar.com

দুটো গ্রুপই রওয়ানা দিলো। আলী দেরি না করে আটকে পড়া মুজাহিদ কমান্ডারের সাথে ওয়ারলেসে যোগাযোগ করলো আর তাকে বললো, আপনারা ঐদিক থেকে পালানোর চেষ্টা করুন।

আটকে পড়া কমান্ডার ওয়ারলেসে বললেন, উত্তর দিকে গেলে তো দুশমনরা আমাদেরকে জীবন্ত বন্দী করবে। তারা তো ওঁৎ পেতে বসে আছে।

আলী বললো, আপনি মুজাহিদদের নিয়ে অগ্রসর হোন; দশ মিনিটের মধ্যে রাস্তা সাফ পাবেন। এবং দুশমনদের পূর্ব দিকে ভাগতে দেখবেন। ওরা এখন আমাদের ঘেরাওয়ের মধ্যে। এর চেয়ে বেশি বলার সময় এখন না। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন– সময় একেবারেই নষ্ট করবেন না। আটকে পড়া কমান্ডারের সাথে আলাপ করে আলী অন্য ১৫ জন মুজাহিদকে সঙ্গে নিয়ে দুশমনদের মোর্চার দিকে অগ্রসর হলো। অগ্রসর হলো হামাগুড়ি দিয়ে যাতে দুশমনরা তাকে দেখতে না পায়।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে উঠছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে অভিযান শেষ করতে না পরলে আটকে পড়া মুজাহিদরাও বাঁচবে না, আলীর সাথীরাও বাঁচবে না। এই জন্য প্রতিটি কদম বুঝেসুঝে ফেলতে হচ্ছে। বন্দী রুশ সৈন্যটিকে পাঠানো হয়েছিলো আগুন লাগাবার দায়িত্বপ্রাপ্ত গ্রুপের সাথে। যেন সে ভালোমত সাহায্য করতে পারে। ঐ গ্রুপকে এ-ও বলে দেয়া হয়েছিলো যে, দুশমনদের পেলে একটাও জীবন্ত রাখা যাবে না। কেননা আমাদের সাথে এতো মুজাহিদ তো নেই যারা দুশমনদের বন্দী করে পাহারা দেবে।

আলীরা একটা পাহাড়ের আধাআধি চড়াও হলো, যেখান থেকে দুশমনদের মোর্চা সাফসাফ দেখা যায়। আলী আর সঙ্গী মুজাহিদরা অল্প অল্প দূরত্বে বড় বড় পাথর এবং ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকলো। মোর্চার ওপর রকেট লাঞ্চার দিয়ে হামলা করার কথা। কিন্তু আক্রমণ শুরু হবে তাঁবুতে আগুন লাগানোর পর। আলীর চোখ তাঁবুর দিকে। হঠাৎ দেখতে পেলো মুহূর্তের মধ্যে সারা তাঁবুতে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। সে দুশমনদের গাড়িগুলোকে খালের দিকে যেতে দেখল। ইতোমধ্যে অস্ত্রাগারে আগুন লেগে গেছে। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে কানে প্রায় তালা লেগে গেল।

আলী এ সময়টারই অপেক্ষায় ছিল। পাহাড়ের ওপর দুশমনদের মোর্চা। আলী মুজাহিদদের নিয়ে সেখানে রকেট লাঞ্চার নিক্ষেপ করতে লেগে গেল খুব হঠাৎ করে।

দুশমনরা ছিল বেখবর। মুজাহিদদের সংখ্যা সম্পর্কে তাদের বিন্দুমাত্র ধারণাও নেই। তাই প্রতিরোধের চিন্তা বাদ দিয়ে ওরা ভেগে যাবার মতলব করল। আলীর ধারণা মতোই পূর্ব দিকে সব ভাগতে লাগল লেজ তুলে।

আটকে যাওয়া মুজাহিদদের সাথে আলী ওয়ারলেসে যোগাযোগ করল। পূর্ব দিকের রাস্তা পরিষ্কার। ওদিক দিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। দেরি করবেন না। সিগন্যাল দিয়ে আলী আর মুহূর্ত বিলম্ব না করে সামনের মোর্চা দখলে এগিয়ে গেল।

বন্দী মুজাহিদদের ভেতর শহীদ ছিল। আহতও প্রচুর। আলী বুঝতে পারছে ওদের বেরোতে দেরি হবে। তাই সে ওয়্যারলেসে পুনরায় সিগন্যাল পাঠালো। ব্যাকুল হয়ে তাদেরকে বোঝালো হাতে আর দশটা মিনিট সময় আছে। এরই মধ্যে আপনারা পুবের খালের খাড়িতে পৌঁছে না গেলে ভয়াবহ অবস্থার শিকার হতে হবে আপনাদেরকে এবং আমাদেরকেও। আমরা সংখ্যায় এত কম যে এখান থেকে দুশমনদের মোকাবেলা করতে পারবো না। আমরা

www.pathagar.com

মূলত আপনাদেরকে ভাগিয়ে নেবার জন্যই এ পথে এসেছি– ওরা বুঝতে পারলে আমাদের পিছু নেবে। নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। খালের খাড়িতে পাঁচজন মুজাহিদ অপেক্ষা করছে আপনাদের জন্য। এক্ষনি ওদের কাছে পৌছে যান।

পলায়নরত রুশ-আফগান সৈন্যদের বেশ কয়েকজন মারা গেল। আহত হলো অনেক। আলীর যখন ধারণা হলো বন্দী মুজাহিদরা মুক্ত হয়ে খাল পর্যন্ত পৌছে গেছে এবং দুশমনদের আর আক্রমণ করার সুযোগ নেই, তখন সে সাঙ্কেতিক একটি ফায়ারিং করে অন্য দশজন মুজাহিদকে খালের কাছে পৌছে যাবার নির্দেশ করলো। এবং নিজে দুশমনদের অস্ত্রগুলো অকেজো করার কাজ শুরু করে দিলো।

আলী প্রেশার বোমের কথা ভুলেনি। সে মৃত দুশমনদের পরীক্ষা করে দেখলো। ভেগে যাওয়া দুশমনরা সেসব পেটে ঠিকই প্রেশার বোমা রেখে গেছে। তার সংগের দশ জন মুজাহিদের পাঁচজন ছাড়া বাকি পাঁচজনকে ফিরে যেতে বললো। যারা থেকে গেলো তাদেরকে আলী অবিরাম গোলাগুলি চালাতে বললো। (ঘটনাক্রমে এইসব গোলাবারুদ সবই ছিলো দুশমনদের থেকে পাওয়া গোলাবারুদ।) এতে করে একদিকে গোলাবারুদও ধ্বংস হবে, অন্য দিকে ভয়ও পাবে দুশমনরা।

আর দেরি না করে পাঁচজন মুজাহিদসহ প্রত্যাবর্তনের পথ ধরলো আলী। খালের কাছে এসে সব মুজাহিদকে ছোটো ছোটো গ্রুপ করে বেরিয়ে যেতে বললো। কেননা এমনও হতে পারে দুশমনরা খালের পাড় ধরে মাইন পুঁতে রেখেছে। বিচিত্র নয় যে, তারা হয়তো ওঁৎ পেতেও আছে। আলী আবারও তাদেরকে সতর্ক হয়ে বেরিয়ে যেতে নির্দেশ দিলো।

আলী সহ মুজাদিরা গ্রুপ করে করে পাহাড়ের দিকে লুকিয়ে চলে যাচ্ছিলো– এমন সময় দুশমনদের বিমান হামলা শুরু হয়ে গেল। মুজাহিদরা পাহাড়ের পাথর এবং ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিতে লাগলো। দুশমনদের মূল লক্ষ্য ছিলো গাঁয়ের বসতি। সুতরাং সেখানেই তারা বোম্বিং শুরু করলো। কিন্তু কিছু বোমা মুজাহিদদের মধ্যে পড়লো। দু'জন মুজাহিদ শহীদ হয়ে গেল।

আলী আহত, শহীদ এবং অন্যান্য মুজাহিদদের নিয়ে ঘাঁটিতে পৌছে গেল। কিন্তু তখনও কমান্ডার ওমর এসে পৌছেননি। বন্দী মুজাহিদদের (এখন মুক্ত) কমান্ডার আলীর প্রশংসা করে বললো, আমরা এমনভাবে ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম যে, কারোই বাঁচার কথা ছিলো না। কিন্তু আপনারা আমাদেরকে এভাবে যে উদ্ধার করবেন– বিশ্বাসই করতে পারিনি। এখন বিষয়টা আমার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। তিনি আরো বললেন, যখন আমি মোর্চার ভেতর থেকে আপনাকে পাহাড়ের ওপর দেখি তখন আপনাকে কিন্তু কমান্ডার হিসেবে ভাবতেই পারিনি। মনে করেছিলাম, কমান্ডার হয়তো অন্য কাউকে পাঠিয়েছেন। আমি খুব আনন্দিত এই জন্য যে, আমাদের জাতির মধ্যে আপনার মতো অল্পবয়স্ক অথচ বড় বীর বাহাদুর আল্লাহ দান করেছেন। শুধু বীরই নন আপনি, মেধাবী সেনাপতিও। আপনার মতো আমারও একটি ছেলে ছিলো। গত বছর সে শহীদ হয়ে গেছে।

সমস্ত মুজাহিদ ক্লান্তির ঘুমে ঢুলছিলো। সতীর্থদের আহত আর নিহত হবার বেদনাও তাদের মধ্যে জাগ্রত ছিলো। কিন্তু এসব তো মুজাহিদদের জীবনের নিত্যদিনের ঘটনা। সুতরাং আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর নাস্তা সেরে নিলো সবাই। তারপর বিছানায় চলে গেল, যে বিছানায় অসম্ভব কষ্ট করে কেবল মুজাহিদরাই ঘুমাতে পারে।

www.pathagar.com

তখন জোহরের ওয়াক্ত হয়ে গেছে। মুজাহিদরা ঘুম থেকে জাগলো। কমান্ডার ওমর এখনও এসে পৌছাননি। আলী ভাবছিলো যে কমান্ডার ওমরকে সে খবর পাঠাবে যে, আলীরা এসে গেছে। কিন্তু খবর পাঠানো লাগলো না। কমান্ডার ওমর ফেরার খবর এক মুজাহিদ চিৎকার করে জানিয়ে দিলো।

সব মুজাহিদ কমান্ডারকে খোশ আমদেদ জানানোর জন্য বাইরে বেরিয়ে এলো। এবং নারায়ে তাকবির ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত করতে লাগলো। কয়েকজন মুজাহিদ তো আনন্দে ব্লাস্ক ফায়ারিং শুরু করলো। ওমর আলীকে দেখেই বুকের মধ্যে নিয়ে নিলো। ধন্যবাদ দিতে লাগলো। সদ্যমুক্ত কমান্ডারও আলীকে জড়িয়ে ধরলেন। কমান্ডার ওমর সমস্ত ঘটনা বিস্তারিতভাবে জানাতে চাইলেন। বললেন, আমি তোমাদের পাঠানোর পর থেকে দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম, আল্লাহর কাছে দোয়াও করেছি, সহিসালামতে তোমরা যেন ফিরে আসো। কমান্ডার ঘটনা বলা শুরু করলেন, আমরা গিয়েই হামলা করি, দুশমনরাও জবাব দিলো, গোলাগুলি সোজা আমাদের ওপর নিক্ষিপ্ত হতে থাকলো। ৫ মিনিটের মধ্যে ৫ জন শহীদ হয়ে গেল। তারপর আমরা আমাদের পজিশন পাল্টালাম আর সমূহ ক্ষতি থেকে রক্ষা পেলাম। ইতোমধ্যে আমরা এক মুজাহিদকে পাহাড়ের ওপরে পাঠিয়ে দিলাম যেন সে দেখে আসে, আমাদের গুলি ঠিকমতো পড়ছে কি না? তখন অবশ্য সূর্য উঠছে মাত্র।

যখন ঐ মুজাহিদ নিচে নেমে এলো, তখন আমরা তার কাছ থেকে জানতে পারলাম যে, দুশমনরা ট্যাঙ্ক এবং কামানসহ ভাগতে শুরু করেছে। আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না, তাই দৌড়ে নিজেই পাহাড়ের ওপরে উঠে গেলাম। এবং দূরবিন লাগিয়ে দেখলাম, কথা ঠিকই। আমরা ধাওয়া করার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু ইতোমধ্যে বিমান থেকে বোম্বিং শুরু হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে আমরা পিছু হটলাম। আমাদের কাছে বিমান বিধ্বংসী কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। যদি থাকতো তাহলে দুশমনদের সমস্ত কিছু তছনছ কর দিতে পারতাম। এই জন্য যে তারা বোম্বিং করছিল অনেক ওপর থেকে। সুতরাং পিছু হটতে আমাদের দেরি হচ্ছিল। কিন্তু তোমরা যে অভিযান চালিয়েছো তা দীর্ঘকাল স্মরণে রাখার মতো।

আলী কেন্দ্রে ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। হঠাৎ আফগান বাহিনী থেকে দুই বন্দী সৈনিক হাজির হলো। তারা স্বপক্ষ ত্যাগ করে ভেগে এসেছে। তারা জানালো, গতকাল সকালে আপনারা যখন হামলা করেছিলেন, আমাদের অফিসাররা ধারণা করেছিলো, বিরাট সংখ্যক মুজাহিদ আক্রমণ করেছে এবং সবাইকে ঘিরে ফেলেছে। এটা বোঝার কারণ হলো উত্তর দিক থেকে প্রচন্ড হামলার আশঙ্কা। যখন তাঁবুতে আগুন ধরে গেল, তখন আর মোকাবেলা করার কথা কেউ ভাবেনি। আবার মোর্চায় যখন আগুন ধরে গেল, তখন উর্ধ্বশ্বাসে সব পালাতে শুরু করলো। মূল ঘাঁটি থেকেও সবাইকে পালানোর জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু দুপুরের পরে যখন সবাইকে একত্রিত হতে দেখা গেল তখন সবাই বলাবলি শুরু করলো মুজাহিদরা সংখ্যায় বেশি হলে তো আমাদের পিছু নিতো, চলে যেতো না। কক্ষনো মুজাহিদরা ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাবার পাত্র না।

নিশ্চয়ই তারা আমাদের ধোঁকার মধ্যে ফেলে দিয়েছিলো। আর আমরা বোকার মতো পালানো শুরু করলাম। আমাদের ছাউনি পর্যন্ত রক্ষা করলাম না। আসরের ওয়াক্তে যখন তারা নিশ্চিত হলো যে, আপনারা চলে গিয়েছেন! তখন তাদের সামনে তাদের সমস্ত বোকামি স্পষ্ট হয়ে গেল।

www.pathagar.com

সন্ধ্যায় রুশ-আফগান বাহিনী ট্যাঙ্ক এবং কামানবাহী গাড়ি নিয়ে হাজির হলো। আর এলো লাশ উদ্ধারের জন্য। এসে দেখলো অক্ষত অবস্থায় অনেক অস্ত্র তখনো আছে। এসব দেখে তারা অবাক হয়ে গেল। কিন্তু যখনই লাশ উঠানো শুরু করলো– শুরু হয়ে গেল বিস্ফোরণ। কেঁপে উঠলো সমস্ত এলাকা। বেশ কয়েকজন রুশ-আফগান সৈন্য হালাক হয়ে গেল। ফলে লাশ ফেলে পালানো শুরু করলো তারা। আমরা দু'জন সিদ্ধান্ত নিলাম আর না, জালেমদের বাহিনী থেকে পালানোর এটাই সময়। তাই পাহাড়ের ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিলাম। রাতে ঝোপের মধ্যেই ছিলাম। সকালে এদিকে চলে এসেছি এই মনে করে যে– কোনো মুজাহিদের সাথে দেখা হলে, কেন্দ্রের ঠিকানা জেনে নেবো।

এই অবস্থায়ই আমরা মুজাহিদ ভাইদের হাতে ধরা পড়েছি। আমাদেরকে এখানে আনা হয়েছে। আলী সবার কথা শুনে খুব খুশি হলো বলতে লাগলো আল্লাহর কী রহমত!

শত্রুদের চোখে মাত্র ত্রিশজন মুজাহিদকে এক হাজর মুজাহিদ বানিয়ে দেখিয়েছেন। সম্ভবত আল্লাহ ফেরেশতা পাঠিয়ে সাহায্য করেছেন। কিন্তু আমরা খানিকটা ভীরুতার পরিচয় না দিলে অসংখ্য হাতিয়ার হস্তগত করতে পারতাম। হায় আফসোস! আল্লাহর মদদ আমরা পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারলাম না। কমান্ডার ওমর বললেন, আল্লাহ যে সাহায্য করেছেন তা সত্যিই অতুলনীয়। আল্লাহ ভীরুদের সাহায্য করেন না। তোমার দুঃখ করার কিছুই নেই, সত্যিই তোমরা আল্লাহর অপার সাহায্য পেয়েছো, সন্দেহ নেই। কিন্তু লাশ- বিস্ফোরণের মোজেজা কী? এ আবার কোন কারিশমা দেখালে? বুঝতে পারছি না যে! আলী বললো, ঐ বোমাগুলো আমরা সাথে করেই নিয়ে এসেছিলাম।

দশম ঃ

হায়দার মারকাজ গিয়ে পৌছলো। এশার ওয়াক্ত হয়ে গেছে তখন। মোহাম্মাদ হানিফ খান মারকাজের ইনচার্জ। হানিফ খান তাঁর গোত্রেরও প্রধান। এই হানিফ খানের গোত্রের একশরও বেশি মুজাহিদ শহীদ হয়ে গেছেন।

হানিফ খানের এ মারকাজটি খুব বিশাল নয়। এখানকার মুজাহিদানের বর্তমান সংখ্যা চল্লিশের মতো। মুজাহিদদের এই মারকাজে আছে ৪টি গুহা। এ গুহাগুলোতে মুজাহিদদের অবস্থান। গুহার সামনে রয়েছে নালা– যা খুব গভীর এবং সবসময় পানি থাকে সেখানে। নালার অপর পাড়ে রয়েছে বিরাট বিরাট বৃক্ষ। ফলে মারকাজটি প্রাকৃতিকভাবেই সুরক্ষিত। হানিফ খান ধারণা করেছিলেন, বিশেষ মিশন নিয়ে যে ব্যক্তিত্বের আগমন ঘটতে যাচ্ছে, নিশ্চয়ই তিনি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কেউ হবেন, হবেন কোনো বিখ্যাত মুজাহিদ। কেননা, হেডকোয়ার্টার থেকে যাকেই পাঠানো হবে, তাঁর সম্পর্কে এ রকম ধারণা করা স্বাভাবিক এবং তিনি এমন কাজের আঞ্জাম দিতে আসছেন যা আমরা পারছি না।

আলীকে দেখে হানিফ খান বিস্মিত হলেন। ১৬-১৭ বছরের এই যুবক কী অভিযান চালাবেন। কিন্তু আলীর সাথে আসা মুজাহিদদের কাছে আলী সম্পর্কে যা শুনলেন, তাতে হানিফ খান আরো বিস্মিত হলেন। এই কথা ভেবে খুশি হলেন যে, এমন মুজাহিদও

www.pathagar.com

আফগানিস্তানের মাটিতে জন্মেছে!

আলী দিন তিনেক এই মারকাজে অবস্থান করলো। এই সময় সে গারদেজ সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করলো, পথঘাটের খোঁজখবর নিলো। চতুর্থ দিন যাত্রা করলো গারদেজের দিকে। যাত্রাকালে হানিফ খান তাকে ঝোঁকের বশবর্তী হয়ে কিছু করতে নিষেধ করে দিলেন এবং বললেন, যা কিছু করবে ভেবে-চিন্তে করবে।

গারদেজ পৌঁছে আলী এক হোটেলে চা খেতে বসেছে। হঠাৎ তার নজরে এলো এক পরিচিত মুখ। আলীরই গ্রামের নূর মুহম্মদ। নূর মুহম্মদ আলীকে চিনে ফেলতে দেরি করলো না।

আলী আর নূর মুহম্মদ একই স্কুলে পড়তো। নূর মুহম্মদ আলীর চেয়ে অন্তত ছয় বছরের বড়। দু'জনেই খুব ঘনিষ্ঠভাবে হোটেলের এক কোনায় গিয়ে বসলো। নূর মুহম্মদ আলীকে দেখে বিস্ময়ের সাথে বলতে লাগলো, আমি তো ধরে নিয়েছিলাম শহীদ হয়ে গেছো। আমার সত্যিই খুশি লাগছে যে, তুমি বেঁচে আছো। আরো দু-একজন তোমার মত বেঁচে গিয়েছে।

মাঝে-মধ্যে ভাবি, আফগানিস্তানে রুশ বাহিনী আসার আগে কত সুন্দর পরিবেশ ছিলো। গ্রামের মানুষের মধ্যে কত চমৎকার সম্পর্ক ছিলো। একে অপরের শোকে-দুঃখে শরিক হতো। কত না ধুমধাম করে ঈদ করতো। আমরা ছুটি কাটাতাম।

বর্ষাকাল এলে অপরূপ দৃশ্য ফুটে উঠতো বর্ষাস্নাত পাহাড়ে পাহাড়ে। তারপর যখন বসন্ত আসতো এবং ফুলে ফুলে ভরে যেতো পাহাড়, পর্বত, উপত্যকা, কত না সুন্দর দেখাতো। কিন্তু কার কুদৃষ্টিতে সব তছনছ হয়ে গেল! উজাড় হয়ে গেল বাগবাগিচা। পুষ্পশূন্য হয়ে গেল পাহাড়-পর্বতমালা। নূর মুহম্মদ কথা বলতে বলতে হঠাৎ চমকে উঠলো। এবং বললো; দোস্ত, যা কিছু বললাম কাউকে বলবে না ভাই। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে, আফগানিস্তান এখন পরাধীন। যা বলেছি তা চেপে যাবে। কী করবো, দীর্ঘ ছয় বছর পরে আমার গ্রামের কাউকে প্রথম দেখলাম এবং তোমাকে দেখলাম। ফলে, আবেগের লাগাম টেনে ধরতে পারিনি। অনেক কথা বলা হয়ে গেল। আলী বললো, তুমি আমার ওপর আস্থা রাখতে পারো। আমি সরকারের চাকরি করি না। আমি আমাদের গ্রাম ঘেরাও করার আগেই বেরিয়ে পড়েছিলাম। ভাই নূর মুহম্মদ, গ্রামের কথা কিছু বলো না! আমার বেরিয়ে আসার পরে কী অবস্থা হয়েছে? আমি তো শুধু দেখে এসেছিলাম আমাদের গাঁয়ের সবাই একত্রিত হচ্ছে– মোকাবেলা করার জন্য। গোলাগুলি শুরু করেছে। কিন্তু তার পরে যে কী হয়েছে কিছুই জানি না।

নূর মুহম্মদ বললো, এ হোটেলের ওপর ভরসা নেই। মালিক সরকারের গুপ্তচর। অন্য কোথাও চলো। কথা বলা যাবে।

নূর মুহম্মদ আলীকে নিয়ে অন্য হোটেলে গেল। আলাদা জায়গা বেছে নিয়ে নূর মুহম্মদ আলীকে বলতে লাগলো : রুশবাহিনী ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে সমস্ত গ্রাম ঘিরে ফেলে। খুব কম লোকই তোমার মত বেরিয়ে যেতে পেরেছিলো। বোমারু বিমানের উপর্যুপরি আঘাতে সমস্ত গ্রাম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে যায়। তারপরও চলে ট্যাঙ্কের আক্রমণ। গ্রামের সবাই বীরত্বের সাথে মোকাবেলা করে। মজার ব্যাপার হলো, রুশবাহিনী যখন ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছিলো ঠিক তখনই আমরা তাদের ওপর গুলি চালিয়েছিলাম। অনেক দুশমন সৈন্য খতম হয়ে গেল। বাকিরা ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়িতে উঠে আশ্রয় নিলো। কিন্তু এদিকে আমাদের সব গোলাবারুদ শেষ হয়ে গেল। তারপর আমাদের এই অবস্থা টের পেয়ে গ্রামের সমস্ত পুরুষ-নারী আর শিশু-কিশোরদের

www.pathagar.com

পর্যন্ত বন্দী করে এক জায়গায় একত্রিত করলো। আহতদের আলাদা করে তাদের ওপর ট্যাঙ্ক চালিয়ে দিলো এবং অন্যদেরকে গুলি করে শেষ করে দিলো। পরে সমস্ত গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে সেই আগুনে সমস্ত লাশ নিক্ষেপ করে ছারখার করে দিলো।

রুশ-আফগান বাহিনীতে আমার আব্বার এক বন্ধু ছিলেন। যিনি অফিসার। তাঁর চেষ্টায় আমি মুক্তি পাই তাঁরই প্রচেষ্টায় আমি ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চে একটা চাকুরিও পেয়ে যাই।

আলী সজাগ হলো, নূর মুহম্মদ যে ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের লোক এটা জানতে পেরে। কথায় কথায় নূর মুহম্মদ আলীকে বললো, তোমার কোনো ভয় নেই। আমি আজ পর্যন্ত কোনো নিরপরাধের কোনোরকম ক্ষতি করিনি। আমি জানি আফগান সরকার আফগান জনগণের ওপর কতটা নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তোমার অন্তত আমাকে ভয় করার দরকার নেই। সে যাক, তো কী করছো এখন তাই বলো। তা এই গারদেজে কী জন্য এসেছো?

আলী তো প্রথমে প্রায় বলেই দিয়েছিলো যে, কেন সে এখানে এসেছে! কিন্তু নূর মুহম্মদের আসল পরিচয় পেয়ে আলী এখন মুখ খুলতে চাইলো না। মুখ খোলাটা উচিত হবে না মনে করে শুধু বললো, এই বেড়াতে এলাম আর কী!

নূর মুহম্মদ প্রশ্ন করলো, তাহলে থাকবে কোথায় এ ক'দিন। করবেই বা কী?

আলী ভাবতে লাগলো কী উত্তর দেয়া যায়? উত্তর তো দিতেই হবে একটা। কিন্তু মিথ্যা বলা যাবে না। সত্য বলতে গেলেই ধরা পড়তে হবে। তাই সে বলতে লাগলো, ভাইরে তুমিতো আমার চেয়ে বয়সে বড়। সুতরাং অবশ্যই এ কথা জানো যে, যার কোনো ঘর নেই সে কোথায় যাবে? আফগানিস্তানে আছে পাহাড়, আছে শহর। কিছু কাটলো পাহাড়ে পাহাড়ে। এখন ঘুরছি শহরে শহরে।

আলীর কথা শুনে নূর মুহম্মদের মুখে মুচকি হাসির রেখা দেখা গেল। বললো, আলী এড়িয়ে যাচ্ছো। আসল কথা বলতে চাচ্ছো না। তবু মনে রেখো, এ শহরে নতুন লোকদের ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। সতর্ক হয়ে চলাফেরা করো। আমি তোমাকে আমার সাথে নিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু প্রথমত আমাদের সাথে কাউকে রাখা নিষেধ। দ্বিতীয় তুমি যা করতে চাচ্ছো তাতো আমার কাছে থেকে করতে পারবে না।

আলীর সন্দেহ হলো, নূর মুহম্মদ হয়তো সবকিছু জেনে ফেলেছে যে, কেন আলী এখানে এসেছে। অথবা কথায় মারপ্যাঁচে ফেলে আমার সবকিছুই জেনে নিতে চাচ্ছে। সাত-পাঁচ ভেবে আলী কোনো কিছু আর না বলার সিদ্ধান্ত নিলো । নূর মুহম্মদ আলীকে আবারো সতর্ক থাকার জন্য বলে বিদায় নিলো।

আলী শেষমেশ ঐ হোটেলেই থাকার সিদ্ধান্ত নিলো, যে হোটেলের মালিক গুপ্তচর। আলী চেরাগের গোড়ায় অন্ধকার থাকে মনে করে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করলো। সে ভাবলো যেখানে গুপ্তচরদের আনাগোনা বেশি– সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে সেখানেই নিরাপত্তা পাওয়া যাবে বেশি।

আজ নিয়ে তিনদিন হলো আলী গারদেজে এসেছে। কমান্ডার যাদের নাম বলে দিয়েছিলেন, এখন পর্যন্ত কারো সাথেই আলীর দেখা হয়নি। কমান্ডারের নির্দেশ মত তাদেরকে কাজে লাগানো যেতো। অথচ তাদের কেউই বাড়িতে নেই। তা ছাড়া তারা যে কোথায় আছে কেউই জানে না। শেষ পর্যন্ত আলী সেনাশিবিরে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। অবশ্য মেজর ফাইয়াজ যদি সেখানে থাকেন তবে সরাসরি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করাই ভালো।

ফাইয়াজ সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে গেলে সবাই বললো, অন্য কোনো রণাঙ্গনে তিনি যুদ্ধ

www.pathagar.com

করছেন। এইভাবে খোঁজখবর নিতে আলী কর্নেল মুসা সাহেবের সামনে গিয়ে হাজির হলো। কর্নেল মুসা আলীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত পরখ করলেন এবং আলীকে এক ডজনেরও বেশি প্রশ্ন করলেন। শেষমেশ প্রশ্ন করলেন, কোত্থেকে এসেছো? কী নাম তোমার? মেজর ফাইয়াজের সাথে তোমার সম্পর্ক কী? দেখা করতে চাও কেন বলো তো? ইত্যাদি ইত্যাদি। মানসিকভাবে, আগে থেকেই এমন ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আলী প্রস্তুতি নিয়েছিলো।

তারপর আলী যখন প্রশ্ন করলো, মেজর ফাইয়াজ কোথায় বদলি হয়েছেন? উত্তর পাওয়া গেল– যেহেতু এখন যুদ্ধের কাল, সেই জন্য বলা যাচ্ছে না ঠিক কোথায় বদলি হয়েছেন।

সে সেনাছাউনি থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো। এখন শুধু এক ব্যক্তিই বাকি আছে, যার কাছে হয়তো কোনো খবর পাওয়া যাবে, নাম তার আবদুল করীম। আলী আবদুল করীমের বাসা খুঁজে বের করার চেষ্টায় লেগে গেলো।

আলী আবদুল করীমের ঘরের দরজার নক করতেই এক বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো– কে, কে তুমি?

আলী সালাম দিয়ে বললো– আমি আলী, আবদুল করীমকে খুঁজছি।

বৃদ্ধা বললেন, এই ছেলে ভেতরে এসো।

ভেতরে বৃদ্ধা ছাড়া আর কেউ ছিলো না। আবদুল করীমের মা বয়সী মানুষ। ষাটের উর্ধ্বে হবে বয়স তাঁর। আলী আবারও আবদুল করীম সম্পর্কে জানতে চাইলে বৃদ্ধা বললেন, দুই মাসেরও বেশি হয়ে গেল সে বাসায় আসে না। আমি তার বন্ধু বান্ধব সবার কাছেই খোঁজ নিয়েছি, কিন্তু কেউই বলতে পারে না যে, সে কোথায় আছে। এর আগে সে কখনো এতদিন পর্যন্ত বাইরে কাটায়নি। জানি না ছেলেটা কী অবস্থায় আছে! তাঁর সঙ্গী সাথীরাও অনেকে বাসায় নেই কিন্তু তুমি কোত্থেকে এসেছো বাছা?

আলী বললো, আমি একটা জরুরি কাজে তার কাছে এসেছি।

আলীর কথা শেষ না হতেই বৃদ্ধা বললেন, তুমি বসো বাছা, কিছু খাবার নিয়ে আসি তোমার জন্য। আমি এ ব্যাপারটা একদম ভুলে গিয়েছিলাম।

এ কথা বলেই তিনি বাইরে গেলেন। বৃদ্ধা পাশের বাসার লোকদের যা বলছিলেন তা আলী শুনতে পাচ্ছিলো।

তিনি বলছিলেন, আমার ছেলের মেহমান এসেছে, সে এসেছে অন্য শহর থেকে। আমাকে কয়েকটা টাকা ধার দাও। আবদুল করীম এলেই আমি পরিশোধ করবো।

পড়শিকে খুব বদমেজাজি লোক বলে মনে হলো। সে কোনো কিছু তোয়াক্কা না করেই বলতে লাগলো, তোমার ছেলে আর কোনো দিন ফিরে আসবে না। আমি তোমাকে আর ধার দিতে পারবো না। তোমার ছেলে একটা ডাকাত বাহিনীর সদস্য। এতো দিনে সরকার তাকে জেলে পুরেছে দেখো গিয়ে।

আবদুল করীমের মা ভেতরে ভেতরে খুব ক্ষেপে গেলেন, কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না। শুধু এটুকু বললেন যে আমার ছেলেটা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এবং নামাজী। সে কখনো ডাকাত হতে পারে না। দেখো, ঘরে আমার মেহমান, তুমি আমার গলার রুপার হারটা রাখো এবং এর বদলে কিছু দাও। ছেলেটা এলেই টাকা পরিশোধ করবো। এখন তো আমার ছেলের ইজ্জত

www.pathagar.com

বাঁচাই। না হলে ছেলের বন্ধুটা কী ভাববে? সে তার বন্ধু এসেছে অথচ তার মা কিছুই খেতে দিলো না।

তা ছাড়া আমাদের বাসায় গত দুই মাসে কোনো মেহমানই আসেনি। আবদুল করীম চলে যাবার পর এই প্রথম কোনো মেহমান এলো। লোকদের যে কী হলো? কেউই বলতে পারে না যে ছেলেটা কোথায়? না-ও আমার এই হারটা রাখো এবং যা হয় কিছু দাও।

না চাচী তোমাকে দেবার মতো কিছুই নেই। অন্য কোথাও কিছু পাও কিনা দেখো।

বৃদ্ধার মুখের ওপর ঐ কথাগুলো বলে পড়শি দপদপ করে পা চালিয়ে ভেতরে চলে গেল। আলী দেয়ালের আড়াল থেকে সবই শুনলো। সে নিশ্চিত হলো যে আবদুল করীমকে সরকার বন্দী করেছে। কেননা মতলববাজরা মুজাহিদদের ডাকাত বলেই আখ্যায়িত করে তাদের বদনাম ছড়াবার জন্য।

আলীর কাছে বেশ কিছু টাকা ছিলো। তা থেকে সে কিছু টাকা আবদুল করীমের মাকে দিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলো। কিন্তু কিভাবে দেবেন। হয়তো নিতেই চাইবে না। হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো।

আবদুল করীমের মা যখন ফিরে এলেন, তখন আলী খুব বিনয়ের সাথে বলতে লাগলো– আম্মা আমার হাতে খুব সময় নেই।

তাড়াহুড়োর মধ্যে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, আমার আব্বা আবদুল করীমের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিলেন। আমি সে টাকাটাই ফেরত দিতে এসেছিলাম। তারপর সে পকেট থেকে পাঁচ হাজার টাকা বের করে আবদুল করীমের মায়ের হাতে দিতে দিতে বললো–

আবদুল করীম এলে আপনি বলবেন, টাকাগুলো আমান পাঠিয়েছে। আর বাকি টাকা কিছু দিনের মধ্যে পাঠিয়ে দেবে। আবদুল করীমের মা টাকাগুলো নিলেন এবং বললেন, আমি তোমাকে কিছু না খেয়ে যেতে দেবো না।

তারপর তিনি তাড়াহুড়ো করে বাজারে গেলেন এবং সওদা করে বাসায় ফিরেই খাবার তৈরি করতে লেগে গেলেন।

আলী খেয়ে বাইরে বের হতেই চারজন ছদ্মবেশী তাকে গ্রেফতার করে খাদ ক্যাম্পে নিয়ে গেল। খাদ তাঁবেদার সরকারের একটা গোপন বাহিনীর নাম। যে বাহিনীকে সংগঠিত করা হয়েছে আর প্রশিক্ষিত করা হয়েছে রাশিয়া এবং ইন্ডিয়ার লোকদের দিয়ে। এই বাহিনীর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো মুজাহিদ এবং মুজাহিদদের সঙ্গী সাথীদের তৎপরতা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানো। সেই সঙ্গে তাদেরকে গ্রেফতার করা। এ ছাড়াও পাকিস্তানের ভেতরে প্রবেশ করে গোয়েন্দাগিরি করা।

ড. নাজিবুল্লাহ ছিলেন প্রথম খাদবাহিনী প্রধান। আর এখন প্রধান হচ্ছেন বারবাক কারমাল। খাদবাহিনীর দফতরগুলো হচ্ছে পাশবিক নির্যাতন কেন্দ্র। এই জিন্দানখানায় লোকজনকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়। বহু লোক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মারা যায়। বিগত আট বছরে এদের হাতে শহীদ হয়েছে এক লাখেরও বেশি লোক। এদের কর্মপদ্ধতি একেবারে রাশিয়ার কেজিবির মতো।

www.pathagar.com

এগারো ঃ

আলীকে গ্রেফতার করার পর এক ব্যক্তির বিশাল এক কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। একটা চেয়ারের সাথে শক্ত করে বাঁধা হলো।

আলীর সাথে জেরার সময় একটা প্রশ্নের ওপর বারবার জোর দেয়া হলো :

মুজাহিদদের সাথে তোর সম্পর্ক কী? মুজাহিদদের কোন গ্রুপের সাথে তুই আছিস? কোথায় কোথায় মুজাহিদদের ঘাঁটি? গারদেজে কেন এসেছিস, মেজর ফাইয়াজের সাথে তোর কী সম্পর্ক?

প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরেই সে নীরব থাকায় দানবের মতো এক লোক আলীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং বৃষ্টির মতো চালিয়ে যেতে থাকলো কিল ঘুষি। তবুও আলী থাকলো নির্বাক। এবার শুরু হলো জ্বলন্ত সিগারেট দিয়ে ছ্যাঁকা দেয়া। এটা বড় কষ্টের শাস্তি অসহনীয়। আলী সবই সইতে লাগলো। এমনকি আঙুলের নখে সুই ফোটানোর সময়ও আলী থাকলো নির্বাক। অবশ্য নির্যাতনে আলীর অবস্থা ক্রমাগতভাবে খারাব হতে থাকলো তবুও আলী মুখ খুললো না। এরপর আলীকে মাটিতে ফেলে দেয়া হলো এবং কাঁটাওয়ালা লাঠি দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করা হতে থাকলো। তারপরও আলী যখন মুখ খুললো না তখন তাকে উল্টো করে ছাদের সাথে ঝোলানো হলো। তার সালোয়ারের মধ্যে ইঁদুর ছেড়ে দেয়া হলো। ইঁদুর ছেড়ে দেয়া হলো সালোয়ারের মুখ বেঁধে। তারপর আবার ঝোলানো মাথার কাছে পোড়ানো হলো শুকনো মরিচ। হাঁচিতে হাঁচিতে কাবু হতে থাকলো আলী। এ বড় কঠিন শাস্তি একেবারে অসহনীয়।

আলী বেলাল (রা)-এর কষ্টের কথা স্মরণ করলো। কলেমা পড়ার অপরাধে জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর শুইয়ে দেয়া হয়েছিল। তবুও বেলাল (রা)-এর মুখে ছিলো আহাদ আহাদ। এ ঘটনা স্মরণ করতেই আলীর বুকে নেমে এলো প্রশান্তি, ফিরে পেলো বুকের বল।

ছাদে উল্টো করে বাঁধা অবস্থা থেকে আলীকে যখন নামানো হলো, তখন আলী সম্পূর্ণ বেহুঁশ। হুঁশ ফিরতেই আলী অনুভব করলো চোখে অসম্ভব জ্বালা, শরীরের সর্বত্র প্রচণ্ড ব্যথা। কোনো কোনো অংশ থেকে রক্ত ঝরছে।

কিছুক্ষণ পরে দুই ব্যক্তি এসে আলীর চোখ বাঁধলো এবং ছুড়ে ফেলে দিলো এক অন্ধকার ঘরে। ঘুটঘুটে অন্ধকারের ভেতরে যেখানে বিন্দুমাত্র আলোও নেই। দানবের মতো একটা মানুষ দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

ঘরের অন্য দিকের একটা লোক আলীকে তুলে নিয়ে আরেকদিকে শুইয়ে দিলো। একটু হুঁশ ফিরলো আলীর তারপর আবার চেতনাহীন হয়ে পড়লো।

এ ঘরে ঐ ব্যক্তি ছাড়া আরো দু'জন ছিলো।

সবাই মিলে আলীর হুঁশ ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা চালাতে লাগলো। কিন্তু সকাল পর্যন্তও তার হুঁশ ফিরলো না।

সকালের দিকে যখন হুঁশ এলো, তখনও চোখে জ্বালা করছে এবং সমস্ত শরীরেও ব্যথা করছে। সে উঠে বসতে চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। ঘরের মধ্যে অন্ধকার তবু ঐ চারজন আলীর কাছে এলো এবং আলীকে উঠতে সাহায্য করলো। এক ব্যক্তি এক গ্লাস পানির সাথে

www.pathagar.com

কিছু শুকনো রুটি নিয়ে বললো :

– নাও, খেয়ে নাও।

আলী চিবোতে পারছিলো না। মুখেও প্রচণ্ড মার মেরেছে। মুখও খুলতে পারছিলো না। সে শুকনো রুটির টুকরোগুলো পানিতে ছেড়ে দিলো, কিছুক্ষণের মধ্যেই তা নরম হয়ে গেল। আলী আস্তে আস্তে খেতে শুরু করেলো। তারপর এক ব্যক্তি পকেট থেকে একটি বড়ি আলীর হাতে দিয়ে বললো,

নাও, খেয়ে নাও, ব্যথা একটু কমে যাবে।

ঘণ্টা আধেক পরে আলীর ব্যথা একটু কমলো। ঘরের ভেতরের লোকদের উদ্দেশ্য করে আলী ক্লান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো :

– আপনারা কারা? আমি কোথায়?

মেয়ে লোকটি আলীকে উঠতে সহযোগিতা করেছিলো সে বললো :

– আমরা কয়েদি, তুমিও তো কয়েদি, কিন্তু তোমার অপরাধটা কী?

– আমার অন্যায় একটাই আমি আল্লাহকে ডাকি। এখন তো আফগানিস্থানে চুরি ডাকাতি করলেও মাফ করে দেয়া হয় কিন্তু আল্লাহকে ডাকাটাই এখানে মহা অপরাধ। ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। কেননা আল্লাহর নাম নিলেই সরকার মনে করে তাদের খুনি বিপ্লব বুঝি ব্যর্থ হয়ে গেল। এই অপরাধেই আমাদের গ্রেফতার করে, জেলে পাঠায়। আর কষ্ট দেয় এই জন্য যে, আমরা যেন আল্লাহ পরিবর্তে নমরুদের সেজদা করি। কিন্তু তারা ভুলে যায় যে, সেকালের ইবরাহিম যখন নমরুদের সেজদা করেনি তখন এ কালের ইবরাহিমের সন্তানরা কী করে নমরুদের সেজদা করতে পারে? আলীর কথা শুনে এক ব্যক্তি বলে উঠলো,

– মেজর ফাইয়াজ, এর অপরাধ তো আমাদের অপরাধের মতোই। সেই কারণে বন্দী রেখেছে আমাদের সাথেই।

আলী মেজর ফাইয়াজের নাম শুনেই চমকে উঠলো এবং জিজ্ঞেস করে বসলো,

– আপনি মেজর ফাইয়াজ?

– হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কি আমাকে চেনো?

– হ্যাঁ, আমি চিনি। আলী জবাবে বললো।

– কিন্তু কিভাবে চেনো, সেটাতো আমাকে বলবে!

প্রথম দিকে তো কিছু কথাই আলী বলেই ফেলেছে। এবার সে একটু সতর্ক হলো। ভাবলো, দুশমনদের একটা চাল না তো? অতএব নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বাড়তি আর কিছু বলা যাবে না। এবং এই কথাই মেজর ফাইয়াজকেও সে বললো।

মেজর ফাইয়াজ বললেন,

– আমিই যে মেজর ফাইয়াজ এটা তোমাকে কী করে বোঝাই। এই যে আমার সাথে মাসুদ সারতাজ এবং সাইফুল্লাহ আছেন, এদের সাথে কথা বলো।

আলী ঐ নাম শোনামাত্রই মনে পড়লো– এদেরকেই তো শহরময় খুঁজে বেড়িয়েছে। কিন্তু আলী সন্দেহমুক্ত হওয়ার জন্য একটু বাড়তি প্রশ্ন করলো,

– আপনার তো আরো একজন গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গী আছেন, তিনি কোথায়?

মেজর ফাইয়াজের কণ্ঠ থেকে একটি ঠাণ্ডা আহ শব্দ বেরিয়ে এলো এবং বললেন,

সম্ভবত তুমি আবদুল করিমের কথা বলছো।

www.pathagar.com

– হ্যাঁ, এখন আমার বিশ্বাস হলো আপনিই মেজর ফাইয়াজ। কিন্তু আবদুল করিমের কী হয়েছে বলবেন কি? কোথায় আছেন তিনি?

– সে এখন আমাদের মধ্যে নেই। তার ওপরে রুশ পশুরা এমন অত্যাচার চালিয়েছিল যে তার হাড়গুলো ভেঙে গেছে। চোখে লৌহ শলাকা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাকে রুশ হায়নারা অগ্নিকুণ্ডে জ্বালিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আবদুল করীম একটি উহঁ শব্দও উচ্চারণও করেননি। তিনি ছিলেন মহান। আমাদের ধারণা থেকেও মহান।

ঐটুকু বলেই মেজর ফাইয়াজ মাথা গুঁজলেন এবং হু হু করে কান্না শুরু করলেন। আলীও কাঁদতে লাগলো। অশ্রু বইতে লাগলো। আলী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে উঠলো :

– আবদুল করীমের আম্মা এখনো তার ছেলের ইন্তেজার করছেন।

আলী তারপর তার বন্দী হওয়া পর্যন্ত সব ঘটনা খুলে বললো। মেজর ফাইয়াজ বললেন,

– তার অর্থ ওর প্রতিবেশী ইয়াসিন তোমাকেও ধরিয়ে দিয়েছে। সাংঘাতিক বদমায়েশ এবং নীচু প্রকৃতির লোক তো! কমিউনিস্ট! সেই সাথে সীমাহীন লোভীও বটে।

মেজর ফাইয়াজকে আলী তার সব কথাই খুলে বললো। এবং কমান্ডার সাহেবের মেজর ফাইয়াজ সম্পর্কে উদ্বেগের কথাও বললো। আরো বললো, সে (আলী) এসেছে তাঁকে (মেজর ফাইয়াজকে) উদ্ধারের জন্য।

আমি ছাউনিতে গিয়েছিলাম এবং জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, আপনি কোথায়? ওরা বলেছিলেন,

– আপনি অন্য জায়গায় বদলি হয়ে গেছেন। কিন্তু যখন প্রশ্ন করেছিলাম কোথায় বদলি হয়েছেন তখন আর উত্তরই দেয়নি।

তারপর আলী কমান্ডারের লেখা চিঠিটা তার জুতোর চামড়ার ভেতর থেকে বের করে মেজর ফাইয়াজকে দিলো। আলীর জুতো ছিলো মোটা চামড়ার। সে চমড়া চিরে তার মধ্যে চিঠি ঢুকিয়ে সল্যুশন দিয়ে আটকিয়ে দিয়েছিলো যাতে করে তল্লাশি চালাবার সময় অন্য কেউ ধরতেই না পারে। ইতঃপূর্বে যারা আলীর সবকিছু তল্লাশি করেছে তারা এ ব্যাপারটা একেবার বুঝতেই পারেনি। মেজর আলীর বুদ্ধিমত্তা দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

চিঠি পড়ার পর মেজর ফাইয়াজ আলীকে বললেন, তাহলে এখন থেকে তিন মাস আগেই রুশ বাহিনী আমার ওপর সন্দেহ করেছিলো। এবং এই জন্য দেড় মাস আগে আমাকে গ্রেফতার করেছে। আমি মুজাহিদদের সমর্থন করি এবং তাদের অস্ত্র সরবরাহ করি এই অজুহাতে। কিন্তু ওদের কাছে তো আমার ব্যাপারে কোনো প্রমাণই নেই। তবু আমার ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে এরা। যেমন তোমার ওপর চালালো। কিন্তু আমার কাছে কোনো তথ্যই বের করতে পারেনি। আর ঐ আবদুল করীমের প্রতিবেশী ইয়াসিনের কারণে আমার জন্যও এক সঙ্গীও বন্দী। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি শুধু এই কথা ভেবে যে, এখনও আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে কেন?

এক সপ্তাহের মতো হয়ে গেল আলী এখানে বন্দী। ঘা শুকিয়ে গেছে। এই খানিকটা তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে ওঠার পেছনে আছে মেজর ফাইয়াজের চিকিৎসা ও সেবা। তা ছাড়া এতদিন ফাইয়াজ তার নিজের খাবারের অর্ধেকটা আলীকেই খাইয়েছেন– আলীর খাবার তো আলী খেয়েছেই।

অষ্টম দিনের দিন এক রুশ জেনারেল এলো যখন, মেজর ফাইয়াজ এবং আলীকে বলতে লাগলো, এখনো সময় আছে, মুখ খোলো এবং আমাদের প্রশ্নগুলোর জবাব দাও, তা না হলে

www.pathagar.com

তোমাদের অন্য জেলে পাঠিয়ে দেবো– যেখানে তোমাদের গোস্তগুলো কিমা বানানো হবে এবং কুত্তা দিয়ে খাওয়ানো হবে। মেজর ফাইয়াজ রুশ জেনারেলকে জবাব দিতে গিয়ে বললেন,

– এই পাষণ্ড রুশ, তুই কি আমাদের শহীদ আবদুল করীমের সবর এবং দৃঢ়তা দেখিসনি? সুতরাং আমাদের ওপরও আরো অত্যাচার বাড়িয়ে দিতে চাইলে দাও না? ইনশাআল্লাহ আমাদেরকেও আবদুল করীমের মতো ধৈর্যশীল হিসেবে দেখতে পাবে। এবং আমরাও তাঁরই মতো ইসলামের জন্য শহীদ হয়ে যাবো। তবু তোর মত হিংস্র জানোয়ারের কথা শুনে আখেরাত বরবাদ করবো না।

আল্লাহ এবং ইসলামের কথা শুনে রুশ জেনারেলের মাথা গরম হয়ে গেল। সে আল্লাহর রাসূলকে গালিগালাজ করতে করতে মেজর ফাইয়াজকে থাপ্পড় মারতে লাগলো। আল্লাহর রাসূলের উদ্দেশ্যে গালিগালাজ করছে দেখে আলী আর সহ্য করতে পারলো না। জেনারেলের কলার ধরে উপর্যুপরি ঘুষি চালাতে লাগলো। ঘুষির চোটে কয়েকটা দাঁত ভেঙে পড়ে গেল জেনারেলের। বাইরে থেকে কিছু সৈন্য হুড়মুড় করে ঢুকে না পড়লে আলী জেনারেলকে আজ জাহান্নামেই পাঠিয়ে দিতো।

জেনারেল গালি দিতে দিতে বেরিয়ে গেল এবং হুকুম দিলো :

– যাও, নিয়ে যাও এগুলোক অন্য জেলে এবং কুত্তার সামনে ছুড়ে ফেলে দাও।

রুশ জেনারেল বেরিয়ে যাবার পর মেজর ফাইয়াজ বললেন :

– দোস্ত, মনে হচ্ছে আমাদের সময় শেষ হয়ে এসেছে। সবধরনের অত্যাচার সইবার জন্য মানসিকভাবে তৈরি হয়ে নাও। যে জেলের কথা ঐ রুশ জেনারেল বলে গেল, সে জেল আমি দেখেছি। এ জেল ছাউনি থেকে একটু দূরে, একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে করা হয়েছে এবং এখানে সংগ্রহ করো হয়েছে অত্যাচার করার সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র। সংগ্রহ করা হয়েছে রাশিয়া থেকে। এখানে সেই যন্ত্রও আছে যার এক মাথা থেকে একটা মানুষ ঢুকিয়ে দিলে অন্য মাথা থেকে কিমা হয়ে বেরিয়ে যাবে। এখানে এমন কুত্তাও রাখা হয়েছে যে, এক মিনিটে একটা আস্তা মানুষ ছ্যারাভ্যারা করে দিতে পারে। সাপও আছে যেগুলো এমন বিষধর যা কল্পনা করতেও গা শিউরে ওঠে। পরম গরম তেলের কড়াই আছে এখানে। এই সব কড়াইয়ে এক একটা মানুষ তখনই ছুঁড়ে মারা হয় যখন টগবগ করে ফুটতে থাকে তার তেল। কখনো কখনো এখানে কয়েদিদের এমন টিকা দেয়া হয় যে, পাগলের মতো নিজেদের শরীর নিজেরাই খামচিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে থাকে। চিমটি দিয়ে নক উপড়ে ফেলা হয়। মোটকথা, এখানে শাস্তির যতো কলাকৌশল আছে সবই প্রয়োগ করা হয়।

সে যাই হোক, তবু বন্ধু মনে রাখতে হবে, আমাদের পূর্বে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুজাহিদকে অকথ্য নির্যাতন করা হয়েছে। তাদেরকে জ্বলন্ত কড়াইয়ের মধ্যে ছুঁড়ে মারা হয়েছে, চামড়া তুলে মরিচ লবণ দেয়া হয়েছে, একটা একটা করে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে তবু তারা রাশিয়ার কমিউনিজমের সামনে মাথা নত করেনি। তারা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শুধু একটা কথাই বলেছে, ইসলাম ছাড়া মিথ্যা সবই, চিরসত্য, দ্বীনের রবি। যত দিন থাকবে একটা আফগান, মানবে না সে কোনো রাশিয়ান। সুতরাং এসো বন্ধুরা আমরা শপথ করি আমরাও তাদের পথ অবলম্বন করবো। আর এসো আল্লাহর দরবারে এই দোয়া করি তিনি যেন আমাদের মধ্যে ধৈর্য ধারণ করার শক্তি সৃষ্টি করে দেন।

www.pathagar.com

মেজর ফাইয়াজের দোয়ায় সবাই শরিক হলো এবং আমিন আমিন বললো।

রাত ৯টা বাজতেই পাঁচজন বন্দীকে গাড়িতে উঠানো হলো। গাড়ি চললো গারদেজের দিকের সড়ক বেয়ে। মউতের জেলখানার উদ্দেশে। রুশ বাহিনী আফগানিস্তানে আসার পর থেকে সূর্য ডোবার সাথে সাথে গারদেজ শহরমুখী রাস্তা নির্জন হতে শুরু করে। রুশ বাহিনীর ভয়ে সাধারণ মানুষ এমনকি কমিউনিস্টরাও সন্ধ্যে হতে না হতেই ঘর দরজা বন্ধ করে দেয়। বন্ধ করে দেয় মেয়েদের ইজ্জত রক্ষা করার তাকিদে। আর গাড়ির শব্দ শোনার সাথে সাথে এক ভৌতিক নীরবতা নেমে আসে ঐ সময় সারা শহরে।

আহত জেনারেল মৃত্যুর এক ভয়ানক দৃশ্য দেখার জন্য এ জেলখানার অপেক্ষায় করছিল। এবং জল্লাদদের বলছিলো যে কয়েদিরা আসার সাথে সাথেই তাদের একজনকে যেন সাপের ঘরের মধ্যে ঠেলে দেয়া হয়। দু'জনকে দেয়া হয় কিমা বানানো মেশিনের মধ্যে। আর যে তাকে ঘুষি মেরেছে তাকে ফেলতে হবে জ্বলন্ত তেলের কড়াইয়ের মধ্যে। মেজর ফাইয়াজকে ফেলতে হবে রক্তখেকো কুত্তার সামনে। যাতে সে বুঝতে পারে রুশ জেনারেলের গায়ে হাত দেওয়ার মজাটা কী? আজ আমি দেখতে চাই আমার হাত থেকে ওদের খোদা ওদেরকে কিভাবে বাঁচায়?

এ দিকে রুশ জেনারেল অপেক্ষা করতে করতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন এবং এক সময় চিৎকার করা শুরু করলেন। ওদিকে গাড়ির ড্রাইভার রাস্তা বদল করলো। এবং শহরের সড়কের পরিবর্তে এসে উঠলো দূরদিগন্তের বড় রাস্তায়। সে গাড়ি হাঁকালো প্রচণ্ড গতিতে। একটা সংরক্ষিত এলাকায় এসে বড় রাস্তা পরিত্যাগ করে সে ধরলো অন্য পথ। এবং দুই ফার্লং পথ যাবার পর গাড়ি থামালো। থামিয়ে গাড়ির পেছনের দিকের দরজা খুললো। এবং সশস্ত্র সৈনিকদের নিচে নামার জন্য বললো। আসলে গাড়ি ছিলো সম্পূর্ণভাবে বন্ধ সেই জন্য সৈন্যরা বুঝতেই পারেনি যে, গাড়ি নিয়ে আসা হয়েছে জেলখানার পরিবর্তে সম্পূর্ণ এক নির্জন জায়গায়। সৈন্যরা আনন্দ করতে করতে নিচে নামতেই ড্রাইভার খুব দ্রুত দু'জন সৈনিকের অস্ত্র ছিনিয়ে নিলো এবং তাদের তাড়াতাড়ি বন্দীদের বাইরে আনার জন্য হুকুম করলো, হুকুম করলো তাদের হাত খুলে দেয়ার জন্য এবং চোখ থেকে পট্টি ফেলে দেয়ার জন্য।

বন্দীরা যখন বাইরে এলো তখন হালকা হালকা জ্যোস্না চতুর্দিকে। ঐ আলোতেই আলী চিনে নিলো ড্রাইভার আর কেউ নয়– সেই নূর মুহম্মদ। দুই সৈনিক যারা একটু আগে বন্দী হয়েছে, ভয়ে কাঁপতে লাগলো (শীতলাগা ছাগলের মতো)।

আলী নূর মুহম্মদকে মেজর ফাইয়াজের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো। সবাই একে অন্যকে গভীরভাবে আলিঙ্গন করলো এবং নতুন জীবন ফিরে পাবার আনন্দে এক অন্যকে ধন্যবাদ জানালো।

নুর মুহম্মদ অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলো। এবং এদিক ওদিক কী যেন খুঁজতে লাগলো। এক সময় বিড় বিড় করে বলা শুরু করলো,

– এতক্ষণে তো পৌঁছে যাবার কথা এবং সিদ্ধান্ত হয়েছিলো তো এখানে আসার।

আলী জিজ্ঞেস করলো,

– বিড় বিড় করে কাদের আসার কথা বলছো?

– আপনাদের সাহায্যের জন্য এখানেই একদল মুজাহিদের আসার কথা।

ওইসব কথা বলতে না বলতেই পাখি ডাকার শব্দ ভেসে এলো। নুর মুহম্মদও পাখির মত

www.pathagar.com

আওয়াজ তুললো। তারপর সামনে এসে দাঁড়ালো মুজাহিদদের দশ জনের একটা গ্রুপ। এদের মধ্যে দেখা গেল হায়দার মারকাজের কমান্ডার হানিফ খান।

নুর মুহম্মদ বললো,

– আমাদের এখান থেকে খুব তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া জরুরি।

কিন্তু আলী বলে উঠলো, শহীদ আবদুল করীমের হত্যাকারীকে আমি ধরে না নিয়ে যেতে পারি না। যাবোই না।

আবদুল করীমকে হারানোর বেদনায় মেজর ফাইয়াজও কাতর ছিলেন। তিনি আলীর কথায় সায় দিলেন। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো নুর মুহম্মদ, আলী এবং অন্য চারজন মুজাহিদ গাড়িতেই থাকবে। দু'জন মুজাহিদ দুই বন্দী সৈনিকের পোশাক পরবে। যাতে পথে গাড়ি যদি থামায়ও তবু সন্দেহ করার সুযোগ পাবে না।

গাড়ি আবদুল করীমের বাড়ির সামনে গিয়ে থামলো। রাত ১১টা তখন। আলী আবদুল করীমদের দরজায় খটখটালো। দরজা খুলে দিলেন আবদুল করীমের মা। আলী ভেতরে গেল। অন্য দিকে নুর মুহম্মদ এবং আরো দু'জন মুজাহিদ ঢুকে পড়লো ইয়াসিনের বাড়ির মধ্যে।

আলী খুব দ্রুত বর্তমান ঘটনার কথা বলে অনুরোধ করলো :

যত তাড়াতাড়ি পারেন তৈরি হয়ে নেন, যা যা নেবার খুব দরকার নিয়ে নেন। সময় একেবারেই নেই। রুশ জালেমরা এখনই বাড়ি ঘিরে ফেলতে পারে।

– কিন্তু আমার আবদুল করীমে কোথায়?

বারো ঃ

আলী বললো, আবদুল করীমের ব্যাপারে পরে বলবো। এখন একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে। আবদুল করীমের মা নির্বাক নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। তবুও বললেন,

– বাপু, আমার কিছুই বুঝে আসছে না। তুমি যা বলবে তা-ই হবে। আবদুল করীম বলতো রুশরা ভয়ানক জালেম। আমার ঘরে তো মূল্যবান কিছুই নেই। মূল্যবান বলতে এক আবদুল করীমই ছিলো। কিন্তু সেতো এখন ঘরে নেই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে।

– কুরআন মজীদ। ঐ মূল্যবান জিনিসটা রেখে যাওয়া যাবে না। নিয়ে নাও। যাচ্ছি তো। এখন আবদুল করীম আর ফিরে আসতে দেয় কি না দেয় কে জানে! তাছাড়া রুশরা ঘরে ঢুকে কুরআনের বেইজ্জতি করতে পারে।

আবদুল করীম আমাকে বলেছিলো রুশরা কোনো কোনো জায়গায় মসজিদ শহীদ করে দিয়েছে। তাইতো কুরআন মজিদও শহীদ করে দিয়েছে। তাই তো কুরআন মজিদ রেখে যাওয়া যাবে না।

এই সব কথাবার্তা চলতে না চলতেই নুর মুহম্মদ এসে হাজির হলো। এবং সে বললো,

– জলদি করো ভাই, নইলে আমরা সবাই অ্যারেস্ট হয়ে যাবো।

ভালোয় ভালোয় গাড়ি তার নিজের মঞ্জিলে পৌঁছে গেল। দু-এক জায়গায় গাড়ি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু নূর মুহম্মদ তার কার্ড দেখিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছে। মুজাহিদরা বড়ই অস্থিরভাবে

www.pathagar.com

বিচরণ করছিলো। যখন গাড়ি তাদের সামনে এসে থামলো তখনই তারা আশ্বস্ত হলো। দুই রুশ সৈনিককে যারা বন্দী হয়েছিলো মুজাহিদ বাহিনীতে শামিল করা হলো। কেননা তারা জেহাদ করার অঙ্গীকার করেছে। গাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হলো। সামনের সমস্ত পথ হেঁটে যেতে হবে বলে।

তারা সবাই হায়দার মারকাজের দিকে পায়ে হেঁটে রওনা দিলো। ইয়াসিনকে পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে এবং চোখে পট্টি বেঁধে সঙ্গে নেয়া হলো।

আবদুল করীম শহীদের মাকে আলী সঙ্গ দিচ্ছিল। তিনি বেশ কয়েকবার জিজ্ঞেস করলেন, আলী কোথায়। ইয়াসিনকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছো কেন?

উত্তরে আলী জবাব দিতে লাগলো:

– আম্মী, মারকাজে পৌঁছে, সবই বলবো আপনাকে।

পথে যেতে যেতে নূর মুহম্মদ আলীকে এবং মেজর ফাইয়াজকে বললো :

– আলীর সাথে যেদিন আমার প্রথম দেখা হয়েছিলো সেদিনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম নিশ্চয়ই আলী কোনো বিশেষ মিশন নিয়ে এখানে এসেছে। খাস করে যখন সে বলেছিলো– এই প্রথম দিকে একটু এদিক ওদিকে ঘুরেছি, তারপর আছি এই শহরে এখন। আলীর এ জবাবের মধ্যেই লুকিয়ে ছিলো তার আসল উদ্দেশ্য। আজকাল তো মুজাহিদরাই পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়। আর শহরে আসে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু তবুও আলী আমাকে সব কথা খুলে বলেনি এই জন্য যে, আমার সম্পর্ক ছিলো গোয়েন্দা বিভাগের সাথে। আমি অবশ্য আলীর দিকে নজর রাখছিলাম কিন্তু সে একটি মারাত্মক ভুল করে বসে। ছাউনি থেকে সোজা সে আবদুল করীম শহীদের বাসায় চলে যায়। আবদুল করীমের বাসার দিকে গোয়েন্দা বিভাগের তো পর্যবেক্ষণ ছিলো। ওদিকে কর্নেল মুসা পেছনে লোক লাগিয়ে রেখেছিলো। ঘটনাক্রমে ইয়াসিনও বাসায় ছিলো সেদিন। ফলে আলী অ্যারেস্ট হয়ে গেল খুব সহজেই। অথচ আমি কোনো সাহায্যই করতে পারলাম না। আজ দুইজন ড্রাইভারের ছিলো ছুটি। সেই কারণে আমাকেই ডিউটি করতে বলা হয়েছিলো। এবং বলা হয়েছিলো রাত ৯টায় যেন বন্দীদেরকে মরণ জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি এই নির্দেশ পেয়েছিলাম বেলা দুটোয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো মরণজেলে যেসব বন্দীকে নিয়ে যাওয়া হবে নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে আলী থাকবে। হাবীবুল্লাহ সম্পর্কে আমি জানতাম যে তার সম্পর্ক রয়েছে মুজাহিদদের সাথে। আমি ছুটে গেলাম তার কাছে এবং সবকিছু বুঝিয়ে বললাম। দু'জনে মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, গাড়ি আমি এখানে নিয়ে আসার প্রাণপণ চেষ্টা করবা কিন্তু যদি ব্যর্থ হই, তাহলে মুজাহিদরা মরণ জেলের ওপর গেরিলা আক্রমণ করবে। মরণজেলের সমস্ত নকশা আমি হাবীবুল্লাহকে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু আল্লাহ আমাদারকেই সাহায্য করেছেন এবং আমরা সফলকাম হয়েছি।

এদিকে এসব লোক ধীরে ধীরে কেন্দ্রের দিকে যাচ্ছিল। আর ওদিকে রুশ জেনারেলের অবস্থা হচ্ছিল আরো খারাপ। সে রাগে ক্ষোভে পাগলের মত হয়ে গেল। রাত ১২টা বেজে গিয়েছে তবু বন্দীদের খবর নেই। জেনারেলের মাথায়ই ঢুকছিলো না যে বন্দীরা গেল কোথায়?

সে কখনো রক্তপিপাসু কুত্তাগুলোর খাঁচার দিকে, কখনো সাপের আস্তানার দিকে আবার কখনো টগবগ করা তেলের কড়াইয়ের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলো। ক্ষোভের চোটে সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছিলো। এমনকি একজন আফগান সিপাহিকে কষে থাপ্পড়

www.pathagar.com

মারা শুরু করে দিলো। আফগান সিপাহি পেছনে হটতে গিয়ে ধাক্কা খেল। এক পর্যায়ে রুশ জেনারেল টাল সামলাতে না পেরে ধাড়াম করে জ্বলন্ত তেলের কড়াইয়ের মধ্যে পড়ে গেল। উঠতে না উঠতেই জেনারেল কয়েক মিনিটের মধ্যে রোস্টে পরিণত হয়ে গেল।

প্রকৃতি দেখিয়ে দিলো– আল্লাহকে চ্যালেঞ্জকারী নমরুদ অথবা ফেরাউনদের কী হতে পারে! পথে এক জায়গায় নূর মুহম্মদ তার গ্রামে যাবার জন্য অনুমতি চাইলো এবং বললো যত শীঘ্র পারি আমি আমার পরিবার পরিজনকে পাকিস্তানে হিজরত করিয়ে দিচ্ছি। তা না হলে সবাইকেই অ্যারেস্ট করবে। হানিফ খান মেজর ফাইয়াজ এবং আলী নুর মুহম্মদকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলো। রাত চারটা বেজে গেল। হায়দর মারকাজে পৌছাতে পৌছাতে। ইয়াসিনকে পাহারাদারদের কাছে সোপর্দ করে দিয়ে অন্যরা ঘুমিয়ে গেল। সকালে উঠে সবাই নাস্তা করলো। তারপর আবদুল করীমের শাহাদাতের সমস্ত খবর তাঁর আম্মাকে শোনানো হলো। শুনে তিনি নির্বাক হয়ে গেলেন। না কাঁদলেন না কোনো মন্তব্য করলেন।

ইয়াসিনকে আনা হলো তারপর। আলী এবং মেজর ফাইয়াজের শপথ ছিলো তাকে জ্বালিয়ে দেবার। কেননা সে গ্রেফতার করিয়েছে বহু মুজাহিদকে। তাদের মধ্যে কায়েকজনকে তো জেন্দা পুড়িয়ে দিয়েছে।

মেজর ফাইয়াজ বিস্তারিতভাবে, মুজাহিদদের সামনে আবদুল করীমের শাহাদাতের ঘটনা পেশ করলেন। তারা আলী এবং মেজর ফাইয়াজের সিদ্ধান্তের সাথে একমত হলো।

ইয়াসিনকে জেন্দা জ্বালিয়ে দেবার জন্য মাটির তেল আনা হলো, কাঠও সংগ্রহ করা হলো। এ ব্যবস্থা দেখে কাঁপতে লাগলো ইয়াসিন। সে মেজর ফাইয়াজ, আলী এবং হানিফ খানের পা জড়িয়ে ধরে মাফ চাইতে লাগলো। কিন্তু তারা তাকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিতে লাগলেন। এই জন্য যে সেই হচ্ছে একজন চূড়ান্ত পর্যায়ের জালেম। সে কিনা ঈমান এবং দেশপ্রেম দুটোই রুশদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। আর না জানি সে কি পরিমাণ মুজাহিদ ধরিয়ে দিয়েছে। নির্যাতন করিয়েছে তাদের ওপর।

নির্যাতনে শহীদ হয়ে গেছে অনেকেই। এ ধরনের লোকদের ওপর দয়া করা মানে হচ্ছে ঘরের মধ্যে বিষাক্ত সাপ ছেড়ে দেয়া।

ইয়াসিন আবদুল করীমের আম্মার পা ধরে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলো। আবদুল করীমের আম্মা বলেন, ওকে মাফ করে দাও।

মেজর ফাইয়াজ অবাক হলেন এই ভেবে যে, যে লোক তাঁর ছেলেকে গ্রেফতার করিয়েছে এবং যে ছেলেকে রুশ হানাদাররা আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছে, সেই শহীদ সন্তানের মা কি করে বলতে পারলেন, ওকে মাফ করে দাও, এ কেমন নারী!

বিস্মিত কণ্ঠে মেজর ফাইয়াজ আবদুল করীমের মাকে বললেন,

– আম্মা, আপনি হয়তো জানেন না যে আবদুল করীমকে কিভাবে শহীদ করা হয়েছে।

– আমি জেনে গেছি। কিন্তু আবদুল করীম তো একজন মুজাহিদ ছিলো। সে তার জীবন উৎসর্গ করে গেছে ইসলামের জন্য। আর ইসলাম মুহাম্মদ (সা) এর মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে। মক্কার অধিবাসীরা কি তাঁর সাথে খারাপ আচরণ করেনি? তবু তিনি কি তাদের মাফ করে দেননি? যদি তোমরা আমাকে মা বলে মনে করে থাকো তাহলে ওকে ছেড়ে দেও। এবং মনে রেখো জাহান্নামের আগুন এ আগুন থেকেও অনেক অনেক গরম যা আল্লাহর আজাব হিসেবে তার জন্য বরাদ্দ করেছেন যে, আগুনের শাস্তি তোমাদের পক্ষে দেয়া কখনো সম্ভব

www.pathagar.com

নয়। আবদুল করীমের আম্মার অনুরোধে ইয়াসিনকে ছেড়ে দেয়া হলো। হানিফ খান দুই মুজাহিদকে বললেন, 'ইয়াসিনের চোখে পট্টি বেঁধে মারকাজ থেকে অনেক দূরে ছেড়ে দিয়ে এসো। তার যাওয়ার সময় আলী শুধু বললো, যদি তুমি আবার কোনো মুজাহিদকে ধরিয়ে দাও তাহলে মনে রেখো, উত্তপ্ত তেলের কড়াইয়ে ফেলে তোমাকে কাবাব বানানো হবে।

আলী এবং মেজর ফাইয়াজ দিন পাঁচেক হলো এখানে আছেন। পঞ্চম দিনে জোহর পড়ে বেরুচ্ছিলেন হঠাৎ দেখলেন ইয়াসিন স্ত্রী-ছেলেমেয়ে নিয়ে মারকাজে হাজির। হাজির হয়েই হানিফ খানকে সে বললো, 'আমি মুজাহিদদের ওপর যে বাড়াবাড়ি করেছি এবং যে পরিমাণ গোনাহ, আমাকে পুড়িয়ে মারছে প্রতিদিন তাতে করে এখান থেকে যাবার পর আমি এক মুহূর্তও শান্তিতে থাকতে পারিনি। তাই ঠিক করেছি আর যে কত দিন বাঁচবো জেহাদের পথেই বাঁচবো। হয়তো তাহলেই আল্লাহ আমার গোনাহ মাফ করে দেবেন।

তারপর সে আবদুল করীমের আম্মার পায়ের কাছে গিয়ে বসে পড়লো এবং বলতে লাগলো,

– আম্মা আমি তো আবদুল করীমকে আর কোনো দিন ফিরিয়ে আনতে পারবো না, আবদুল করীমের স্থানও পূরণ করতে পাবো না কিন্তু যে রাস্তায় সে জীবন দিয়ে গেছে, আমিও সে রাস্তায় জীবন দিতে চাই। আপনি আমাকে মাফ করে দিন। আমার স্ত্রী-ছেলেমেয়ে আপনার সাথে পাকিস্তান যাবে। এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপনার খেদমত করবে। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে মাফ করে দিন। লোভ আমার দু'চোখ অন্ধ করে দিয়েছিলো। আম্মা আমি আমার ঘরবাড়ি বিক্রি করে এসেছি। আমি আর কখনো সেখানে ফিরে যেতে চাই না, যাবো না। আপনি যেখানে থাকবেন, আমার বাচ্চারাও সেখানে থাকবে।

তারপর টাকার একটা থলে আবদুল করীমের আম্মাকে দিয়ে বললেন,

–এই সব টাকা আমি আমার জমি-জামা বাড়িঘর বিক্রি করে জোগাড় করেছি। ঐসব টাকাও এর সাথে আছে যেগুলো আগের থেকেই আমার কাছে ছিলো। এখন এগুলো আপনি পাকিস্তানেও নিয়ে যেতে পারেন অথবা মুজাহিদদের দিয়ে দিতে পারেন। সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছে। সে যখন আবদুল করীমের আম্মাকে এইসব কথা বলছিলো, তখন তার দু'চোখ দিয়ে বই ছিলো অশ্রু। তার ছেলে মেয়ে স্ত্রী আবদুল করীমের মায়ের সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়েছিলো। আবদুল করীমের মা দয়াদ্রচিত্তের মানুষ। তিনি তার বাচ্চাদের কোলে তুলে নিলেন। এবং সমস্ত অর্থ হানিফ খানের কাছে সোপর্দ করলেন। হানিফ এখন অর্ধেকটা মুজাহিদীদের জন্য রাখলেন এবং বাকিটা আবদুল করীমের মায়ের হাতে দিয়ে বললেন :

– পাকিস্তানে আপনাদের এবং বাচ্চাদের কাজে লাগবে।

ছয় দিনের দিন আলী, মেজর ফাইয়াজ, আবদুল করীমের আম্মা ইয়াসিনের স্ত্রী ছেলে মেয়ে এবং আরো পাঁচজন মুজাহিদ মারকাজের দিকে যাত্রা করলেন। ইয়াসিন থেকে গেল হায়দার মারকাজেই। চিফ কমান্ডারের কাছে পৌঁছেই মেজর ফাইয়াজ এবং আলী সমস্ত ঘটনা খুলে বললো। চিফ কমান্ডার তাদের সাহস এবং বীরত্বের খবর শুনে মিষ্টি করে হাসলেন। এবং বললেন, তোমরা ইসলামের প্রথম যুগের মুজাহিদীনদের কথাই স্মরণ করিয়ে দিলে। আমি তোমাদের ব্যাপারে খুবই চিন্তিত ছিলাম। আল্লাহ শোকর তোমরা ভালোয় ভালোয় ফিরে এসেছো।

আবদুল করীমের আম্মা এবং ইয়াসিনের স্ত্রী-ছেলে-মেয়েদের পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হলো। মেজর ফাইয়াজও এখানে কিছু দিন থেকে হায়দার মারকাজে ফিরে গেলেন। যাতে শহরের কাছাকাছি থেকে গোপন আক্রমণের তদারক করা যায়।

www.pathagar.com

তোরো ঃ

শীত বিদায় নিতে শুরু করেছে। শোনা যাচ্ছে বসন্তের পদধ্বনি। পাহাড়ের শীর্ষদেশের জামে থাকা বরফও গলতে শুরু করেছে। মুজাহিদদের মারকাজে এমনি সময় সাংঘাতিক এক খবর এলো– কাবুলে রুশীয় তাঁবেদার সরকারের সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসারদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে মুজাহিদদের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলোতে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। যে ঘাঁটিতে অবস্থান করছে আলী সে ঘাঁটিও ঐগুলোর একটি। আলীদের এই ঘাঁটিটির তিন দিক থেকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। শুধু উত্তর পশ্চিম দিকের একটি রাস্তাই পৌঁছে গেছে ঐ ঘাঁটি পর্যন্ত। এই রাস্তাটি আবার প্রদেশের অন্যান্য রাস্তাগুলোর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে মিলিত হয়েছে কাবুলের সাথে। মুজাহিদরা যার নাম রেখেছে রাহে উমমিয়ে আফগানিস্তান। প্রথম থেকেই এ রাস্তাটি মুজাহিদদের কবজায়। দুশমনরা বহু বার চেষ্টা করেও রাস্তাটিকে দখল করতে পারেনি। মুজাহিদদের এই মারকাজটি তৈরি করা হয়েছে আধুনিক পদ্ধতিতে। পাহাড়ের ভেতরে বড় বড় গুহা খোঁড়া হয়েছে। বিশাল এই সব গুহায় রয়েছে আহতদের জন্য হাসপাতাল। সুন্দর মসজিদও নির্মাণ করা হয়েছে। এমনকি একটি গুহার মধ্যে রেডিও স্টেশনও সংস্থাপন করা হয়েছে। গোটা আফগানিস্তানের জন্য এই রেডিও স্টেশন থেকে আনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। রাশিয়ার মুসলমানদের উদ্দেশেও রুশভাষায় এখান থেকেই অনুষ্ঠান সম্প্রচারের কাজ করা হয়। পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বিমানবিধ্বংসী কামান। এই মারকাজের একদিকে রয়েছে হোটেল। যেখানে মুজাহিদদের কাফেলা আসে একের পর এক। এখানে একদিকে যেমন নতুন সৈনিকদের ট্রেনিং দেয়া হয় অন্যদিকে অন্যান্য মারকাজ এবং প্রদেশগুলোতে অস্ত্রশস্ত্রও সরবরাহ করা হয় এখান থেকেই। তাছাড়া এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি এই জন্যও যে দুশমনরা সবচেয়ে বেশি মার খায় এই ঘাঁটির আশপাশে। ফলে ঘাঁটিটির প্রতি শত্রুদের ভয়ানক আক্রোশ। এবং সেই কারণে ঘাঁটিকে ধ্বংস করার জন্য দুশমনরা এক পায়ে খাড়া। হামলা করার বিশেষ প্রস্তুতিও তাই তারা নিয়ে ফেলেছে ইতোমধ্যে।

মার্চের প্রথম সপ্তাহে খবর পাওয়া গেল– শত্রুদের একটি বিশাল কনভয় মারকাজের নিকটবর্তী ছাউনির দিকে হাজার হাজার ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া গাড়িসহ এগিয়ে আসছে। দুশমনদের পরিকল্পনা হচ্ছে– প্রথমে তারা তাদের সামরিক শক্তির সমাবেশ ঘটাবে এই ছাউনিতে। তারপর মারকাজের ওপর করবে প্রচণ্ড হামলা। কনভয়টিকে সাহায্য করবে যুদ্ধবিমান।

মুজাহিদরা অগ্রযাত্রা রুখবার জন্য কয়েক ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পথে পথে বিছিয়ে দেয়া হয় ট্যাঙ্কবিধ্বংসী বোমা; গর্তও খোঁড়া হয়।

ওঁৎ পেতে থেকে গুপ্ত হামলা চালানো হলো কয়েক জায়গায়। এইভাবে পদে পদে প্রতিরোধের সম্মুখীন হলো কনভয়। সম্মুখীন হলো মহা ক্ষতির। সেই কারণে কনভয়টির ঘাঁটিতে পৌঁছানোর কথা ছিলো এক সপ্তাহের মধ্যে, সেখানে পৌঁছতে লাগলো ছয় সপ্তাহ। এই অভিযানের প্রতিটি গুপ্ত আক্রমণে আলীর ছিলো বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা।

মুজাহিদদের ধারণা ছিলো দুশমনদের জানমালের ক্ষতি হয়েছে অপরিমিত। সুতরাং

www.pathagar.com

আমাদের ঘাঁটির ওপর হামলা না-ও করতে পারে। কিন্তু কালবিলম্ব না করে তারা আক্রমণ করে বসলো। দিনটা ছিলো শুক্রবার। এবং মাসটা এপ্রিল। কিছু মুজাহিদ পাকিস্তান গেছে তাদের আপনজনদের সাথে দেখা করতে। ফলে মারকাজে অবস্থানরত মুজাহিদের সংখ্যা শতখানেকই হবে। সকাল বেলায় হঠাৎ করে করে বিশটিরও বেশি বোমারু বিমানের আগমন ঘটলো। তার সাথে এক ডজনের মত হেলিকপ্টার। বোমারু বিমানগুলো বোম্বিং শুরু করলো এবং মারকাজের তিন দিকেই হেলিকপ্টার থেকে নামা শুরু করলো ছত্রীসেনা। যাতে করে মুজাহিদরা কোনো দিক থেকে সাহায্য না পায়। চতুর্থ দিকে তারা বিশাল এক বাহিনী নিয়ে এমন ভয়াবহভাবে আক্রমণ করলো যাতে করে কেউ তাদের গতিরোধ করতে না পারে। সুতরাং মারকাজের নিকটবর্তী উঁচু উঁচু পাহাড়গুলোর সবই তাদের দখলে চলে গেল।

সমবেত হলো মারকাজের অবশিষ্ট মুজাহিদরা। তারা অঙ্গীকার করলো– শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়ে যাবার। মুজাহিদদের প্রতিটি বিমানবিধ্বংসী কামান শুরু করলো গোলাবর্ষণ। কিন্তু তা দূরপাল্লার ছিলো না বলে দুশমনদের যুদ্ধবিমান খুব উঁচু থেকে এলোপাতাড়ি বোম্বিং করতে থাকলো। যার একটি বোমার ওজনই হবে এক হাজার পাউন্ড। মনে হতে লাগলো একটি প্লেনের ভেতর থেকে যেন আর একটি প্লেন বেরিয়ে আসছে। এক এক করে মুজাহিদদের বিমানবিধ্বংসী সবগুলো কামান খতম হয়ে গেল। নাপাম বোমার আঘাতে মারকাজের বেশকিছু জায়গায় আগুন ধরে গেল।

বোম্বিং থেকে রক্ষা পাবার জন্য মুজাহিদরা দোজগার পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। হঠাৎ প্রকাণ্ড এক বোমা বিস্ফোরিত হয় একেবারে দোজগার পাহাড়ের গুহার মুখে। মুখ বন্দ হয়ে যায়। ৭০ জন মুজাহিদ ছিলো এ গুহাতে। ৪৫ জন শহীদ হলে গেল। বাকিদের জন্য বেরোবার কোনো পথ থাকলো না।

গুহার মধ্যে এখনও যারা বেঁছে আছে আলী তাদের অন্যতম। কেউ জানে না বেঁচে থাকা মুজাহিদরা গুহায় বন্দী অবস্থায় কতক্ষণ জীবন নিয়ে থাকতে পারবে। এই রকম ধ্বংসাত্মক বোম্বিংয়ে বাইরে থেকে সাহায্য করা অসম্ভব ব্যাপার। সাহায্য করা গেলেও গুহার মুখের মাটি সরাতে সরাতে ভেতরের অক্সিজেন শেষ হয়ে যাবে। এবং বেঁচে যাওয়া মুজাহিদরাও শহীদ হয়ে যাবে। এই সব বিষয় নিয়ে ভেতর থেকে আলী অব্যাহতভাবে চিন্তা কর যাচ্ছিল। অন্যরাও হয়তো এই একই চিন্তা করছিলো। কিন্তু ভেতরের অন্ধকারে কারো মুখ কেউ দেখতে পারছিলো না।

দুই ঘন্টা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, এখন মুজাহিদরা অনুভব করতে পারছে যে, তাদের শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। মুজাহিদদের চিফ কমান্ডার যিনি নাপাম বোমার আঘাতে দারুণভাবে আহত হয়েছেন– সবাইকে ডাকলেন তিনি এবং বললেন, হে ইসলামের মুজাহিদীন, হতে পারে কিছুক্ষণ পর এক এক আমরা শহীদ হয়ে যাবো।

এবং মিলিত হবো তাদের সাথেই যারা আমাদের সামনে বোমার নিচে পড়ে কুরবান হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে আমাদের ঘাবড়ানোর কিছু নেই। তারা শহীদ হয়ে গেছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য, আমরাও তেমনি শহীদ হয়ে যার তাঁরই রেজামন্দি হাসিলের জন্য।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন, যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে এবং নিহত হয়েছে অথবা মারাও গিয়েছে তাঁরই পথে– আল্লাহ তো তাদেরকে দেবেন চমৎকার রেজেক। মূলত আল্লাহই সর্বোত্তম রেজেকদাতা। আল্লাহ তাদেরকে সেই সব জাযগায় প্রবেশ করার অধিকার দেবেন– ঠিক যেসব জায়গায় তারা প্রবেশ করাটা পছন্দ করে। (আল হাজ)

www.pathagar.com

যদি তুমি পথে নিহত হও অথবা মারা যাও তাহলে মানুষ যেসব মাল এবং সামান জমা করে আল্লাহর দান এবং রহমত তার চেয়েও অনেক অনেক উত্তম। (আল ইমরান)

আল্লাহর পথে জান কুরবান লড়াইয়ে জয় পরাজয় বড় কথা নয়। আল্লাহ আমাদের নিয়তের রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আল্লাহ অবশ্যই জানে আমাদের এ জেহাদে আমরা দুনিয়ার কোনো লোভের জন্য তৎপর নই।

আমরা জেহাদ শুরু করেছি কেবল ইসলামের পতাকা সুউচ্চে তুলে ধরার জন্য এবং জালেমদের উৎখাতের জন্য। আল্লাহর কাছে আমাদের সাথীদের মৃত্যু এবং হতে পারে আমাদেরও মৃত্যু এভাবেই মঞ্জুর ছিলো। অবশ্য আমাদের একটি মাত্র চাওয়া ছিলো আমরা অন্তত আর একবার দেশকে শত্রুমুক্ত দেখে যাবো এবং দেখে যাবো যে সারা আফগানিস্তানে ইসলামের পতাকা পতপত করে উড়ছে। আর এ চাওয়া তো সব শহীদেরই ছিলো যারা ইতোমধ্যেই আল্লাহর কাছে চলে গেছেন।

বন্ধুগণ, এসো আমরা সবাই মিলে আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেন আমাদের মাফ করে দেন। এবং আমাদের শাহাদাতকে কবুল করেন। আমাদের দেশকে শত্রুমুক্ত করে দেন।

কমান্ডারের মোনাজাতের উত্তরে সবাই আমিন বললো।

কারো মুখে কোনো কথা নেই। সবই নির্বাক। চুপ। তার একদিক থেকে কথা বলে উঠলো আলী, সম্মানিত কমান্ডার সাহেব, শাহাদৎ তো আমাদের কাম্য। আমরা মৃত্যুকে ভয় পাই না। কিন্তু আফসোস যে আমরা অসহায়ের মৃত্যুকেই বরণ করছি। কেন আমরা আল্লাহর সাহায্য চাচ্ছি না। তিনি তো সর্বশক্তিমান। তিনি যদি চান তো ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করতে পারেন। আল্লাহ তা'লায়া কি বদরের ময়দানে ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করেননি? এবং আবাবিল পাঠিয়ে কি তিনি আবরাহা বাহিনীকে ধ্বংস করে দেননি? তুবও আমরা আল্লাহর রহমত এবং সহায্যের ব্যাপারে নিরাশায় নিমজ্জিত থাকবো? আলীর কথা বন্ধ করতেই কমান্ডার বলে উঠলেন। বন্ধুগণ, আলী ঠিকই বলেছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বাহ্যত আমাদের বাঁচার কোনো পথই খোলা নেই। কিন্তু আমাদের তো ঈমান আছে, বিশ্বাস আছে– আল্লাহ সবই করতে পারেন। কেন হজরত ইউনুস (আ) কে কি আল্লাহ ঠিক ঐ সময় সাহায্য করেননি যখন তিনি সাগরে ডুবে গিয়েছিলেন এবং মাছ তাকে গিলে ফেলেছিলো। তারপর যখন তিনি দোয়া করেছিলেন আল্লাহর কাছে, আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন, তখন কি আল্লাহর হুকুমে মাছ তাকে কূলে নিক্ষেপ করেনি? হ্যাঁ আমার মনে পড়ছে বনি ইসরাইলের তিন ব্যক্তির একটি কিসসা রাসূল (রা) সাহাবীদের শুনিয়েছিলেন যা ঠিক এই ধরনেরই। তাদের গুহার মুখও বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। ঘটনাটির বিবরণ খানিকটা এই রকম :

বনি ইসরাইলের তিন ব্যক্তি সফরে বেরিয়েছে। পথে রাত্রি নামলো। আবহাওয়া ছিলো খুবই খারাপ। শুরু হয়েছিলো বৃষ্টি এবং ঝড়। ঐ তুফান থেকে বাঁচার জন্য তারা একটি পাহাড়ের গুহার মধ্যে আশ্রয় নিলো। ঝড় তুফানের চাপে বিরাট একটি পাথর পাহাড় থেকে গড়িয়ে ঠিক গুহার মুখে এসে পড়লো। এবং গুহার মুখ বন্দ হয়ে গেল। চিন্তিত হয়ে পড়লো তিনজনই। ভেবে ভেবে ক্লান্ত তবু কূলকিনারা পাচ্ছিল না যে কিভাবে বের হওয়া যাবে। তিনজন একত্রিত হয়ে পাথরটি সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করলো পারলো না। এতো প্রকান্ড পাথর সরানোও সম্ভব ছিলো না। সুতরাং তারা ধারণা করছিল এ মুছিবত থেকে বাঁচার আর কোনো উপায় নেই। তবু একজন বলে উঠলো,

www.pathagar.com

যদি আমরা আমাদের নেক আমলের কথা স্মরণ করে আল্লাহর কাছে দোয়া করি তাহলে হয়তো আল্লাহর সাহায্য আমরা পাবোই পাবো। সবাই তার কথায় একমত হলো। তারপর তাদের ভেতর থেকে একজন দোয়া করলো, হে আল্লাহ আমার মা বাপ ছিলো বৃদ্ধ। আমি তাদের আন্তরিকভাবে খেদমত করতাম। তারা না খাওয়া পর্যন্ত আমি আমার সন্তানদের এবং আমি আর আমার স্ত্রীও খেতাম না। একদিন রেজেকের সন্ধানে চলে গিয়েছিলাম বহুদূর। যখন ফিরে এলাম তো ততক্ষণে আব্বা আম্মা শুয়ে গেছেন। দুধ দুয়ে আনলাম কিন্তু তখনো তারা ঘুমে। জাগিয়ে তোলা পছন্দ করলাম না, তাঁদের আগে অন্য কারো খাওয়াও পছন্দ করলাম না। আমি দুধের পেয়ালা নিয়ে শিয়রে দাঁড়িয়ে রইলাম যাতে জেগে উঠলেই খাওয়াতে পারি। বাচ্চারা ক্ষুধায় ছটফট করতে করতে আমার পায়ের ওপরই ঘুমিয়ে গেল। এমনকি ইতোমধ্যে সকালও হয়ে গেল। আব্বা আম্মা জাগলেন এবং দুধ খেয়ে নিলেন। হে আমাদের মালিক, প্রভু এসবই যদি আপনার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি তো আপনি গুহার মুখ থেকে পাথর সরিয়ে দিন।

তার দোয়া শেষ হয়ে যেতেই গুহার মুখ থেকে পাথরটা খানিকটা সরে গেল।

তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে হাত তুললো এবং বলতে লাগলো, হে আমার প্রভু, আমার চাচার ছিলো একটি মেয়ে। অসাধারণ সুন্দরী, আমি তাকে গভীরভাবে পেতে চেয়েছিলাম এবং খারাপ নিয়তেই তার কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু তার ছিলো অসম্মতি। কেননা সে ছিলো পুণ্যবতী এবং সত্যিকার অর্থে আপনার ভয়ে ভীতু মেয়ে। সময় অতিবাহিত হতে থাকলো। একদা আমাদের অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। মেয়েটির কাছে খাবার, এমনকি পান করা মতনও কিছুই ছিলো না যখন; তখন সে এলো সাহায্যের আশায় আমারই কাছে। আমার নিয়ত ছিলো খারাপ। তাই তাকে কুকাজের শর্তে ১২০ দিনার দান করলাম। দুর্ভিক্ষের প্রচণ্ডতায় সে একটা কাহিল হয়ে পড়েছিলো যে, আমার এ জঘন্য শর্তও সে শেষ পর্যন্ত মেনে নিলো। তারপর আমি যখন তাকে ভোগ করতে যাবো– তখনই সে বলে উঠলো।

আল্লাহকে ভয় করো এবং গোনাহ করো না।

আমি সাথে সাথেই উঠে গেলাম এবং সুযোগ থাকা সত্ত্বেও খারাপ কাজ করলাম না। এবং দিনারগুলোও ফেরত নিলাম না। হে আল্লাহ আমি যদি এসব কিছু আপনার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি তো আপনি আমাদের এই মুসিবত থেকে উদ্ধার করুন।

সে দোয়া শেষ করতেই পাথরটা আরো খানিকটা সরে গেল। কিন্তু বের হবার মতো অবস্থা তখনো হলো না।

তৃতীয় ব্যক্তি দোয়া শুরু করলো এই বলে :

হে আমার খোদা, তুমি জানো যে, আমি কিছু সংখ্যক মজুর মজুরির বিনিময়ে কাজে লাগিয়েছিলাম। এবং একজন ছাড়া সবাই তাদের মজুরি নিয়ে গিয়েছিলো। যে মজুর তার মজুরি রেখে গিয়েছলো সেই মজুরি আমি ফেলে না রেখে কাজে লাগিয়েছিলাম। এবং প্রচুর লাভ করেছিলাম। সেই লাভ দিয়ে বেশ কিছু উট, গাভী, ভেড়া এবং দাসও ক্রয় করা সম্ভব হয়।

কিছুকাল পরে সেই মজুর তার মজুরির জন্য আসে। আমি তার সামনে তার উট, ভেড়া গাভী এবং গোলাম সবই হাজির করি। মজুর হতবাক হয়ে যায়। বলতে থাকে– আমার সাথে ঠাট্টা করবেন না। আমি কেবল আমার মজুরিই চেয়েছি। আপনার সম্পদ সম্পত্তি চাইনি। আমি

www.pathagar.com

তাকে খুব করেই বুঝাই যে মোটেই ঠাট্টা করছি না। এসবই তোমার মজুরির টাকা খাটিয়ে তার লাভ থেকে সংগৃহীত। সে সব সম্পদই গ্রহণ করে এবং বিদায় নেয়। হে আল্লাহ! এসবই যদি আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে থাকি তো এই কঠিন মুসিবত থেকে আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

তার দোয়া শেষ হয়ে যেতেই গুহার মুখ থেকে পাথরটা সম্পূর্ণভাবে সরে গেল এবং তাদের সন্ধান মিললো নতুন এক জীবনের। এই ঘটনা বর্ণনা করে মুজাহিদদের কমান্ডার বললেন : বন্ধুগণ! এসো আমরাও আজ আল্লাহর কাছে দোয়া করি– আমাদের ভেতরের কারো নেক কাজের বিনিময়ে আল্লাহ যেন আমাদের মুসিবত থেকে নাজাত দেন।

এ কথার পর এক মুজাহিদ দোয়া করা শুরু করলো,

হে আল্লাহ তুমি জানো যে আমি কলেজে পড়ালেখা করতাম। একদিন দেখি আমাদের শহরে কমুনিস্টরা মিছিল বের করে। এবং কমিউনিজমের পক্ষে জোর শ্লোগান দিয়ে চলেছে। মিছিল একটি মসজিদের সামনে গিয়ে থামলো এবং শুরু করলো ইসলামের বিরুদ্ধে যত শ্লোগান। কেননা, মসজিদের ইমাম সাহেব বক্তৃতা করেন ইসলামের পক্ষে এবং রাশিয়ায় মুসলমানদের ওপর যে নির্যাতন চলছে তার চিত্র তুলে ধরেন। ইমাম সাহেব শ্লোগান শুনে বাইরে এলেন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়ায় কঠোরভাবে প্রতিবাদ করলেন। কমুন্যস্টিরা সাথে সাথে তাঁকে হত্যা করলো এবং মসজিদে আগুন লাগিয়ে দিলো। কুরআন মসজিদ ছিঁড়ে কুড়ে দুইভাগ করে পায়খানার মধ্যে নিক্ষেপ করলো। উপস্থিত লোকেরা প্রতিবাদ করে বললো, আল্লাহকে ভয় করো। এ কথা শুনে এক কমুনিস্ট উত্তেজিত হয়ে বলে বসলো :

যা যা যা, তোদের আল্লাহকে ডেকে নিয়ে আয়। এই বলে সে ছেঁড়া খোঁড়া কুরআনের ওপর পেশাব করে দিলো। আমার আর সহ্য হলো না। দৌড়ে বাড়ি গেলাম এবং বন্দুক নিয়ে মিছিলের কাছে পৌঁছে গেলাম। তারপর ঐ কমিউনিস্টকে এবং আরো কয়েকজনকে গুলি করে মেরে মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিলাম। হে আল্লাহ আমি যদি এ কাজ তোমার রেজামন্দি হাসিলের জন্য করে থাকি তাহলে মদদ দাও।

সব মুজাহিদ আমিন বললো। তারপর দ্বিতীয় মুজাহিদ দোয়া শুরু করলো এই বলে,

হে আমাদের প্রভু, তুমি জানো যে হামেদ আর আমি একসাথে পড়ালেখা করতাম। হামেদ ছিলো আমার ছোটবেলার সাথী আমাদের বন্ধুত্ব ছিলো খুবই গভীর। যখন আমরা কলেজে এলাম তখন হামেদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটলো এবং সে কমুনিস্ট হয়ে গেল। আমি তাকে বোঝাবার জন্য অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু তার ওপর কোনো আছর হলো না। সে তোমাকে নিয়ে বিদ্রূপ করতো, কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগ তুলে বলতো যে তা খ্রিস্টানদের তৈরি করা বই, আর তোমার রাসূলের উদ্দেশ্যে যাচ্ছেতাই মন্তব্য করতো। তাকে অনেক বুঝিয়েছি কিন্তু ফিরে এলো না। একদা ভরা ক্লাসের মধ্যে কুরআন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেয়া শুরু করলো। শুরু করলো রাসূলে পাকের বিরুদ্ধেও বিভ্রান্তিকর মন্তব্য। প্রথমে আমি তাকে কথা দিয়ে বাধা দেই কিন্তু সে বাধা মানলো না বরং ঝগড়া শুরু করে দিলো। আমি এই রাসূলের অবমাননাকারী এবং এই মুরতাদকে যে ছিলো আমার প্রাণের দোস্ত বেদম পিটান পিটালাম। রাসূল (সাঃ) কে অবমাননাকারী জিহবা কেটে ফেললাম এবং দূরে

www.pathagar.com

ছুড়ে ফেলে দিলাম। হে আল্লাহ এই কাজ যদি তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে থাকি তো আমাদের মাফ করে দাও এবং এই মুসিবত থেকে উদ্ধার করো।

চৌদ্দ ঃ

সব মুজাহিদই আমিন বললেন। এইভাবে এক এক করে দোয়া করলেন সবাই। সবশেষে কমান্ডার মুনাজাত করতে গিয়ে বললেন :

হে খোদা! তুমি জানো, এই দেশে যখন রুশ সৈন্য অনুপ্রবেশ করে, তখন তারা শিশু, বৃদ্ধ এবং নারীদের ওপর অত্যাচার শুরু করে দেয়। গ্রামকে গ্রাম ধ্বংস করে দেয়। মসজিদ মাদ্রাসা শহীদ করে ফেলে। এমনকি কেবল তোমার নাম উচ্চারণের কারণেই অনেক কে হত্যা করা হয়। আমি এসব সহ্য করতে না পেরে তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই কেবল বন্দুক চালিয়ে দিয়েছিলাম। সুতরাং এসবই যদি তোমার খোশনোদি হাসিলের জন্য করে থাকি তো তুমি আমাদের মাফ করে দাও এখান থেকে নাজাত দাও।

কমান্ডারের দোয়ার সাথে সাথে যেইমাত্র সব মুজাহিদ আমীন বলে উঠেছেন, ওমনিই শোনা গেলো প্রচণ্ড বিস্ফোরণে শব্দ। পাহাড় কেঁপে উঠলো অদ্ভুত ধরনের শব্দ হতে লাগলো। মনে হলো যেন কেয়ামত শুরু হয়ে গেছে। যখন মুজাহিদরা চোখ খুললো, দেখলো গুহার মধ্যে আলো ঠিকরে পড়ছে। গুহার মুখও খুলে গেছে। হাজার টন ওজনের বোমা বিস্ফোরিত হয়ে এদিক ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এতো তাড়াতাড়ি দোয়া কবুল হওয়ায় হতবাক হয়ে গেল মুজাহিদরা। সবার চোখে নেমে এলো অশ্রুধারা। সেজদায় লুটিয়ে পড়লো সকলে।

মূল ঘটনা হলো এই রকম শত্রু সৈন্যরা কমপক্ষে এক ডজন যুদ্ধবিমান নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো হামলা করে। মারকাজের ওপর ভয়াবহ রকমের বোম্বিং করে। দুটো বড় বড় বোমা বার্স্ট হয়ে গুহার একেবারে মুখে। অনেক দূর পর্যন্ত আক্রান্ত হয়। ফলে গুহার এক দিক সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে যায়। আর আল্লাহ এভাবেই তার বান্দাদেরকে সাহায্য করেন তার দুশমনদের মাধ্যমে। কুদরতের ঘোষণা দেন যা দুশমনেরা বুঝে উঠতে পারে না।

মুজাহিদরা বাইরে বেরিয়ে দেখলো তাদের সব বিমানবিধ্বংসী কামান ধ্বংস হয়ে গেছে। মাত্র তিনটি স্থলকামান অক্ষত রয়েছে যারা এগুলো চালাচ্ছিলো তারা অবশ্য দুমশনদের অগ্রাভিযান ঠেকিয়ে দিয়েছে। তবু যুদ্ধবিমানগুলো আঘাতে এবং অগণিত তোপের গোলায় যেখানে সবাই সবকিছু শেষ হয়ে যাবার কথা ছিলো, সেখানে ঐ তিনজনসহ ৩০ জন অক্ষত রইলো, ২০ জন হলো আহত। শহীদের সংখ্যায় থাকলো বাকি মুজাহিদরা।

চিফ কমান্ডারের সামনে এখন দু'টি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। এক. আহতদের ও নিহতদের সংরক্ষিত এলাকায় পৌঁছানো। দুই. রেডিও স্টেশনের সরঞ্জামাদি অক্ষত অবস্থায় বের করে আনা। অবশ্য মারকাজকে রক্ষা করা কোনোক্রমেই এখন আর সম্ভব না।

মুজাহিদদের সাথে পরামর্শক্রমে কমান্ডার সিদ্ধান্ত দিলেন, তোপের সাথে থাকবে ছয়জন মুজাহিদ, পাঁচজন থাকবে আমার সঙ্গে, আর বাকিরা রেডিও স্টেশনের সরঞ্জামাদি, আহত এবং নিহতদের নিয়ে অতি দ্রুত এখান থেকে বেরিয়ে যাবে। মারকাজ থেকে কোনো কিছুই

www.pathagar.com

অক্ষতভাবে নিয়ে যাওয়াটা দৃশ্যত অসম্ভব ছিলো। কেননা তখনো আকাশে উড়ছে যুদ্ধজাহাজগুলো বৃষ্টির মত বোম্বিংও করছে। কমান্ডোবাহিনী সমস্ত পথঘাট ঘিরে রেখেছে। তা সত্ত্বেও দু'জন মুজাহিদ রেডিও স্টেশন ওয়াগনে উঠে পড়লো। বাকিরা আহত ও শহীদদের নিয়ে, পিকআপ গাড়িতে করে, আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে, সতর্কতার সাথে বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু মারকাজ থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই দুশমনদের যুদ্ধবিমানগুলো তাদের ওপর বোম্বিং শুরু করলো। ড্রাইভাররা অসম্ভব দক্ষতার সাথে গাড়িগুলো নিয়ে সরে পড়তে সক্ষম হলো। তারা দেখলো অনেক অনেক লাশ তখনো রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। লাশগুলো মুজাহিদদের নয়, রুশ কমান্ডো বাহিনীর। মুজাহিদদের অন্য একটি গ্রুপ যাদেরকে মাটিতে অবতরণ করামাত্রই খতম করে দিয়েছে। ঐ মুজাহিদদের গ্রুপটি যে এখনো গোপন রাস্তা পাহারা দিচ্ছে তা চিফ কমান্ডারের জানা নেই। চিফ কমান্ডারসহ এখন মারকাজে মাত্র বারোজন মুজাহিদ। তাদের মধ্যে আলীও অন্তর্ভুক্ত। তাদের একটাই লক্ষ্য দুশমনদের অগ্রযাত্রাকে সূর্য ডোবা পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতে হবে। এই বারোজন মুজাহিদ একটি কৌশল অবলম্বন করে। মোর্চাগুলোকে সামলাতে লাগলো। এ জন্য যে- যেন দুমশনরা বোঝে, এখানে বিপুল পরিমাণে মুজাহিদ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রেখেছে। চিফ কমান্ডার আহত হওয়া সত্ত্বেও মুজাহিদদের সহযোগিতা করে চলেছেন।

সূর্য ডুবতে এখনো খানিকটা সময় বাকি। মুজাহিদদের গোলাবারুদ শেষ হয়ে গেল। কেবল মেশিনগানের কিছু গুলি এবং কিছু হাতবোমা বেঁচে আছে। কমান্ডার সমস্ত তোপ ধ্বংস করার নির্দেশ দিলেন। দুশমনদের পক্ষে যাতে করে ঐগুলো কবজা করা সম্ভব না হয়। এবং কোনো রকম গুলিগোলা খরচ না করার জন্যও তিনি নির্দেশ দিয়ে সূর্য ডুবে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকলেন। যাতে করে রাতের বেলায় অন্ধকারে মধ্য দিয়ে নিরাপদে রাস্তা ধরে পিছু হটা যায়। কয়েক মিনিট পরে কমান্ডার দুরবিন লাগিয়ে দেখলেন দুশমনদের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে। সেই সাথে তাদের তোপ থেকে গোলাগুলিও শুরু হয়েছে। কমান্ডার মুজাহিদদেরকে বললেন, বেরিয়ে যাবার পথ ট্যাঙ্ক বহরের উল্টো দিকে। এই জন্য সবাইকে ধীরে ধীরে পেছনের পাহাড়ের চূড়ায় উঠা শুরু করতে হবে। গাছগাছালি ঝোপের নিচে একত্রিত হতে হবে, একেবারে পর্বত শিখরের কাছাকাছি।

মুজাহিদরা আস্তে আস্তে পেছনে হটতে লাগলো। ক্রলিং করে করে যাতে দুশমনরা তাদেরকে দেখতে না পায়। এখন অন্ধকারও গাঢ় হচ্ছে। মুজাহিদরা নির্দেশিত পাহাড় চূড়ায় পৌঁছে গেছে। পাহাড় চূড়ার ঝোপের মধ্যে গভীর অন্ধকার। হঠাৎ যুদ্ধবিমানের উড়ে আসার শব্দে কেঁপে উঠলো চতুর্দিক। একটি থেকে নিক্ষেপ করা হলো আলোর বোম। বোমার আলো এতো তীব্র যে পিঁপড়ে পর্যন্ত দেখা যায়।

মুজাহিদদের জন্য এই অবস্থা ছিলো ঝুঁকিপূর্ণ। যুদ্ধবিমান থেকে তাদের দেখে ফেলা অস্বাভাবিক কিছু ছিলো না। ফলে বৃষ্টির মত বোমা ফেলা শুরু হয়ে যাবে এখনই। অন্য দিকে দুই দু'টি আলোর বোমা শূন্যে ঝোলানো থাকায় দূর থেকে দেখা গেল ট্যাঙ্ক বহর মারকাজের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এমন সময় যুদ্ধবিমানও অনেক নিচু থেকে উড়াল দিতে লাগলো। এই অবস্থায় মুজাহিদদের কাছে যদি একটা মাত্র বিমানবিধ্বংসী কামানও থাকতো তাহলে রুশীয় যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করাটা মেটেই কোনো কষ্টের ব্যাপার ছিলো না। আলী রাইফেল তাক করলো। কমান্ডার তাকে গুলি চলাতে বাধা দিলেন। কিন্তু বাধা দিতে

www.pathagar.com

না দিতেই গুলি বেরিয়ে গেল।

আলোর গোলায় গিয়ে ঠিকই লাগলো গুলিটি। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় গুলিটিও ছুড়লো আলোর অন্য গোলায়। ঠিক ঠিক মত সেটাও গিয়ে বিদ্ধ হলো। কমান্ডার জলদি স্থান ত্যাগ করার জন্য হুকুম করলেন। কেননা এখনই ভয়ঙ্কর রকমের বোম্বিং শুরু হয়ে যাবে।

অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে দ্রুত গতিতে দৌড়িয়ে যথেষ্ট দূরে এসে ঝোপঝাড়, বড় বড় পাথর এবং গাছগাছালির নিচে গা ঢাকা দিলো। শুরু হয়ে গেল বোম্বিং। বোম্বিংয়ের মাত্রা ছিলো এতো বেশি যে পূর্বের জায়গায় যদি মুজাহিদরা থাকতো তাহলে একজনও বাঁচতো না। বেশ কিছু সময় ধরে বোম্বিং চলতে থাকলো। তারপর এক সময় তা থেমে গেলো। মুজাহিদরা ধারণা করেছিলো যুদ্ধবিমান আবারও ফিরে আসবে। কিন্তু না এলো না– অনেকক্ষণ পরও। মুজাহিদরা উঠে দাঁড়ালো নিচের দিকে নামা শুরু করলো। তারা কান খাড়া করে, সতর্কতার সাথে চলতে থাকলো। কেননা হতে পারে কোথাও হয়তো লুকিয়ে আছে রুশীয় কমান্ডো বাহিনী।

হঠাৎ পাহাড়ের অর্ধেকটা পথ পার হতে না হতেই সন্দেহটা বাস্তব হয়ে দেখা দিলো। নিচের দিক থেকে ফায়ারিং শুরু হয়ে গেল। কয়েককটা গুলি আলীর কানের কাছ থেকে চলে গেল। সাথে সাথেই মুজাহিদরা শুয়ে পড়লো এবং উল্টো দিকে ক্রলিং শুরু করলো। কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর তারা থামলো আর অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। চিফ কমান্ডার চিন্তিত হয়ে পড়লেন এই ভেবে যে আহত মুজাহিদরা রেডিও স্টেশনে কর্মরত মুজাহিদরা বের হতে পারলো কি না! বেরিয়ে যাবার পথে কমান্ডো বাহিনীর অবস্থানের কথা ভেবে মুজাহিদরাও পেরেশানিতে পড়ে গেলো। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তারা সেখানেই শুয়ে থাকলো। তারা ধারণা করেছিলো– কমান্ডোরা তাদের পিছু ধাওয়া করবে। কিন্তু করলো না।

রাতের আধাআধি পার হয়ে গেছে। হঠাৎ বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। বিস্ফোরণের শব্দ এলো ঠিক ঐ দিক থেকে, যেদিক থেকে কমান্ডোবাহিনী মুজাহিদদের ওপর গুলি চালিয়েছিলো। সবার চোখ সেই দিকে নিবদ্ধ। কিছুক্ষণ পর ভেগে যাবার শব্দাবলি ভেসে এলো। আলীর ধারণা মুজাহিদদের অন্য কোনো গ্রুপ কমান্ডোদের ওপর হামলা করে বসেছে। আর বিস্ফোরণের শব্দ ছিলো তাদের ব্যবহৃত হাত বোমার। সুতরাং ঐ মুজাহিদদের সহযোগিতার জন্য এগিয়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু কমান্ডারের ধারণা দুশমনরা ফাঁদে ফেলবার জন্য কোনো কৌশল অবলম্বন করেছে হয়তো। মুজাহিদদের বক্তব্য এখান থেকে বেরোবার জন্য বড় ধরনের ঝুঁকি নিতেই হবে। কমান্ডার আরো একবার সমস্ত অস্ত্রের একটা হিসাব কষে মুজাহিদদের বক্তব্য সমর্থন করলেন।

মুজাহিদদের তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হলো। যাতে এক সাথে ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়তে না হয়। তারা ধীরে ধীরে কমান্ডোদের দিকে এগোতে থাকলো। আলী ও তার সঙ্গী মুজাহিদ কিছু দূর এগিয়ে যেতেই দু'টি ছায়াকে কাছে আসতে দেখলো। সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালিয়ে দিলো। ঘটনাক্রমে মিস হয়ে গেলো গুলি। কিন্তু আওয়াজ এলো আমরা মুসলমান। ভাঙা ভাঙা ফরাসি ভাষায় আবারও আওয়াজ এলো আপনারা যদি মুজাহেদীন হয়ে থাকেন তাহলে গুলি চালাবেন না। আমরা দু'জন রুশীয় বাহিনীর মুসলমান সৈনিক। আমাদের কাছে কোনো অস্ত্র নেই। সব ফেলে দিয়েছি।

আলীর সঙ্গী মুজাহিদ বললো, ওদের ওপর ভরসা করা যায় না। কিন্তু আলীর ধারণা রুশীয় মুসলমানদের আফগানিস্তানের মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। সুতরাং

www.pathagar.com

তাদের ওপর গুলি চালানো ঠিক হবে না, বিশেষত যখন তাদের হাতে কোনো অস্ত্র নেই। আলী এসব কথা তার সঙ্গীকে বললো আওয়াজ দিলো আপনারা এগিয়ে আসুন। আওয়াজ শুনে তারা আলীর দিকে দৌড় দিলো। ঠিক তখনি ভেসে এলো বিস্ফোরণের শব্দ। দুজনের একজন লুটিয়ে পড়লো। আলী তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে দেখলো তার সঙ্গী হাত বোমা ছুঁড়লো কি না! সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করায় সে না বললো। ওদিক থেকে আওয়াজ এলো : আমার সঙ্গী মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। মেহেরবানি করে আমাদের সাহায্য করুন। আলী আর তার সঙ্গী দৌড়ে তাদের কাছে গেলো। সন্নিকটে পৌছে দেখলো আহত লোকটির একটি পা উড়ে গেছে। তারা ভেবে পাচ্ছিলো না আহত ভাইয়ের জন্য কি করা যায়। রক্ত এতো পরিমাণে এবং এতো গতি নিয়ে বের হচ্ছে যে– তার বেঁচে যাওয়ার আশা খুবই কম। আহত লোকটি ব্যথায় কাতরাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর সে বলে :

আমার মুসলমান ভাইয়েরা, সম্ভবত আমি বাঁচাবো না। আল্লাহর শোকর আমার শেষ ইচ্ছে পূর্ণ হলো। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলাম মুজাহিদ ভাইদের সঙ্গী হবার জন্য। আজ আমি মুজাহিদ ভাইদের সঙ্গী হতে গিয়েই মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি।

এসব কথা বলতে বলতেই সে আলীর হাত চেপে ধরলো এবং চুমু খেতে লাগলো। তারপর আবার বললো : প্রিয় ভাইয়েরা আমার, শেষনিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করে যাও, লড়ে যাও ততদিন যতদিন না রাশিয়ার মুসলমানরা মুক্ত হবে। আল্লাহ আপনাদের জয়ী করুন।

কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা নেমে এলো। তারপর নড়ে উঠলো আহত লোকটির ঠোঁটযুগল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা একদিকে ঢলে পড়লো। তার সাথী সৈনিক চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো। অশ্রু নেমে এলো আলী এবং অন্যান্য মুজাহিদের চোখেও। রুশীয় শহীদের সাথী কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো,

হে আমার বন্ধু! তুমি আমার কাছে রাশিয়ার মুসলমানরা মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত জেহাদ করার অঙ্গীকার করেছিলে। অথচ প্রথম কদম ফেলতে না ফেলতেই বিদায় নিয়ে চলে গেলে। আমি একা একাই লড়াই করে যেতে থাকবো।

শপথ করছি– তোমার মিশনকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জিন্দাহ রাখবো।

আলী তার কাঁধে হাত রেখে বললো,

হে আমার রুশীয় বন্ধু, তুমি একা নও, আমরা তোমার সঙ্গী হবো। ইসলামী দুনিয়ার প্রতিটি মুক্তিকামী মানুষ তোমার সঙ্গী হবে। তোমাদের সঙ্গে থাকবে কারো দোয়া, কারো সম্পদ, কারো জীবন। আমাদের সবার মঞ্জিলে মকসুদ এক। পথ এক, আল্লাহ এক, দ্বীন এক, দুশমনও এক সেই কারণে আফগানিস্তানের প্রতিটা মানুষ তোমার সঙ্গী।

আলী তাকে জিজ্ঞেস করলো :

তোমার এই সঙ্গী কিভাবে শহীদ হলো?

সে বললো : আমরা নিচের রুশ আফগান কমান্ডোদের মোর্চায় মজুদ অস্ত্র ধবংস করে দিয়ে এবং কমান্ডোদের হত্যা করে ভেগে যাচ্ছিলাম। আমাদের পরিকল্পনা ছিলো এভাবেই আমরা মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদান করবো। কিন্তু ভেগে যাবার সময় আমাদেরই পোঁতা মাইনে পা পড়ে যায় এবং দুর্ঘটনা ঘটে। বাকি কথা পরে হবে। এখন আমাদের জন্য কোথাও সরে পড়তে হবে। কমান্ডোদের অন্য আর একটি গ্রুপ খুব কাছেই অবস্থান করছে। আবারও

www.pathagar.com

হামলা করতে পারে। তারা শহীদের লাশ কাঁধে নিয়ে চলতে শুরু করলো। মুজহিদরা সুরক্ষিত এক কেন্দ্রে পৌঁছে গেল। অন্যান্য মারকাজের কমান্ডোদেরও তলব করা হলো। মুজাহিদের সামনে এখন বড় প্রশ্ন হলো সবচেয়ে বড় মারকাজকে পুনরুদ্ধারের উপায় বের করা। বৈঠক খুব দ্রুত শুরু হয়ে গেল। আলীর বিচক্ষণতা মেধার কারণে বিশেষভাবে ডাকা হয়েছে। অধিকাংশ কমান্ডার ত্বরিত হামলার পরিবর্তে এক মাসের মতো সময় অপেক্ষা করতে বললেন। কিন্তু আলীর সুস্পষ্ট মত হচ্ছে– তাড়াতাড়ি হামলা করতে হবে, যেমন দুশমনরা হঠাৎ করে আক্রমণ করায় আমরা পরাজিত হয়েছি। ঠিক ঐ একই পদ্ধতিতে দুশমনরা বুঝে ওঠার আগেই আমরা হামলা করে বসবো। ওরা ভেগে যেতে বাধ্য হবে। যেসব কমান্ডার আলীর বিচক্ষণতা সম্পর্কে খবর রাখতেন তাঁরা সাথে সাথে একমত হলেন। অন্যান্য কমান্ডাররাও দীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে হামলা করার ব্যাপারে আর কালক্ষেপণের দরকার নেই। সুতরাং হামলা করতে হবে। আজই, সূর্য ডুবে যাবার সাথে সাথেই।

মুজাহেদীনর সংখ্যা দাঁড়ালো– সর্বসাকুল্যে পাঁচ হাজার। তাদের আবেগ এবং উৎসাহ সত্যিই স্মরণযোগ্য। এরা প্রত্যেকেই পরাজয়ের দগদগে ঘা মুছে ফেলার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিলো। সুতরাং দিগন্ত মুখরিত হলো নারায়ে তাকবির, আলজিহাদ আলজিহাদ ধ্বনিমালায়। শুরু হয়ে গেলো রাইফেল পরিষ্কার করার কাজ, অস্ত্রবাহী গাড়ি খচ্চরের ওপর অস্ত্র তোলার কাজ। এমন সময় চিফ কমান্ডার এসে হাজির হলেন। ঘাড়ে তাঁর পট্টি বাঁধা। কমান্ডারকে দেখেই মুজাহিদরা অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর পাশে জমা হয়ে গেল। কমান্ডার তাদের উদ্দেশে বললেন :

হে আমার দ্বীন ইসলামের প্রাণ উৎসর্গিত ভাইয়েরা, দুশমনদের হঠাৎ আক্রমণের কারণে আমরা মোকাবেলা করতে পারিনি ঠিকই কিন্তু তাদের অগ্রযাত্রা আমরা রুখতে সক্ষম হয়েছি। যদিও আমরা সংখ্যায় কম ছিলাম। এই বীরত্ব সত্যিই প্রশংসনীয়। আগের তুলনায় সংখ্যার দিক থেকে এখন আপনারা অনেক কম। দুশমনদের সংখ্যা আমাদের চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি। আল্লাহর এরশাদ হলো : কখনো কখনো একটি ছোট দলও অনেক বিরাট দলকেও পরাজিত করতে পারে কেবল আল্লাহরই সাহায্যে। আল্লাহ সর্বদাই তাঁর ওপর যথার্থ ভরসাকারীদের সঙ্গী। সুতরাং আল্লাহর ওপর ভরসা করে সাহস বীরত্বের সাথে সামনে এগিয়ে যাও। দুশমনদের সমস্ত ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দাও। বক্তৃতা শেষ হবার সাথে সাথেই দিগদিগন্তে ছড়িয়ে পড়লো নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুনকারীব, কলধ্বনি। তারপর নারায়ে তাকবির ধ্বনি দিতে দিতে তারা চূড়ান্ত আক্রমণ করার জন্য বেরিয়ে পড়লো।

দুশমনরা এই হামলার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলো না। দ্রুত ভাগতে শুরু করলো। ভাগতে গিয়ে হাজারখানেক মারা পড়লো। পাঁচ শর মতো বন্দী হলো। বিপুল পরিমাণে যুদ্ধাস্ত্র মুজাহিদদের হস্তগত হলো। এবং মারকাজের ওপর দ্বিতীয় বারের মতো দখল কায়েম করে। এই সাফল্যে শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য সেজদায় লুটিয়ে পড়লো মুজাহিদরা।

মারকাজের ওপর দখল নেয়ার পর চিফ কমান্ডার আবারও অন্যান্য কমান্ডারদের নিয়ে মিটিংয়ে বসলেন। এবারের হামলায় মুজাহিদদের অনেক ক্ষতি হয়ে গেল। একশ'রও বেশি মুজাহিদ শহীদ হয়ে গেল। প্রায় দুশর মত হলো আহত।

পাহাড়ের ওপর বিক্ষিপ্ত লাশগুলো একত্রিত করার পর দেখা গেল তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিন

www.pathagar.com

শ'র বেশি। চিফ কমান্ডার ধারণা করেছিলেন দুশমনদের কমছে কম বারো শ' সৈনিক মারা গেছে। পরে মুজাহিদদের গোয়েন্দারা ছাউনি থেকে খবর পাঠিয়েছেন দুশমনদের পনের শ' সৈন্য খতম হয়ে গেছে। ধ্বংস হয়ে গেছে চারটি যুদ্ধবিমান বিশটির মতো ট্যাঙ্ক। আহতদের সংখ্যার কোনো সীমা নেই। মুজাহিদরা আনন্দিত এই জন্য যে এত বড় একটা বাহিনী বিপুল পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র থাকার পরও– একদিনের চেয়ে বেশি একটা মিনিটও মারকাজের ওপর দাখলদারিত্ব বজায় রাখতে পারলো না।

পনেরো

রুশীয় মুসলমান সৈনিক তার নিজের সম্পর্কে সব কথাই খুলে বললো। সমস্ত ঘটনা শুনে চিফ কমান্ডার তাকে মুজাহিদীনে অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন।

পরের দিন শহীদের জানাযার নামাজ পড়া হলো। আবদুর রহমান নামের রুশীয় সৈনিকটিও জানাযায় অংশ নিলো। অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের অবস্থা দেখে অবাক হয়ে গেল সে। কারো চোখে কোনো অশ্রু নেই। এমন কি কোনো মহিলার মুখ থেকেও কোনো বিলাপধ্বনিও শুনতে পেলো না। তার হতবাক হবার বিষয়টি সে আলীর কাছে উত্থাপন করলো। প্রশ্ন করলো এরা কেমন ধরনের মানুষ যে আপন ভাইদের, আপন কন্যাদের আপন মায়েদের, আপন পিতাদের মৃত্যুতেও কাঁদে না। আলী আবদুর রহমানকে এক বুড়ো মুজাহিদের কাছে নিয়ে গেল। যার পাঁচ ছেলের মধ্যে তিনটিই শহীদ হয়ে গেছেন।

বুড়ো আবদুর রহমানের প্রশ্ন শুনলো বললো–

বাপু, আফগানিস্তানে বারো লক্ষ্যেরও বেশি লোক শহীদ হয়ে গেছে। আমরা কয়জনের জন্য কাঁদবো! তারপর শাহাদাত তো আল্লাহর পক্ষ থেকে মহাপুরস্কার। আর পুরস্কার তো খুশির সাথেই গ্রহণ করতে হয়। অশ্রুর সাথে নয়। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদে নির্দেশ করেছেন : নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান এবং তাদের মাল বেহেস্তের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। সুতরাং সে আল্লাহর পথে লড়াই করতে গিয়ে মারে এবং মরে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক সত্য অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকার কুরআনে, তৌরাতে, ইনজিলে সব কেতাবেই করা হয়েছে। অর্থাৎ শাহাদাতের বদলা হিসেবে জান্নাত দান করা হবে। এবং আল্লাহর চেয়ে অধিক ওয়াদাপূরণকারী আর কে হতে পারে? সুতরাং হে মুসলমান, নিজেদের ব্যবসার ব্যাপারে সন্তুষ্টি থাকো যা তোমরা আল্লাহর সঙ্গেই করেছো। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাফল্য।

বৃদ্ধ মুজাহিদ আরো বললেন :

বাপু, আফগানিস্তানের সব মা অশ্রু প্রবাহিত করার পরিবর্তে সন্তানদের নসিহত করে ইসলামের পতাকা সর্ব উঁচুতে তুলে ধরবে, তাতে যদি তোমাদের জীবন দিতে হয়, দিও। আর সকল বাপের অবস্থা হচ্ছে যার ছেলে শহীদ হয়ে যায়, সে গর্ব অনুভব করে সে শহীদের পিতা হতে পেরেছে। যুবকরা তো এই কথাই বলে আমরা আমাদের আবেগকে অশ্রুর সঙ্গে মিশ্রিত করবো না বরং আমাদের বন্দুক থেকে গুলি বের হবে, এবং দুশমনদের রক্ত বইতে থাকবে। বাচ্চারা যৌবন প্রাপ্তির জন্য কামনা করে শুধু শহীদদের পথ পন্থা

www.pathagar.com

অনুসরণ করতে পারবে বলে।

আবদুর রহমানের কাছে এসব কথা অসম্ভব রকমের নব-নবীন মনে হলো না। এই ধরনের কথাই সে তার দাদার কাছ থেকে বহুবার শুনেছে। তিনি বলতেন :

–মুসলমান যখন কোরবানি ও ত্যাগ স্বীকার করার জন্য উদ্যোগী হয় তখন সে কাঁদে না। সেই আবেগই আবদুর রহমান আজ মুজাহেদিনের মধ্যে লক্ষ্য করছে। লক্ষ্য করছে নিজের চোখে। এটা তার সৌভাগ্যে।

আবদুর রহমান ও আলীর মধ্যে গভীরতার সম্পর্ক গড়ে উঠলো। যখনই সময় হতো একে অপরের সাথে আলাপ করতো। আবদুর রহমান বলেছে সে তুর্কিস্তানের বাসিন্দা। বাধ্যতামূলকভাবে তাকে সামরিক বাহিনীতে ভর্তি করা হয়, তারপর পাঠিয়ে দেয়া হয় আফগানিস্তানে।

আলী জানতে চাওয়ায় সে রাশিয়ার মুসলমানদের অবস্থা বিস্তারিতভাবে জানিয়েছে। সে বলেছে রাশিয়ার মুসলমানরা দীর্ঘদিন থেকে নির্যাতিত। আমার দাদা যিনি পাঁচ ছয় বছর আগে মারা গেছেন, তিনি বলতেন, কমিউনিস্ট শাসনের পূর্বে ছিলো জার সম্রাটদের শাসন। এই জাররা ছিলো সীমাহীন অত্যাচারী। রক্তপিপাসু, খুনি। মুসলমানরা এই জালেমদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রণাঙ্গনে লড়াই করেছে। কিন্তু তারা নানা গ্রুপে বিভক্ত ছিলো বলে রুশীয় বাহিনীর তুলনায় তাদের সংখ্যা নগণ্য ছিলো বলে, কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের সহযোগিতা পায়নি। তাই তারা তাদের এলাকা ধরে রাখতে পারেনি। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে সমস্ত অঞ্চলই হাতছাড়া হয়ে যায়। রুশীয়রা মুসলমানদের বাড়িঘর, জমি-জমা দখল করে নেয়, মসজিদ মাদরাসাগুলো শহীদ করে দেয়। ১৭৪২ সালে কাজানের ৫৪৬টি মসজিদের মধ্যে ৪১৮টিকেই শহীদ করা হয়। প্রায় এক লাখ মুসলমান হত্যা করা হয়। তাদের সহায় সম্পত্তি খ্রিষ্টানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়। যদিও কাজান, কিরিমিয়া ও আজারবাইজান থেকে মুসলমানদের শাসন শেষ হয়ে গিয়েছিলো তবুও তাদের আজীম মুজাহিদ এবং ইসলামী দুনিয়ার প্রথম গেরিলা পথিকৃৎ ইমাম শামিল ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত জেহাদ অব্যাহত রেখেছিলেন। তিন লাখ রুশীয় সৈন্যদের মোকাবেলা করেছিলেন। তাঁদের কাছে না ছিলো আধুনিক অস্ত্র, না ছিলো অন্য কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের সাহায্য। যার ফলে রুশীয়রা বিজয় লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলো। এ সময়ই রুশবাহিনী তুর্কিস্তানের ওপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সমরকন্দ, বুখারা, খাওয়ারিজিমের মত ইসলামী শহরগুলোও তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

জারদের জুলুমের কারণে মুসলমানদের জীবন ছিলো জর্জরিত। ১৯১৭ সালে যখন কমিউনিস্ট বিপ্লব সংঘটিত হলো মুসলমানরা আশা করেছিলো এবার তাদের মুক্তির সূর্য উদিত হবে। কেননা লেনিন ও অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ তাদের মেনিফেস্টোতে এই আশ্বাসই মুসলমানদের দিয়েছিলো জারদের হাত থেকে মুক্ত হবার পরই মুসলিম জাতির স্বাধীনতা দিয়ে দেয়া হবে। এই কারণেই মুসলমানদের একটি বড় অংশ কমিউনিস্টদের সহযোগিতা করে। কিন্তু ক্ষমতা লাভ করার পর কমিউনিস্টরা তাদের ওয়াদা থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে দাঁড়ালো। যেহেতু তারা আল্লাহ এবং আখেরাতের ওপর বিশ্বাস রাখতো না তাই ওয়াদার কোনো গুরুত্ব তাদের কাছে ছিলো না। তবু লেনিনকে যখন মুসলমানদের সাথে কৃত ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো, তিনি বললেন, ওয়াদা তো কেবল এক টুকরো কাগজ ছাড়া আর কিছুই না। আবারও যখন মুসলমানরা তাকে বুঝালো ওয়াদা

www.pathagar.com

পালনের ব্যাপারে আমাদের বাপ-দাদাদের খ্যাতি কিংবদন্তির তুল্য। আমরাও সে ধারার একান্ত অনুসারী সুতরাং সে ওয়াদা আপনার ভুলে যাওয়া উচিত হবে না। তারপরও লেনিন বললেন, সম্ভবত তোমাদের বাপ-দাদারা মূর্খই।

কমিউনিস্ট শাসকরা জারদের চেয়েও অত্যাচারী হিসেবে আবির্ভূত হলো। জারদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া সহায় সম্পত্তি এবং ঘরবাড়িও তারা জবর দখল করলো এবং লাখ লাখ মুসলমানকে তারা না খেয়ে মরতে বাধ্য করলো। এই কঠিন অবস্থার মধ্যে মুসলমানরা জেহাদ ঘোষণা করলো। কিন্তু সময় তখন অনেক গড়িয়ে গেছে। কমিউনিস্টরা বিপুল সংখ্যক নামসর্বস্ব মোল্লাদের কিনে ফেলেছে– যারা কমিউনিজমকে ইসলামের আলোকে বৈধ আখ্যা দিয়ে চলেছে।

আবদুর রহমান পুরো ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে আরো বললো, যখন সংঘটিত হলো কমিউনিস্ট বিপ্লব, দাদা তখন ছিলেন যুবক। তাঁর অন্তরে ইসলামপ্রীতি ও স্বাধীনতাপ্রীতি ছিলো কানায় কানায় ভরপুর। এই জন্য তিনিও ইসলামের বিজয়ের জন্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধবাদী জেহাদী আন্দোলনে নওজোয়ান মুজাহিদদের সংখ্যা বেড়েই চললো। জেহাদের উন্মাদনায় বাচ্চা বুড়োরা পর্যন্ত মুজাহিদদের কাতারে এসে শামিল হলো। নারীরা তাদের সমস্ত অলঙ্কার জেহাদ ফান্ডে দিয়ে দিতে লাগলো।

মুজাহিদরা তুর্কিস্তানকে স্বাধীন ঘোষণা করলো। বুখারায় প্রতিষ্ঠিত করলো স্বাধীন সরকার। কিন্তু রুশীয়রা এক বিরাট বাহিনী মুজাহিদদের ধ্বংস করার জন্য পাঠিয়ে দিলো। মুজাহিদদের কাছে অস্ত্র ছিলো না থাকারই মত। আর যা ছিলো তা-ও পুরনো আমলের। তারপর আবার কিছু সংখ্যক নামধারী আলেম ফতোয়া দিলো সমাজতন্ত্র হলো একটি মানবতাবাদী জীবনব্যবস্থা ধর্মের সাথে তার কোনো বিরোধ নেই বরং কমিউনিস্টরা চায় গরিবদেরকে জুলুম থেকে মুক্ত করতে। এই অবস্থায়, মুজাহিদরা অপর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লাল বাহিনীর বিরুদ্ধে খুব বেশি সময় টিকে থাকতে পারলো না এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে এবং অপর্যাপ্ততার কারণে ইসলামী দুনিয়ার সবচেয়ে বড় একটি অঞ্চল জারদের পরে কমিউনিস্টদের দখলে চলে গেলো। আবদুর রহমান বলে যাচ্ছিলো যেমন করে আফগানিস্তানের রুশ সমর্থক সরকার মুজাহিদদেরকে ডাকাত, লুটেরা বদমায়েশ আখ্যা দিয়ে মিথ্যা প্রচারণা চালায় নিজেরা জনপদ গ্রাম-গঞ্জ লুট করে, ভালো মানুষদের হত্যা করে তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে মুজাহিদদের নামেই প্রোপাগান্ডা করে। ঠিক এই রকমই তুর্কিস্তানের মুজাহিদদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা প্রোপাগান্ডা চালিয়েছিলো। রুশীয় কমিউনিস্টরা তুর্কি মুজাহিদদের বলতো বিসিমাচি। যার অর্থ হচ্ছে লুটেরা ডাকাত। কিন্তু রুশীয় মুসলমানরা এই শব্দটিকে নিজেদের মুক্তিসংগ্রামের প্রতীকী শব্দে পরিণত করেই ছেড়েছিলো। এই জন্য তাদের মুক্তি সংগ্রামকে বলা হয় 'বিসমাচ আন্দোলন'।

আবদুর রহমান বলছে– তার দাদা ঐ বিসমাচ আন্দোলনের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। কমিউনিস্টরা তাঁর বংশের লোকের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে। সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছে। এমনকি কোনো কোনো ঘরে তাদের অনেককে আটকিয়ে রেখে বাইরে থেকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ঠিক এই পদ্ধতিতেই পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো। তার পরদাদাকে পরদাদী, তাঁর ছোটো ছেলেটি নিষ্পাপ বাচ্চাদেরও যাদের মধ্যে দাদীর দুই বোনও ছিলো। একটি ভাইও ছিলো। তাদের সবাইকে শহীদ করা হয়েছিলো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার

www.pathagar.com

করে। দাদার বড় ভাই প্রতিবাদ করেছিলো বলে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়েছিলো কমিউনিস্টরা। মাত্র এক সপ্তাহ পরে তার লাশের সন্ধান মেলে গাঁয়ের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া একটি খালে। শরীরের বিভিন্ন অংশ আলাদা করে ফেলা অবস্থায়। নৃশংসভাবেই তাকে হত্যা করা হয়েছিলো। পরবর্তী পর্যায়ে দাদাকে কোনো একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেছিলেন কমিউনিস্টরা জোরজবরদস্তি করে একটি কাগজে সই করাতে চেয়েছিলো তাতে লেখা ছিলো : ঘরে আগুন লাগিয়েছে বিসমাচরা বিসমাচরাই মসজিদ শহীদ করে দিয়েছে, এমনকি কুরআন মজিদও পুড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু কোনোক্রমেই এসব করতে রাজি না হওয়ায় তার ওপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়, শরীরে জ্বলন্ত লোহার দাগ দেয়া হয়, তারপর টুকরো টুকরো করে কাটা হয় তার বিভিন্ন অঙ্গ। এইভাবেই শহীদ হয়ে যায় এক মর্দে মুজাহিদ।

আমার দাদা বলেছেন :

পরাজিত হবার পর পাহাড়ি অঞ্চলে আমরা আমাদের কেন্দ্র গড়ে তুলি। মহান মুজাহিদ ইব্রাহীম বেগ আমাদের কমান্ডার ছিলেন। আমরা গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে দুশমনদের বড় ধরনের ক্ষতি করেছি। কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিলো অগণিত। অন্য দিকে আমাদের অস্ত্র ছিলো পুরনো ধাঁচের। শেষ পর্যন্ত আমরা লালবাহিনীর ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে যাই। ঘেরাও প্রতিদিনই ছোটো হতে থাকে। যাবতীয় রসদও শেষ হয়ে যায়। মুজাহিদরা গাছের পাতা খেয়ে জীবন বাঁচাতে লাগলো। আমাদের কমান্ডার ছিলেন অত্যন্ত বাহাদুর প্রকৃতির মানুষ। তিনি প্রায় দুই হাজার মুজাহিদ সঙ্গে নিয়ে দুশমনদের দুর্ভেদ্য ঘেরাও শেষ পর্যন্ত ভেঙে বেরিয়ে গেলেন। তারপর আমু দরিয়া পার হয়ে তিনি প্রবেশ করলেন আফগানিস্তানে। কিন্তু তখনকার আফগান সরকার তাঁকে আশ্রয় না দিয়ে বরং প্রতারণা করে রুশীয়দের হাতে তুলে দেয়। অবশ্য পরে খবর পাওয়া যায় আফগান সরকার হুকুম জারি করে কোনো রুশীয় মুসলমানকে তারা আশ্রয় দেবে না। মূলত এটাই ছিলো লাল বাহিনীর সাথে ইসলামবিদ্বেষী আফগান সরকারের গোপন চুক্তির ফল। অন্য দিকে আফগানিস্তানের মাজার শরীফ প্রদেশের গভর্নরের সাথে রুশ সরকারের ছিলো এক গভীর বন্ধুত্ব আঁতাত। সুতরাং হুকুম জারির তাৎপর্য সহজে অনুমেয়।

আলী যখন এই ঘটনা শুনলো তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো। প্রশ্ন করলো সত্যিই কি সে সময়ের আফগান সরকার রাশিয়ার মজলুম মুসলমানদের সাথে এ রকম জঘন্য ব্যবহার করেছে? আবদুর রহমান বললো : হ্যাঁ, আমার দাদা বলতেন, রুশীয় মুসলমানদের ওপর একদিকে জুলুম করতো কমিউনিস্টরা। অন্য দিকে জুলুম করতো আমাদের প্রতিবেশী আফগান সরকার। যদি আমরা আফগানিস্তানের ভেতরে সেদিন আশ্রয় পেতাম, তাহলে স্বাধীনতা সংগ্রামকে সংগঠিত করতে পারতাম, সংগঠিত করার সুযোগ পেতাম। আমরা সত্যিই রাশিয়ার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে ইসলামী দুনিয়ার সবচেয়ে বিশাল এক ইসলামী খেলাফতের ভিত্তি স্থাপন করতে পারতাম। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যাদের কথা ছিলো একান্তভাবে সাহায্যকারী হবার তারাই হলো শত্রুদের শাণিত অস্ত্র, ধারালো হাতিয়ার।

আলী এই সব কথা শুনে বললো :

হ্যাঁ, সেই সময় যদি আফগান সরকার এতো বড় ভুল না করতো তাহলে আজকের আফগান জনগণের আদৌ কোনো গোলামির জিঞ্জির পরতে হতো না।

আবদুর রহমান বললো : ঠিকই বলেছো।

www.pathagar.com

ষোলো ঃ

আবদুর রহমান বললো :

–তুমি ঠিকই বলেছো, এই যে যুদ্ধ তোমরা আফগানিস্তানের পাহাড়ে পাহাড়ে করছো, একদিন রাশিয়ার পর্বতে পর্বতে এই-একই লড়াই আমরাও করেছি– আমার দাদা ইন্তেকালের সময় বলে গেছেন। তিনি তখন হাসপাতালে রাশিয়ার সৈন্যরা– দুই মাসের মতো হয়েছে– আফগানিস্তানে ঢুকে পড়েছে। আমি তাঁর সেবা করার জন্য সেখানে ছিলাম। কথায় কথায় তিনি আমাকে একদিন বললেন– 'আবদুর রহমান, আমি প্রথম থেকেই নিশ্চিত ছিলাম : অবশ্যই এ-রকম হবে। আমার মনে আছে, আফগান সরকার আমাদেরকে যে-দিন রুশ-বাহিনীর হাতে তুল দেয়, সে-দিনই একজন মুজাহিদ বলছিলো : আফগান বন্ধুরা শোনো, আমরা কেবল রাশিয়ার মুসলমানদের আজাদির জন্যই লড়ছি না, আমাদের এ-লড়াই আফগানিস্তান তথা সমস্ত দুনিয়ার মুসলমানদের জন্যও। আমরা যদি স্বাধীন থাকতে না পারি তাহলে তোমাদেরও একদিন অবশ্যই লাল শিকলে বন্দী হতে হবে। ঐ মুজাহিদ ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক, রুশ বাহিনীর চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্পর্কে তাঁর কাছে তথ্য-প্রমাণ সবই ছিলো, তিনি জানতেন, মুসলমানরা যদি লালবাহিনীর অগ্রাভিযান রাশিয়ার ভেতরই প্রতিহত করতে না-পারে, তাহলে ঐ বাহিনী শেষ পর্যন্ত গোটা মুসলিম জাহানের ওপর খুব দ্রুত অথবা পর্যায়ক্রমে আগ্রাসন চালাবে।

আলী বললো :

– আফগান মুজাহিদদের নেতৃবৃন্দও আজ ঐ একই কথা বলছেন, আফগানিস্তানের মুক্তিযুদ্ধ কেবল আফগানিস্তানের জন্যই নয়, বরং পাকিস্তান, ইরান এবং সমস্ত মুসলিমবিশ্বের জন্য।

আবদুর রহমান বললো :

– এ সব কথা সত্যিই বুঝতে হবে সবাইকে। অতীতে আফগান শাসকরা রাশিয়ার মুসলমানদের কথায় কান দেয়নি। এখন পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র যদি আফগান মুসলমানদের কথায় কর্ণপাত না করে তো তাদেরও পরিণতি হবে আফগানিস্তানের মতোই।

কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা নেমে এলো। ফের আলী বললো :

– তুমি তোমার দাদার কাহিনী বলছিলে, তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো কিন্তু তার আগে কী ঘটেছিলো? আবদুর রহমান আগের ঘটনা বলতে গিয়ে বললো :

– খুব কম মুজাহিদেরই ভাগ্য ভালো ছিলো। যারা গ্রেফতারি এড়াতে পারলো। আর যারা গ্রেফতারি এড়াতে পারলো না, তারা অবর্ণনীয় অত্যাচারের সম্মুখীন হলো। অনেকেই ঐ অবর্ণনীয় অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শাহাদাত বরণ করলো যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো, জার্মানিরা রুশ-বাহিনীকে নাকানি-চুবানি খাওয়াতে খাওয়াতে রাজধানী মস্কোর কাছাকাছি পৌঁছে গেলো, তখন জার্মানির বিরুদ্ধে লড়াই করার শর্তে বাকি মুসলিম মুজাহিদদের মুক্তি দেবার ঘোষণা দেয়া হলো। এই পর্যায়ে যারা মুক্তি পেয়েছিলেন, আমার

www.pathagar.com

দাদা তাদেরই একজন। আবদুর রহমান আরো বললো :

মুক্তি পাবার পর আবার দাদা নিষ্ক্রিয়তার পথ বেছে নিলেন, কিন্তু অন্তর ছিল তাঁর আহত-রক্তাক্ত। রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণা ছিলো তাঁর; কিন্তু তিনি ছিলেন অসহায়। কেউ কখনো তাকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি।

সুযোগ পেলেই প্রতিবাদ করতেন। বুড়ো বয়সেও– ইসলামের পক্ষে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে– প্রচারণা চালাতে গিয়ে অ্যারেস্ট হয়েছিলেন।

আমার আব্বা ছিলেন স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবশালী সদস্য, বহুকষ্ট করে তিনিই তাঁকে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন।

আবদুর রহমান আলীকে এও বললো :

রুশ-বিপ্লবের পর ধর্মীয় শিক্ষা শুধু নিষিদ্ধই করা হলো না বরং তার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রচারণা চালানো হলো। অধিকাংশ মসজিদ দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে জ্বালিয়ে দেয়া হলো। বাকিগুলোকে বানানো হলো আস্তাবল, শরাবখানা, নাচঘর জাদুঘর। হাতেগোনা কয়েকটি মসজিদ-মাদরাসা শুধু ইসলামী দুনিয়াকে দেখাবার জন্যই রেখে দেয়া হলো– যেখানে কমিউনিস্ট মওলভীরাই নামাজ পড়াতো দ্বীনিশিক্ষা (?) দিতো। এভাবেই নতুন প্রজন্ম ইসলাম থেকে দূরে সরে গেলো ইসলামী জীবনবিধান ও ইসলামের ইতিহাসের সাথেও সম্পর্কহীন হয়ে পড়লো। রাশিয়ার ঐ সমস্ত পরিবারের সংখ্যা এখন অত্যন্ত নগণ্য– যেসব পরিবারে ইসলামের শিক্ষা ইসলামের ইতিহাসের শিক্ষা এখনো বর্তমান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলাতে তো দ্বীনিশিক্ষার বিরোধী শিক্ষাই বিশেষভাবে দেয়া হয়; ফলে, অনেক সময় অনেকের ক্ষেত্রে পারিবারিকভাবে পাওয়া দ্বীনিশিক্ষাটুকুও অকেজো হয়ে পড়ে।

আলী জিজ্ঞেস করলো :

ভাই আবদুর রহমান, কিন্তু তোমাদের মধ্যে এই বিপ্লব কিভাবে ঘটে গেলো ইসলাম শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন হলেই বা কী করে?

আবদুর রহমান বললো :

সবই হয়েছে আল্লাহর রহমতে আমার দাদার একান্ত প্রচেষ্টায়। তিনি আমাকে শুধু দ্বীনিশিক্ষাই দেননি বরং মুসলমানদের সোনালি যুগের ইতিহাসও পড়িয়েছেন। জানিয়ে দিয়েছেন মুসলমানদের ওপর জারদের কমিউনিস্টের অকথ্য নির্যাতনের কাহিনী। সেই কারণে আমি দশম শ্রেণীতে পড়াকালীন সময় আমার ধর্ম সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ধর্মের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডায় একেবারে যে বিভ্রান্ত হতাম না তা নয়। কিন্তু আল্লাহর শুকরিয়া, আমাদের দাদা বেঁচে ছিলেন। ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনলেই দাদার সাথে বহাসে লেগে যেতাম। আমার দাদা এতো চমৎকার জবাব দিতেন যে মুহূর্তের মধ্যেই আমার ভেতরের সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে যেতো।

একবার আমার ক্লাসটিচার ধর্মের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বললেন :

মার্কস বলেছেন, ধর্ম সাধারণ মানুষের জন্য আফিমের মত। টিচার এ কথার ব্যাখ্যা করে বললেন, আফিমখোর মানুষ যেমন সমাজে অকর্মণ্য হিসেবে চিহ্নিত, তেমনি একজন ধর্মপ্রাণ মানুষও সমাজের উন্নতিতে কোনো কাজের হয় না। সুতরাং ধর্ম সমাজের উন্নতির পরিবর্তে অজ্ঞতা কুসংস্কারের জন্ম দেয়। আমি স্কুল থেকে ফিরে এসে, ঐ বিষয়টি নিয়ে দাদাজানের সাথে আলাপ করি। দাদাজান বলেন, আফিম এক ধরনের নেশা দ্রব্য। নেশাখোরদের বেহুঁশ

www.pathagar.com

হয়ে পড়ে থাকতে দেখবে, যারা না নিজেদের খবর রাখে, না-অন্যের খবর রাখে; আফিম অলসতা এনে দেয় ভেতরে দুর্বলতা। হতে পারে কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কাছে আফিম খাওয়া তাদের ধর্মের প্রচলিত নিয়ম। কিন্তু ইসলাম ঐ ধরনের কোনো ধর্ম নয়। এটা হচ্ছে আল্লাহর প্রেরিত দ্বীন– যা মানুষকে কর্মবিমুখ করে না, অলস করে না বরং কর্মপ্রয়াসী করে, কর্মোদ্যমী করে। যদি ইসলাম ধর্ম আফিম হতো, তাহলে তার অনুসারীরা আফিমখোরদের মত নেশাগ্রস্ত হতো, বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতো। বরং ইসলাম মানুষের অন্তর্দেশে সৃষ্টি করে চেতনা কাজের উৎসাহ। আচ্ছা, কখনো কি এমন হয়েছে, একটা আফিমখোর তিনজন সচেতন মানুষকে কাবু করে ফেলেছে, পরাজিত করেছে? কিন্তু বদরের যুদ্ধে তো ৩১৩ জন সাহাবীসহ রাসূল (সা) প্রায় এক হাজার শত্রু সৈন্যকে পরাজিত করেছিলেন? তারপর দেখতে দেখতে মুসলমানরা জয় করলো– এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা মহাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল। আফিমখোর কোনো জাতির পক্ষে এ রকমটি করা সম্ভব নয়। এও বলা হয়ে থাকে যে, ধর্মের নামে এই পৃথিবীতে যত খুন খারাবি ও হত্যাকাণ্ড হয়েছে, অন্য কোনো কারণে তা হয়নি; ইসলামের ব্যাপারে ঐ একই অভিযোগ করা যায়। মূলত ঐ খুন-খারাবির পথেই ইসলামের যাবতীয় বিজয় অর্জিত হয়েছে। আমার অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে দাদা বলেছিলেন : 'এই অভিযোগ প্রথম অভিযোগের সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রথমে অভিযোগ করা হলো– ধর্ম সমাজের জন্য আফিমস্বরূপ অথচ এখন বলা হচ্ছে ধর্ম হিংস্র মানুষই তৈরি করে, ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টিয়ে দেখো– মুসলমানরা কখনোই প্রথমে লড়াই শুরু করেনি; বদরের যুদ্ধ, অহুদের যুদ্ধ ও আহযাবের যুদ্ধে সবসময় কাফেররাই প্রথমে আক্রমণ করেছিলো। তারপর যখন ইরান ও সিরিয়ার সাথে যুদ্ধ হলো, তখনো ঐ দেশগুলোর সরকারই প্রথম ইসলামকে খতম করার জন্য আক্রমণ পরিচালনা করে। কিন্তু ইসলামকে খতম করার পরিবর্তে নিজেরাই খতম হয়ে যায়। হিন্দুস্তানে ইবনে কাশিম ঐ সময়ই এসেছিলেন, যখন হিন্দুস্তানেরই রাজা দাহির তার সঙ্গীরা মানবতাকে জুলুমের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত করছিলো। হ্যাঁ, ইবনে কাশিম তখন শান্তির দূত হিসেবে এসেছিলেন। হিন্দুরা তার মূর্তি বানিয়ে পূজাও করেছেন। স্পেনের ইতিহাসের দিকে তাকাও। তারেক বিন জিয়াদকে সেখানকার নিপীড়িত জনগণ অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে সাহায্য করার জন্য আহ্বান করেছিলো। অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে আমি কিছুই বলতে চাই না। কিন্তু ইসলাম ধর্ম সমস্ত দুনিয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তার বাণী নিয়ে এসেছে। ইসলাম যেখানেই

পৌঁছেছে, সেখানেই জ্ঞান এবং নিরাপত্তার প্রদীপ জ্বালিয়েছে। খোদ রাশিয়ার দিকে দৃষ্টি ফেরাও– মুসলমান আগমনের পূর্বে সেখানে ছিলো পশুত্ব এবং অজ্ঞতার যুগ এবং সেখানে যে হত্যা, ধ্বংস সংঘটিত হয়েছে তাতো ধর্মের কারণে নয়, হয়েছে একনায়কত্বের কারণে। তুর্কিস্তানেও যখন ইসলাম এসেছিলো, তখন তার সাথে শান্তি ও নিরাপত্তাও এসেছিলো, শুধু তাই নয়, তুর্কিস্তান তখন পরিণত হয়েছিলো শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির কেন্দ্রে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐ তরঙ্গ সেখানকার সামাজিক জীবনের গতি প্রকৃতি পর্যন্ত পাল্টে দিয়েছিলো এবং সেখানেই জন্ম লাভ করেছিলেন ইমাম ইসমাইল বোখারী এবং ইমাম তিরমিজির মতো মহান পণ্ডিত।

www.pathagar.com

সতেরো

শিল্প এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলে এলো নতুন জোয়ার। এ অঞ্চলে মুসলমানরাই গড়ে তুললো বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসাকেন্দ্র এবং মহাশূন্য গবেষণাকেন্দ্র। এ ভূ-খন্ডেই জন্মেছেন দার্শনিক খসরু, চিকিৎসাবিজ্ঞানী ইবনে সিনা, খাওয়ারেজমি এবং আলবেরুনীর মতো বিশ্ববিখ্যাত মনীষীরা। তারা বিখ্যাত হয়েছেন ইসলামী চেতনা লালন করেই। মূলত ইসলাম অজ্ঞানতার গভীরতম অন্ধকার থেকে আমাদেরকে মুক্ত করেছে এবং আলোয় আলোয় পরিপূর্ণ এক সোনালি দুনিয়ার সংবাদ দিয়েছে।

দাদা বলে গেছেন, মুসলিম যোদ্ধারা কখনো কোনো নারী, শিশু বয়স্ক লোকের ওপর হাত তোলেনি। কোনো শস্যক্ষেত কিংবা বাড়িঘরও জ্বালিয়ে দেয়নি। অথচ কত না দুঃখের ব্যাপার অমুসলিম, নাস্তিক, ইহুদি, খ্রিস্টানরা ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে। মজার বিষয় হলো– ঐ ওরাই কিন্তু অতীতে নারী, শিশু-বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের ওপর নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে; চালিয়েছে মহিলাদের ওপর ধর্ষণ। বিনষ্ট করেছে বাড়িঘর, ফসল ও শস্যক্ষেত। ধর্মীয় গ্রন্থাগার ওরাই জ্বালিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামই লালন করে শান্তি ও সৌহার্দ্য। নাস্তিকতা তথা কমিউনিজম জুলুম অত্যাচারের অন্য নাম। ইসলামী আদর্শের অনুসারীদের মধ্যে পরকালের জবাবদিহির ভয় থাকে, তারা কারো ওপর নিপীড়ন নির্যাতন চালাতে আল্লাহকে ভয় পায়। কিন্তু কমিউনিস্ট ধর্মহীনতাদের এ ভয় নেই বলে নির্বিচারে হত্যা লুণ্ঠন ধর্ষণ চালিয়ে যেতে দ্বিধাবোধ করে না।

আমি বললাম, দাদাজান, আমাদেরকে আমাদের শিক্ষকতো বললেন, আল্লাহ বলতে কোনো মহাশক্তি নেই, মহাশক্তির কোনো অস্তিত্বও নেই। সৃষ্টিকর্তা বলতে কোনো মহাশক্তি থাকলে অবশ্য তা দৃশ্যমান হতো। পৃথিবীর গাছ-পালা, জীবজন্তু সবকিছুই প্রাকৃতিক বিবর্তনের সৃষ্টি, এগুলো কারো সৃষ্টি নয়।

দাদা বললেন, প্রিয় বৎস! কমিউনিস্ট নাস্তিকরা বস্তুবাদী দৃশ্যমান বস্তুতে বিশ্বাসী। এ জন্য ওরা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না। ওরা বলে, সকল বাস্তব বস্তুই দৃশ্যমান হওয়া জরুরি। কিন্তু ওদের এই খোঁড়া যুক্তি মিথ্যা। তুমি লক্ষ্য করলে দেখবে, আমাদের ঘরে যে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে, বৈদ্যুতিক তার দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎকে তো আমরা দেখতে পাই না। তাই বলে কি বিদ্যুতের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যাবে?

দাদাজান! তারের ভেতর দিয়ে প্রবহমান বিদ্যুৎ দেখা যায় না বটে, তবে বৈদ্যুতিক তার হাত লাগলে অনুভব করা যায় যে তারে বিদ্যুৎ আছে।

দাদাজান বললেন, প্লাস্টিকের মোজা হাতে দিয়ে তুমি প্রবাহিত বিদ্যুৎতের তারে স্পর্শ করলে কি বিদ্যুতের প্রবাহ অনুভব করতে পারবে? মোটেই পারবে না। ঠিক তেমনি আল্লাহর অস্তিত্ব মানুষ তখনই অনুভব করতে পারবে, যখন মন-মগজ থেকে নাস্তিক্যবাদ ও বস্তুবাদের আবরণ দূর করে আল্লাহর অস্তিত্ব অনুভব করার চেষ্টা করবে। তারবাহিত বিদ্যুৎ যেভাবে বাল্ব জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করে দেয়, ঈমানের জ্যোতি হৃদয়ে প্রবেশ করলে সকল নাস্তিকতার আঁধার তখন দূর হয়ে যায়, তখন পৃথিবীর সব কিছুতেই সে আল্লাহর অস্তিত্ব অনুভব করে।

www.pathagar.com

বৎস! কমিউনিস্টরা বলে পৃথিবীর সবকিছু প্রাকৃতিক বিবর্তনে সৃষ্টি হয়েছে। আমি যদি বলি, উঠোনে রাখা তোমার আব্বার মোটর সাইকেলটা এমনিতেই সৃষ্টি হয়েছে, তাহলে কি তুমি তা বিশ্বাস করবে? কখনো না। মোটরসাইকেল কি আর এমনিতেই তৈরি হয়? এটাকে মোটর কোম্পানিতে ইঞ্জিনিয়াররা তৈরি করেছেন।

এবার দাদাজান বললেন, এই ছোটো একটি গাড়ি যদি ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া তৈরি না হয়, তবে এই বিশাল মহাবিশ্ব, সকল সৃষ্টি আর জটিল তন্ত্রীসমৃদ্ধ মানুষ কেমন করে সৃষ্টি হলো? যে মানবদেহের জটিলতা আবিষ্কার করে এখনও বড় বড় বিজ্ঞানীরা গলদঘর্ম হচ্ছেন। এসব জটিল সূক্ষ্ম দৃশ্য-অদৃশ্য বস্তুকে যে মহান সত্তা সৃষ্টি করেছেন, তাকেই আমরা আল্লাহ বলি। মোটরসাইকেল দেখে তোমরা বিশ্বাস করো যে, এটা কোনো ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করেছেন, কিন্তু আফসোসের বিষয়, এ বিশাল পৃথিবী ও সৃষ্টিজগৎ দেখেও বিশ্বাস করতে চাও না এটার পেছনেও যে কোনো কারিগর আছেন। এই বিশ্বের যদি কোনো সৃষ্টিকর্তা বা নিয়ন্ত্রক না থাকতেন, তাহলে রোজ রোজ সূর্য পূর্ব দিক থেকে উদিত হতো না, গ্রীষ্ম- বর্ষা, শীত, বসন্তের আগমন ঘটতো না নির্দিষ্ট সময়ে। বৎস! এই বিশাল বিশ্বকে তিনিই নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, যার কোনো নিদ্রা-তন্দ্রা আসে না, যার শক্তি সামর্থ্যের সীমা পরিসীমা নেই। সর্বময় ক্ষমতার যিনি একচ্ছত্র অধিকারী। আর সেই মহাশক্তিই আল্লাহ। তিনিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা।

আমি বললাম, দাদাজান! আমাদের শিক্ষক একদিন বলেছেন, ধর্ম একটি অর্থহীন মতবাদ। ধর্মাচারে অনর্থক মানুষ সময় অপচয় করে। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে জীবনের বহু মূল্যবান সময় মুসলমানরা ব্যয় করে। দাদাজান বলেন, এটা প্রশ্নের পাল্টা প্রশ্ন। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে সর্বমোট পৌনে এক ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা সময় লাগে। চব্বিশ ঘণ্টায় যদি আমরা আল্লাহর ইবাদতে মাত্র একটি ঘণ্টা ব্যয় করতে না পারি তবে আমাদের বিরাট প্রাপ্য তো একেবারে সস্তা হয়ে যায়। যে নামাজের বিনিময়ে আল্লাহ আমাদের দেবেন নেয়ামতে পূর্ণ সুন্দরতম জান্নাত। বিশেষ করে আল্লাহর দিদারের বখশিশ। বৎস! নাস্তিক কমিউনিস্টরা দিন-রাতের অধিক সময় টেলিভিশন সিনেমা ক্লাব ও মদ্যশালায় কাটিয়ে দেয়, সেসব ওদের কাছে সময়ের অপচয় বলে মনে হয় না। সত্যি বলতে কি, কমিউনিস্টরা আল্লাহকে মানতে চায় না, আল্লাহর কথা ওদের কাছে বিষময় লাগে, ভালো লাগে না।

এভাবে দাদাজান আমাকে তিল তিল করে ইসলামের আকিদা বিশ্বাসে সমৃদ্ধ করেছেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বুঝিয়েছেন, ইসলামের কী আদেশ-নিষেধ রয়েছে।

একদিন আমার আম্মুর সাথে দাদাজানের ঝগড়া হলো। আম্মুর অভিযোগ ছিল, দাদাজান তার একমাত্র ছেলেকে ধর্মজ্ঞান শিক্ষা দিয়ে না আবার কোনো বিপদে ফেলে দেন। তিনি জানতেন না যে দাদাজান আমাদের ঘরোয়া আলোচনায় ঘুণাক্ষরেও বাইরে কারো কাছে প্রকাশ করতে নিষেধ করে দিতেন। তিনি বলতেন, বৎস, কখনো আমাদের দু'জনের কোনো কথাবার্তা বাইরে কারো কাছে বলবে না। আমি চাই না, তুমি কমিউনিস্ট জালেমদের কোনো ফাঁদে ফেঁসে যাও।

দাদাজানের প্রতিবাদে বললাম, ইসলামই যদি সত্যি হয় তবে সে সত্য আমরা চেপে রাখবো কেন? কমিউনিস্ট জালেমদের কাছে সত্যের দাওয়াত দেয়া তো আমাদের কর্তব্য।

দাদাজান বললেন, বৎস সংকল্প বাস্তবতা আর কৌশল এগুলোর ক্ষেত্র এক নয়। নবী করীম

www.pathagar.com

(সা) এর নির্দেশিত পথই আমাদের সর্বোত্তম অবলম্বন। নবীজি (সাঃ) প্রথম দিকে ক'বছর প্রতিকূল পরিবেশে সংগোপনে দাওয়াতের কাজ করেছেন। তদ্রূপ আসহাবে কাহাফের ঘটনাও আমাদের জানা। তারা জালিম শাসকের অত্যাচারে নিজেদের দ্বীন ধর্ম হেফাজত রাখার জন্য গুহাবাসী হয়েছিলেন। আমাদের এখনো প্রকাশ্যে কাজ করার সময় আসেনি। এখনো আমরা অত্যাচারী কমিউনিস্টদের মোকাবেলা করতে সক্ষম নই। তদুপরি প্রতিকূল পরিবেশেও আমাদেরকে ঈমান ও ইসলাম বুকে ধারণ করে বেঁচে থাকতে হবে, জেনে বুঝে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া উচিত হবে না। অপেক্ষা করতে হবে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত সময়ের যখন রুশ ভল্লুকদের বিষদাঁত ভেঙে দিতে পারবো, মুসলমানরা সরাসরি কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করার মতো শক্তিতে বলীয়ান হবে।

আবদুর রহমান জানালো, সে তার বিজ্ঞ দাদার পরামর্শে কমিউনিস্টদের ছাত্রসংগঠন কসমোসলে যোগদান করে। তার দাদা বলেছিলেন, রাশিয়ায় বেঁচে থাকতে হলে অন্তত প্রকাশ্যে তোমাকে কমিউনিস্ট সাজতে হবে।

আঠারো ঃ

বিজ্ঞ দাদা পরামর্শ দিতে গিয়ে বলেছিলেন–

সত্যিকারার্থে তুমি যদি মুসলমানদের সাহায্য করতে চাও তো ওপরে ওপরে কমিউনিস্ট সেজেও তা তুমি করতে পারবে।

'কসমোসল' সম্পর্কে জানতে চাইলো আলী। তাকে জানানো হলো, কসমোসল হচ্ছে কমিউনিস্ট রাশিয়ার সবচেয়ে বড় ছাত্রসংগঠন। কসমোসলে যোগদানকারী ছাত্রের চাকরি পেতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। তাছাড়া তারা সন্দেহের হাত থেকে বেঁচে যায়।

আবদুর রহমান তার নিজের জীবনের ঘটনা জানালো, ১৯৮৪ সাল তখন একটি কলেজ থেকে কেবলই ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করেছি। ঠিক তখনই আমাকে সেনাবাহিনীতে যোগদান করার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো। ট্রেনিং চললো এক বছর ধরে। তারপর বলা হলো, আফগানিস্তানে পাঠানো হচ্ছে তোমাদেরকে। চীন, পাকিস্তান এবং আমেরিকার আগ্রাসী সেনাবাহিনী সেখানে অসহায় নাগরিকদের খুন করছে। এখন তোমাদের দায়িত্ব হবে, এ অসহায় নাগরিকদের সাহায্য করা। আমাদেরকে ভিডিও ফিল্ম দেখানো হলো। আমরা ভিডিও ফিল্মে অসহায় নাগরিকদের ওপর বিদেশী সৈন্যদের অকথ্য নির্যাতন চালাতে দেখলাম।

আমি কিন্তু এসব দৃশ্যের একবিন্দুও বিশ্বাস করিনি। কেননা আমার দাদা আগে থেকেই আমাকে কমিউনিস্টদের ষড়যন্ত্র, প্রতারণা ও অপকৌশল সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছিলেন। আমি অবশ্য আফগানিস্তানে পাঠাবার কথা শুনে আনন্দই পেলাম। পেলাম এই কথা ভেবে, অন্তত রাশিয়ার জাহান্নাম থেকে তো বের হতে পারবো। কিন্তু খানিকটা দুঃখও পাচ্ছিলাম শুধু এই কথা ভেবে, হায়! কোনো একটি বুলেট দিয়েও যদি আমার কোনো মুসলমান ভাইকে হত্যা করি। আবার আমার ভেতরে একটি আবেগ কাজ করছিলো সুযোগ পেলেই আমি মুজাহিদদের কাফেলায় যোগদান করবো, তাদের সহযোগিতা করবো এবং কাছে থেকে

www.pathagar.com

তাদের জীবনযাত্রা দু-চোখ ভরে দেখবো।

দাদার কথা আমি বুকের মধ্যে গোপন করে রেখেছিলাম। যে-কথা ছিলো দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনের মত। যে আগুন আমি রাশিয়ায় প্রকাশ করতে পারতাম না। সুতরাং আফগানিস্তানই হবে আমার সর্বোত্তম কর্মকেন্দ্র।

আফগানিস্তানে যাবো বলে তিন দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি এলাম। আফগানিস্তানে যাবার আগেই এলাম। আসলে বাড়ি আসার ছুটি পেলাম কসমোসলে নেতা হবার কারণে। বাড়িতে এসে দাদার কথা খুব বেশি মনে করতাম। দাদা চার বছর আগেই পরকালের দিকে যাত্রা করেছিলেন। দাদা ইন্তেকাল না করলে আফগানিস্তান সম্পর্কে অনেক অ-নে-ক কিছু জানতে পারতাম। মনে পড়লো, রুশসৈন্য আফগানিস্তানে প্রবেশ করার পর দাদা বলেছিলেন, রাশিয়াকে খুব চড়া মূল্য দিতে হবে এই যুদ্ধে। আফগান মুসলমানরা খুব সহজ সরল কিন্তু তাদেরকে শেষ পর্যন্ত কেউ পরাজিত করতে পারেনি। তাছাড়া এটাতো ১৯১৭ সালও নয়। দাদা মিষ্টি একটু হাসি দিয়ে এও বলেছিলেন, আফগান মুসলমানদের এই লড়াই হয়তো পুরো তুর্কি সালতানাতের স্বাধীনতার দরজা উন্মুক্ত করে দেবে। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্রের স্বাধীনতা তোমরা নিজেদের চোখেই হয়তো দেখে যেতে পারবে। যদি এমনটি হয়– আমার বিশ্বাস তা হবে ইনশাআল্লাহ– তাহলে তা হবে রাশিয়ার মুসলমানদের জন্য খোশকিসমত। বাপু, আমরা তো স্বাধীনতার স্বপ্ন বুকে পুরে নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছি আমাদের সৌভাগ্য হলো না সেই স্বাধীনতার সূর্যলোক দেখে যাবার।

বিদায় নেবার অল্প একটু আগে আমি আমার আম্মুর ঘরে গিয়েছিলাম। দেখলাম তিনি কাঁদছেন। দু'চোখে তাঁর অশ্রুর প্লাবন। আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আব্বু রে, তুমি আমাকে কমিউনিস্ট ভাবো, অথচ আমিও কমিউনিস্ট না তোমার আব্বুও কমিউস্টি না, তবু কমিউনিস্ট রাশিয়ায় বেঁচে থাকার জন্যই কমিউনিস্ট সাজতে হয়েছে। আমরা কমিউনিস্ট হলে তোমাকে তোমার দাদা ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারতেন না। জানি না জীবনে আর তোমার সাথে দেখা হবে কি না? আব্বু আমার, তোমাকে বিদায় জানাতে আমার যে খুব কষ্ট হচ্ছে। বাপ আমার, আফগানিস্তানের কোনো মুজাহিদ যেন তোমার গুলির টার্গেট না হয়। তারা লড়াই করছে মাতৃভূমি- মুসলমান ইসলামের মর্যাদা রক্ষার জন্য। রুশ কমিউনিস্টরা শুধু তোমার দাদা তাঁর পূর্বপুরুষদের সাথেই বর্বর আচরণ করেনি, বরং তাদের হাত থেকে রাশিয়ার কোনো মুসলমানই রেহাই পায়নি। আমার নানা বংশের ২০ জন লোককে এই রুশ কমিউনিস্টরা জবাই করে হত্যা করেছিল। আমার আম্মা এ হত্যাকান্ডের দৃশ্য মনে পড়লেই চিৎকার করে কান্না শুরু করতেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি রুশ কমিউনিস্টদের ঘৃণা করে গেছেন এবং কমিউনিস্টদের কখনোই ভালো চোঁখে দেখেননি।

আম্মু আমার জন্য আল্লাহর দরবারে দু-হাত তুললেন। জীবনে এই প্রথম আমি আম্মুকে আল্লাহর দরবারে দু-হাত তুলতে দেখলাম। আনন্দে আমার দুই চোখে নেমে এলো কান্না। আম্মু মোনাজাতের মধ্যে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ, তুমি আমাদের অক্ষমতার কথা জানো, তোমার দ্বীনের জন্য এখানে আমরা কিছুই করতে পারি না। তুমি আমাদের ক্ষমা করো আমাদের একমাত্র সন্তানকে তোমার হাতে সোপর্দ করছি, তাকে তুমি সাহস দাও, মুজাহিদের সঙ্গী করো তাকে আমাদের জন্য মুক্তির ওসিলা বানিয়ে দাও মাবুদ। আমিন।

www.pathagar.com

আম্মুর দোয়ার সময় আমি যে তাঁকে কখন জড়িয়ে ধরেছিলাম জানি না। তিনি আমাকে সান্তনা দিয়ে বললেন, বাপুরে, তোমাকে ধৈর্য এবং সাহসের পরিচয় দিতে হবে। অনেক কঠিন কাজের আঞ্জাম দিতে হবে তোমাকে।

আম্মার কথা শুনে আমি বললাম, আম্মু আপনি ভাবছেন, আমি ভীরু, আমি কাপুরুষ। আসলে আজ আমি কাঁদছি জেহাদী জজবায় উজ্জীবিত এক মায়ের সন্তান হতে পেরে। আম্মু আমার এ কান্না আনন্দের, আমার কান্না গৌরবের।

আসবাবপত্র গুছিয়ে আম্মুর জন্য আমি আমার ঘরে অপেক্ষা করছিলাম। আম্মু এসে বললেন, তোমার আব্বুর সাথে কথা বলো। পাশের ঘরে তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

আব্বু পায়চারি করছিলেন। সারা মুখমন্ডলে তাঁর উদ্বিগ্নতা ছড়িয়ে আছে। আমি তাঁর ঘরে ঢুকতেই জড়িয়ে ধরলেন আমাকে তিনি। বললেন তোমার দাদা বেঁচে থাকলে যে কথা বলতেন, তোমাকে আজ আমি সে কথাই বলবো, একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে তোমাকে, রাশিয়ার অধিকাংশ মুসলমান কমিউনিস্ট হয়েছিলো শুধু প্রাণের তাগিদে, বেঁচে থাকার জন্য মাত্র।

উনিশ ঃ

"... আমি আমাদের বন্ধুরা অনেকেই কমিউনিস্ট হয়ে গিয়েছিলাম। যোগদান করেছিলাম কসমোসলে। রাশিয়ার কমিউনিস্টদের হাত থেকে বাঁচার জন্য এ রকমটি করেছিলাম আমরা। চেয়েছিলাম সম্ভবত এভাবে আমরা ভেতরে ভেতরে মুসলমানদের জাতীয় চেতনায় উজ্জীবিত করতে পারবো। কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। কারণ রুশ কমিউনিস্ট গুপ্তচর বাহিনীর দুর্ভেদ্য জাল বিস্তৃত ছিলো গোটা দেশে। আবস্থা তো এখন এমন পর্যায়ে পিতা পুত্রকে বিশ্বাস করতে পারছে না, পুত্র পিতাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তোমার দাদা যদি তোমাকে সত্যিকারের ইসলামী আদর্শের শিক্ষায় গড়ে না তুলতেন, তাহলে হয়তো আমিও তোমাকে বিশ্বাস করতাম না।

বাপুরে, আফগানিস্তানে চীন, পাকিস্তান কিংবা আমেরিকার সৈন্যরা যুদ্ধ করছে না বরং রাশিয়াই আফগানিস্তানের ওপর আগ্রাসন চালিয়েছে। আমার একান্ত ইচ্ছে সুযোগ আসার সাথে সাথেই মুজাহিদদের সঙ্গে মিলিত হবে। আমাদের জন্য দোয়া করতে ভুলবে না।"

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর আব্বা আবার বললেন :

বাপুরে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম আফগাস্তিানের কাছাকাছি রাশিয়ার এলাকাগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ। রাশিয়ার কমিউনিস্ট নেতারা সন্দেহ করছেন রাশিয়ার সীমান্ত এলাকায় মুজাহিদদের যে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে তার পেছনে ইন্ধন জোগাচ্ছে রাশিয়ারই মুসলমান কমিউনিস্ট লিডাররা। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মহানগরী জেলা এলাকার মুসলমান কমিউনিস্ট লিডারদের শুধু বরখাস্তই করেনি, বন্দীও করেছে। কমিউনিস্ট সরকার গোয়েন্দা বিভাগকে মুসলমানদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দিচ্ছে।

আব্বার কথা শুনে আমি বললাম, আব্বু, কমিউনিস্টরা তো ঠিকই ধারণা করেছে বলে মনে হয়। আসলে এখানকার মুসলমানদের সহযোগিতা না পেলে একেবারে ভেতের ঢুকে মুজাহিদরা

www.pathagar.com

অভিযান চালাতে পারতো না। আব্বা আরো খোলামেলাভাবে বললেন, না, কমিউনিস্টদের দেয়া ঐ তথ্য একেবারেই ঠিক নয়, এখানকার মুসলমান কমিউনিস্টদের এতোটা শক্তি এতোটা সরঞ্জামইবা কোথায় যে তারা মুজাহিদদের সাহায্য করবে? যদিও মন চায় যে আমরা সাহায্য করি। কিন্তু রাশিয়ার কমিউনিস্ট গোয়েন্দা বাহিনীর কারণে আমরা করতে পারছি না। কিছুই করতে পারছি না। তবে যা কিছু হচ্ছে তা ফেরারি মুসলমানদের দ্বারা, পক্ষত্যাগী মুসলমান সৈন্যদের দ্বারাই হচ্ছে; এরাই মুজাহিদদের সঙ্গে হাত মিলাচ্ছে। রুশ গুপ্তচররা এখনো এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল নয়। মুসলমান কমিউনিস্টদের দোষ এতটুকু যে তারা মুজাহিদের যাবতীয় তৎপরতার খবর পায় অথচ মুখ খোলে না, জানায় না গোয়েন্দা পুলিশকে।

রাশিয়ার একটি বিমানে করে আমাদেরকে কাবুলে পৌছে দেয়া হলো। পৌছেই বুঝতে পারলাম কাবুলের অবস্থা খুবই খারাপ। বিপুলসংখ্যক রুশ সৈন্য বিমানবন্দর পাহারা দিচ্ছে। প্রথম তিন মাস আমারও এই দায়িত্ব পালন করতে হলো। এই তিন মাসের মধ্যে কয়েকবারই বিমানবন্দরের ওপর হামলা চালিয়ে মুজাহিদরা নিরাপদে ফিরে গেছে। ফিরে গেছে বেশ কিছু যুদ্ধবিমান ধ্বংস করে। ইতোমধ্যে রুশ কর্নেল জেনে গেছেন, আমি ফারসি জানি এবং ফারসি জানি বলে তিনি আমাকে পল্লী অঞ্চলে অপারেশন পরিচালনাকারী বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন।

একদিন গোপন সূত্রে আমরা খবর পেলাম, কাবুলের নিকটবর্তী এক গ্রামে মুজাহিদদের একটা গ্রুপ লুকিয়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে আটক করার জন্য সেখানে কয়েকটি ট্যাঙ্ক এবং কয়েকটি সাজোয়া যান পাঠানো হলো। রুশবাহিনী পুরো গ্রাম ঘেরাও করার আগেই বিমান হামলা শুরু হয়ে গেল। একদিকে বোম্বিং, অন্য দিকে ট্যাঙ্কের গোলাগুলিতে প্রায় সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেল পুরো গ্রাম। রেহাই পেল না শিশু, বৃদ্ধা-বৃদ্ধ, সাধারণ মানুষ এমনকি মেয়েরা। শহীদ হয়ে গেল অসংখ্য মানুষ। এই মারাত্মক অভিযান পরিচালনা করা হলো মাত্র কয়েকজন মুজাহিদকে গ্রেফতার করার জন্য।

যখন রুশবাহিনী সন্দেহমুক্ত হলো– একটি প্রাণীও আর বেঁচে নেই; তখন তারা ট্যাঙ্ক এবং সাজোয়া গাড়ি থেকে বের হয়ে তল্লাশি শুরু করলো, তল্লাশি শুরু করলো সামান্য কিছু বেঁচে যাওয়া বাড়িঘরে। গ্রামের কোথাও কোথাও তখনো আগুন জ্বলছে। মসজিদে মাদ্রাসাসহ বহু ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ তাবাহ হয়ে গেছে।

গ্রামের শেষ প্রান্তে বেঁচে যাওয়া কয়েকটি ঘরের একটিতে আমি ঢুকে পড়লাম এবং দোয়া করতে থাকলাম কোনো মুজাহিদকে যেন পেয়ে যাই তাহলে তাঁকে বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাবো। কিন্তু ঘরে পেলাম দুই বৃদ্ধাকে এবং একটি শিশুকে। বৃদ্ধা দু'জন ভীষণভাবে আতঙ্কগ্রস্ত, শিশুটি কাঁদছে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম– এখানে কোনো মুজাহিদ লুকিয়ে নেই তো? সন্ত্রস্ত বৃদ্ধারা না না করে মাথা নাড়লো। আমি সামনে এগিয়ে গেলাম। প্রথম দু'টি কামরা খালি পেলাম। কিন্তু পরবর্তী একটির দিকে এগিয়ে যেতে বৃদ্ধারা হাত জোড় করে বলে 'না, এখানে অন্য কেউ নেই, আছে শুধু মেয়েরা।' আমি মূল ব্যাপারটা বুঝে ফেললাম। শুধু বললাম 'আমি মুসলমান, কেবল একজন কোনো মুজাহিদকে দেখতে চাই। তাদের কোনো ক্ষতি করবো না। সম্ভবত তারা আমাদের ওপর ভরসা করতে পারলো না। বললো ও ঘরে আমাদের মেয়েরা, কোনো মুজাহিদ নেই। আমি আর কথা বাড়ালাম না।

আরো কয়েকটি ঘর তল্লাশির পর পা চালালাম অন্য একটি ঘরের দিকে। আমার ঢোকার

www.pathagar.com

আগে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ইসমাইল। এই ইসমাইলই সেদিন শহীদ হয়েছিলো, যেদিন আমরা মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদান করি। যাই হোক, আমি আর তল্লাশি না চালিয়ে ফিরে এলাম। আল্লাহর শুকরিয়া কোনো জীবিত মুজাহিদকে রুশ সৈন্যরা ধরতে পারলো না। কিন্তু লুটপাট করে সমস্ত গ্রাম তছনছ করে দিলো। হতে পারে যে ঘরটিতে তল্লাশি চালাইনি সে ঘরটিতেই মুজাহিদরা ছিলো অথবা রুশ সৈন্যদের আসার খবর পেয়েই তারা চলে গিয়েছিলো।

কয়েকদিন পর একই ধরনের অপারেশনের জন্য রুশবাহিনী আরো একটি গ্রাম ঘিরে ফেলে। ঘেরাওয়ের একদিন আগে রুশবাহিনীর একটি যুদ্ধবিমান মুজাহিদরা ভূপাতিত করে। এ বিমানে ছিল শীর্ষস্থানীয় এক সামরিক কর্মকর্তা। খবর পাওয়া গিয়েছিলো ভূপাতিত বিমানের ঘাতক মুজাহিদরা এ গ্রামেই লুকিয়ে আছে। সুতরাং কঠোর তল্লাশি চললো ঘরে ঘরে। তল্লাশির অজুহাতে প্রতিটি ঘরের মূল্যবান জিনিসপত্র লুটপাট করতে থাকলো রুশবাহিনীর সদস্যরা। এক গাদ্দার খবর দিয়েছিলো ঐ গ্রামেরই এক বৃদ্ধ মুজাহিদদের খাবারের ব্যবস্থা করে। রুশরা বৃদ্ধাকে গ্রেফতার করলো। মুজাহিদের অবস্থান সম্পর্কে বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। যখন বৃদ্ধা কিছুই বললো, না তখন এক রুশ সৈন্য তার চুল ধরে মাটিতে ফেলে দিলো, পাগলের মতো লাথি মারতে থাকলো তবুও একটি কথাও বৃদ্ধার মুখ থেকে বের হলো না।

আমি মুজাহিদ বৃদ্ধাকে উদ্ধারের জন্য ভেতরে ভেতরে প্রচ— মায়া অনুভব করলাম।

কিন্তু বিপুল পরিমাণ সৈন্যের উপস্থিতিতে কিছুই করতে পারছিলাম না। বৃদ্ধ মুজাহিদের ওপর নির্যাতন বেড়েই চললো। তবু তার মুখ থেকে একটি কথাও বের হলো না। অন্য একজন রুশ অফিসার ক্ষেপে গিয়ে বৃদ্ধার একটি হাত কেটে দিলো। তারপরও তার মুখ থেকে যখন কোনো কথাই বের করা গেলো না তখন পাথর ছোড়া শুরু হলো। বৃদ্ধার একটি চোখ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গেলো। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠলো তবুও কিছুই বললো, না শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে যখন তার মুখ থেকে কোনো কথাই বের করা গেলো না, তখন তার দু'টি বাহু শরীর থেকে আলাদা করে ফেলা হলো।

হাত ও চোখ থেকে বৃদ্ধার এতো পরিমাণ রক্ত ফিনকি দিয়ে বের হচ্ছে যে মৃত্যু তার জন্য এখন সময়ের ব্যাপার তবুও তার দু'টি পা কেটে ফেলা হলো বেহুঁশ হয়ে পড়লো বৃদ্ধা এবং কিছুক্ষণের মধ্যে শহীদ হয়ে গেলেন।

বৃদ্ধা শহীদ হয়ে গেলেন ঠিকই কিন্তু একটি তথ্যও তার কাছ থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হলো না। তার ত্যাগের কাছে পরাজিত হলো জুলুম আর বিজয় লাভ করলো
শাহাদাতের জজবা।

এই রকম আরো একটি ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়েছিল আমাকে। রুশসৈন্যরা একটি বাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছিলো। কোনোক্রমেই মুজাহিদদের সন্ধান করতে পারছিলো না। অগত্যা বাড়ির মালিকের ওপর অকথ্য নির্যাতন শুরু করলো। চাকু দিয়ে তার শরীর থেকে গোস্ত কেটে নেয়া হলো। তারপর কাটা জায়গায় ছিটিয়ে দেয়া হলো লবণ ও মরিচের গুঁড়ো। তবুও বাড়ির মালিক মুজাহিদদের সম্পর্কে একটি কথাও বলেননি। বলেননি যখন তখন তার সামনে আনা হলো তাঁরই আট বছর বয়সী এক শিশুসন্তানকে বলা হলো এখনো সময় আছে, মুজাহিদরা কোথায় আছে বল না হলে তোর সামনেই তোর বাচ্চাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হবে। তবুও বাড়ির মালিক সম্পূর্ণ নির্বাক থাকলেন। বাচ্চার ওপর নির্যাতন শুরু

www.pathagar.com

হলো যাতে করে বাচ্চাটির চিৎকারে বাড়ির মালিকের মন গলতে শুরু করে। কিন্তু না ভেঙে পড়লেন না তিনি বরং নির্বাক রইলেন শেষ অবধি বাচ্চাটিকে তার পিতার সামনে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হলো এবং চিৎকার করে বলা হলো– এখনো কথা ক নইলে তোর দ্বিতীয় সন্তানকে তোর সামনেই এমনি করে হত্যা করা হবে।

বিশ ঃ

সম্ভবত জঙ্গলের জন্তুও অতটা হিংস্র নয়, যতটা হিংস্র অত্যাচারী রুশ অফিসার। অবশ্য নির্যাতন চালানোর পরও ঐ অফিসার তো হো হো হা হা করে হাসতে লাগলো। কিন্তু বাড়ির মালিকের অবস্থাটা এক অটল পর্বতের মতো মনে হলো। সত্যি কথা বলতে কী এতটা অত্যাচার যদি একটা পাহাড়ের ওপরও করা হতো তো পাহাড় টুকরো টুকরো হয়ে যেতো। নিজের সামনে নিজের ছেলে শহীদ হবার পর মুখ খুললেন তিনি। রুশ অফিসার ভাবলো হয়তো এইবার মুজাহিদদের ব্যাপারে কোনো তথ্য পাওয়া যাবে। কিন্তু কোনো তথ্য না দিয়ে বরং মালিক বলে উঠলেন, এই রাশিয়ার জানোয়ার! তুই তো জুলুমের শেষ সীমানায় পৌঁছে গেছিস কিন্তু এখনো বুঝে উঠতে পারিসনি, আমি আমার জীবন, সম্পদ আর সন্তান-সন্ততি জান্নাতের বিনিময়ে বিক্রয় করে দিয়েছি। তুই ওটাও বুঝে উঠতে পারিসনি, ইসলামের আনুগত্য যারা করে, তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হলেও জবান থেকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু উচ্চারণ বন্ধ করা যাবে না। তুই যাদের সন্ধান চাচ্ছিস আমার কাছে, তারা আমার কাছে আমার সন্তানের চেয়েও প্রিয়। তারা লড়াই করছে ইসলামের মর্যাদাকে সর্বোচ্চে তুলে ধরার জন্য; মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য; তোদের মতো হায়েনাদের কবল থেকে এই দেশের মাটিকে রক্ষা করার জন্য। তুই আমার বাকি দু'টি ছেলেকে হত্যা করলেও মুজাহিদদের সম্পর্কে একটি কথাও আমার মুখ থেকে বের করাতে পারবি না।

রুশ জন্তুরা বাকি দু'টি ছেলেকে পাথর মারতে মারতে শহীদ করে ফেললো। আমার জন্য এই জুলুম সহ্য করা একেবারেই সম্ভব হচ্ছিল না। এই অবস্থায় আমি কয়েকবার করে ভাবলাম রুশ বাহিনীর অফিসারকে কাবাব বানিয়ে ফেলবো। কিন্তু আমার চৈতন্য বলছিলো তোমাকে অবশ্যই মুজাহিদের সঙ্গী হতে হবে, এখন যদি কিছু করতে চাও তো একাকী শেষ হয়ে যাবে, কাজের কাজ একটুও হবে না। সুতরাং সিদ্ধান্ত নিলাম রুশ বাহিনীতে যতদিন আছি, গ্রামে গ্রামে তল্লাশি চালাবার সময় আমি থাকবো সবার আগে, তাহলেই মুজাহিদদের সহযোগিতা করতে পারবো। কিছুদিন পরের এক ঘটনা। গ্রাম তল্লাশির সময় আমি একটি বাড়িতে ঢুকলাম। দেখি, এক বুড়ো একটি ছাগলের কাছে বসে আছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ঘরের ভেতর কেউ আছে? সে জবাবে বললো না, নেই। কিন্তু আমার মন বলছিলো কেউ আছে নিশ্চয়ই। আছে মুজাহিদেরই। আমি দরজা খোলার জন্য অগ্রসর হতেই বুড়ো পথরোধ করে দাঁড়ালো বললো– ঘরে আমার মেয়েরা যাবে না ওদিকে। রুশ বাহিনী অবশ্যই এ ঘরে ঢুকতো এবং মেয়েদের-বউদের ইজ্জত হরণ করে তারপর নির্মমভাবে খুন করতো। বুড়োকে জোর দিয়ে বললাম, আমি জানি– ভেতরে মুজাহিদ আছে, আমি মুসলমান তাদের সাহায্য

www.pathagar.com

করতে চাই। যদি আমাকে ধোঁকা দাও তো মুজাহিদদের মৃত্যুর জন্য তুমিই দায়ী থাকবে।
বুড়ো আমার কথা বিশ্বাস করলো বললো, আমি এখন কী করতে পারি?
আমি বললাম আগে বলো, মুজাহিদরা লুকিয়ে আছে কোন কোন ঘরে? সম্ভবত ও বুড়ো তখনো আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেনি, তাই কিছু না বলে চুপ করে থাকলো। দ্বিতীয়বার আমি তাকে আমার ওপর বিশ্বাস সুদৃঢ় করবার চেষ্টা করলাম। তো বুড়ো বললো, পাশের ঘরেও আছে।
বুড়ো যখন পাশের ঘরের সন্ধান দিলো তখন চিন্তিত হয়ে পড়লাম এই ভেবে যদি কোনো রুশ সৈনিক পাশের ঘরে ঢুকেই পড়ে তাহলে আর মুজাহিদদের বাঁচানো সম্ভব হবে না। কেননা মুজাহিদদের কাছে যতক্ষণ হাতিয়ার থাকে ততক্ষণ মোকাবেলাই করে। আর লুকায় শুধু তখনই যখন তাদের হাতে কোনো অস্ত্রই থাকে না। আমি বুড়োকে বললাম, ইতোমধ্যে কোনো অফিসার এসে পড়লে বলবে, কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত এখানে মুজাহিদরা ছিলো, তারপর কয়েকটি ছাগল ছিনতাই করে সটকে পড়েছে তুমি তাদেরকে পাহাড়ের দিকে ভেগে যেতে দেখেছো। আমি বুড়োর নির্দেশমতো পাশের ঘরে ঢুকে পড়লাম। ঢুকে দেখি, সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইসমাইল। ইসমাইলকে দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি তল্লাশি চালিয়েছো? ইসমাইল বললো, চালিয়েছি, না এ ঘরে কোনো মুজাহিদ নেই। আমি বিস্মিত হলাম, তবু চুপ করে থাকলাম, ইসমাইলের ব্যাপারে আমার সন্দেহ হলো হয়তো এ আমারই মতো মুজাহিদদের সাহায্য করছে।
একবার আমরা আরেকটি তল্লাশি চালাচ্ছিলাম। লুকিয়ে থাকা দশজন মুজাহিদ আমাদের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেল। রুশ কমিউনিস্ট বাহিনীও আমাদের সঙ্গে ছিলো। ফলে আমি মুজাহিদদের কোনো উপকার করতে পারছিলাম না। তখন যখন ঐ দশজনকে পাকড়াও করা হলো তখন দেখলাম অন্য একটি রুশ বাহিনী গ্রামের একদল সাধারণ আফগান ধরে নিয়ে আসছে; তাদের সঙ্গে কিছু মুজাহিদও আছে। ভাবলাম আজ আমি ওদের সাহায্য করবই, করা জরুরিও আর যদি না করি, তাহলে সবাইকেই খতম করে দেবে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। ভাবলাম ওদের যদি ভেগে যাবার সুযোগ করে দিতে পারি তো কম করে হলেও অর্ধেক পরিমাণ বেঁচে যাবে। আমার কাছে ছিলো চার চারটি হ্যান্ড গ্রেনেড। আল্লাহর নাম নিয়ে দু'টি বের করলাম। আমার ঠিক আগে আগে যে মুজাহিদ হাঁটছিলো। তার পকেটে ঢুকিয়ে দিলাম। ঘাড় ঘুরিয়ে মুজাহিদটি আমাকে দেখলো। আস্তে করে বললাম– আমি তোমাদের সাহায্য করছি। শোরগোলের মধ্যে কোনো রুশ আমার কথা শুনলো না, আমাকে দেখতেও পেলো না।
পাহাড়ের পাদদেশে রুশ ট্যাঙ্ক দাঁড়িয়ে ছিল। সমস্ত মুজাহিদ এবং আফগানদের লাইন করা হলো সেখানে। পিঠমোড়া করে বাঁধাও হলো। আমি যে মুজাহিদের কোটের পকেটে গ্রেনেড ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম, তার হাত দুটো অবশ্য এমন করে বাঁধলাম, যাতে করে সে সহজে পকেটে হাত ঢোকাতে পারে বেরও করতে পারে। বন্দীদের পরিমাণ হবে প্রায় দুশো। রুশ বাহিনী পজিশন নিয়ে নিলো।
আমি অবশ্য সিদ্ধান্ত নিলাম যদিও মুজাহিদটি আমার চাল বুঝে নিয়েছে, তবুও আমি মুখোমুখি দাঁড়াবো না। সুতরাং এক পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমি দোয়া করতে থাকলাম, আল্লাহ আরো একটু অন্ধকার দাও, ঘোর অন্ধকার। মুজাহিদরা যেন ঐ অন্ধকারে ভেগে যেতে পারে, ভেগে যাবার সুযোগ পায়। অবস্থাটা এরকমই দাঁড়ালো। রুশ অফিসার এলো।

www.pathagar.com

গুলি করার জন্য হুকুম করতেই আমার চোখ গিয়ে পড়লো সেই মুজাহিদের ওপর, যার পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম হ্যান্ড গ্রেনেড। সে গুলির নির্দেশ কার্যকর করার আগেই, মুহূর্তের মধ্যেই ছুড়ে মারলো গ্রেনেড।
গ্রেনেড ব্রাস্ট হলো, এই অবস্থায় ভেগে গেলো সবাই। আমার উদ্দেশ্য সফল হলো। মুজাহিদদের মধ্য থেকে মাত্র ১২ জন শহীদ হলো, সাত হলো আহত। অন্য দিকে রুশ বাহিনীর ৯ জন খতম হলো, আমি নিজেও আহত হলাম। অন্যান্য আহতরা আমাকে বাঁচাতে সাহায্য করলো। অবশ্য তদন্তকারী অফিসার একেবারে বুঝতেই পারলো না, মুজাহিদদের কাছে কিভাবে গ্রেনেড পৌছলো কেইবা পৌছালো।

আরেক দিনের ঘটনা। তল্লাশি চালিয়ে ফিরে আসছি। হঠাৎ দেখি, সুন্দর একটা বাচ্চা দৌড়ে সামনে আসছে। সে আমাকে একটি সিগারেট দিলো। এক রুশ অফিসার আমার হাত থেকে কেড়ে নিলো সেটা। এবং খুশি হয়ে বাচ্চাটার পিঠ চাপড়িয়ে তারপর রুশ অফিসার যেইমাত্র মুখে ঢুকিয়ে ধরাতে গেলো, অমনি বিস্ফোরণ ঘটলো এবং অফিসারের মুখ আর চেহারা জ্বলে গেলো, চোখ থেকে ঝরতে লাগলো রক্ত। সিগারেটটা আসলে সিগারেট ছিলো না, ছিলো সিগারেট বোম। যাতে ছিলো তামাকের পরিবর্তে বারুদ। বাচ্চাটা রুশ অফিসারের মুখ পুড়ে গেছে দেখে হাসতে লাগলো, অফিসারের আর সহ্য হলো না, গুলির ওয়ার্ডার দিয়ে দিলো।
অন্য একজন রুশ সৈন্য ছেলেটির ওপর নির্যাতন চালানো শুরু করলো এবং জিজ্ঞেস করলো, বল, সিগারেট তোকে কে দিয়েছে সে কোথায়? ছেলেটির জবান থেকে একটি কথাও বের করা গেলো না। প্রচন্ড মার দেয়া হলো ছেলেটিকে। দুটো দাঁত পর্যন্ত ভেঙে গেলো, শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে খুন ঝরতে লাগলো। তবুও মুখ খুললো না ছেলেটি। রুশ অফিসার আমাকে নির্দেশ দিলো আবদুর রহমান, গুলি করো ওকে। ও আমার চেহারা জ্বালিয়ে দিয়েছে, তাড়াতাড়ি খতম করো ওকে। কিন্তু এই নির্দেশ দেবার আগে, সে একবারও ভাবলো না, রুশরা পুরো আফগানিস্তানেরই চেহারা পুড়িয়ে দিয়েছে, লাখ লাখ শিশু, নারী, বৃদ্ধকে হত্যা করেছে।
আমি ধীরে ধীরে অন্য মতলবে আমার অস্ত্র উঁচিয়ে ধরলাম। ছেলেটা তো দে দৌড়। পড়ি মরি করে ভাগতে শুরু করলো। আরেকজন রুশ সৈন্য গুলি করতে চাইলে আমি বললাম, আজ আমি টার্গেট করবো আমি চাঁদমারি করব আমিই। আরেক জন বললো, আরে, তাড়াতাড়ি করো, ভেগে যাবে না হয়। আমি বললাম, উড়ন্ত পাখি পর্যন্ত নামিয়ে ফেলি আর ওতো শুধু ভেগে যাচ্ছে। আসলে আমি চাচ্ছিলাম- ছেলেটা ভেগেই যাক। আমি ছেলেটার দুই ঠ্যাঙের মাঝখানে গুলি করলাম, গুলি লাগলো না, উপুড় হয়ে পড়ে গেল, উঠেই আবার দৌড়।
সঙ্গী রুশ সৈনিক হো হো করে হেসে উঠে বললো, কত বড় দক্ষ। আমি বললাম, আরে আকেরটা মারতে দাও না। গুলি করতে আবারও খানিকটা সময় নিলাম, ততক্ষণে বাচ্চাটা পাহাড়ের চূড়ায় পৌছে গেলো। রুশ অফিসার চিৎকার করে বললো, জলদি করো জলদি করো। আমি আবারও ছেলেটির দুই ঠ্যাঙের মাঝখানে গুলি করলাম। বাচ্চাটা আবারও উপুড় হয়ে পড়ে গেলো। রুম সৈনিকটি মুচকি হাসি দিয়ে বললো এবার কম্মকাবার, মারা গেছে ছেলেটি। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। ছেলেটি আবারও উঠে দাঁড়ালো রুশ অফিসারকে লক্ষ্য করে বললো, তুই আমার বাপকে হত্যা করেছিস, তোর রেহাই নেই, ক্ষমা নেই। এটা বলতে বলতে দুঃসাহসী ছেলেটি পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

www.pathagar.com

একুশ ঃ

'তো তোরা আমার মা-বাপকে হত্যা করেছিস। আমি কখনো তোদের ক্ষমা করবো না। প্রতিশোধ নেবো, প্রতিশোধ নেবো।'– এই বলে ছেলেটি পাহাড়ের আড়ালে চলে গেলো। রুশ অফিসারও আমার গাল জুড়ে লাগালো প্রচন্ড এক থাপ্পড়, শুরু করলো অকথ্য ভাষায় গালাগালি।

আসলে তো আমি জেনে বুঝেই ভুল করেছি, যা রুশ অফিসার ধরে ফেলেছে।

পাশে দাঁড়ানো ছিল ইসমাইল। ও বললো, অনেক সময় দক্ষ নিরিখওয়ালা লোকও ভুল করে বসে, আবদুর রহমানের আর দোষ কী।

এই রকম একটি ঘটনা ঘটেছিলো কাবুলের খায়েরখানা কলোনির রুশবাহিনীর চেক পোস্টে। আফগান শিশুরা এখানে রুশবাহিনীর লোকের কাছে বিভিন্ন জিনিসপত্র বিক্রি করতো। বিক্রি করতো আমেরিকান সিগারেটও। এইভাবে তাদের সাথে সম্পর্ক যখন গভীর হলো তখন তাদের হাতে তুলে দিলো বারুদের সিগারেট। সিগারেট দিয়েই পালিয়ে গেলো শিশুরা। রুশবাহিনীর লোকেরা সিগারেট টানা শুরু করতেই ঘটে গেলো বিস্ফোরণ, ঝলসে গেলো, তাদের ঠোঁট, নাক, চোয়াল ও মুখমন্ডল। শিশুদের এই প্রতিশোধস্পৃহা জাগ্রত হবার কারণ আফগানিস্তানের ওপর রুশবাহিনী অকথ্য নির্যাতন। একজন রুশ সৈন্য আমাকে বলেছে, কাবুল শহরের একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুল, রুশবাহিনী যখন আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশ করলো, দুধ বিতরণ করলো স্কুলে, কিন্তু স্কুলে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো। শুধু অস্বীকারই করলো না, মিছিল করে বেরিয়ে গেলো স্কুল থেকে শ্লোগান দিতে থাকলো, রুশবাহিনী মুর্দাবাদ, বারবাক কারমাল মুর্দাবাদ। শিশুদের যখন জিজ্ঞেস করা হলো দুধ নিচ্ছো না কেন? উত্তর করলো রুশরা আমাদের দেশে থেকে চলে গেলেই কেবল দুধ খাবো।

আবদুর রহমান বললো, মুজাহিদরা প্রায় প্রতিরাতেই কাবুলে গেরিলা হামলা চালায়। এইসব গেরিলা হামলায় সাধারণত দখলদার রুশবাহিনীর অফিসার সৈন্যরা খতম হয়ে থাকে। আর মুজাহিদ গেরিলারা যখন কাউকে খতম করে, তখন তার গায়ে লিখে যায় :

রাশিয়ার গোরস্তান
আফগানিস্তান আফগানিস্তানে
এই দেশ সমরখন্দ বুখারা নয়
আফগানিস্তনে আফগানিস্তান

এই শ্লোগান আমি নিজেই লেখা দেখেছি। আমার খুব আনন্দ লেগেছে এই ভেবে যে, সমরখন্দ বুখারার পরিণতি সম্পর্কে এরা জানে। আবদুর রহমান থামলে আলী জিজ্ঞেস করলো ইসমাইল কবে এবং কিভাবে তোমাদের সঙ্গী হলো?

হ্যাঁ, এটা ঐ দিনের ঘটনা, যেদিন বাচ্চাদের সিগারেটে রুশ অফিসারের মুখ ঝলসে গিয়েছিলো। ঐদিন রাতে ইসমাইল আমার কাছে এলো। জিজ্ঞেস করলো, জিজ্ঞেস করলো ক্যাম্পের একেবারে এককোণে নিয়ে গিয়ে বললো, তুমি কি ইচ্ছে করেই ছেলেটিকে বাঁচিয়ে দাওনি?

www.pathagar.com

আমার মনে হলো, ইসমাইলকে গোয়েন্দা হিসেবে পাঠানো হয়েছে। তাই বললাম, আমি ঠিকমতই তাক করেছিলাম কিন্তু মিস করেছি।

ইসমাইল হাসলো আর বললো, মিথ্যা বলো না, এর আগেও সেদিন আমি গ্রামে দেখেছিলাম মুজাহিদদের তুমি সাহায্য করেছো, সাহায্য করেছো এক বন্দী মুজাহিদের পকেটে গ্রেনেড ঢুকিয়ে। আরে দোস্ত, ঐসময় আমিই ভুল শুধরিয়ে দিয়েছিলাম, রেজিস্টার খাতায় দেখিয়ে দিয়েছিলাম গ্রেনেডের হিসাব ঠিকই আছে, কম পড়েনি।

আর ঐ বুড়িকেও তুমি শিখিয়ে দিয়েছিলে, মুজাহিদরা তার ছাগল ধরে নিয়ে গিয়েছে। অথচ মুজাহিদরা বুড়ীর ঘরের মধ্যেই ছিলো।

ইসমাইলের কথায় আমি চমকে উঠলাম। বুঝতে পারলাম ইসমাঈল সব খবরই রাখে। সমস্ত খবর রাখার পরও সে যদি রুশ অফিসারকে কোনো কিছু না জানিয়ে থাকে– তাহলে তো বুঝাই যাচ্ছে সে আমারই মত খুব গোপনে মুজাহিদদের সাহায্য করে থাকে। আমি বললাম, তা ভাই ইসমাঈল, আমি বেকসুর নির্দোষ আফগানদের ওপর গুলি চালাতে পারি না।

আমাকে পাঠানো হয়েছিলো চীন, আমেরিকা ও পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কিন্তু এখানে এসে গুলি চালাতে হচ্ছে নিষ্পাপ শিশু আর নিরপরাধ মানুষের ওপর যেখানে হত্যা করা হয়েছে মা-বাপ, ভাইবোনকে সেখানে ঐ মা-বাপের এই শিশুসন্তানটির কতটুকু অপরাধ! আর যেখানে মুজাহিদদের ধরে নিয়ে গিয়ে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয় সেখানে একজন অফিসারের মুখ ঝলসে দেয়া কি অনেক অনেক অপরাধ? হ্যাঁ, তুমি যদি গোয়েন্দাগিরি করতে এসে থাকো তাহলে স্পষ্ট করে জেনে নাও আমি যা করেছি বুঝে শুনে করেছি, আমি ছেলেটিকে ইচ্ছে করে মারিনি। এখন তুমি যা খুশি করতে পারো? অফিসারকেও জানালে জানাতে পারো। আমি একজন তুর্কি মুসলমান। আমিতো আর একজন নিরপরাধ আফগান মুসলমানকে হত্যা করতে পারবো না। আমি রুশদের অত্যাচারের সম্পূর্ণ বিপক্ষে আমি একান্তভাবে মজলুমদের পক্ষে। যাও অফিসারকে গিয়ে বলে দাও আমাকেও জ্বালিয়ে দিক। বন্দী করে জ্বালিয়ে ছারখার করে দিক।

আমি চুপ করতেই ইসমাঈল বলে উঠল, ভাই আবদুর রহমান আমিও তোমার সঙ্গী, আমিও রুশ হানাদারদের বিরোধী, তোমাদেরই মত ওরা আমারও মাতৃভূমিকে দখল করে নিয়েছে। এখন আফগানিস্তানকে দখল করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। আসার সময় আব্বা আমাকে নসিহত করে বলেছেন, বাপুরে সাধারণ আফগানদের উপরে কিন্তু গুলি চালাবে না ওরা তোমাদের ভাই। আব্বার এই উপদেশ কখনো আমি ভুলিনি। কিন্তু তোমার মত বোকামিও করিনি। এখানে যখনই সম্ভব হয়েছে যেভাবে সম্ভব হয়েছে আমি সাধ্যমতো মুজাহিদদের সাহায্য করার চেষ্ট করেছি।

এখন শোন গত মাসে একজন রুশ অফিসার যে তার নিজের কামরায় গোপনে নিহত হয় তাকে আমিই খতম করেছিলাম। কেননা ঐ অফিসার একজন আফগান মুজাহিদের যুবতী বোনকে জোর করে ধরে করে নিয়ে এসেছিল ইজ্জত লুট করতে চেয়েছিল। আমি যখন দেখলাম ঐ বোনকে পাষন্ডের হাত হতে রক্ষা করা যাবে না রক্ষা করা যাবে না তার জীবন, ইজ্জত, তখন আমি এ রুশ অফিসারকে ঐ বোনকেও দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিলাম যাতে কুকর্ম করতে না পারে। সিগারেট বানানো আমিই শিখিয়ে ছিলাম একজন আফগান সৈন্যকে। যখন আমার আস্থা জন্মেছিল যে ঐ সেনাটি মুজাহিদদের সঙ্গী। তারপর ঐ রুশ অফিসারকে

www.pathagar.com

হত্যা করার ব্যাপারে আমিই তার সহযোগী হয়েছিলাম। এখন সে-ই বিভিন্ন জায়গায় বাচ্চাদেরকে সিগারেট বিক্রেতাদেরকে সিগারেট বানানো শেখাচ্ছে আর বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে।
ইসমাঈল কিছুক্ষণ এমনভাবে নির্বাক রইলো যেন গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা সে ভাবছে। তারপর সে বললো, আবদুর রহমান, আমি খুব তাড়াতাড়ি মুজাহিদদের দলে যোগ দেব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। কেননা এত জুলুম আর সইতে পারছি না কখনো কখনো গুলিতো আমার করতে হয়। এবং যখন গুলি করি তখন অন্তর চৌচির হয়ে যেতে চায়। সুতরাং এ-ও সিদ্ধান্ত নিয়েছি বাকি জীবন আমি ইসলামের প্রতিষ্ঠার কাজে জন্মভূমির স্বাধীতার জন্য জীবন উৎসর্গ করে দেব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আফগানিস্তান একদিন স্বাধীন হবেই হবে। তারপর আমাদের পক্ষে তুর্কিস্তানের মুসলমানদের জন্য স্বাধীনতার সংগ্রাম করাটা সহজ হয়ে পড়বে। আসার সময় আমার আব্বা এ-ও বলেছিলেন, রাশিয়ার কমিউনিজমের বেলুন থেকে হাওয়া বেরিয়ে যাবেই। তারপর খুব বেশিদিন আর মুসলমানদের রাশিয়ার গোলামির জিঞ্জিরে বেঁধে রাখতে পারবে না।
ইসমাঈলের কথা শুনে আমার খুব ভাল লাগলো। আমার মনে হলো ইসমাঈলের ধারণা হুবহু আমার ধারণার মতই। আমার আব্বা ঠিকই বলেছিলেন, রাশিয়ার মুসলমানদের মধ্যে কমিউনিস্টদের সংখ্যা খুবই কম। বরং কমিউনিস্ট হিসেবে পরিচয় দেয়া শুধু জীবন বাঁচাবার জন্য। আমি আবেগে ইসমাঈলকে জাপটে ধরলাম। আমার দু'চোখ দিয়ে বইতে থাকতো তপ্ত অশ্রুধারা। আমরা একে অপরের হাতে হাত রেখে আল্লাহর দরবারে শপথ করলাম আমরা দু'জনেই মুজাহিদদের দলে যোগদান করবো আমরা আমাদের পদযুগল থেকে লাল বেড়ি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলবো। যদিও বেঁচে থাকিতো আফগানিস্তানের স্বাধীনতার পর নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্য অবিরাম লড়াই করতে থাকবো।
খুব তাড়াতাড়ি আমরা ঐ সুযোগ পেয়েও গেলাম। যখন রুশবাহিনীর অফিসাররা মুজাহিদদের এই ক্যাম্প দখলের পরিকল্পনা করলো। আমাদেরকে নামিয়ে দেয়া হলো ক্যাম্পের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। আমাদের গ্রুপে ছিল ত্রিশজনের মতো সৈনিক। যাদের মধ্যে চৌদ্দজন রুশীয় বাদবাকি আফগানি। অনেক কমান্ডারকে হেলিকপ্টার থেকে নামতে না নামতেই খতম করে ফেলল। মুজাহিদ ও আমাদের গ্রুপটা ঘটনাক্রমে বেঁচে গেলাম।
আমরা নেমেই মোর্চা বানালাম মোর্চার চতুর্দিকে পুঁতে রাখলাম মাইন। আমাদের উপর নির্দেশ ছিল মুজাহিদ ক্যাম্পের উপর রাতের বেলায় ইঙ্গিত দেয়া মাত্রই হামলা করে বসতে হবে। আমার আর ইসমাঈলের মধ্যে কথা হলো, কথা হলো আজ আমরা আমাদের মোর্চা উড়িয়ে দেবো তারপর গিয়ে যোগ দেবো মুজাহিদদের দলে। রাত বারোটা বাজলো, আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হলাম। ইসমাইল এমনভাবে ফায়ারিং শুরু করলো যে মুজাহিদরা আমাদের ওপর হামলা করেছে।
ঐ সময়েই আপনারা আমাদের মোর্চার দিকেই এগিয়ে আসছিলেন। আল্লাহ আমাদের লক্ষ্য অর্জনের পথ সহজ করে দিলেন। সমস্ত লোকদের টার্গেট এখন আপনারা ওরা আপনাদের ভয়ে প্রচণ্ডভাবে ভীত হয়ে পড়েছিল। শুরু হলো তাদের মধ্যে মতবিরোধ। একদল বললো, বাইরে বেরিয়ে হামলা করতে হবে, আরেক দল বললো, মোর্চার মধ্যে বসেই দফারফা করে দিতে হবে। আমি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে মোটেই কসুর করলাম না। অস্ত্রাগার ধ্বংস করলাম তারপর হাত বোমা দিয়ে হামলা করলাম রুশীয় মোর্চার উপর। তিনজন আফগান সৈন্য আমার সঙ্গী হয়েছিল। তার মধ্য থেকে দু'জন হয়ে গেল শহীদ। আর

www.pathagar.com

একজন কোথায়ও ভেগে গেল তার আর হদিস পেলাম না। সমস্ত রুশীয়দের খতম করে যখন আমরা আপনাদের দিকে ভেগে যাচ্ছি ঠিক তখনই মাইন বোমায় শহীদ হয়ে গেল আমার বন্ধু ইসমাঈল সে শহীদ হয়ে গেল আজাদির আফসোস নিয়ে। সে ছিল মুজাহিদদের যথার্থ কল্যাণকামী। রুশবাহিনী যখনই পরাজিত হয়ে ভাগতে শুরু করতো ইসমাঈলের তখন আর আনন্দের সীমা থাকতো না।

আবদুর রহমান আর আলী দু'জনে মিলে এই অঙ্গীকার করলো এখন আমরা সবাই মিলে ইসমাইলের মিশনকে জীবন্ত রাখবো ইনশাআল্লাহ। একদিন না একদিন আফগানিস্তান তুর্কিস্তান অবশ্যই স্বাধীন হবে এবং দুনিয়া দেখবে আফগানিস্তানের সাথে সাথে তুর্কিস্তানের মহান ইসলামী সাম্রাজ্যে ইসলামী পতাকা আকাশে পত পত করে উড়ছে।

বাইশ ঃ

শীত আসতে শুরু করেছে। বিভিন্ন সেক্টর থেকে মুজাহিদরাও জড়ো হচ্ছে হেড কোয়ার্টারে। আজ উপস্থিত সবাইকে নিয়ে একটি বৈঠকও চলছে। মুজাহিদরা যার যার এলাকার অবস্থা তুলে ধরছেন। বিশেষ করে একটি ব্যাপারে প্রায় সবারই মতামত একটা যুদ্ধের ময়দানে দুশমনের ক্ষতির চেয়ে তাদেরই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেশি। এ অবস্থায় দুশমনের মোকাবেলা করা কী করে সম্ভব? কোন পদ্ধতিতে সম্ভব? এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো চিফ কমান্ডারই সিদ্ধান্ত দিলেন, বিভিন্ন সেক্টরে আলীই পর্যবেক্ষণে যাবে। বয়সে যদিও সে তরুণ, তবুও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী। নিশ্চয়ই কোনো কৌশল সে আবিষ্কার করতে পারবে। কিন্তু তোমাদের সবারই কাজ করতে হবে তারই নেতৃত্বে। সহযোগিতা করতে হবে তাকে। নইলে যত সুন্দর কৌশলই সে আবিষ্কার করুক না কেন, কাজে আসবে না। অল্প বয়সী বলে তার নির্দেশের যদি যথাযথ গুরুত্ব না দাও তো তার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। সব কমান্ডার ও মুজাহিদরা আলীকে সহযোগিতা করবে বলে চিফ কমান্ডারকে আশ্বস্ত করে।

বৈঠক শেষ হয়ে গেলে চিফ কমান্ডার আলীকে ডেকে পাঠালেন।

আলীকে পরিচিত করালেন অন্যান্য কমান্ডারদের সাথে। তার নতুন দায়িত্ব সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করলেন। আলী কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলো যেন ভাবলো তারপর অত্যন্ত বিনয়ের সাথে চিফ কমান্ডারকে বললো:

– সামনাসামনি লড়াইয়ের ব্যাপারে, সেই সঙ্গে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে, অন্যান্য কমান্ডারদের চেয়ে আমার অভিজ্ঞতা তো খুবই কম, এ অবস্থায় আমি কি খুব ভালো কিছু করতে পারবো?

চিফ কমান্ডার বললেন,

– আমি বেশ ভেবে চিন্তেই তোমার ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেছি। তুমি যুদ্ধ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। ময়দানে গিয়ে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর।

অবশ্যই আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন।

চিফ কমান্ডারের সাথে আলীর পরদিন আবার দেখা হলো। আলীকে বললেন তিনি :

www.pathagar.com

– অপারেশনে যেতে হবে, তৈরি হয়ে নাও। রওয়ানা হতে হবে জুমার নামাজের পরপরই।
আলী একটু দাবি করে বললো,
– আবদুর রহমান, দরবেশ খান, ফারুক খান এবং ইঞ্জিনিয়ার আবদুল্লাহকে আমি আমার সঙ্গী হিসেবে চাচ্ছিলাম, আপনি যদি অনুমতি দিতেন? আসলে ওরা আমার সঙ্গে থাকলে আমার মনোবল অনেক অনেকগুণ বেড়ে যেতো।
চিফ কমান্ডার একটুখানি হাসলেন। তারপর সবাইকে নিয়ে যাবার অনুমতি দিলেন।
জুমার নামাজের খুব একটা বাকি নেই। আলী তৈরি হয়ে নিয়েছে। চিফ কমান্ডারের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে সে। যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্য পানীয়ও বোঝাই করা হয়েছে খচ্চরের পিঠে ইতোমধ্যে।
আলীর চেহারায় চিন্তার ছাপ, ডুবে আছে কোনো এক গভীর ভাবনায়। চিফ কমান্ডার এলেন আলীর অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করে বললেন :
– কী ব্যাপার আলী, তোমাকে বেশ বিমর্ষ বলে মনে হচ্ছে, ব্যাপার কী?
আলী বেশ নিম্নকণ্ঠে বলে :
– কেবলই ভাবছি, যে দায়িত্ব আপনি আমার ওপর অর্পণ করেছেন, তা কি আমি যথাযথভাবে পালন করতে পারবো?
চিফ কমান্ডার একটু গম্ভীর হয়ে বললেন,
– যে কোনো কাজ ভেবে চিন্তে করা ভালো, তবে কোনো সমস্যায় পড়লে দুশ্চিন্তা করা কিন্তু ঠিক না। আল্লাহর দীনের ইজ্জত বুলন্দ করার জন্যই তো তোমরা যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করছো। সুতরাং আল্লাহ যেমন তোমাদের পূর্বসূরিদের সাহায্য করেছেন তেমনি তোমাদেরও সাহায্য করবেন।
চিফ কমান্ডার এবার সবাইকে উদ্দেশ করে বললেন,
খুবই গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনে অগ্রযাত্রা করতে হচ্ছে আপনাদের। এই অপারেশনের সমস্ত সাফল্যই আপনাদের ঐক্য, সমঝোতা ও আন্তরিকতার ওপর একান্তভাবে নির্ভর করছে। আপনাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে, আপনার কমান্ডারের সিদ্ধান্তকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেবেন, দৃঢ়তার সাথে মেনে নেবেন। আমি আপনাদর স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আপনারা আল্লাহর পথের সৈনিক, আল্লাহর পথের মুজাহিদ। অবস্থা যত কঠিনই হোক না কেন অধৈর্য হবেন না, অটল অবিচল থাকবেন, ঘাবড়াবেন না। চূড়ান্ত রকমের নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতেও আপনাদের মোকাবেলা করতে হবে। মোকাবেলা করতে হবে মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করে। আল্লাহর সাহায্য চেয়ে দোয়া করতে হবে সবসময়ই। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।
চিফ কমান্ডারের বক্তৃতার পর দোয়া হলো। সব মুজাহিদের সাথে কোলাকুলি করলেন চিফ কমান্ডার। গোটা পরিবেশ আল্লাহু আকবর নাসরুমমিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন কারিব ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো। দশজন মুজাহিদের এক বিশেষ কাফেলা সামনের দিকে এগিয়ে চললো। এগিয়ে চললেন এক মহান মিশনের দায়িত্ব নিয়ে।
সদর ঘাঁটি থেকে তিনদিনের পথ পাড়ি দিয়ে মুজাহিদ কাফেলাটি এক জায়গায় অবস্থান নিলো। তারপর একদিন সকাল ৯টায় আবার যাত্রা শুরু করলো।
এক সময় অতিক্রম করলো পাহাড়ি এলাকা, তারপর একটি ছোট্ট পাহাড়ি নদী পার হয়ে পাড়ি দিতে লাগলো একটি মাঠ। হঠাৎ আলীর চোখে পড়লো পার্শ্ববর্তী একটি পাহাড়ে

www.pathagar.com

একজন বৃদ্ধকে কয়েক ব্যক্তি ঘিরে ধরেছে। আলী থামিয়ে দিলো কাফেলা। তারপর নিজেই এগিয়ে গেলো জটলার দিকে।

জটলাটি ছিলা মুজাহিদদের সমর্থক আলী জানতে পারলো। সে আরো জানতে পারলো, বৃদ্ধ এক লোক কেবলই পাহাড় খনন করতে চাচ্ছে কিন্তু সবাই তকে বাধা দিচ্ছে। তারপর বৃদ্ধলোকটি সবার কথা অমান্য করে খননের কাজ শুরু করায় সবাই গিয়েছে রেগে।

আলী কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলো,

– কী ব্যাপার? কী হয়েছে? বৃদ্ধকে নিয়ে মশকরা করছেন কেন?

একজন বললো,

– বুড়ো গেছে পাগল হয়ে। বলছে, এই পাহাড়ের নিচে নাকি তার ছেলেমেয়ে, স্ত্রী চাপা পড়েছে, খনন করে সে তাদের উদ্ধার করবে।

আমরা যতই বুঝছি পাহড়ের নিচে চাপা পড়লে কি কেউ বাঁচে? তাছাড়া একা একা এত্ত বড়ো পাহাড় খনন করা সম্ভব? কিন্তু বৃদ্ধ লোকটি কারোর কথাই শুনছে না।

এবার আলী খুব দরদের সাথে বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলো,

– বাপুরে, পাহাড় খুঁড়ে আর কী হবে? চাপা পড়ে থাকলে তো বেঁচে থাকা সম্ভব না।

সম্ভব না একা একা খনন করাও।

বৃদ্ধ বললেন,

বেটা, আমার ছেলেমেয়ে, স্ত্রী বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে, সেটা বড় কথা নয়। আমি চাচ্ছি এদেরকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে আমাদের নিজস্ব গোরস্তানে দাফন করতে। কিন্তু এরা আমাকে সহযোগিতা করবে কি, উল্টো বিদ্রূপই করছে। আমি খুবই কষ্ট পাচ্ছি এদের ব্যবহারে, এদের নির্মম ব্যবহারে।

আলী বিনীতভাবে বললো,

– বাপুরে, আপনার ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী পাহাড়ের নিচে কিভাবে চাপা পড়লো একটু খুলে বলুন না।

বৃদ্ধ আলীর প্রশ্ন শুনে চোখ বন্ধ করলেন, তারপর কি যেন ভাবতে লাগলেন আর বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন এবং বললেন :

– আমার জীবনের ঘটনাবলি অন্যান্য নির্যাতিত আফগানদের মতই, আলাদা কিছু নয়।

আমাদের গ্রাম এখান থেকে বড়জোর দুই মাইল উত্তরে হবে। এইতো মাত্র তিন বছর আগের কথা। খুব সুখেই ছিলাম আমরা। আঙুর আখরোট ছেবফল? আমাদের গ্রামে বিপুল পরিমাণে পাওয়া যেতো। সারা গ্রামের মানুষের মধ্যে ছিলো সচ্চলতা। কিন্তু হঠাৎ করে রুশবাহিনী আমাদের গ্রামের ওপর আগ্রাসন চালালো। রুশবাহিনীর অত্যাচারের কাহিনী শুনে আশপাশের কয়েক গ্রামের লোক প্রতিবেশী বন্ধুদেশে চলে গেলো। আমাদেরকেও তারা হিজরত করার জন্য অনুরোধ করে বললো : রুশদের চরিত্রের কোনো ঠিক নেই, তোমাদের গ্রামের ওপর একবার আগ্রাসন চালিয়ে, আবারও চালায় সবকিছু একেবারে ধ্বংস করে ছাড়বে, খেত-খামার, মানুষ, পশু-প্রাণী কিছুই রাখবে না, তারচেয়ে আমাদের সাথে পাকিস্তানে চলো, হিজরত করি।

কিন্তু সাজানো গোছানো বাড়িঘর, চোখ জুড়ানো বাগবাগিচা, মনকাড়া চারণভূমি কিছুই আমার ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না।

বৃদ্ধ দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বললেন,

www.pathagar.com

হায়! শেষ পর্যন্ত যা হবার তাই হলো। হঠাৎ একদিন আমাদের গ্রামের ওপর ১২-১৪টি রুশ বিমান বৃষ্টির মতো বোমা বর্ষণ শুরু করলো। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো সমস্ত গ্রাম।

সুন্দর বাগান, সাজানো ঘরবাড়ি সব শেষ হয়ে গেলো। আমার ছেলে এবং তার নববধূ শহীদ হয়ে গেলো।

শহীদ হলো গ্রামের অসংখ্য মানুষ। যারা বেঁচে ছিলো তারাতো গ্রাম ছাড়লোই। আমরাও চলে এলাম এইখানে, এই আশ্রয়ে। এলাম দু'টি সন্তান এবং আমার স্ত্রীকে নিয়ে।

এইখানে, এই পাহাড়ে একটা গর্ত ছিলো, তাদেরকে এখানে বসিয়ে ফিরে গেলাম গ্রামে। ফিরে গেলাম আহতদের সেবা করার জন্য, নিহতদের দাফন করার জন্য। তখনো দাউ দাউ করে গ্রামের জায়গায় জায়গায় জ্বলছে আগুন। আমরা কয়েকজন ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে উদ্ধার করতে লাগলাম আহত এবং নিহতদের। কিন্তু উদ্ধারকাজ শেষ হবার আগেই বর্বর রুশবাহিনী আবারও শুরু করলো বোমাবর্ষণ।

নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য আমরা দৌড় শুরু করলাম পাহাড়ের দিকে। অন্যরাও যে যেদিকে পারলো পালালো। এবার শেষ হয়ে গেলো সব, সবই। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করে– আমার সন্তান এবং স্ত্রীকে রেখে গিয়েছিলাম যে পাহাড়ের গর্তে সেই পাহাড়ের কাছে আসতেই প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হলো এক প্রকান্ড বোমা।

ছিটকে পড়লাম দূরে কোথাও। তার পরের অবস্থা আমার জানা নেই। আর বেহুঁশ হয়ে কতক্ষণ যে পড়েছিলাম তাও মনে নেই।

হুঁশ যখন ফিরলো– তখন দেখি আমি একটি হাসপাতালে: এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখি আমাদের গ্রামের অনেকেই আহত হয়ে, মারাত্মক আহত হয়ে পড়ে আছে। অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছে কেউ কেউ। সন্তান আর স্ত্রীর কথা মনে পড়লো আমার। প্রতিবেশীদের কাছে তাদের খোঁজখবরও নিলাম। কিন্তু কেউ কিছুই বলতে পারলো না। জিজ্ঞেস করলাম ডাক্তারকে, তিনি বললেন, যে সৈনিকটি তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছে, তাঁকে জিজ্ঞেস করো, আগামীকাল সে আসবে। সেই হয়তো কোনো খোঁজ-খবর দিতে পারবে।

পরদিন সৈনিকটি এলো। তাকে জিজ্ঞেস করলাম। সে বললো তুমি যে জায়গায় আহত হয়ে পড়েছিলে, সে জায়গায় আমি কোনো শিশু অথবা কোনো মেয়েলোক দেখিনি। আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। শুকরিয়া আদায় করলাম এই ভেবে যে তারা বেঁচে আছে হয়তো। আর আমি ধারণা করলাম– বোম্বিং শেষ হয়ে গেলে, তারা সম্ভবত প্রতিবেশী বন্ধুদেশ পাকিস্তানে চলে গেছে। প্রায় দুই মাস হাসপাতালে থাকলাম। কিছুটা সুস্থ হলে জালেম রুশরা আমাকে আবারও জেলখনায় পাঠিয়ে দিলো। স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য চালাতে লাগলো অকথ্য জুলুম নির্যাতন। সেই নির্যাতনের কথা মনে পড়লে আমার গায়ের লোম এখনো দাঁড়িয়ে যায়। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য দফায় দফায় নির্যাতন চালানোর পর জিজ্ঞেস করা হতো– মুজাহিদদের সাথে তোর কী সম্পর্ক বল। বল নইলে শেষ করে ফেলবো। অনেকেই এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শহীদ হয়ে গেলো। রুশরা মানুষ নয় হায়েনা এই বলে বৃদ্ধ তার হাত দেখালো আলীকে দেখো, দেখো বর্বররা আমার সবগুলো নখ নষ্ট করে দিয়েছে। নষ্ট করে দিয়েছে নখের মধ্যে গরম সুই ঢুকিয়ে দিয়ে। দেখো, দেখো, আমার শরীরটা দেখো অনেকগুলো গর্ত ভরাট হয়নি এখনো। রুশরা এইভাবে অনেকের গায়ের গোশত কেটে নিয়ে দগদগে ক্ষতের মধ্যে মরিচ লবণ ছড়িয়ে দিতো।

www.pathagar.com

আর অসহ্য যন্ত্রণায় আমরা যখন আহত কবুতরের মত তাপড়াতাম তখন রুশবাহিনীর জালিমরা উল্লাস করতো। অট্টহাসিতে ফেটে পড়তো। বন্দী অবস্থায় আমার আড়াইটা বছর কেটে গেলো। একদিন জেল খানার এক অফিসার আমাকে ডেকে পাঠালো এবং মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে প্রস্তাব দিলো– পাকিস্তানের ভেতরে গিয়ে নাশকতামূলক কাজ করলে আমরা তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি। প্রস্তাব শুনে আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেলো। 'না' বলে দিলাম মুখের ওপর। শাস্তি হিসেবে আবার জেলে পাঠানো হলো আমাকে। জেলখানার সঙ্গীরা বললো, শর্ত মেনে নাও, মুক্ত হয়ে নাও আগে। তারপর তুমি কোথাও পালিয়ে যাবে না হয়। আমি কিছুতেই শর্ত মানতে রাজি হলাম না। বললাম– আমাদের অসহায় স্ত্রী-পুত্র এবং দেশবাসীকে যারা দুর্দিনে আশ্রয় দিয়েছে তাদের নির্দোষ স্ত্রী-পুত্র কন্যাদের ওপর আমি কিছুতেই বোমা ফেলতে পারবো না। খুন করতে পারবো না তাদের নিষ্পাপ শিশুদেরকে।

তিন মাসের মত আবারও কাটলো আমার জেলখানায়। হঠাৎ একদিন আমি মুক্তি পেলাম। পেলাম অজানা কোনো কারণে। তবে কারণটা মনে হয় এই আমি একেবারে বুড়ো হয়ে গেছি। রুশদের বিরুদ্ধে কোনো কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই। সুতরাং শুধু শুধু চাল, ডাল তরকারী নষ্ট করছি। এক অকমর্ণ্য বুড়োকে খরচ খরচা দিয়ে পুষে কিইবা লাভ। তাই হয়তো ছাড়া পেয়ে গেছি।

মুক্তি পাবার পরপরই গেলাম পাকিস্তানে। দীর্ঘ ছয় মাস পর্যন্ত সেখানে আমি আমার স্ত্রী এবং দুই সন্তানকে যারপরনাই খোঁজ খবর করলাম কিন্তু পেলাম না। প্রতিবেশী অনেকের সাথে দেখা হলো। সবাই বললো– না, তারা আমার স্ত্রী এবং সন্তানের কাউকেই দেখেনি। আসার পথে দেখেনি। এখানে এসেও দেখেনি। শেষ পর্যন্ত আবার ফিরে এলাম আফগানিস্তানে। ফিরে এলাম পাহাড়ের সেই গর্তের কাছে। দেখলাম না, সেই গর্তটা এখন আর নেই।

মনে করেছিলাম জায়গাটা চিনতে পারবো না। কেননা বোমা বর্ষণের পর পরিবর্তিত হয়ে গেছে জায়গাটা, ভরাট হয়ে গেছে গর্তটা। কিন্তু আমার গাঁয়ের কাছে বলে ঠিকই চিনতে পারলাম। যদিও ঝোপ ঝাড়ে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে পুরো এলাকা।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম এলাকাটার একটা বিবর্তন হয়ে গেছে বোমার আঘাতে। সুতরাং প্রথম দিকে ভাবলাম এখানেই নিহত হয়েছে। খুঁড়ে কোনো লাভ নেই। কিন্তু পরে মনে হলো সত্যিই ওরা এখনো বেঁচে আছে হয়তো এবং আমার জন্য অপেক্ষা করছে। খুঁজে পাচ্ছে না আমাকে। আসলে আমি এইসব সন্দেহ দূর করার জন্যই খুঁড়তে চাচ্ছিলাম। যদি পেলাম তো ভালো নিশ্চিত হলাম যে, ওরা শহীদ হয়ে গেছে। আর না, পেলাম তো ওদের যে করেই হোক খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এরা আমাকে সাহায্য করবে কি উল্টো আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে।

বাপ আমার, তুমিই বলো, এখন আমি কী করবো?

বৃদ্ধের হৃদয়বিদারক কাহিনী শুনে অনেকের চোখেই নেমে এলো অশ্রু।

আলী বললো :

– বাপজান, আপনার ব্যথায় আমিও ব্যথিত। আফগানিস্তানের অধিকাংশ পিতার আজ এই অবস্থা। দুঃখ আর বেদনায় খা-খা করছে তাদের অন্তর। কেউ হারিয়েছে সন্তান, কেউ হারিয়েছে মা-বাপ। আর দেরি নয়, এখনই আমরা সবাই আপনাকে পাহাড় খুঁড়তে সাহায্য করছি।

তার সঙ্গীরা এবং তাদের দেখাদেখি স্থানীয়রাও শুরু করলো পাহাড় খুঁড়তে।

www.pathagar.com

তেইশ ঃ

মাটি সরানোর কাজ শুরু হলো সকাল ১০টা থেকে এবং তা চললো এক টানা দুপুর পর্যন্ত। কিন্তু না, মরা মানুষের কোনো চিহ্ন পাওয়া গেলো না।

মুজাহিদরা এবং অন্যান্য সবাই জোহরের নামাজ পড়লেন। খাওয়া দাওয়া সেরে নিলেন। সারলেন গতকালের বেঁচে যাওয়া রুটি থেকে।

মাটি খোঁড়ার কাজে আলীর কোনো বিরাম ছিলো না। অবিরাম গতিতে সে খুঁড়েই চলছিলো। হঠাৎ বুড়োর চিৎকারে আলী থামালো। তখন আসরের নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গেছে প্রায়। বুড়োর চিৎকার ছিলো এ রকম–

: এই থামো, তোমরা থামো। থামো বলছি। হ্যাঁ পেয়েছি। পাওয়া গেছ এই দ্যাখো।

বৃদ্ধ মুরুব্বির আওয়াজ শুনে সবাই সেদিকে ছুটলো। তিনি বললেন,

: এই দ্যাখো, আমার মেয়ের হাত, গুলজানের হাত!

সবাই একটু পরখ করে বুঝলো। ঠিকই, ছোট একটি মেয়ের হাতের আঙুল দেখা যাচ্ছে। আলীর নির্দেশে আস্তে আস্তে মাটি সরিয়ে ফেলা হলো। উন্মোচিত হলো মর্মান্তিক এ পুরনো ঘটনা।

মাটি সরানো হলো তো দেখা গেলো– একটি মেয়ে এবং একটি ছেলের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে এক বৃদ্ধা। সম্পূর্ণ অক্ষত, কাপড়-চোপড় পর্যন্ত অক্ষত। ছেলেটির মাথায় তখনো টুপি, মেয়েটির মাথায় তখনো আফগানী পদ্ধতিতে পাকানো বেণী তাদের হাত তাদের আম্মার দিকে বিস্তারিত। কী আশ্চর্য বৃদ্ধার দিকে তখনো তাকিয়ে আছে তাদের চোখগুলো। অন্য দিকে বৃদ্ধার শরীরের ওপর পড়ে আছে মোটা একটা কাপড় যা দেখে বোঝা যায় যে, জীবনের শেষ মূহূর্তেও তিনি পর্দা রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন এ ভাবেই তারা পরস্পরের প্রতি স্নেহ মায়া ভালোবাসার দৃশ্য অক্ষত রেখে শাহাদাতের মৃত্যুকে অভিনন্দিত করেছেন।

তাদের দৃশ্যটির সঙ্গে টেলিভিশনের সেই দৃশ্যের তুলনা করা যায়। যে দৃশ্য কিছুক্ষণ আগেও ছিলো চলমান, তারপর তা ফ্রিজ হয়ে আছে। যেন তা এখনি নড়েচড়ে উঠবে।

তিন বছর পরও তাদের সবকিছুই অক্ষত, এমনকি তাদেরকে দংশন করেনি একটি কীটও। নষ্ট করেনি তাদের কাপড়ের একটি অংশও। দেখে সবার ঈমান হলো আরো মজুবত। আবার রুশবাহিনীর অকথ্য নির্যাতনের উপস্থিত প্রমাণ দেখেও শিউরে উঠলো।

ডুকরে কেঁদে উঠলেন বৃদ্ধ মানুষটি। আলীসহ সবার চোখে নামলো অশ্রুর অবাধ বন্যা। কিছুক্ষণ পর বৃদ্ধ একটু নিজকে সামলিয়ে নিয়ে মেয়েটির দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থেকে বলতে লাগলেন, একবার আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব জুমার নামাজের আগে, অত্যন্ত আবেগ নিয়ে জেহাদের ওপর বক্তৃতা করেছিলেন। সেই বক্তৃতা আমার এই মেয়েটিও শুনেছিলো। ইমাম সাহেব বলেছিলেন, রুশ হানাদারদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা এখন প্রতিটি আফগান নাগরিকের ওপর ফরজ। তারপর মেয়েটি আমাকে– রাতে জিজ্ঞেস করেছিল আব্বা, জেহাদ জিনিসটা কী? আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবে? আমি বলেছিলাম– মাগো, আল্লাহর দ্বীনের মর্যাদা রক্ষার জন্য এবং মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে যুদ্ধ, সেই যুদ্ধই

www.pathagar.com

হচ্ছে জেহাদ। সেদিন মেয়েটি আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিলো আব্বা, ইমাম সাহেব তো বললেন রুশ কাফেররা আমাদের মসজিদ ধ্বংস করেছে। আমাদের মানুষ হত্যা করেছে কিন্তু তারপরও তুমি কেন তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করছো না? আমি তার সাথে সেদিন ওয়াদা করেছিলাম, মাগো, জেহাদে যাবো না? অবশ্যই যাবো। আমার কথা শুনে মেয়েটি আমার তখনই বলেছিলো আব্বু আমাকেও কিন্তু সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। আমিও যদি যুদ্ধে গিয়ে শহীদ হয়ে যাই তো আল্লাহ খুব খুশি হবেন না আব্বু? বেহেশত দেবেন না আব্বু?

কথাগুলো বলতে বলতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন আবারও বৃদ্ধ।

বৃদ্ধের কথা শুনে আলীরও মনে পড়লো তার বোন সায়মার স্মৃতি। আলী একটু দূরে গিয়ে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে গুমরে গুমরে কাঁদতে লাগলো।

আলী যখন বাড়ি থেকে চলে এসেছিলো তখন শপথ করেছিলো। তার বোন সায়মার প্রতিটি ফোঁটা ফোঁটা রক্তের প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু এখন সে দেখছে অসংখ্য নারী এবং শিশুর রক্তে আফগানিস্তানের মাটি ভিজিয়ে দিয়েছে। লালে লাল করে দিয়েছে গোটা মাতৃভূমি জালেমরা সুতরাং সমস্ত রুশবাহিনীকে খতম করলেও প্রতিশোধ নেয়া হবে না। তবুও আলী আবারও প্রতীক্ষা করলো রুশ জালেমদের সম্পূর্ণভাবে খতম না করা পর্যন্ত সে লড়াই চালিয়ে যাবে লড়াই করে যাবে শেষ রক্তিবিন্দু দিয়ে।

আলী অসহ্য বেদনায় ছটফট করা অবস্থাটা সামলিয়ে নিয়ে সবাইকে শান্ত করলো। লাশ তিনটি বৃদ্ধের পারিবারিক গোরস্তানে দাফন করা শেষ হলে, তাঁবু পড়লো ঐ এলাকায়। রাত কাটিয়ে দিলো।

আলী সকালের নাশতা সেরে রওয়ানা করার জন্য তৈরি হচ্ছে, এমন সময় বৃদ্ধ এসে হাজির– বললেন,

: আমিও তোমাদের সঙ্গে যাবো। আর কিছু করতে না পারি তোমাদের জন্য রান্না তো করে দিতে পারবো। আলী বৃদ্ধের জেহাদী জজবা দেখে সঙ্গী করলো তাঁকে।

আলী মুজাহিদদের সঙ্গে নিয়ে দুই ঘন্টার পথও অতিক্রম করতে পারেনি, বোম্বিং শুরু হয়ে গেলো। শুরু করলো শত্রুবাহিনীর চার চারটি হেলিকপ্টার। আলী সাথে সাথে সবাইকে পাহাড়ের নিরাপদ স্থানে গিয়ে পজিশন নিতে বললো। সঙ্গের খচ্চর দুটিকে দাঁড় করাতে বললো, গাছের একান্ত আড়ালে।

হেলিকপ্টার ঘায়েল করার মত কোনো হাতিয়ার আলীর কাফেলার কাছে ছিলো না। সুতরাং শত্রুবাহিনী ইচ্ছেমতো বোমা নিক্ষেপ করে চলে গেলো। কিন্তু পরপরই চলে এলো জঙ্গিবিমান। শুরু করলো ভয়াবহ রকমের বোম্বিং। গাছের আড়ালে বেঁধে রাখা খচ্চর দুটো ভয়ের চোটে দিলো ছুট। এ খচ্চর দুটোকেই টার্গেট করলো যুদ্ধবিমান। সমস্ত এলাকা ধ্বংস করার পরিকল্পনা ওদের। আলী এবং তার বাহিনী বিপর্যয়ের সম্মুখীন। আলী সবাইকে দ্রুত পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার নির্দেশ দিল। খচ্চর দুটো মারা যাওয়ায় পানি খাদ্য-দ্রব্য নিয়ে সবাইকে শিখরের ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে অবস্থান নিতে হলো। পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য আলী সবাইকে নিয়ে পরামর্শের উদ্দেশ্যে বৈঠকে বসলো।

বৃদ্ধ মুজাহিদ বললেন,

: আমরা গতকাল যখন খুঁড়ছিলাম, নিশ্চয়ই তখন কোনো চর ছিলো। আর আমাদের আশপাশেই ছিলো। সে-ই রুশ বাহিনীকে খবর দিয়েছে। দশ বারো গ্রামের মধ্যে এখানে

www.pathagar.com

কোনো রুশ ক্যাম্প নেই। সুতরাং ঐ চর বেশ দূরে গিয়েই আমাদের খবরটা দিয়েছে।
আলী বললো,
: মোকাবেলা করার মত কিছুই আমাদের কাছে নেই। তবুও অমৃত্যু আমরা লড়ে যাবো। লড়ে যাবো যা আছে তাই দিয়ে।
তারপর আলী দু'জন দু'জন করে এক একটি জায়গায় পজিশন নিতে বললো। পজিশন নিয়ে লুকিয়ে থাকতে বললো, ঠিক সেইসব জায়গায়, যেখানে রুশবাহিনীর বোম্বিং এর ফলে বিরাট বিরাট গর্ত হয়ে গেছে।
ইতোমধ্যে পাহাড়ের পাদদেশে এসে গেছে দুশমনদের সাঁজোয়া বাহিনী। এসেই এলোপাতাড়ি ফায়ারিং শুরু করলো। ফায়ারিং করলো অনেকক্ষণ ধরে। তার পর উঠতে লাগলো ওপরের দিকে। ওপরে উঠছে এখন এক বিরাট শক্তিশালী বাহিনী। অন্য দিকে আলী এক ক্ষুদ্র দল এবং প্রায় অস্ত্রহীন এক বাহিনী নিয়ে পরামর্শে রত। কী আশ্চর্য এবং ভয়াবহ ব্যাপার।
শত্রুবাহিনী ওপরে উঠছে। মুজাহিদরা চলে গেলো আরো ওপরে শীর্ষে। এখন আক্রমণ করা ছাড়া কোনো পথ নেই। তাই সামান্য গোলা বারুদ যা ছিলো, তাই নিয়ে মুজাহিদ বাহিনী আক্রমণ শুরু করলো। মুজাহিদদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য রুশবাহিনীর কিছুসংখ্যক লুকালো গাছের আড়ালে। আর কিছু সংখ্যক প্রাণভয়ে দৌড়ালো পেছনের দিকে, নিচের দিকে। মুজাহিদরা ফায়ারিং করায় তাদের অবস্থান সম্পর্কে রুশবাহিনী ওয়াকিবহাল হয়ে গেলো। ওয়াকিবহাল হয়ে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এবার শত্রুবাহিনী আরো ওপরে উঠতে লাগলো। মুজাহিদরা গুলি ছুড়েছে তো রুশরা গাছের আড়ালে চলে যাচ্ছে, নয়তো ট্যাঙ্কের আড়ালে চলে যাচ্ছে। এইভাবে যখন তারা মুজাহিদদের একেবারে কাছে চলে গেলো, মুজাহিদদের গোলাবারুদও তখন প্রায় শেষ।
মুজাহিদদের সম্পর্কে রুশবাহিনী প্রথমে ধারণা করেছিলো মুজাহিদরা সংখ্যায় খুব কম, গোলাবারুদও তাদের হাতে তেমন একটা নেই। কিন্তু মুজাহিদরা পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে আক্রমণ করার কারণে তাদের ঐ ধারণা তাদেরকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিলো।
রুশবাহিনীর প্রধান তবুও মুজাহিদদের ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্য মেগাফোন হাতে নিয়ে হাতিয়ার ফেলে দেবার হুকুম দিলো। আর বললো আমরা জানি, তোমরা সংখ্যায় খুব কম। তোমাদের কাছে গোলাবারুদও তেমন একটা নেই। অতএব আত্মসমর্পণ করো।
কমান্ডারের এই চালবাজি যখন ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসের ভেতরে তখন ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে ক্রলিং করছে আলী। এইভাবে সবাইকে খবর দিয়ে নিয়ে আলী একটি গর্তের মধ্যে আবারও বসলো পরামর্শে।
বৃদ্ধ মুজাহিদ বললেন,
: মরতে তো একদিন হবেই, তবে নির্দিষ্ট সময়ের আগে কারো পক্ষেই মরা সম্ভব না।
এ অবস্থায় শত্রুদের বর্বর বাহিনীর হাতে বন্দী হয়ে নির্যাতন ভোগ করার চেয়ে বীরের মতো লড়াই করে মরা অনেক উত্তম।
বৃদ্ধের কথায় সবাই একমত হলো।
আলী বললো,
যে সঙ্কটের মধ্যে এখন আমরা নিপতিত হয়েছি, এই ধরনের সঙ্কটে আমরা আগেও পড়েছি। রুশ বন্দিশালা থেকে উদ্ধার হয়েছি। উদ্ধার পেলাম গর্তের ভেতর থেকেও। আর আল্লাহই

www.pathagar.com

আমাদের উদ্ধার করেছেন। এখনও আল্লাহ্ই উদ্ধার করবেন। নিশ্চয়ই কোনো একটা পথ তিনি বের করে দেবেন।

মুজাহিদদের সাহস বাড়ানোর জন্য সংক্ষিপ্ত একটি ঘটনার উল্লেখ করলো আলী,

আমার দাদার কাছে শুনেছি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে একবার তারা তাদের বাহিনীসহ ইংরেজ বাহিনীর ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেলেন। দাদাদের বাহিনীর সঙ্গে তখন না আছে খাবার, না আছে পানীয়। তবুও তারা মনোবল হারালেন না। আল্লাহর কাছে কাতরকণ্ঠে দোয়া করলেন : হঠাৎ ভীষণ তুফান ও শিলাবৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো। প্রচণ্ড তুফান ও শিলাবৃষ্টিতে বহু শত্রুসৈন্য নিহত হলো, আহতও হলো বহু। বাকিরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে।

ঘটনাটি উল্লেখ করে আলী আবার বললো,

সেদিন তাঁরা রক্ষা পেয়েছিলেন আল্লাহরই সাহায্যে, আল্লাহরই রহমতে। এসো ভাইয়েরা, আমরাও আজকে ঐ আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাই, দোয়া করি তাঁরই দরবারে।

সব মুজাহিদ আল্লাহ দরবারে হাত তুললেন : হে মাবুদ, মৃত্যুর ভয় পাই না আমরা। কিন্তু সঙ্কট সন্ধিক্ষণেও দ্বীনের মর্যাদা রক্ষার জন্য, আপনার দ্বীনের পতাকা বুলন্দ করবার জন্য লড়াই চালিয়ে যেতে চাই, মাবুদ তুমি আমাদের সাহায্য করো।

হে আমাদের মাবুদ তুমি আমাদের সাহায্য করো ঠিক সেইভাবে, যেভাবে তুমি আমাদের পূর্বসূরিদের সাহায্য করেছো।

মাবুদ, যেভাবে ক্ষুদ্র আবাবিল বাহিনী দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছো বিশাল আবরাহার বাহিনীকে, ঠিক সেভাবেই ধ্বংস করে দাও আমাদের শত্রুবাহিনীকে। মাবুদ, তুমি আমাদের ধৈর্য দাও অটল ধৈর্য, মনোবল দাও, অটুট মনোবল।

চব্বিশ ঃ

দোয়া শেষ হলো। এবার মুজাহিদদের মনোবল হলো দ্বিগুণ। শঙ্কা-সংশয় মুহূর্তের মধ্যে উরে গেলো। দুরবিনের মাধ্যমে আলী লক্ষ্য করছিলো রুশ সেনাদের অবস্থান। হঠাৎ আলী দুটো অবিস্ফোরিত বোমা দেখতে পেলো। সাঁজোয়া যান এবং ট্যাঙ্ক বহরের পাশেই পড়ে আছে। সে আবদুর রহমানের হাতে দুরবিন দিয়ে সত্যিই বোমাগুলো অবিস্ফোরিত কি না দেখতে দেখতে বললো। আবদুর রহমান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে বললো :

– অক্ষত বলেইতো মনে হচ্ছে। কিন্তু আমাদের কি লাভ? আলী বললো :

– আমরা যদি কোনোভাবে ও দুটোর বিস্ফোরণ ঘটাতে পারি, তাহলে দুশমনদের পুরো কনভয় ধ্বংস হয়ে যাবে।

আবদুর রহমান বললো :

– আমাদের পক্ষে বিস্ফোরণ ঘটানো কি সম্ভব? হবে কিভাবে? তা ছাড়া ওগুলো তো বিমান থেকে ফেলানো হয়েছে। তারপরও যখন ফাটেনি তখন আমাদের কথাবার্তায় তো আর ফাটবে না। আলী বললো,

– চেষ্টা করে দেখতে কোনো বাধা নেই। আলী তার হাতের কলাশনিকভটি দিয়ে বোমা

www.pathagar.com

টার্গেট করছিলো, এমন সময় ম্যাগা ফোনে শত্রুপক্ষের কমান্ডারের নির্দেশ শোনা গেলো :

– আমরা আর মাত্র পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। এই সময়ের মধ্যেই যার যার হাতিয়ার ফেলে দাও, নইলে আমরা ফায়ারিং শুরু করতে বাধ্য হবো। কাউকেই রেহাই দেয়া হবে না। খতম করা হবে সবাইকে।

এদিক থেকে আলীও সিংহের মত গর্জন করে বললো,

– আর মাত্র কয়েকটা মিনিট অপেক্ষা করো।

তারপর দেখো আল্লাহর মার কতটা ভয়ানক। আমরা কিভাবে তোমাদেরকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিই।

আলীর চিৎকার শুনে অন্যান্য মুজাহিদ বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠলো,

আলী, এটা তুমি কি করলে? তোমার চিৎকার শুনে ওরা তো আমাদের অবস্থান সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত হয়ে গেলো। এবার এক ব্রাশেই সবাইকে খতম করে দেবে।

আলী সবাইকে আশ্বস্ত করে বললো :

দুশ্চিন্তার কিছুই নেই। বন্ধুরা নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন এবং দুশমনদেরও নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। ঐ যে দেখো, দুটো বোমা পড়ে রয়েছে, ঐ বোমা দুটোই আমাদের জন্য আল্লাহর সাহায্য। আমাদের ব্যবহারের জন্যই ওই দুটো অক্ষত রেখেছেন আল্লাহ। আমরা যদি ওই দুটোকে বিস্ফোরিত করতে পারি তো এক নিমেষেই দুশমনদের খেল খতম।

আলীর কথা শেষ হতে না হতেই আবারও রুশ কমান্ডারের চিৎকার ভেসে এলো,

– আমরা তোমাদের আল্লাহকেও বিশ্বাস করি না, ফেরেশতাদেরও বিশ্বাস করি না। যদি তোমাদের খোদা থেকে থাকে তো তোমাদের সাথে আজকে তাকেও পাকড়াও করবো। তোমাদের খতম করবো। তোমাদের খোদাকেও খতম করবো। রুশ কমান্ডারের এ-ঔদ্ধত্য আলী মোটেই সহ্য করতে পারলো না। রাগে গর্জন করে উঠলো। আলী বললো :

আর একটু অপেক্ষা, আমাদের খোদাকেও বিশ্বাস করবে, ফেরেশতাকেও দেখতে পাবে। সেই সঙ্গে আল্লাহর সাথে যে বেয়াদবি করেছো তারও যথার্থ শাস্তি পাবে।

এই বলে আলী মনে মনে দোয়া করতে লাগলো :

'হে আল্লাহ, আমি কেবল তোমার ওপর ভরসা করে শয়তানের গোষ্ঠীকে চ্যালেঞ্জ করেছি। এখন একমাত্র তুমিই সহায়। হে আল্লাহ তুমি আমার মুখ রক্ষা করো, সম্মান রক্ষা করো।'

মনে মনে দোয়া শেষ করেই বোমা টার্গেট করলো আলী এবং গুলি ছুড়লো। প্রথম গুলিটি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলো। নিরাশ না হয়ে দ্বিতীয়টি ছুড়লো। দ্বিতীয়টিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। ইতোমধ্যে দুশমনরাও গুলি ছোড়া শুরু করেছে। গুলিগুলো মুজাহিদদের একেবারে কাছেই এসে পড়ছে। পড়ছে বৃষ্টির মত। আলী এই গুলির বৃষ্টির মধ্যেই আল্লাহু আকবার বলে তৃতীয় গুলিটি ঐ বোমা টার্গেট করেই ছুড়লো। এবার টার্গেট মিস হলো না কিন্তু বোমাটি তবু বিস্ফোরিত হলো না। আলীর কাছে আর কোনো গুলি নেই। সঙ্গী মুজাহিদরা বলতে লাগলো

– যে যেভাবে পারো পালাও জীবন রক্ষার চেষ্টা করো।

আলীই শুধু বললো :

এখান থেকে জীবন নিয়ে পালানোর আর কোনো সুযোগ নেই। এখন হয় মৃত্যু, না হয় গ্রেফতারি। কেন যেন তৃতীয় গুলিটি ব্যর্থ হওয়ার পরও আলীর চোখে মুখে কোনো হতাশার ছাপ পড়লো না। এবার আবদুর রহমানের কলাশনিকভটি আলী নিয়ে নিলো এবং

www.pathagar.com

যারপরনাই আল্লাহকে ডাকতে ডাকতে চতুর্থ গুলিটি ছুড়ে মারলো। না লক্ষ্য ভেদ হলো না। বরং বিকট শব্দে বোমাটি বিস্ফোরিত হলো। মুহূর্তের মধ্যে আলী হাতে তুল নিলো দূরবিন, দেখতে পেলো পুরো উপত্যকা ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে, আকাশে ধুলো আর ধুলো। ফায়ারিংয়ের কোনো শব্দই আর দুশমনদের দিক থেকে শোনা যাচ্ছে না। এক অখৈ নিস্তব্ধতা নেমে এলো নিমেষে। খানিক পরে ধুলো ধোঁয়ার ভাবটা কেটে গেলে দেখা গেলো সাজোয়া যানগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছে চতুর্দিকে। পর্যুদস্ত ট্যাংকগুলোতে এখনও আগুন জ্বলছে। নিহত হয়েছে কিছু সৈন্য, আহত হয়ে পড়ে আছ কিছু। আলী সবার সাথে পরামর্শ করে নিচে নামার সিদ্ধান্ত নিলো।

নিচে নেমে সবাই পজিশন নিয়ে নিলো। আলী তার পজিশন ঠিক করলো একটি সাজোয়া গাড়ির আড়ালে। তারপর সেখান থেকে সে চিৎকার দিয়ে বললো :

রুশ সেনারা, যারা এখনো বেঁচে আছো, বেরিয়ে এসো। বেরিয়ে এসো আড়াল থেকে বলছি। বেরিয়ে এসে আত্মসমর্পণ করো।

কিছুক্ষণের মধ্যে কিছু সৈন্য আড়াল থেকে বেরিয়ে হাতিয়ার ফেলে দিলো এবং হাত উঁচু করে সামনে এসে দাঁড়ালো।

আলী দরবেশ খান এবং আবদুর রহমানকে নির্দেশ দিলো :

এদেরকে পিঠমোড়া দিয়ে বাঁধো।

অন্যান্যদের বললো,

কিছু জায়গা তল্লাশি চালাও। মনে হয় কিছু পালিয়েছে, ধাওয়া করো। যেন সরে যেতে না পারে। আর তোমাদের কাছে গুলি না থাকলে রুশদের ম্যাগজিন নিয়ে নাও। ওদের কলাশনিকভগুলোও নিয়ে নাও।

কোনো মুজাহিদের কাছেই তখন কোনো বুলেট ছিল না। রুশ সৈন্যরা যদি তা কোনো রকমে বুঝতে পারতো তাহলে তো স্বেচ্ছায় ধরা দিতো না। তাই সকল মুজাহিদ আত্মসমর্পণকারী রুশ সেনাদের কাছ থেকে অস্ত্র এবং গোলাবারুদ নিয়ে নিলো এবং পলায়নপর সৈন্যদের ধাওয়া করলো।

বোমা বিস্ফোরণের ফলে রুশবাহিনীর সমস্ত সাজোয়া যান এবং ট্যাঙ্কগুলোতে আগুন ধরে গিয়েছিলো। ষাটজনের মত রুশসৈন্যর দেহ তুলোর মতো ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। আহত অবস্থায় ধরা পড়লো একশরও বেশি।

আলীর সঙ্গের মুজাহিদরা কুড়িয়ে নিলো সব সচল অস্ত্র ও গোলাবারুদ। অন্যান্য মুজাহিদরা গ্রেফতার করে নিয়ে এলো দশ জন রুশসৈন্য।

আলী চাচ্ছিলো তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে যেতে। কিন্তু বন্দীদের নিয়ে পড়লো সমস্যায়। আবদুর রহমান এবং বৃদ্ধ মুজাহিদ বললো : এদের সাথে নেয়াও ঠিক হবে না। আবার ছেড়ে দেয়াও ঠিক হবে না। সুতরাং হত্যা করতে হবে।

আলী খানিকটা ভেবেচিন্তে বললো :

ইসলাম বন্দীদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করতে নিষেধ করেছে। ইসলামী আদালতে এদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত এদের তো আমরা হত্যা করতে পারি না।

– বৃদ্ধ মুজাহিদ খোলাখুলি বললো :

এসব রুশরা বন্দী মুজাহিদদের সাথে নির্মম আচরণ করে। হাত পা বেঁধে শিকারি কুকুরের

www.pathagar.com

সামনে পর্যন্ত ফেলে দেয়।
আলী বুঝিয়ে বললো :
জালেম রুশদের মত আমরাও যদি শাস্তি দিই তো আমরা ঐ জালেমদের মতই হয়ে গেলাম। ইসলাম এবং কমিউনিজমের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকলো না। আমরা বরং হাত-পা বেঁধে এদেরেক এখানেই রেখে যাবো, কাতরাতে কাতরাতে এখানেই মরবে না হয় বেঁচে যাবে।
কোনো কোনো মুজাহিদের কাছে আলীর এ কথা ভালো লাগলো না কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাই একমত হলো।
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রুশসৈন্যদের রেখে আলী এবং তার সঙ্গীরা উপত্যকার নিচু অঞ্চল অতিক্রম করতে না করতেই রুশ জঙ্গি বিমান এসে বোম্বিং শুরু করলো। দ্রুত মুজাহিদরা আড়ালে চলে গেলো। হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা রুশসৈন্যদের মুজাহিদ ভেবে অনবরত এদের ওপর রুশবাহিনীই বোমাবর্ষণ করে গেলো। ছারখার হয়ে গেল সবাই। অবস্থা বোঝার জন্য দু'জন মুজাহিদকে পাঠানো হলো। কিছুক্ষণ পর এসে তারা জানালো–
সব রুশসৈন্যই খতম হয়ে গেছে। আর তাদের ছিন্ন ভিন্ন দেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সারা উপত্যকায়।
সব শুনে আলী বললো,
– আল্লাহর বিচার হয় সূক্ষ্ম এবং যথাযথ। আমরা বিচার করলে হয়তো এতটা যথাযথ আর সূক্ষ্ম হতো না। হতো না এতটা কঠিন যতটা ওদের নিজের দলের লোকদের কাছ থেকে পেলো।
আবার এরচেয়েও কঠিন এক শাস্তি এদের জন্য অপেক্ষা করছে। যা দোজখের শাস্তি, ভয়ঙ্কর শাস্তি। যেখানে ওরা সেই ফেরেশতাদের দেখতে পাবে, যাদেরকে ওরা বিদ্রূপ করেছে এবং তখন বুঝতে পারবে আল্লাহ কত শক্তিশালী।
আল্লাহতা'লার অপার মেহেরবানিতে অকল্পনীয়ভাবে বেঁচে যাওয়ায় এবং বিস্ময়কর রকমের বিজয় লাভ করায় সব মুজাহিদ আবারাও আল্লাহর দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়লো। আবারও তাঁর শুকরিয়া আদায় করলো। মূলত এই বিজয়ে মুজাহিদদের মনোবল বাড়িয়ে দিলো, বাড়িয়ে দিলো তাদের শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা।
আট দিনের মত হয়ে গেছে, আলী এই ছোট্ট মুজাহিদ-দলটি নিয়ে বেরিয়েছে। এবার মারকাজে ফিরে যেতে চায় সে। সুতরাং তার দল নিয়ে সে এক গভীর জঙ্গলের একটি সঙ্কীর্ণ গিরিপথ ধরে অগ্রসর হতে লাগল। এলাকাটি মুজাহিদদের দখলে ছিলো বলে তারা পথ চলছিলো নির্ভাবনায়। হঠাৎ পাহাড়ের আড়াল থেকে ভেসে এলো গম্ভীর আওয়াজ :
– দাঁড়াও।
দাঁড়িয়ে গেলো আলী ও তার সাথীরা। উঁকি দিয়ে দেখলো, ঝোপের আড়াল থেকে দু'জন লোক হাতের ইশারায় তাদের ডাকছে এবং বলছে :– আমাদের কমান্ডার আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছেন।
এবার আড়াল থেকে তারা কাছে এলো। আলী বুঝতে পারলো, এরা মুজাহিদ, অন্য কেউ নয়। ফলে আলী সবাইকে নিয়ে অনুসরণ করলো তাদের।
১০-১২ জন মুজাহিদের একটি দল একটি ছোট্ট ক্যাম্পে বিশ্রাম নিচ্ছিলো। মাটিতে যার যার

www.pathagar.com

চাদর বিছিয়ে। আলীদের দেখে তারা উঠে দাঁড়ালো। উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলো। কোলাকুলি করতে করতে পরিচিত হলো পরস্পরের সঙ্গে।

এখানকার কমান্ডার মাহমুদ খান। আলীকে তিনি জানালেন :

– সামনের রাস্তা বন্ধ। এ রাস্তাটির পাহারায় ছিলো যে ক্যাম্পটি গতকাল সেটি শত্রুরা দখল করেছে।

আলী জিজ্ঞাসা করলো :

– হঠাৎ ক্যাম্পটি শত্রুদের দখলে গেলো কী করে? তিনদিন আগেও তো নিরাপদ ছিলো পথটি। একটি দলও গিয়েছে এ পথে।

মাহমুদ খান খুলে বললো সব ঘটনা :

– ঠিকই, তিন দিন আগে ক্যাম্পটি আমাদেরই দখলে ছিলো। আর তিন দিন আগে যে মুজাহিদ দলটি এ-পথ দিয়েই গিয়েছিলো বলে আপনি বলেছেন। সে দলটি আমাদের এখানেই সকালের নাস্ড়া গ্রহণ করেছিলো। তারপর চলে যাওয়ার পর আসরের নামাজ পড়ার সময় বোমা নিক্ষেপ করা শুরু করে এক ঝাঁক শত্রুবাহিনীর যুদ্ধবিমান। পাহাড়ের নিচে তখন কমান্ডারসহ পঁচিশ জন মুজাহিদ, ওপরে পঞ্চাশ এবং মারকাজে ছিলো এক শ' করে। শিলাবৃষ্টির মতো বোমা নিক্ষেপ করছিলো শত্রুবাহিনী। একটিমাত্র বিমানবিধ্বংসী কামান ছিলো আমাদের হাতে। একটিমাত্র বিমান আমরা ভূপাতিত করতে পারলাম।

অন্য জঙ্গিবিমান এক সময় চলে গেলো।

পরক্ষণে এলো হেলিকপ্টার। খুব নিচু দিয়ে। সন্দেহজনক স্থানে বেধড়ক বোমা বর্ষণ করলো সেগুলোও। তবুও আমরা রকেট নিক্ষেপ করে তিনটির মতো কপ্টার সাবাড় করে দেই। প্রচণ্ড রকমের বোমা বর্ষণে এবং কামানের গোলাগুলিতে আমাদের বেশ কয়েকজন মুজাহিদ শহীদ হয়ে যায়, কয়েকজন হয় আহত। অন্য দিকে গ্যাসবোমায় অসুস্থ হয়ে পড়ে আমাদের অধিকাংশ মুজাহিদ। তাড়াতাড়ি পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিয়ে কমান্ডারের পরামর্শ চাইলাম। পেছনে সরে আসার জন্য পরামর্শ দিলেন তিনি। সন্ধ্যা সমাগত তখন। রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিলাম আমরা। পেছনে সরে এলাম আমরা। পাহাড়ের মাঝামাঝি নেমে আসতেই হেলিকপ্টার এলো এক ডজনের মতো। কিন্তু কোন বোম্বিং করলো না। ছত্রীসেনা নামিয়েছে বুঝতে পারলাম। জীবন নিয়ে ফিরতে পারলাম মাত্র পঁচিশজন। বাকিরা সবাই শহীদ হয়ে গেলো। খাদ্য-পানীয় কিছুই সঙ্গে আনতে পারিনি। দুই-তিন দিন ধরে আমরা অনাহারে। বেরুতেও পারছি না এখান থেকে। কেন্দ্র থেকে সাহায্য আসার কথা, তা-ও এখানে এসে পৌঁছালো না। কেন যে পৌঁছালো না, সে ব্যাপারেও কিছু বুঝতে পারছি না।

মাহমুদ খানের কথা শেষ হলে আলী জিজ্ঞেস করলো :

– কমান্ডার শেরদিল খান এবং তাঁর সাথীদের অবস্থা কী?

মাহমুদ খান জবাব দিলেন :

– না, তাদের অবস্থা সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই।

আলী ঐ ব্যাপারে আর কিছুই জিজ্ঞেস না করে বললো :

– আগে আপনাদের খাবারের ব্যবস্থা করি, তারপর অন্য কথা পরে হবে।

পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য এবং পানীয় ছিলো আলীর দলের কাছে। খাবার পর্ব শেষ করতে খুব একটা সময় লাগলো না। আলী এবার জিজ্ঞেস করলো :

www.pathagar.com

– পাহাড়ের দিকের মুজাহিদদের কাছে কী ধরনের অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ ছিলো বলতে পারবেন মাহমুদ ভাই?

মাহমুদ খান জানালেন :

– শেরদিল খানসহ পঁচিশজন মুজাহিদ ছিলো পাহাড়ের দিকে। দু'টি বাংকার এবং একটি তাঁবুও ছিলো। কলাশানিকভ তো ছিলোই। তাছাড়া ছিলো একটি মর্টার তোপ এবং একটি রকেট লাঞ্চার।

আলী গভীর আন্তরিকতা নিয়ে জিজ্ঞেস করলো :

– সাহায্য কতক্ষণের মধ্যে আসতে পারে বলে আপনার ধারণা? নাকি আসবেই না?

মাহমুদ খান বললেন :

– কোনো একটা কিছু হয়েছে, তা না হলে এতক্ষণে তো পৌঁছে যাবার কথা।

আলী চুপ করে থাকলো বেশ কিছুক্ষণ, চিন্তা করলো কী যেন। তারপর বললো,

– আপনাদের শুধু শুধু বসে থাকা ঠিক হবে না। দুশমনদের কবল থেকে যেকোন উপায়ে ঘাঁটিটিকে আবার উদ্ধার করা দরকার। এমনও হতে পারে, হেডকোয়ার্টার থেকে পাঠাবার মতো অতিরিক্ত মুজাহিদ নেই। এ অবস্থায় জবাবী হামলা করতে বিলম্ব হওয়াটা একেবারেই ঠিক হবে না। বিলম্বের সুযোগে শত্রুরা বাংকার খুঁড়বে এবং ঘাঁটি গড়ে তুলবার মতো প্রয়োজনীয় সময় হাতে পেয়ে যাবে।

একবার শত্রুবাহিনী সে-সুযোগ পেয়ে গেলে আমাদের ঘাঁটি আর আমরা উদ্ধার করতে পারবো না। হতে পারে আজ সন্ধ্যার মধ্যেই আপনারা হেডকোয়ার্টারের সাহায্য পেয়ে যাবেন। সুতরাং হামলার পরিকল্পনা চূড়ান্ড় করা উচিত। আমরা সবাই আপনাদের সঙ্গে থাকবো ইনশাআল্লাহ।

পঁচিশ ঃ

বেদখল হয়ে যাওয়া সৈন্যশিবির পুনরুদ্ধারের জন্য সকল মুজাহিদ আলীকেই কমান্ডার নিযুক্ত করলো। দুশমনদের অবস্থা এবং তাদের অবস্থান ভালো করে বোঝার জন্য, আলী কালক্ষেপণ না করে আবদুর রহমান, মাহমুদ খান আর অন্য আরো দু'জন মুজাহিদকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। আর এক সময় ক্রলিং করে তারা দুশমনদের ঘাঁটির একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে গিয়ে সকল অবস্থাই পর্যবেক্ষণ করে এলো।

পর্যবেক্ষণ করে এলো কখনো গাছে ওঠে, কখনো গাছের আড়াল থেকে।

দেখা গেলো, চার চারটি চেকপোস্ট পাহাড়ের ওপর। আলীর দুরবিন দিয়ে ভালো করে দেখে, সাথে সাথে পুরো এলাকাটার একটা মানচিত্র তৈরি করে নিলো। মানচিত্রে বিশেষভাবে চিহ্নিত করলো চেকপোস্টগুলা। এ ব্যাপারে সে মাহমুদের সাথে একান্তভাবে আলাপ করে নিলো এই জন্য যে, মাহমুদ খান এ এলাকা সম্পর্কে আগে থেকেই খুব ভালো করে জানে।

গোটা পাহাড় সম্পর্কে সম্পূর্ণ একটা ধারণা নেবার জন্য পাহাড়টির উল্টো দিকেরও অবস্থা আলীর অবগত হবার দরকার ছিলো। তাই সে খুবই কষ্ট করে সঙ্গী মুজাহিদদের নিয়ে এমন

www.pathagar.com

একটা দুর্গম অথচ প্রয়োজনীয় জায়গায়। দুশমনদের টহল এড়িয়ে যেতে সক্ষম হলো। যেখান থেকে খুব স্পষ্টভাবে পাহাড়ের বিপরীত দিকটিও দেখা যায়।

আলী দুরবিন দিয়ে খুব ভালোভাবে দেখতে পেলো। বেশ কয়েকটি ছাউনি রয়েছে পাহাড়ের ঢালে ঢালে। নিম্নাঞ্চলে ছেয়ে আছে অসংখ্য ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া যানে। সুতরাং বোঝার বাকি থাকার কথা নয় যে, শেরদিল খান হয় শহীদ হয়েছেন। না হয় বন্দী অবস্থায় মৃত্যুর প্রহর গুনছে। আলী একটি চমৎকার অভিজ্ঞতা, প্রয়োজনীয় ম্যাপ এবং দুর্দমনীয় আক্রোশ নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে এলো।

আলীর মাথায় হাতছাড়া হয়ে যাওয়া ক্যাম্প উদ্ধারের উত্তেজনা। সে আবদুর রহমান এবং মাহমুদ খানকে নিয়ে সদ্য আঁকা ম্যাপের পর্যবেক্ষণে ডুবে গেলো তাই। ম্যাপটিকে কেন্দ্র করে গভীর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবার পর আলী আবদুর রহমান এবং মাহমুদ খানকে লক্ষ্য করে মন্তব্য করলো,

আমরা যদি হেডকোয়ার্টারের সাহায্য পেয়ে যাই, তাহলে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া ক্যাম্পটিকে উদ্ধার করা কোনো ব্যাপারই না। অবশ্য হেডকোয়ার্টারের সাহায্য যদি না-ও পাই, তবুও আমরা অপারেশনে যাবো এবং আজকেই যাবো। কেননা, এখনও কিন্তু শত্রুবাহিনী তাদের অবস্থান মজবুত করার কাজেই ব্যস্ত রয়েছে। আমাদের আক্রমণ করতে হবে তাদের বাংকার ছাউনি তৈরি করবার আগেই। তাদের স্বপ্নসাধ পূরণ হবার আগেই। তা ছাড়া অবস্থান একেবারে মজবুত হয়ে গেলে, অপারেশন সাকসেসফুল করা যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ। অবশ্য ২০০-এর বেশি হবে না দুশমনসংখ্যা। আমরা সংখ্যায় তো আরো কম তবু আমরা বিজয়ী হবো ইনশাআল্লাহ।

মাহমুদ খানের এ ব্যাপারে অন্য মত। সে মনে করে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া ক্যাম্প উদ্ধারের জন্য অন্তত ২০০ মুজাহিদ তো দরকার। কিন্তু আলীর এবং মাহমুদ খানের দলে এখন একত্রিশ জনের বেশি মুজাহিদ নেই। তাই মাহমুদ খান বললো, – যতক্ষণ না হেডকোয়ার্টার থেকে সাহায্যকারী দল আসছে, অপারেশনে না গিয়ে আমাদের উচিত হবে অপেক্ষা করা।

কিন্তু আলী এবং আবদুর রহমানের যুক্তি ছিলো অপারেশনের পক্ষে এবং অকাট্য। সুতরাং মাহমুদ খানকে শেষ পর্যন্ত রাজি হতে হলো।

আলী মাহমুদ খানকে বললো,

– আশপাশে যত পুরনো টায়ার আছে, যত পুরনো কাপড় আছে, যত জ্বালানি তেল আছে, সব সন্ধ্যার আগেই এক জায়গায় জড়ো করতে হবে।

আলীর নির্দেশমতো মুজাহিদরা সবই এক জায়গায় জড়ো করলো। সন্ধ্যার আগেই জড়ো করলো।

আলী সবাইকে যথাসময়ে এশার নামাজ পড়ার সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়তে বললো। আর বললো,

– আমরা শেষ রাতে শত্রুবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বো। কেননা ওই সময়ই ওরা সবচেয়ে বেশি ঘুমায়। পাহারাদাররাও এই সময়ই ঝিমাতে থাকে বেশি। আর প্রথম আক্রমণে যদি পাহারাদারদের আমরা কাবু করে ফেলতে পারিতো অপারেশনে সফলতা লাভ করাটা হবে খুবই সহজ।

বাদ এশা শুয়ে পড়লো সব মুজাহিদ। শুধু জেগে রইলো আলী, আবদুর রহমান ও মাহমুদ

www.pathagar.com

খান। হামলার পরের অবস্থা নিয়ে বারবার পর্যালোচনা করতে থাকলো তারা। এক পর্যায়ে আলী বললো,

– প্রথমে আমাদের টহলদার সৈন্যদের ভেতর থেকে দু'চার জনকে অপহরণ করে তারপর তাদের কাছ থেকে আজকের রাত এবং আগামীকালের রাতের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা জেনে নিতে হবে। আর সেটা জেনে নেয়া সম্ভব এই কারণে যে, প্রতিরাতের জন্য শত্রুসৈন্যদের আলাদা আলাদা সঙ্কেত থাকে এবং নির্দিষ্টভাবে থাকে। যাতে করে তারা নিজেদের এলাকায় অনুপ্রবেশকারী যে কাউকে খুব সহজেই চিনে ফেলতে পারে।

পাহারাদারদেরও পরিবর্তন হয় প্রতিরাতেই।

মাহমুদ খান বললো,

খুব কঠিন ব্যাপার নয় কোনো একজন পাহারাদারকে তুলে নিয়ে আসা, অপহরণ করা। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তার আগেই যদি শত্রুরা আমাদের অভিযান সম্পর্কে আন্দাজ করে ফেলে।

আলী এবার আরো স্পষ্ট ধারণা দিতে গিয়ে বললো,

– আমাদের পক্ষ থেকে আসল আঘাত হানবার আগেই অপহরণ করতে হবে ওদের কয়েকজনকে। মাহমুদ খান মূল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বললো– এই হলো প্রকৃত প্রস্তাব। ঠিকই, শেষ রাতের দিকে টহলদার সৈন্যরা একটু ঝিমিয়ে পড়ে। তবে উত্তর দিকটা যেহেতু আমাদের সবচেয়ে বেশি কাছে, সেহেতু উত্তর দিকের পাহারাদারদেরই অপহরণ করা দরকার। আর এদিকটায়, কাছাকাছি ওদের কোনো চেকপোস্টও নেই। সুতরাং দ্রুত সাহায্য পাবার সম্ভাবনাও নেই ওদের। প্রায় সব সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নেয়ার পর আলী, আবদুর রহমান এবং মাহমুদ খান শুয়ে পড়লো।

সবাইকে জাগিয়ে দেয়া হলো রাত তিনটার দিকে। আলী সবাইকে ওজু করে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে নিতে বললো। বিশেষভাবে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে বললো।

তাহাজ্জুদ পড়া শেষ হয়ে গেলে আলী সবাইকে উদ্দেশ করে তাৎপর্যপূর্ণ কিছু কথা রাখলো, প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা, আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া ক্যাম্প পুনরুদ্ধারের জন্য একটু পরেই শত্রুবাহিনীর ওপর হামলা শুরু করবো। আমরা জানি, শত্রুবাহিনীর হাতে যে অস্ত্র আছে, তা আমাদের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি। তবে আমরা এও জানি যে, আল্লাহ অধিকাংশ সময় ক্ষুদ্র অথচ পরিপূর্ণ ঈমানের বলে বলীয়ান মুজাহিদ বাহিনী দিয়ে পরাস্ত করেছেন– বিশাল বিশাল পরাক্রমশালী খোদাদ্রোহী বাহিনীকে। আসল বিজয় এবং সাফল্য সম্পূর্ণভাবে আল্লাহরই হাতে। আল্লাহ বলেন, বিজয় তো আল্লাহর পক্ষে থেকেই আসে। যে আল্লাহ সর্বজয়ী এবং মহাবিচক্ষণ। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ যদি তোমাদের বিপর্যস্ত করেন তো কারো সাধ্য নেই তোমাদের পতন ঠেকাবার। আল্লাহ আরো বলেন,

'হয়ো নাকো ভীত, সন্ত্রস্ত তোমরাই হবে জয়ী/ যদি হতে পারো বিশ্বাসী, আরো উত্তম প্রত্যয়ী।'

বন্ধুগণ, আমরা জেহাদ করছি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। শত্রু সম্পত্তির ওপর আমাদের কারো কোনো লোভ নেই এটা নির্দ্বিধায় বলতে পারি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ যেমন আমাদের পূর্ববর্তী মুজাহিদদের ওপর মদদ করেছিলেন। আমাদের ওপরও তেমনি মদদ করবেন। কিন্তু খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে যে, যারা অত্যন্ত বাহাদুরির সাথে দুশমনদের মোকাবেলা করে তারাই ওই মদদ পায়। আল্লাহর মদদ পাবার জন্য এটাই হচ্ছে

www.pathagar.com

পূর্বশর্ত।

আলীর বক্তব্য শেষ করে দু'হাত তুলে মুনাজাত করলো,

'হে, আমাদের মালিক, তুমি আমাদেরকে এই অভিযানে বিজয়ী করো। মুজাহিদদের মনোবলকে তুমি সুদৃঢ় করে দাও। শত্রুদের সমস্ত কূটকৌশল বুমেরাং বানিয়ে দাও তাদেরই জন্য। ওদের তুমি লাঞ্ছিত করো, অপমানিত করো। হে আল্লাহ তুমি জানো, তুমি ছাড়া আমাদের সাহায্য করার মত আর কেউ নেই। হে মালিক, তুমি তোমার ওয়াদা পূর্ণ করো।'

দোয়া শেষ হবার পর মুজাহিদদের ছয়টি গ্রুপে ভাগ করা হলো। পাহাড়ের পাদদেশে পজিশন নেয়ার জন্য প্রথম দশ জনের গ্রুপকে দায়িত্ব দেয়া হলো। আর খুব ভালো করে বুঝিয়ে দেয়া হলো যে, সঙ্কেত পাওয়া মাত্রই তারা যেন জ্বালানি তেলমাখা কাপড়ে জড়ানো টায়ারগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আর সেগুলো শত্রু ছাউনিতে নিক্ষেপ করা শুরু করে।

অন্য সব মুজাহিদদেরকে আরো কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করা হলো। প্রত্যেক গ্রুপে দেয়া হলো চারজন মুজাহিদ এবং তাদের সামনে তুলে ধরা হলো শত্রু এলাকার পুরো ম্যাপটি। তারপর যারপরনাই সূক্ষ্মভাবে সমরকৌশল বুঝিয়ে দিতে গিয়ে আলী বললো,

– প্রত্যেক গ্রুপের দু'জন করে তোমরা ডান দিকে থাকবে আর বাম দিকে থাকবে দু'জন করে, এবং যার যার দিক থেকে ফায়ারিং করবে। তাহলে দুদিক থেকে প্রত্যেক চৌকিতে হামলা হবে এবং এভাবেই প্রত্যেকটি গ্রুপই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যেতে হবে। পরে আবার দু'দিক থেকে এসে, দু'জনের গ্রুপগুলো মিলে পরিণত হতে হবে চারটি গ্রুপে। এর ফলে শত্রুবাহিনী আমাদের প্রকৃত শক্তি সম্পর্কে কোনো ধারণাই করতে পারবো না। আবার মনে করবে আমাদের আছে একটি বিরাট বাহিনী।

নির্দেশনা শেষ হওয়া মাত্রই যার যার হাতিয়ার নিয়ে মুজাহিদরা হামলা করার জন্য বেরিয়ে পড়লো।

পাহাড়ের ঢালে গিয়ে আলী সবাইকে থামতে বললো এবং শুধুমাত্র মাহমুদ খানের দলকে আগে যাবার জন্য নির্দেশ দিলো। নির্দেশ দিলো কোনো একজন পাহারাদারকে অপহরণ করার জন্য। আলী মাহমুদ খানকে এও নির্দেশ দিলো যে, তোমরা যদি অপহরণ করতে ব্যর্থ হও তো পাহাড়ি পাখির মত ডেকে ওঠে আমাদের সঙ্কেত দেবে। সঙ্কেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হামলা চালাবো আমরা। মাহমুদ খান তার নিজের মুজাহিদদের নিয়ে এক আসন্ন লড়াইয়ের ময়দানের দিকে চলে গেলো। আর আলী আবারও বুঝিয়ে দিতে থাকলো অবশিষ্ট মুজাহিদদেরকে তাদের অবস্থান এবং তাদের কর্তব্য সম্পর্কে।

ছাব্বিশ ঃ

প্রায় এক ঘণ্টা পর মাহমুদ খান এবং তার সঙ্গী মুজাহিদরা ফিরে এসে বললো :

আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। এক পাহারাদারকে আমরা সঙ্গোপনে তুলে নিয়ে এসেছি। শুধু তুলেই আনিনি, যাবতীয় তথ্যও ঐ সান্ত্রীর কাছ থেকে উদ্ধার করেছি। তথ্য পেয়েছি, পাহাড়ের ওপর অবস্থানকারী দুশমনের সংখ্যা মাত্র একশ-এর মতো। আর পাহাড়ের অপর দিকে শত্রুসংখ্যা হবে ষাটের মতো। পাহাড়ের ওপর অবস্থান

www.pathagar.com

নিয়েছে তাঁবেদার আফগান সেনারা। অন্য দিকে নিচে অবস্থান নিয়েছে রুশসেনারা, পাহাড়ের ঠিক উল্টা দিকে।
আজ রাতের সঙ্কেত সম্পর্কেও পাহারাদার মুখ খুলেছে। বলেছে কোনো কাউকে দেখলেই টহলরত রুশ সৈন্যরা বলবে আজ রাতের জন্য বিশেষ করে বলবে 'দ্রেশ'। দ্রেশ অর্থ হলো থামো। পাহারাদার শেরদিল খানেরও খবর দিয়েছে। শেরদিল খান শহীদ হয়েছেন। অন্যান্য মুজাহিদদেরকে বন্দী করে নিয়ে গেছে অন্যত্র। কিন্তু তাদের সংখ্যা সম্পর্কে পাহারাদার কিছুই বলতে পারেনি। তবে পাহারাদার রুশসৈন্যরাও যে বেশ কিছু সংখ্যক নিহত হয়েছে সে খবরও দিয়েছে।

আজ রাতের জন্য নির্ধারিত সঙ্কেত সমস্ত মুজাহিদদেরকে আলী মুখস্থ করতে বললো।
আলী আরো বললো, যে কোনো অবস্থাতেই কলাশনিকভ নিচে রাখা যাবে না। কেননা আজ রাতের জন্যে নির্ধারিত সঙ্কেত যদি পাহারাদারের দেয়া তথ্য অনুযায়ী সত্য না হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এ কলাশনিকভ কাজে লাগাতে পারবে। আর ছাউনিতে প্রবেশ করার সময় অন্য যেসব পাহারাদার আছে, তাদেরকে কিন্তু গুলি করে হত্যা করা যাবে না, কাজ সারতে হবে চাকু দিয়ে। তাহলে কোনো রকম শব্দ হবে না। শত্রুসৈন্যরা শব্দ পেলেই সতর্ক হয়ে যাবে কিন্তু। অন্য দিকে সেনাছাড়নিতে প্রবেশ করেই একেবারে সর্বপ্রথম কব্জা করবে গোলাবারুদ এবং শেষ করে দেবে ঘুমন্ত সৈন্যদের। আমাদের আগের পরিকল্পনা মতো দুই দিক থেকে আর গুলি করার দরকার নেই। হ্যাঁ, একটি ব্যাপারে কিন্তু ভুল করা যাবে না। সেটি হলো, কোনোক্রমে যদি পাহারাদার সান্ত্রীর ঐ সঙ্কেত সম্পর্কে দেয়া তথ্য ভুল প্রমাণিত হয়, তবে সাথে সাথেই কিন্তু ঝাটিকা আক্রমণ করতে হবে। দুশমনদের মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছাবার আগ পর্যন্ত থামাই যাবে না। কোনো সময় সুযোগই দেয়া যবে না ঘুরে দাঁড়াবার।
টায়ারে আগুন ধরাবার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো যেসব মুজাহিদদের আলী তাদেরকে বললো : আমি শিস দেয়ার সাথে সাথেই কিন্তু আগুন ধরাতে হবে, আদৌ দেরি করা যাবে না। আর সাথে সাথেই পাহাড়ের ওপর থেকে সোজা নিচের ছাউনির মধ্যে ছুড়ে মারতে হবে।
আলী দ্বিতীয়বারের মতো আবারও সতর্ক দিকনির্দেশনা দিয়ে নিজের কাজে চলে গেলো।
ধরা পড়া সান্ত্রীর দেয়া তথ্য সঠিকই ছিলো। সে কারেণ টহলরত সৈন্যদের ধরাশায়ী করা মুজাহিদদের জন্য সহজ হলো। তাদেরকে খতম করে ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়লো ছাউনিতে। শত্রুবাহিনী কিছু বুঝে ওঠার আগেই ধ্বংস হয়ে গেলো।
এক ঘন্টার বেশি সময় লাগলো না সমস্ত সেনাচৌকিগুলো দখলে আনতে। আর বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ মুজাহিদদের হস্তগত করতে।

আলী সিটি বাজালো। সব মুজাহিদ জড়ো হলো পাহাড়ে। আলী বললো, আমাদের সবাইকে এখন আরো সতর্ক থাকতে হবে, পাহাড়ের উল্টো দিক থেকে অর্থাৎ বিপরীত দিক থেকে আমাদের ওপর জবাবী হামলা হতে পারে। নিচের দিকে থেকেই তো হামলা হওয়ার বেশি সম্ভাবনা ছিলো। কিন্তু কেন যেন ওদিক থেকে এখনও কোনো হামলা হলো না। ওরা গোলাগুলির আওয়াজ শোনেনি এমন নয়।
আলী বিচলিত হয়ে বারবার নিচের দিকে তাকাতে লাগলো।

www.pathagar.com

টায়ারধারী মুজাহিদদের অগ্নিসংযোগের নির্দেশ দিলো আলী। কিন্তু নির্দেশ দিয়েই চিন্তিত হয়ে পড়লো। হঠাৎ তার খেয়াল হলো, যে পরিমাণ ঝোপঝাড় ছড়িয়ে আছে পাহাড়ের সর্বত্র, তাতে টায়ারগুলোর নিচে পর্যন্ত গড়িয়ে গড়িয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। গড়িয়ে গড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব ছাউনির মধ্যেও। আলী অতএব দোয়ার আশ্রয় নিলো। 'হে আমাদের আল্লাহ, তুমি জানো, আমাদের সৈন্যবল অস্ত্রশক্তি নেই বললেই চলে। এসব দিক থেকে আমরা শত্রুদের তুলনায় অত্যন্ত দুর্বল। হে আমাদের রব, এ অবস্থায় কেবল তোমার সাহায্যই আমদেরকে বিজয়ী করতে পারে। বিগত দিনগুলোর মতো তুমি আজো আমাদের সাহায্য করো। তুমি আমাদের নিক্ষিপ্ত টায়ারগুলা শত্রু ছাউনির ভেতরে ঢুকিয়ে দাও।' দোয়া শেষ হলো। আগুন ধরানো টায়ারগুলো এবার আলী এবং তার সঙ্গীরা নিচের দিকে ছোড়া শুরু করলো। কিন্তু টায়ার অবশ্য ঝোপঝাড়ের মধ্যে আটকে গেলো। তবে অধিকাংশগুলোই পৌঁছে গেলো ছাউনি এবং কনভয় পর্যন্ত। দেখতে না দেখতেই উত্থিত হতে লাগলো দাউ দাউ লেলিহান শিখা। উত্থিত হতে থাকলো সেনাছাউনি এবং কনভয় থেকে। আর সাথে সাথেই ভেসে আসতে থাকলো অগ্নিদগ্ধ শত্রুসেনাদের আর্তচিৎকার। এক মুজাহিদ আবেগে এবং বিজয়ের উত্তেজনায় কয়েকগুণ শক্তিতে দিলো ফজরের আজান।
কেননা ফজরের আলো তখনও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে দিগদিগন্তে।
হারানো ক্যাম্প মুজাহিদদের দখলে এলো কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই।
ফজরের ফরজ নামাজ শেষ করে মুজাহিদরা লুটিয়ে পড়লো শুকরানা সিজদায়। বিজয়ের জন্য কৃতজ্ঞতা জানালো আল্লাহর দরবারে।
সেনাছাউনিতে পাওয়া গেলো বিপুল পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য। একটি গ্রুপকে আলী নাশতার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিলো। আর কয়েকটি গ্রুপকে দিলো পাহারার নির্দেশ। সেই সঙ্গে এও নির্দেশ দিলো যে, নাশতা খাওয়া শেষ হয়ে গেলে। খুব দ্রুত আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে।

সূর্য এতক্ষণে অনেক ওপরে উঠে গেছে। হঠাৎ আকাশে দেখা গেলো শত্রুবাহিনীর বোমারু বিমান। সাথে সাথেই শুরু করলো বোমাবর্ষণ।
বোমার আঘাতে দেবে যাওয়া একটি বিরাট গর্তের সন্ধান দিলো মাহমুদ খান। আলী সেই গর্তের মধ্যে আশ্রয় নেয়ার জন্য সবাইকে ক্রলিং করে যাবার জন্য নির্দেশ দিলো। কিন্তু ক্রলিং করে যাবার পথেই আহত হলো দু'জন মুজাহিদ। বোমারু বিমানগুলা খুব বেশিক্ষণ দেরি না করে কেন যেনো চলে গেলো। আলীর ধারণা আবার আসবে।
আলী মুজাহিদদের নির্দেশ দিলো শত্রুসেনাদের সব লাশ বাইরে ছড়িয়ে রাখতে। একেবারে খোলা আকাশের নিচে। যাতে করে, শত্রুবিমানগুলো মুজাহিদদের লাশ মনে করে আবারও বেদম বর্ষণ করে বোমা।
আলীর নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করলো মুজাহিদরা। আলীর ধারণামতো আবারও এলো শত্রুবাহিনীর জঙ্গিবিমান। সঙ্গে এলো কয়েকটি হেলিকপ্টার। সমানে বর্ষণ করতে থাকলো বোমা। কয়েকটি হেলিকপ্টার একেবারে নিচুতে এসে চক্কর দিতে লাগলো। আর মর্টার থেকে নিক্ষেপ করতে লাগলো শেল।
একজন মুজাহিদ হঠাৎ একটি রকেট লাঞ্চার ছুড়তেই ভূপাতিত হলো একটি হেলিকপ্টার।

www.pathagar.com

সাতাশ ঃ

এক পর্যায়ে শুরু হলো গ্যাসবোমা নিক্ষেপ। শুরু হলো হেলিককপ্টার থেকে মুজাহিদদের ওপর। বেশ কয়েকটি গ্যাসবোমা একেবারে পরিখার সামনে ফাটায় আক্রান্ত হলো কয়েকজন মুজাহিদ। যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগলো তারা।

আবদুর রহমান এক অভিজ্ঞ মুজাহিদ। সঙ্গে সঙ্গেই সে উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লো এবং মাটির সাথে মুখ লাগিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলো :

– বাঁচতে চাইলে সবাই মাটির সাথে মুখ লাগাও, নইলে বিষের প্রতিক্রিয়ায় মারা পড়তে হবে, কেউই বাঁচতে পারবে না। তাড়াতাড়ি করো, মাটির সাথে জলদি মুখ লাগাও।

আবদুর রহমানের কথা শেষ হতে না হতেই বিষক্রিয়ায় দু'জন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করলো। আলীর সঙ্গী মুজাহিদ হতে পেরে যে বৃদ্ধ মুজাহিদ জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পেয়েছিলেন, তিনিও শহীদ হলেন।

আলী ক্রলিং করে আবদুর রহমানের কাছে গিয়ে বললো :

– আমাদের এখন পরিখার মুখেই থাকা দরকার।

ছত্রীসেনা নামতে পারে। আর নেমেই পরিখার মুখে এসে দাঁড়াতে পারে। আল্লাহ না করুন, অস্ত্র উঁচিয়ে কোনো ছত্রীসেনা যদি একবার

আলীর কথায় একমত হলো আবদুর রহমান। তখনই ক্রলিং করে পরিখার মুখে গিয়ে অবস্থান নিলো আলী, আবদুর রহমান এবং আরো চারজন মুজাহিদ।

আলী যা ধারণা করেছিলো তাই হলো। পরিখা থেকে মুখ উঁচু করে একটুখানি নজর ফেলতেই দেখা গেলো, হেলিকপ্টার থেকে দুশমনদের ছত্রীসেনারা নামছে।

আলী সবাইকে খবরটা জানিয়ে দিলো।

দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আমরা আত্মরক্ষারও

কোনো সুযোগ পাবো না।

চমৎকার একটা পরামর্শ পেশ করলো আবদুর রহমান। বললো :

– গ্যাসবোমা নিক্ষেপ করার পর দুশমনদের ধারণা জন্মেছে যে, আমরা সবাই মরেই গেছি। সুতরাং ওরা পরিখার দিকেই আসবে। তাই আগে সবাইকে আসতে দাও। তারপর আমরা একসঙ্গেই ফায়ার শুরু করবো।

মাহমুদ খান বললো :

– আগেরবারও ওরা আমাদের ওপর এভাবেই হামলা করেছিলা। হামলা করেছিলো গ্যাসবোমা নিক্ষেপ করে। আত্মরক্ষার পদ্ধতি জানা ছিলো না বলে, আমাদের অধিকাংশ মুজাহিদ শহীদ হয়ে গেলো। আমরা কয়েকজন যারা বেঁচে গিয়েছিলাম, অসম্ভব যন্ত্রণা ভোগ করেছিলাম।

আবদুর রহমান বললো :

– গ্যাসবোমার গ্যাস ক্রিয়া করে মাটি থেকে দুই ফুট ওপরে।

সুতরাং ঐ সময় কেউ যদি মাটির সঙ্গে মুখ লাগিয়ে পড়ে থাকে তো গ্যাস তাকে আক্রান্ত

www.pathagar.com

করতে পারে না, বেঁচে যায় সে। আর এর অন্যথা হলে, মরা ছাড়া উপায় থাকে না।
আলীর চোখে ছিলো দুরবিন। ছত্রীবাহিনীর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছিলো। সে লক্ষ্য করলো ওরা পরিখার দিকেই পা চালিয়েছে।
ওরা আসছে তো আসছে। একেবারে পরিখার কাছাকাছি আসতেই অকস্মাৎ গর্জে উঠলো মুজাহিদদের কলাশনিকভ। হানাদার রুশ কমান্ডোদের অধিকাংশই লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। ভবলীলা সাঙ্গ করলো দেখতে না দেখতেই। বাদ বাকিরা আহত হয়ে ছটফট করতে থাকলো।
আলী আবদুর রহমানের হাতে দুরবিন দিয়ে বললো :
– আহত হানাদারদের দিকে খেয়াল রেখো। ওরা কিন্তু শেষ মুহূর্তে ফায়ার করতে পারে। যদি সেরকমটি করার চেষ্টা করে তো সাথে সাথে সাবাড় করে দিও। মুজাহিদদের দিকেও খেয়াল রেখো। আমি দু'জন মুজাহিদকে সাথে নিয়ে ঐ লুটিয়ে পড়া হানাদারদের দিকেই যাচ্ছি।
আলী মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে, ক্রলিং করতে করতে মরা রুশদের দিকে অগ্রসর হতে থাকলো। সাথে মাহমুদ খান ও অন্য একজন মুজাহিদ। আলী এবং তার সঙ্গীরা একটু অগ্রসর হচ্ছে, আবার মাথা তুলে দেখে নিচ্ছে কতটুকু অগ্রসর হলো। এভাবেই তারা পৌঁছে গেলো নিহত কমান্ডোদের কাছে।
আলী কমান্ডোদের কাছাকাছি পৌঁছা মাত্রই এক নিহত রুশ কমান্ডোর গ্যাসমাস্ক খুলে নিয়ে তখনই পরে নিলো এবং সটান দাঁড়িয়ে গেলো। সঙ্গী দু'জনও তাই করলো। আলীরা এবার একে একে সবগুলো গ্যাসমাস্ক রুশ হানাদারদের মুখ থেকে খুলে নিলো। খুলে নিতে না নিতেই মারা গেলো সবগুলো দুশমন। বারোটির মতো গ্যাসমাস্ক পরার মতো পেলো মুজাহিদরা। গ্যাসবোমার হামলা থেকে নিজেদেরকে রক্ষার জন্য এগুলো মুজাহিদরা কাজে লাগাতে পারবে। আলী এগারোজন মুজাহিদকে গ্যাসমাস্ক পরার নির্দেশ দিলো। অন্য মুজাহিদদের নির্দেশ দিলো মাটিতে মুখ লাগিয়ে শুয়ে থাকার জন্য।
আলী দু'জন দু'জন করে গ্যাসমাস্ক পরা মুজাহিদদেরকে ছয়টি গ্রুপে ভাগ করলো। নিজেও থাকলো একটি গ্রুপে তারপর লুকিয়ে পড়লো ঝোপঝাড়ের মধ্যে।
তখনো পজিশন নিতে পারেনি আলীরা। এসে গেলো রুশ হানাদারদের চার চারটি যুদ্ধকপ্টার। নামতে লাগলো ছত্রীসেনা। মুজাহিদরাও সাথে সাথে রকেট লাঞ্চার দিয়ে হেলিপ্টারের ওপর এবং কলাশনিকভ দিয়ে কমান্ডোদের ওপর অগ্নিবর্ষণ শুরু করলো। ভূপাতিত হলো দু'টি, পালিয়ে গেলো দু'টি। অধিকাংশ ছত্রীসেনা নিহত হলো, আহত হলো কিছু, বাকিরা অস্ত্র ফেলে দিয়ে হাত উঁচু করে আত্মসমর্পণ করলো।
পাঁচজন মুজাহিদকে আলী নিহত শত্রুকমান্ডোদের গ্যাসমাস্ক এবং হেলমেট খুলে নেয়ার নির্দেশ দিলো। আর নির্দেশ দিলো পরিখার মধ্যে মাটিতে মুখ লাগিয়ে শুয়ে থাকা মুজাহিদদের কাছে দ্রুত পৌঁছে দেয়ার জন্য। গ্যাসমাস্ক এবং হেলমেট পাওয়ামাত্রই বাকি মুজাহিদরা তা পরে নিলো। আর বাইরে বেরিয়ে এসেই অন্যান্য গ্যাসমাস্ক সংগ্রহ করা শুরু করলো। সংগ্রহ করা শুরু করলো নিহত কমান্ডোদের মুখ থেকে।
বেঁচে থাকা রুশ হানাদার ছত্রীসেনারা হাত জোড় করে প্রাণভিক্ষা চাইতে লাগলো। আলী দাঁত কিড়মিড় করে বলে উঠলো :
– 'তোদের ছেড়ে দেয়া আর পাগলা কুকুর ছেড়ে দেয়া একই কথা। মানুষ হিসেবে তোরা অত্যন্ড় নীচুমানের এবং কাপুরুষ। সৈনিক হওয়ার যোগ্যতা তোদের কারো নেই। তোরা

www.pathagar.com

নৃশংসভাবে হত্যা করিস মুজাহিদদের। আবার বিজয়ের পৈশাচিক উল্লাসও করিস। এই বিষাক্ত গ্যাসবোমা তো তোরাই নিক্ষেপ করেছিস। অতএব তোদেরই ভোগ করতে হবে এই নিক্ষিপ্ত গ্যাসবোমার জ্বালা।' আলীর নির্দেশে বেঁচে থাকা রুশ হানাদার ছত্রীসেনাদের মুখ থেকে খুলে নেয়া হলো গ্যাসমাস্ক এবং হেলমেট। আর খুলে দেয়ার সাথে সাথেই মাটিতে শুয়ে পড়তে লাগলো হানাদাররা কিন্তু আলী কঠোর নির্দেশ দিলো ওদের দাঁড় করিয়ে দিতে। আর বললো :

বিষাক্ত গ্যাসের কী যে যন্ত্রণা তা ওদেরকে বুঝতে দাও। বুঝতে দাও, এই গ্যাসের বিষক্রিয়ায় কত কষ্ট পেয়ে এক একজন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করে।

বেশিক্ষণ লাগলো না। গ্যাসমাস্ক এবং হেলমেট না থাকায় রক্তবমি শুরু হয়ে গেলো কমান্ডোদের। সাঙ্গ হলো ভবলীলা।

সব কমান্ডোর শরীর থেকে মুজাহিদরা খুলে নিলো উর্দি, অস্ত্র ও গোলাবারুদ। তারপর তা রেখে দিলো পরিখার মুখে।

পরিখা থেকে বেশ খানিকটা দূরে এক জঙ্গলময় জায়গায় আলী তার সঙ্গী মুজাহিদেরকে নিয়ে গেলো। সেখানে গিয়ে মাটির সাথে মুখ লাগিয়ে আলী পরীক্ষা করে দেখলো গ্যাসবোমার কোনো ক্রিয়া নেই এখানে। আলী খুলে ফেললো তার গ্যামমাস্ক এবং হেলমেট। দেখাদেখি অন্য মুজাহিদরাও খুলে ফেললো তাদের গ্যাসমাস্ক এবং হেলমেট।

আলী বললো :

– মনে হচ্ছে, শত্রুবাহিনী আবারও কমান্ডো পাঠানোর মতো ভুল করবে না। তবে যুদ্ধবিমান পাঠিয়ে বোম্বিং করার পদক্ষেপ নিতে পারে। আর গ্যাসবোমা যদি নিক্ষেপ করেও আমরা আত্মরক্ষা করতে পারবো। গ্যাসমাস্ক এবং হেলমেটের জোগাড় হয়েছে।

সে যাই হোক, এখানে এখন দশজনের মতো মুজাহিদ থাকলেই চলবে। বাকিরা যাও নিচে। ইতোমধ্যে শত্রুরা যদি আক্রমণ চালায় কলাশনিকভ চালিয়ে খতম করে দেবে।

আঠারোজন মুজাহিদকে ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপে ভাগ করলো আলী। তারপর ভিন্ন ভিন্ন পথে তাদেরকে নিচে নামার জন্য নির্দেশ দিলো। যাতে শত্রুদের তৈরি ফাঁদে এক গ্রুপ পড়ে গেলে, অন্য গ্রুপ সাহায্য করতে পারে। রুশবাহিনী হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। মুজাহিদরা নিচে আসতেই দেখতে পেলো সেই দৃশ্য। আলীর যুদ্ধপরিকল্পনা ছিলো এতই বুদ্ধিদীপ্ত যে, শত্রুরা সবসময়ই সংখ্যাগত দিক থেকে মুজাহিদদের ব্যাপারে কখনো অসংখ্য ধারণা করছে, আবার ধারণা করছে খুব বেশি হবে না হয়তো।

আলীর নির্দেশ মতো মুজাহিদরা তিন দিকে থেকে গোলাবর্ষণ শুরু করলো। টিকতে না পেরে পিছু হটতে থাকলো শত্রুবাহিনী। আলী অন্য দুই গ্রুপের কাছে দ্রুত খবর পাঠালো অবিরাম এবং বিপুল পরিমাণে গুলি করার জন্য। আর বললো :

আমি যাচ্ছি পেছনে, পাহাড়ের পেছন থেকে দুশমনদের একটাও যাতে পালাতে না পারে তার একটা ব্যবস্থা করতে। আলী খুব দ্রুত পাহাড়ের পেছনে অবস্থান নিলো। ওঁৎ পেতে থাকলো শত্রুর অপেক্ষায়। রুদ্ধ করে দিলো পালানোর পথ। ওদিকে ততক্ষণে ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে শুরু হয়ে গেছে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ। মুজাহিদরা গোলাবর্ষণ করেছে অবিরাম এবং বৃষ্টির মতো। শত্রুরা এবার পালানোর পথ খুঁজছে। ওঁৎ পেতে থাকা আলী এবং তার সঙ্গীদের সবগুলো কলাশনিকভ গর্জন করে উঠলো পলায়নপর দুশমনদের ওপর।

www.pathagar.com

আটাশ ঃ

শত্রুসেনা আলীদের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেলো। বাধ্য হয়ে সারেন্ডার করলো। ফেলে দিলো হাতিয়ার। আলী সবাইকে পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে ফেলার নির্দেশ দিলো। নির্দেশ দিলো কঠোরভাবে এবং ইশারায় গোলাবর্ষণ করতে নিষেধ করলো মাহমুদ খান এবং আবদুর রহমানকে। মুজাহিদরা সবাই নেমে এলো নিচে। ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো রুশদের। হঠাৎ তাদের কাছ থেকেই জানা গেলো দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে শত্রুবাহিনীর একটি সাঁজোয়া যান। যাতে রয়েছে গ্রেফতারকৃত মুজাহিদরা।

মাহমুদ খানকে আলী নির্দেশ দিলো :

–'যেভাবেই হোক বন্দী মুজাহিদদের উদ্ধার করো। যাও, তোমার গ্রুপ নিয়ে বেরিয়ে পড়ো, কব্জা করো সাঁজোয়া যান।'

অন্য দিকে আলী আঠারো জনের বন্দী শত্রুসৈন্যকে গিরিগুহার ভেতরে আটকে রাখলো এবং তাদেরকে পাহারা দেবার জন্য দাঁড় করিয়ে দিলো একজন মুজাহিদ। তারপর অন্য মুজাহিদের নিয়ে প্রবেশ করলো আর একটি গিরিগুহায়। ভালোভাবে পরীক্ষা করলো গিরিগুহাটি। দেখলো কোনো বিস্ফোরক নেই তো সেখানেই আলী সঙ্গী মুজাহিদদেরকে নিয়ে পরামর্শ করতে বসে গেলো। আলীর পরামর্শ বৈঠক শেষ হতে না হতেই গ্রেফতারকৃত মুজাহিদদের উদ্ধার করে নিয়ে এলো মাহমুদ খান। সে জানালো যে, 'আমরা আমাদের মুজাহিদ ভাইদের উদ্ধার করেছি ঠিকই কিন্তু দুশমন সৈন্যদেরকে বন্দী করতে পারিনি। উদ্ধারকৃত শেরদিল আহত, আহত তাঁর পাঁচজন সঙ্গী মুজাহিদও। শহীদ হয়ে গেছে বাকি পনেরজন। দ্রুত আহত মুজাহিদদের ক্ষতে ব্যান্ডেজ বাঁধা হলো।

শেরদিল খান আহত অবস্থায়ই জানালো, আকস্মিকভাবে শত্রুবাহিনী তাদের ওপর হামলা চালায় ফলে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি। মাহমুদ খান পেছনে হটে এলে, আমরাও হটে আসবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু ততক্ষণে আমরা পড়ে গিয়েছিলাম ঘেরাওয়ের মধ্যে। একদিক থেকে হামলা করে কমান্ডো বাহিনী, অন্য দিক থেকে ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া যান। এই নাজুক অবস্থায় বীরবিক্রমে লড়াই করলো মুজাহিদরা কিন্তু গোলাবারুদ ফুরিয়ে যাওয়ায় টিকতে পারলো না। বন্দী হলো শত্রুবাহিনীর হাতে। আমাদের ধারণা ছিল মাহমুদ খান ত্বরিত ব্যবস্থা নেবে। আমাদের উদ্ধারের জন্য আক্রমণ চালাবে। কিন্তু দু'দিন চলে যাবার পরও যখন আক্রমণ চালালো না তখন সবাই নিরাশ হয়ে পড়লো। আজ সকালেই গুলির আওয়াজ শুনলাম। আসন্ন মুক্তির আশায় আশান্বিত হলাম। কিন্তু আপনারা যখন তিন দিক থেকে আক্রমণ পরিচালনা করলেন শত্রুরা আমাদেরকে ক্যাম্প থেকে বের করে নিয়ে গেলো। তবে আমাদের সৌভাগ্য যে, বেশি দূর নিয়ে যেতে পারলো না। আমাদের উদ্ধারের জন্য সদলবলে হাজির হয়ে গেলো মাহমুদ খান। আলী জানতে চাইলো রুশরা তাদের সঙ্গীদের সাহায্যের জন্য পাহাড়ের ওপর ওঠে এলো না কেন? উত্তরে শারদিল খান জানালো :

প্রথমত পাহাড়ের ওপরের বাহিনীর মধ্যে অধিকাংশই ছিল আফগান বাহিনী। দ্বিতীয়ত পাহাড়ের উল্টো দিকে গিয়ে যুদ্ধ করাটা তাদের জন্য ছিলো আত্মহত্যার শামিল। সুতরাং

www.pathagar.com

এরকম একটি জটিল অবস্থার মধ্যে পড়ে গিয়ে তারা তাদের সাহায্যের জন্য ওয়ারলেসে হেলিকপ্টার এবং ট্যাঙ্কবাহিনী ডেকে পাঠায়। অন্য আরো একটি ব্যাপার আছে আমার মনে হয়। সেটি হলো পরিসংখ্যানগত। আসলে মুজাহিদদের প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে ওরা কখনোই নিশ্চিত ধারণা করতে পারেনি। যদি তা পারতো তাহলে অবশ্যই সাহায্যের জন্য ওপরে উঠতো পাহাড়ের ওপরে। কিছু বিষয় নিয়ে আলী এবং শেরদিল খান আলাপ করেছিলো, ঠিক এমনি সময় এক মুজাহিদ ছুটে এলো। শেলদিল খানকে জানালো, এক রুশসৈন্য মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ খানকে আটকে রেখেছে। আটকে রেখেছে মাথায় কলাশনিকভ ঠেকিয়ে। কোনো ধমক দিয়েও কাজ হচ্ছে না। কাজ হচ্ছে না ভয়ভীতি দেখিয়েও, অস্ত্র নামাচ্ছে না। উপরন্তু আপনার সাথে সে দেখা করতে চায়।

শেরদিল খান আহত তবুও সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাইরে এলো। সাথে এলো আলী এবং মাহমুদ খানও। দেখলো রুশসেনাটি ভীষণ উত্তেজিত। আলী দেখা মাত্র সে আরো উত্তেজিত হয়ে মাওলানাকে এমনভাবে ধাক্কা দিলো যে মাওলানা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। শেরদিল খান সিংহের মত গর্জন করে উঠলেন।

– কলাশনিকভ ফেলে দাও, ফেলে দাও বলছি।

রুশসেনাটি কলাশনিকভ ফেলে দিলো ঠিকই কিন্তু মাওলানা ওয়াদুদ খানকে ঘাড় ধরে নিয়ে গেলো শেরদিল খানের কাছে। তারা শেরদিল খানকে কি যেন বললো। কিন্তু কেউ কিছু বোঝার আগে মুজাহিদরা তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো অন্য দিকে।

মাওলানা মুক্ত হয়ে শেরদিল খানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো এবং বললো :

গুলি করুন ওকে, এখনই গুলি করুন। নইলে ওই দুশমন আমাকে আপনাকে হত্যা করবে ও বলছে, আমার কারণেই ওর সঙ্গী রুশ বন্ধু সৈনিকেরা নিহত হয়েছে। কেননা আমি নাকি মুসলমানদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলেছি। ক্ষেপিয়ে তুলেছি ওদের বিরুদ্ধে। তাছাড়া ঐ রুশটি আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামের বিরুদ্ধে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করছে। মাওলানার কথা সম্ভবত রুশসৈনিকটি কিছু কিছু বুঝতে পারছিলো। সেই কারণে সে আরো বেশি উত্তেজিত হচ্ছিলো। এ অবস্থা দেখে কারো বুঝতে বাকি থাকলো না যে, রুশসৈন্যটি সত্যিই মাওলানাকে হত্যা করতে উদ্যত। কিন্তু কেন হত্যা করতে চাচ্ছে তা কেউ বুঝতে পারছিলো না। বুঝতে পারছিল না রুশ ভাষা না জানার কারণে।

মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ খান আবার চিৎকার করে বললো :

কমান্ডার সাহেব, শুনছেন তো সে আমাকে আবারো হত্যা করার হুমকি দিচ্ছে। ওকে গুলি করে হত্যা করুন, দেরি করবেন না। উপস্থিত মুজাহিদরা মাওলানার পক্ষাবলম্বন করে বসলো। তারা রুশসেনাটিকে হত্যা করার দাবি জানালো। মাহমুদ খানও মুজাহিদদের দাবির প্রথম শর্ত ব্যক্ত করলো। সুতরাং শেরদিল খান গুলি চালাতে নির্দেশ দিলো।

মুজাহিদরা কলাশনিকভ চালানোর জন্য তৈরি। ঠিক এমনি সময় আলী বললো :

'ইসলামের দৃষ্টিতে ন্যায় এবং সুবিচারের দাবি হচ্ছে, একজন বন্দীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া। সম্ভবত এ কথাটি আপনাদের মনে নেই। রুশসেনাটি যদি মাওলানাকে হত্যাই করতে চাইবে তো এখানে নিয়ে আসবে কেন? অস্ত্র তো ওর হাতেই ছিলো। ওতো আমাকে হত্যা করতে পারতো কিন্তু তাতো সে করেনি। বরং নির্দেশ দেয়ামাত্র ফেলে দিয়েছে। আমার মনে হয় কোনো একটা রহস্য লুকিয়ে আছে।'

www.pathagar.com

আলীর কথা শেষ হতে না হতেই মাওলানা বলে উঠলেন :

– 'কমান্ডার সাহেব কারো কথায় আপনি কান দেবেন না। আপনি ওকে হত্যা করুন, ওই রুশসৈন্যকে এখনই হত্যা করুন। ওরা জালেম, কাফের, কাফেরদের হত্যা করা ওয়াজিব। আর রুশদের পক্ষ যারা সমর্থন করে তারা তাদের অনুচর ছাড়া আর কিছু নয়। আমার মনে হয়, যে ব্যক্তি ঐ রুশকে হত্যা করতে বাধা দিচ্ছে সে রাশিয়ারই অনুচর। শেরদিল খান মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। কিছু একটা ভাবছেন বলে মনে হলো। তারপর তিনি মুজাহিদের অস্ত্র নামানোর জন্য নির্দেশ দিলেন। আর আলীর দিকে তাকিয়ে বললেন : আলী তোমার কথা ঠিক। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে রুশভাষা জানার মত এখানে তো কেউ নেই। এখন এ অবস্থায় সুরাহা করবো কিভাবে। আলী কিছু বলতে না বলতেই মাওলানা বলে উঠলেন, আপনি বিষধর সাপকে প্রশ্রয় দেবেন না। আপনি কান দেবেন না অল্পবয়সী মুজাহিদের কথায়। আমি একজন আলেম, আমি যা জানি, ঐ মুজাহিদ তো তার কণামাত্রও জানে না। আমি বলছি, রুশসৈন্যরা ইসলামের দুশমন, দুশমনদের নিপাত করা ওয়াজিব।

এবার আলী বললো : হযরত আমি নিজেকে আলেম বলে দাবি করি না কিন্তু আমি তো এতটুকু জানি যে, কমান্ডারের নির্দেশ পালন করাও ওয়াজিব। কমান্ডারই তো সুযোগ দিয়েছেন আত্মপক্ষ সমর্থনের। আর যাতে রুশসৈন্যের কথা বোঝা যায় সে ব্যাপারে বললো:

– আমাদের আবদুর রহমান রুশীয়, সে রুশভাষা জানে, তার সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে। রুশভাষী একজন মুজাহিদ যে আছে এ কথা কমান্ডার শেরদিল খান জানতো না। আলী বলামাত্রই সে তাকে ডেকে পাঠালো। রুশসেনাটিকে দেখেই আবদুর রহমান চিনতে পারলো। এক সময় সে আর আবদুর রহমান একই সঙ্গে স্কুলে পড়তো, নাম মুহাম্মদুল ইসলাম। মুহাম্মদুল ইসলাম আবদুর রহমানকে দেখামাত্রই দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরলো। গভীরতম দু'টি ভালোবাসা যেন এক হয়ে গেলো। এক হয়ে গেলো দীর্ঘ বিরতির পর। ওদের কোলাকুলি দেখে মাওলানা ওয়াদুদ খান চুপ থাকতে পারলেন না। বললেন, আমার কথাই তো ঠিক হলো কমান্ডার সাহেব। এক রুশ আরেক রুশের বন্ধু। এক কাফের আর এক কাফেরের সহযাত্রী। কাফের কখনো মুসলমানদের বন্ধু হতে পারে না। আল্লাহর সরাসরি নির্দেশ, তোমরা কখনো কাফেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না। তিনি আরো নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা নিজেদের বাপ ভাইদেরও মিত্র বানিও না, যদি তারা গ্রহণ করে থাকে ঈমানের পরিবর্তে কুফরি! তাদের বন্ধু ভাবাটা জুলুম ছাড়া আর কিছুই নয়।

উনত্রিশ ঃ

মাওলানা সাহেব আবারও বললেন :

– 'এ জন্যই বলি, কমান্ডার সাহেব, আবদুর রহমান মুসলমান হলেও সে কিন্তু রুশ এবং রুশদের বন্ধু। রুশবাহিনীতে চাকরি করেছে সে। সুতরাং রুশবাহিনীর কেউই আমাদের বন্ধু হতে পারে না। আর এদেরকেই যদি আমরা মিত্র হিসেবে গ্রহণ করি তো আল্লাহ আমাদের ছাড়বেন না– জালেমদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করার কারণে জালেমে পরিণত হবো।

মাওলানা সাহেবের কথা শুনে আলী রাগ সামলাতে না পেরে বলে উঠল :

www.pathagar.com

– আবদুর রহমান সম্পর্কে আর একটি কথা যদি আপনার মুখ থেকে বেরোয়, আমি আপনার মুখ চিরকালের জন্য স্তব্ধ করে দেবো। আলীর হুঙ্কারের সাথে সাথে কলাশনিকভ তাক করে ধরলো আলীর সঙ্গী সাথীরা। মাওলানা সাহেব এবার খানিকটা শ্লেষ মিশিয়ে বলে বসলেন : দেখলেন, দেখলেন কমান্ডার সাহেব, কত্তো বড় বেয়াদব! আমি আগেই বলেছিলাম এটাও রুশচর। আলীর বিরুদ্ধে এই ধৃষ্টতাপূর্ণ উচ্চারণে শেরদিল খানও ক্ষেপে গেলেন এবং প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে বলে ওঠেন :

– মাওলানা সাহেব! মুজাহিদের বিরুদ্ধে কটূক্তি না করাই তোমার জন্য মঙ্গলজনক। মুখ সামলে কথা বলো। আমাদেরকে বুঝতে দাও বিষয়টি।

– আমার কথা যখন তোমাদের ভালো লাগলো না, তখন আমি আর একটি মিনিটও এখানে থাকবো না, আমি চললাম। এ কথা বলেই মাওলানা সাহেব চলে যেতে উদ্যত হলেন। মুহাম্মদুল ইসলাম এ সময় আবদুর রহমানের কানে কানে কী যেন বললো। আবদুর রহমান ছুটে গিয়ে শেরদিল খানকে বললো,

– মাওলানাকে অ্যারেস্ট করার জন্য বলেছে মুহাম্মদুল ইসলাম। আর বলছে যে মাওলানা সাহেব হচ্ছে রুশদের এক বিশ্বস্ত দালাল।

আবদুর রহমানের কথা শেষ না হতেই শেরদিল খান হুকুম করেন :

– দাঁড়াও মাওলানা।

মাওলানা না দাঁড়িয়ে দিলো ভোঁ দৌড়। পালিয়ে বাঁচতে চায় এখন।

এবার আলী হাঁক দিলো :

দাঁড়ান মাওলানা সাহেব, দাঁড়ান বলছি।

কিন্তু মাওলানা এবার আরো দ্বিগুণ বেগে দৌড়াতে শুরু করলো। কালবিলম্ব না করে আলী গুলি ছুড়লো। মাওলানা সাহেবের হাঁটুর নিচে গিয়ে লাগলো গুলি এবং পড়ে গেলেন মাওলানা।

মুজাহিদরা দৌড়ে গিয়ে ধরে নিয়ে এলো মাওলানা সাহেবকে।

মুহাম্মদুল ইসলাম রুশভাষা ছাড়া অন্য ভাষা জানেন। সেই কারণে মাওলানা সাহেব সম্পর্কে সব কথা সে আবদুর রহমানকে জানালো রুশভাষাতেই। আবদুর রহমান রুশভাষী হলেও পশতু জানতো। পশতুতে সব মুজাহিদের ঝুঝিয়ে বললো :

– মুজাহিদ বন্ধুরা শুনুন এই রুশসেনার নাম হচ্ছে মুহাম্মদুল ইসলাম, একজন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। মুজাহিদের পক্ষে কাজ করে আসছে শুরু থেকে। সে বলছে মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ রুশবাহিনীর একজন নিয়মিত বেতনভুক্ত লোক। মুজাহিদের বিরুদ্ধে তথ্য পাচার কাজে নিয়োজিত। এই মাওলানা আবদুল ওয়াদুদই অপহরণ করে রুশবাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে– মুজাহিদ সামিউল্লাহ, মুজাহিদ আসাদ উল্লাহ, মুজাহিদ কমান্ডার আবদুল হাকীমকে। শুধু তাই নয়, মুজাহিদ ক্যাম্পের পূর্ণাঙ্গ নকশাও সে রুশবাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে। আজ রুশবাহিনী যখন তাড়া খেয়ে পালাচ্ছিলো, সুযোগ পেয়ে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম এবং সরাসরি মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদান করার জন্য এ দিকে আসার পথে এই মাওলানা সাহেবকে ধরে নিয়ে এসেছি। এই ভণ্ড জ্ঞানপাপী অন্তত ২০ জন মুজাহিদের হত্যাকারী। মাওলানা সাহেবের বেঈমানী এবং গাদ্দারির কাহিনী শোনার পর বিশেষ করে শাহাদাতপ্রাপ্ত মুজাহিদদের ঘটনা শোনার পর সব মুজাহিদের হৃদয় ভেঙে যেতে লাগলো। শেরদিল খান সহ্য করতে না পেরে চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। তাঁর মন বলতে লাগলো

www.pathagar.com

এই বেঈমান মাওলানা সাহেবকে নিক্ষেপ করা উচিত পাগলা কুত্তার সামনে। যাতে তার তাগড়া শরীর থেকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খেতে পারে টুকরো টুকরো গোশত।

অন্যান্য মুজাহিদরাও তথাকথিত মাওলানা সাহেবকে চরমভাবে ধিক্কার দিচ্ছিলো।

শেরদিল খান পরামর্শ করে মাহমুদ খানের সঙ্গে। তারপর গুলি করে হত্যা করার নির্দেশ দিয়ে বললো : ওরে শয়তান, টাকার পূজারী নরাদম, তুই মুসলমানদের কলঙ্ক, দ্বীনি এলেম শিক্ষা করে, মাওলানা হয়ে তুই তোর জাতির সাথেই এ বেঈমানী করেছিস, গাদ্দারির ইতিহাস তৈরি করেছিস, তোকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারলেও কম শাস্তি দেয়া হয়।

নির্যাতন চালিয়ে বেঈমান খতম করার নিয়ম ইসলামে নেই, তাই তোকে শুধু মৃত্যুদণ্ডই দিচ্ছি। ওরে ঈমান বিক্রেতা বেঈমান, মরার আগে জেনে যা, তোর লাশ বিদ্যুতের তারের সাথে ঝুলিয়ে রাখা হবে চৌরাস্তার মোড়ে যাতে করে জানতে পারবে যে তুইই হচ্ছিস একটি ঈমান বিক্রেতা, মুসলমানের দুশমন গাদ্দার। শেরদিল খানের হুকুম জারি হবার সাথে সাথে হাউ মাউ করে কান্নাকাটি শুরু করলো মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ সাহেব। দোহাই দিতে লাগলো ছোট ছোট নিরপরাধ ছেলে মেয়েদের। এবং মাফ করে দেবার জন্য কাকুতি মিনতি করতে লাগলো। মাওলানা সাহেরেব কান্না শুনে শেরদিল খান দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠলো :

আসাদউল্লাহ, আবদুর হাকীম সামিউল্লাহর মত মর্দে মুমিন, মর্দে মুজাহিদদের তুই হত্যা করেছিস; তোকে মাফ করে দিয়ে আমি তাদের সাথে, তাদের পরিবার পরিজনের সাথে গাদ্দারি করতে পারি না। তুই যে অপরাধ করেছিস তাতে তোকে যদি বারবার জীবিত করা হয় এবং বারবার শাস্তি দেয়া হয় তবুও যথার্থ বিচার করা হবে না। সুতরাং উপযুক্ত শাস্তি আখেরাতেই পাবে। দেরি না করে শেরদিল খানের হুকুম কার্যকর করা হলো। গুলি করে মাওলানা আবদুল ওয়াদুদকে হত্যা করা হলো। ওয়াদুদের লাশ চৌরাস্তার মোড়ে ঝুলিয়ে দেবার জন্য চারজন মুজাহিদকে দায়িত্ব দেয়া হলো। ঝুলিয়ে দেয়া হলো এই জন্য যে, গাদ্দারের শাস্তি দেখে যেন অভিশপ্ত বেঈমানরা শিক্ষা গ্রহণ করে। আসরের নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গেছে। ঘুম থেকে উঠলো আলী এবং তার সাথীরা। উঠেই তাঁবু থেকে বেরিয়ে দেখতে পেলো হাজার হাজার মুজাহিদ। কমান্ডার শেরদিল খান বললেন:

–হেড কোয়ার্টার থেকে এইমাত্র এসেছে মুজাহিদরা। আমাদের সংগঠনের মুজাহিদরা ছাড়া অন্যান্য সংগঠনের মুজাহিদরা এসেছে। এসেছে সম্মিলিতভাবে হামলা চালিয়ে ক্যাম্প পুনঃরুদ্ধারের জন্য।

আসরের নামাজের পর শেরদিল খান নবাগত সব মুজাদিদের সাথে আলীর পরিচয় তুল ধরতে গিয়ে বললেন :

– এ হচ্ছে সেই মুাজাহিদ যে কিনা মাত্র ৩১ জন মুজাহিদ সঙ্গী নিয়ে, আপনাদের আসবার আগেই ক্যাম্প পুনঃরুদ্ধার করেছে, হত্যা করেছে শত্রুদের শতাধিক ছত্রীসেনা। এবং বন্দী করেছে ১৮ জন জীবিত রুশসেনা। আমাকে যদি এই ক্যাম্প উদ্ধারের জন্য বলা হতো তাহলে ৫০০ মুজাহিদ সঙ্গে না নিয়ে এক পা-ও অগ্রসর হতাম না।

নবাগত মুজাহিদদের কমান্ডার বললেন : নিজে প্রত্যক্ষ না করলে বিশ্বাসই করতে পারতাম না একটি ৩১ জনের খুদে বাহিনী নিয়ে কিভাবে বিপুল বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় এবং একটি ক্যাম্প পুনরায় দখল করা যায়। সন্দেহ নেই, আলীর মত মুজাহিদরা পারছে শত্রুদের নাস্তানাবুদ করতে। আমি আলী ও তার সাথীদের মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

www.pathagar.com

ত্রিশ ঃ

অভিনন্দনের জবাব দিতে গিয়ে আলী খোলাখুলিভাবে বললো,

আমি শুকরিয়া আদায় করছি কমান্ডার শেরদিল খানের, শুকরিয়া আদায় করছি নবাগত কমান্ডার সাহেবের। এই ক্যাম্প উদ্ধারের কৃতিত্ব কেবল আমার নয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি আমাদের সাহায্য না করতেন, আমরা কিছুতেই বিজয়ী হতে পারতাম না। ভেস্তে যেতো আমাদের সকল পরিকল্পনা। এই অবিস্মরণীয় বিজয় সম্ভব হয়েছে আল্লাহর একান্ত সাহায্যে, আমার সাথীরা জীবনবাজি রেখে জেহাদে নেমেছিলেন বলে আল্লাহ এই বিজয় দিয়েছেন। তাই বলে একমাত্র আল্লাহরই শুকরিয়া আদায় করা উচিত।'

পরের দিন শহীদ মুজাহিদদের দাফন কাজ সম্পন্ন করা হয় এবং কয়েদিদের পাঠিয়ে দেয়া হয় হেডকোয়ার্টারে। আর পেশোয়ারে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে আহত মুজাহিদদের। আলী উদ্ধারকৃত ক্যাম্পে সঙ্গীসাথীদের নিয়ে আরো দুদিন অবস্থান করার পর কমান্ডার শেরদিল খানের কাছে বিদায় চাইলো।

আলীর বিদায়ের আগে, আলীর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করছিলেন কমান্ডার শেরদিল খান। এমন সময় দু'জন টহলদার মুজাহিদ এসে জানালো রুশবাহিনী বিমান থেকে, গত রাতে পাহাড়ের চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়ে গেছে অসংখ্য মাইন। ক্যাম্প থেকে বের হবার সমস্ত রাস্তা এখন মাইনে ভরা। এই সকালেই এ মাইনে আহত হয়েছে চারজন মুজাহিদ। ভয়াবহ ব্যাপার হলো ছড়ানো মাইনগুলো দেখতে ঠিক পাথরের মতো। তাই কোনটি যে পাথর আর কোনটি যে মাইন বুঝে ওঠা মুশকিল হয়ে পড়েছে। মাইনগুলো বিমান থেকে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে অথচ বিস্ফোরিত হয়নি। এও আরেক সমস্যা। টহলদার মুজাহিদরা কি বুঝতে পারেনি যে রুশবাহিনী বিমান থেকে মাইন ছড়িয়ে দিচ্ছে? তাহলে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেনি কেন জিজ্ঞেস করলো আলী।

রাত্রিবেলায় বিমানবিধ্বংসী কামান ব্যবহার করা মুশকিল। কেননা কামানের আগুন ছড়িয়ে পড়লে, শত্রুর কাছে অবস্থানটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং তখন শত্রুপক্ষের আক্রমণ করার সুযোগ এসে যায়। এই কারণেই আমরা প্রতিরোধ করতে পারিনি– বললো টহলদার দুই মুজাহিদ।

রুশবাহিনীর এই মাইন ছড়ানো অবস্থাটা হঠাৎ করে সামনে আসায়, শেরদিল খান আলীকে তার যাত্রা আরো দু'চার দিনের জন্য মুলতবি করতে বললেন। বললেন মাইনমুক্ত করার কাজ শুরু করতে হবে, পথ মাইনমুক্ত হবার সাথে সাথেই খবর পেয়ে যাবে এবং তখন তুমি যাবার জন্য উদ্যোগ নিতে পারবে।

সময়ক্ষেপণ না করে, শেরদিল খান, মুহাম্মদুল ইসলাম, মাহমুদ খান এবং নবাগত কমান্ডার মাইন পর্যবেক্ষণে লেগে গেলেন। ক্যাম্পের চতুর্দিকে মাইন ছড়িয়ে রুশবাহিনী তৈরি করেছে বারুদের ডিপো। এই অবস্থায় মাইন সরিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে রাস্তা বের করাটা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এই দুঃসাধ্য পরিস্থিতির দিকটি অনুধাবন করে আলী বললো, 'রুশবাহিনী চায় আমাদের গতিবিধি রুদ্ধ করতে। গেরিলা যোদ্ধাদের গতিই হলো আসল। গেরিলাদের গতির ওপরেই নির্ভর করে সাফল্য এবং ব্যর্থতা। রুশবাহিনী যে পরিমাণ বারুদ ছড়িয়ে দিয়েছে তা

www.pathagar.com

পরিষ্কার করতে কমপক্ষে আমাদের এক সপ্তাহ লেগে যাবে, তারপরও আমরা শঙ্কামুক্ত হতে পারবো না। এরকম একটা পরিস্থিতিতে, ট্যাঙ্ক এবং সাজোয়া বাহিনী নিয়ে রুশসৈন্যরা চড়াও হলে আমরা সম্পূর্ণভাবে আটকা পড়ে যাবো, কোনো রকম প্রতিরোধই আর করতে পারবো না। মরতে হবে আটকা পড়েই। গতিরুদ্ধ হয়েই মরতে হবে। তাই সবকিছুর আগেই আমাদের মাইন সরিয়ে খুব দ্রুত বেরিয়ে যাবার পথ করতেই হবে।'

বেরিয়ে যাবার পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। মুজাহিদরা প্রায় বন্দী। প্রতিটি পা ফেলতে হচ্ছে অতি সাবধানে। তারপরও আরো চারজন মুজাহিদ আহত হয়েছে।

জোহরের নামাজ শেষ হয়ে গেছে। সব মুজাহিদই চিন্তামগ্ন। আলী বললো,

– 'ছড়ানো মাইনের বন্দিদশা থেকে মুক্তির জন্য আমাদের সবাইকে আল্লাহর দরবারে বিশেষভাবে দোয়া করতে হবে। সকল শক্তির মালিক তো আল্লাহ, সকল সমস্যার সমাধানদাতাও তিনি। মানুষের ক্ষমতা তার কাছে চিরকালই পরাভূত; মজলুমদের জালিমদের কাছে থেকে তিনিই উদ্ধার করেন।'

আলীর কথা অনুযায়ী সকলেই আল্লাহর দরবারে খাস করে মোনাজাত করলো। মোনাজাত করলো আসরে, মাগরিবে এবং এশায়। ঘুমে গভীরভাবে নিমগ্ন সব মুজাহিদ। পূর্বদিকের আকাশ থেকে ঘন মেঘ উত্থিত হয়ে ছেয়ে গেলো রাতের বেলায় সারাটা আকাশ। তারপর শুরু হলো, তুফান, বজ্রপাত এবং শিলাবৃষ্টি। বাতাসের প্রচণ্ড আক্রমণে উপড়ে পড়তে থাকলো বিরাট বিরাট গাছ। বিকট শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকলো সমগ্র এলাকা। ওড়ে গেলো মুজাহিদদের তাঁবু। কামানগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে চলে গেলো অনেক দূর। ঘুমন্ত মুজাহিদরা জেগে ওঠে, কালেমা পড়তে পড়তে পাহাড়ের গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিলো। যারা গুহার মধ্যে আগে থেকেই ছিলো তারাও জেগে উঠলো। জেগে উঠলো ভয়ে বিহ্বলতায়।

তুফান কমে এলো কিন্তু প্রচণ্ড ভাবে শুরু হলো বৃষ্টি, বৃষ্টির সঙ্গে মুষলধারায় শিলাপ্রপাত। দেখতে না দেখতে শিলার পাহাড়ের পরিণত হলো গোটা এলাকা। আফগানিস্তানের ইতিহাসে এমন শিলাপ্রপাত আর কখনো হয়নি।

প্রায় দুই ঘন্টা ধরে অবিরাম বৃষ্টি, শিলাপ্রপাত এবং বজ্রপাতের পর শান্ত হলো পরিবেশ। মুজাহিদরা গুহার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লো। ভোরে মুজাহিদরা ঘুম থেকে জেগে ওঠে দেখে, ক্যাম্পের বিশাল বিশাল বিশটি গাছ পড়ে গেছে। গাছের আগায় ঝুলে রয়েছে ক্যাম্পের তাঁবুগুলো। বিমানবিধ্বংসী কামানগুলো চলে গেছে ঢালুর দিকে।

সবার মুখে এখন রাতের বেলায় ঝড়ের কথা। সবাই ঝড়ের ভয়াবহতা নিয়ে আলোচনায় মশগুল। আবদুর রহমান বলে উঠলো,

'আমার তো মনে হচ্ছিলো ঝড়ে বুঝি আমাদের পাহাড়টাই উড়ে যাবে।'

আর এক মুজাহিদ বললো,

'বজ্র বুঝি আমার মাথার ওপরেই পড়েছে, আমি মারা গেছি।'

মুজাহিদদের এ ধরনের আলোচনার মধ্যে টহলদার দুই মুজাহিদ এসে হাজির হলো এবং সবাইকে মোবারকবাদ জানিয়ে অবস্থান নিতেই বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করলো সবাই,

'এই বিপদের মধ্যে মোবারকবাদ কেন? বিপদের মধ্যে কেউ কি কাউকে মোবারকবাদ জানায়।'

টহলদার মুজাহিদরা সব ঘটনা খুলে বললো, 'রাতের ঝড়ো তুফানে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে কিন্তু সবচেয়ে বড় যে উপকারটি হয়েছে তাহলো, শিলাবৃষ্টির কারণে প্রায় সমস্ত

www.pathagar.com

মাইনই ফেটে গেছে। যা কিছু বাকি ছিলো তাও ভেসে গেছে বৃষ্টির তোড়ে। আল্লাহর অসীম মেহেরবানিতে আমরা এখন সম্পূর্ণ মুক্ত।'

আলী এবং কমান্ডার শেরদিল খানের কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেলো পুরো বিষয়টা। শেরদিল খান বললেন, 'আলী, তোমাকে অনেক অনেক মোবারকবাদ, তোমার পরামর্শই ছিলো যথার্থ। আল্লাহ মানুষকে কখন কিভাবে সাহায্য করেন সত্যিই মানুষ তা বুঝতে পারে না। তাই তো একটু আগে আমরা ভাবছিলাম, হয়তো গজব নাজিল হচ্ছে অথচ তাই এখন রহমত হয়ে দেখা দিলো। কয়েক সপ্তাহ ধরে অনবরত পরিশ্রম করে আমরা যে মাইনের পাহাড় সরাতে পারতাম না আল্লাহ তা কত চমৎকারভাবে মাত্র কিছু সময়ের মধ্যে সরিয়ে দিলেন এবং আমাদেরকে বিপদমুক্ত করলেন, ভাবতেও অবাক লাগে। আমরা কেবল গতকালই দোয়া করেছি অথচ আজই তার ফল পেয়ে গেলাম।'

অভাবনীয় সাহায্য প্রাপ্তিতে দু'রাকাত শুকরানা নামাজ পড়লো সকল মুজাহিদ।

পরের দিন আলী এবং সাথীরা বিদায় নেবার জন্য তৈরি হলো। মুহাম্মদুল ইসমাইলও তৈরি হলো আলীর কাফেলায় শরিক হবার জন্য। শেরদিল খান আলীকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আলী, তুমি যেখানেই যাবে, বিজয় তোমার পদচুম্বন করবে ইনশাআল্লাহ, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আলী, আমি আল্লাহর দরবারে তোমার সাফল্যের জন্য দোয়া করি।'

আলী এবং তার সঙ্গীদেরকে সকল মুজাহিদ নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবার, কমান্ডার আলী জিন্দাবাদ শ্লোগান দিয়ে বিদায় জানালো।

নিজেদের ক্যাম্পের উদ্দেশে পা বাড়ালো আলী এবং তার সঙ্গী মুজাহিদরা।

একত্রিশ ঃ

আলী এবং তার সাথীরা তাদের নিজেদের ক্যাম্পে এসে পৌছলো। পৌছল দুই সপ্তাহের পথ পাড়ি দিয়ে। আলীদের ক্যাম্পটি সত্যি একটা মন জুড়ানো জায়গায়। একদিকে বিশাল পাহাড়, অন্য দিকে দিগন্তছোঁয়া প্রান্তর। প্রান্তরটা আবার খুব যে সমতল তা নয়, অসমতলও নয়; কোথাও কোথাও টিলা, কোথাও কোথাও ঝোপঝাড়, কোথাও রেলিংধরা গাছগাছালি তরল বনানী, কোথাও পাহাড়ি কিশোরদের মত একহারা ঝর্ণাধারা।

আলীদের ঐ ক্যাম্প থেকে জেলা সদর মাত্র দশ মাইল, প্রাদেশিক হেড কোয়ার্টার ত্রিশ মাইল। তা ছাড়া তিনটি জেলার সীমান্তে এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় হওয়ায় ক্যাম্পটির একটি তাৎপর্যপূর্ণ অবস্থান বর্তমান।

এ ক্যাম্পের অধিকাংশ মুজাহিদদের থাকার জন্য তাঁবুই প্রধান অবলম্বন। যদিও মাটি ও পাথর মিশিয়ে কিছু ঘর বানানো হয়েছে। তবু এখানে সব মিলিয়ে চারশর মতো মুজাহিদ একসাথে থাকতে পারে। দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে আলী আর তার সঙ্গীরা তাদের প্রিয় ক্যাম্পে পৌছেই বিশ্রাম এবং ঘুমানোর জন্য তৈরি হয়ে গেলো।

খানিকটা সময় বিশ্রাম এবং ঘুমানোর মধ্যে কাটানোর পরপরই আলী বেরিয়ে পড়লো ক্যাম্পের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য। সারাটা দিন কেটে গেলো তার এই পর্যবেক্ষণের কাজে। পরের দিন আলী বসলো পরামর্শ বৈঠকে। বসল আবদুর রহমান,

www.pathagar.com

মুহাম্মদুল ইসলাম, দরবেশ খান, ইঞ্জিনিয়ার ফারুক, আবদুস সালাম, ক্যাম্পের অস্থায়ী দায়িত্বশীল কমান্ডার আহমদ গুল এবং আরো চারজন বিজ্ঞ মুজাহিদকে নিয়ে।

সিদ্ধান্ত হলো ক্যাম্পের আশপাশের এলাকাগুলো ভালোভাবে এবং ঘুরে ঘুরে দেখা হবে। কর্মপন্থা ঠিক করা হবে তার পরই।

এই ঘোরাঘুরির দায়িত্ব থাকবে বিশেষ করে আলীর ওপর।

ঘোরাঘুরির মধ্য দিয়ে আশপাশের তিনটি জেলা পর্যবেক্ষণ করতে আলীর সময় লাগলো প্রায় এক মাস। আলী এই কাজটা এতটা সংগোপনে সম্পন্ন করলো যে কেউ ঝুঝতেই পারলো না আসল ব্যাপারটা কী! খুব সূক্ষ্মভাবে আলী তারই অধীনস্থ বিশটির মত ক্যাম্প ছাড়াও অন্যান্য বারটির মত ক্যাম্প পর্যবেক্ষণ করলো। হেড কোয়ার্টারসহ দশ পনেরটি গুরুত্বপূর্ণ শহর এলাকাও পরিদর্শন করে এলো। সেই সঙ্গে মতবিনিময় করে এলো বিভাগীয় হেড কমান্ডার ও অন্যান্য কমান্ডারদের সঙ্গেও। এই সময়ে আলীর সঙ্গে ছিল ইঞ্জিনিয়ার আবদুল্লাহ, কমান্ডার আহমদ গুল আর আবদুর রহমান।

ঘোরাঘুরির পরে এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও কমান্ডারদেরকে নিয়ে আলী এক গোপন বৈঠকে বসলো। এ বৈঠকে আবদুর রহমানকেও ডাকা হয়েছিলো। আবদুর রহমান পেশ করলো অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এক প্রস্তাব :

রুশ বাহিনীর মোকাবেলা করতে গিয়ে আমরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি, চীনের গণমুক্তি ফৌজও একদা একই ধরনের সমস্যায় পড়েছিলো। চীনের গণমুক্তি ফৌজের ইতিহাস আমি ব্যাপকভাবে পড়েছি বলে বলতে পারছি, চীনের গণমুক্তি ফৌজ তখন নির্ধারণ করলো ভিন্ন ধরনের এক রণকৌশল। তারা বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে নির্মাণ করলো পাতালফাঁদ এবং গোলকধাঁধার সুড়ঙ্গ পথ। পাতালফাঁদ হচ্ছে এমন এক ফাঁদ, সেখানে কেবল ঢোকাই যায়, বের হওয়া যায় না, পথ খুঁজতে খুঁজতে বরণ করতে হয় অকালমৃত্যু। চীনা মুক্তি ফৌজের এ কৌশলটা কিন্তু আমরাও কাজে লাগাতে পারি। আমার মনে হয় এ পদ্ধতিতে দুশমনদেরকে আমরা একটা চরম আঘাত হানতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

সর্বসম্মতিক্রমে পাতালফাঁদ সম্পর্কিত আবদুর রহমানের প্রস্তাব গৃহীত হলো বৈঠকে। আরো সিদ্ধান্ত হলো, গোটা ডিভিশনের মুজাহিদের ইউনিটগুলোকে মোট আটটি জোনে ভাগ করা হবে। আর প্রত্যেক জোনের থাকবে একজন করে দায়িত্বশীল। যিনি আমীর নামে পরিচিত হবেন। এই আমীরের নির্দেশ মেনে চলবে জোনের অন্যান্য কমান্ডার এবং মুজাহিদরা।

গোপন বৈঠকের শেষের দিকে আলী বললো, পাহাড়ের ওপরের এবং পাহাড়ি এলাকার ক্যাম্পগুলোর অস্ত্রশস্ত্র রাখতে হবে মাটির নিচে। গর্ত বানিয়ে। যাতে করে শত্রু বাহিনীর বিমান হামলায় অন্তত অস্ত্রশস্ত্রের কোনো ক্ষতি না হয়। তবে এ গর্তের ঘর এমনভাবে বানাতে হবে, যাতে পেছন দিকে থেকে একটির সাথে আরেকটির সংযোগ থাকে। ফলে সামনের পথ বন্ধ হয়ে গেলে পেছন দিক থেকে মুজাহিদরা বেরিয়ে যেতে পারবে।

আর একটি ব্যাপার, আশপাশের এলাকাগুলো পরিদর্শনকালে আমি দেখেছি, আমাদের সংখ্যা শত্রুবাহিনীর চেয়ে নিতান্ত কম। সুতরাং আমাদের মুজাহিদসংখ্যা আরো বাড়াতে হবে। এ ব্যাপারে আমাদের সবারই চেষ্টা করতে হবে। আমি নিজে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় মিটিং করার চেষ্টা করবো। আর মিটিং করে চেষ্টা করবো মুজাহিদ রিক্রুটের জন্য। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমাদের গোয়েন্দা তৎপরতা আরো বাড়াতে হবে। এই কাজে

www.pathagar.com

প্রত্যেক জোন, থানা ক্যাম্প, ইউনিট এবং জেলা অফিস থেকে একটি তালিকা পাঠাতে হবে। আমি তাড়াতাড়ি আর একটি পর্যবেক্ষণ সফরের সময় তাদের সাথে কথা বলবো এবং কাজ বুঝিয়ে দেবো!

সবশেষে একটি কথা আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, আমাদের রণকৌশল যত সন্দুরই হোক না কেন, মুজাহিদদের মধ্যে যদি কমান্ডারের কমান্ড মানার মত আন্তরিকতা না থাকে, তাহলে আমাদের সকল প্রচেষ্টাই বিফলে যাবে। তাই সামরিক প্রশিক্ষণের সাথে সাথে মুজাহিদদের দিতে হবে ইসলামী নৈতিকতার প্রশিক্ষণ। আর এটা যদি আমরা করতে পারি, সত্যিই সত্যিই মুজাহিদদের কাছ থেকে পাবো শৃঙ্খলা, ন্যায় নিষ্ঠাবান আচরণ। সুতরাং প্রত্যেক মুজাহিদ যেন ফজরে কুরআন এবং মাগরিবের পর হাদিস চর্চা করতে পারে– তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা তো জানি, আফগানিস্তানের মানুষ খুব শিক্ষিত নয়, তাই তাদেরকে জিহাদ, শাহাদাৎ এবং দেশপ্রেমে দীক্ষিত করতে হলে প্রথমেই যদ্দুর পারা যায়, শিক্ষিত করতে হবে। সবশেষ কথা হলো প্রত্যেক নামাজের পর আল্লাহর দরবারে মুজাহিদদের বিজয়ের জন্য হাত তুলে দোয়া করতে হবে। আমাদের এ কথা খুব ভালো করে বুঝতে হবে। এক বিপুল শক্তিশালী জালেম সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করছি, প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র গোলা বারুদ সামান রসদ আমাদের নেই। সুতরাং আল্লাহর রহমত ছাড়া আমাদের পক্ষে বিজয়কে ছিনিয়ে আনা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার।

আলী বাংকার খননের কাজ শুরু করলো। বাংকার খননের কাজে বন্দী রুশদেরও লাগিয়ে দেয়া হলো। আর তাদেরকে আশ্বাস দেয়া হলো খননের পরই মুক্তি দেয়া হবে সবাইকে।

বাংকারের পাশাপাশি শুরু হলো পাতালফাঁদ তৈরির কাজও। আর এই কঠিন কাজটি সম্পন্ন করার দায়িত্ব দেয়া হলো আবদুর রহমানকে। আবদুর রহমানের নেতৃত্বে পাতালফাঁদ খোঁড়া হতে লাগলো এতটা গভীরে গিয়ে, যাতে কৃষকদের চাষবাস করতে কোন অসুবিধা না হয়। আর শত্রু বিমানের আঘাতে পাতালফাঁদের কোনো ক্ষতিও না হয়।

বত্রিশ ঃ

আলী আসার আগ পর্যন্ত মুজাহিদরা খোলামাঠে নামাজ পড়তো। খোলামাঠে নামাজ পড়তো এখানে কোনো মসজিদ ছিল না বলে। বিষয়টা আলীর নজরে আসতেই কোনো রকমের সময় ক্ষেপণ না করেই সে মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করলো। কয়েক দিনের মধ্যেই গড়ে উঠলো মাটি-পাথরের দেয়ালবিশিষ্ট এবং কাঠের ছাউনি ওয়ালা চোখ জুড়ানো এক মসজিদ। মসজিদের চতুর্দিকে বিশাল বিশাল বৃক্ষ থাকায় অপূর্ব পরিবেশের মোহনা তৈরি হলো, তৈরি হলো গাম্ভীর্য এবং আনন্দের এক অভূতপূর্ব কেন্দ্রস্থল। যেখানে গরমের দিনেও পাওয়া যায় ঠাণ্ডা এবং ফুরফুরে বাতাসের মুখরতা।

বাংকার এবং পাতালফাঁদ তৈরির কাজ চলছে পুরোদমে। আলী ব্যস্ত হয়ে পড়লো মুজাহিদ সংগ্রহের ব্যাপারে। মুজাহিদ সংখ্যা যে করেই হোক বাড়াতে হবে। সুতরাং পাতালফাঁদ তৈরির দায়িত্ব আলী অর্পণ করলো আবদুর রহমানের পরিবর্তে ইঞ্জিনিয়ার আবদুল্লাহর ওপর এবং ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় কমান্ডারের দায়িত্ব অর্পণ করলো দরবেশ খানের ওপর।

www.pathagar.com

একজন স্থানীয় মুজাহিদ এবং আবদুর রহমানকে নিয়ে মুজাহিদ সংগ্রহ অভিযানে বেরিয়ে পড়লো আলী। প্রতিদিন প্রায় দশ বারোটি গ্রামে মুজাহিদ সংগ্রহ অভিযান চালিয়ে যেতে লাগলো আলী। বক্তৃতা করতে লাগলো। জিহাদের প্রয়োজনীয়তার ওপর, দেশের করুণ অবস্থার ওপর, হানাদার রুশবাহিনীর অত্যাচারের ওপর। বক্তৃতা করতে লাগলো আগুনঝড়া বক্তৃতা। যে বক্তৃতায় জেহাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে লাগলো তরুণেরা; কিশোর কিশোরী বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা পর্যন্ত অনুপ্রাণিত হতে লাগলো। তাঁর মুখে হানাদারদের জুলুমের কাহিনী শুনে ফুঁসে উঠতে লাগলো জনসাধারণ। তাদের বুকে জ্বলতে লাগল প্রতিশোধের অগ্নিশিখা।

জেহাদের কাফেলায় নাম লেখাবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলো সবাই। গাঁয়ের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে গেলো মুক্তির একই পথ; আল জেহাদ, আল জেহাদ শ্লোগান। অপর দিকে আলীর জ্বালাময়ী বক্তৃতায় মেয়েরা পর্যন্ত তাদের গায়ের অলঙ্কার খুলে দিতে লাগলো জেহাদের ফান্ডে। প্রত্যেক গ্রাম থেকে আলী খুঁজে বের করতে লাগলো অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক এবং নেতৃত্ব স্থানীয় শিক্ষিত মানুষ। আর তাদেরকে আমীর নিযুক্ত করে বুঝিয়ে দিতে লাগলো জেহাদ সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ কর্মসূচি। বস্তুত এভাবে একটার পর একটা গ্রাম চষে বেড়াতে লাগলো আলী। একেবারে খুনখুনে বৃদ্ধ আর নেহাৎ অল্পবয়সী ছেলেরা জেহাদে অংশ নেয়ার আকুল আবেদন জানাতে লাগলো। আলী তাদের উদ্দেশে বললো :

আমি আপনাদের জেহাদের জজবা দেখে সত্যিই অভিভূত। তবে আপাতত প্রতিটি বাড়ি থেকে একজন করে জেহাদে অংশগ্রহণ করলে চলবে।

কোনো কোনো মহিলাও জেহাদে যাবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করতে লাগলো। আলী তাদের উদ্দেশে বললো : যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা– আপনাদের ভাইয়েরা, আপনাদের সন্তনেরা বেঁচে আছি, ইনশাআল্লাহ আপনাদের হাতে অস্ত্র তুলে নেয়ার দরকার হবে না। আপনারা শুধু প্রতি ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর আমাদের সাফল্যের জন্য দোয়া করবেন, আপনাদের পক্ষ থেকে। এই দোয়াটি হবে সবচেয়ে বড় জেহাদ। আবদুর রহমান এই প্রথম সরাসরি প্রত্যক্ষ করলো, দুচোখ দিয়ে সামনা সামনি দেখলো আলীর সঙ্গে থেকে আফগান জনগণের জেহাদী চেতনার প্রাবল্য এবং আজাদির প্রতি অসম্ভব রকমের আগ্রহ। আবেগে আপ্লুত হয়ে সে আলীকে বললো:

যে জাতির ছেলেমেয়ে তরুণ তরুণী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা জেহাদী চেতনায় এতটা উজ্জীবিত, পৃথিবীর কোনো শক্তি সে জাতিকে তাদের ঈমান এবং স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না।

আলীর সঙ্গে আবদুর রহমানের বক্তৃতাও প্রতিহত এক জজবার বন্যা এনে দিলো আফগানিদের শিরায় শিরায়। জনে জনান্তিকে আলোচিত হতে থাকলো রুশ হানাদারদের শিকড় উপড়ানোর নানান কৌশল। প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠলো বুকে বুকে।

আলী আর আবদুর রহমানের তৎপরতার খবর চাপা পড়ে থাকলো না। জেনে গেলো রুশ বাহিনী, জেনে গেলো তাঁবেদার সরকারের উঁচু মহল। তারা এক গোপন বাহিনী পাঠালো আলী আর আবদুর রহমানকে গ্রেফতারের জন্য।

আলী এক দূরদর্শী সামরিক নেতা। বয়সের চেয়ে তার মেধাশক্তি অনেক বেশি বলে সে বরাবরই সতর্ক। মুজাহিদ সংগ্রহ অভিযানে সে আশ্রয় নিয়েছিলো বিদ্যুৎ গতির। তাই রুশ এবং সরকারের গোপনবাহিনীর লোক কোনো গ্রামে তাদের হাজির হবার খবর শুনে হানা দেবার আগেই আলীরা সটকে পড়তে লাগলো এবং সটকে পড়তে লাগলো বলে গ্রেফতার

www.pathagar.com

করতে না পেরে, ক্ষিপ্ত হয়ে গোপনবাহিনী অত্যাচার শুরু করলো সাধারণ আফগানদের ওপর। মাত্রা ছাড়িয়ে গেলো অত্যাচারের। তবু আলী এবং আবদুর রহমানের কোনো খবর দিলো না সাধারণ মানুষ। বরং তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিলো, – আমরা আমাদের জীবন দিয়ে দেবো তবু আলী এবং আবদুর রহমানের খবর জানাবো না। আর এ ব্যাপারে কোনো রকম সহযোগিতাও করবো না। তোমরা যা খুশি তাই করতে পারো।

আলী এবং আবদুর রহমান গোপন বাহিনীর গ্রেফতার এড়িয়ে মাত্র দশদিনের মধ্যে একশ'রও বেশি গ্রামে অভিযান চালিয়ে হাজারেরও অধিক মুজাহিদ সংগ্রহ করে ক্যাম্পে ফিরে এলো। আর ফিরে এসেই জেহাদী কাফেলায় নতুন অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলো। বাংকার এবং পাতালফাঁদ তৈরির কাজ তখনো শেষ হয়নি। ইতোমধ্যে বোমা হামলা হয়ে গেছে একবার। কিন্তু তাতে কিছুই হয়নি। ক্যাম্পের; বাংকার খনন এবং পাতালফাঁদ তৈরির কাজেও কোনো সমস্যা হয়নি। মুজাহিদরা এ কাজগুলো রাতের আঁধারেই সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এই জন্য যেন শত্রুবাহিনী কোনোরকমে মূল্যবান ব্যাপারটি বুঝতে না পারে। হঠাৎ একদিন খরব এলো, মুজাহিদদের ক্যাম্পে প্রচণ্ড হামলা চালাবার জন্য ট্যাঙ্ক সাজোয়া যান কামান বহর নিয়ে এগিয়ে আসছে হানাদার রুশবাহিনী।

আলী জরুরিভাবে বৈঠক ডাকলো। ঝানু ঝানু মুজাহিদরা রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসলো।

বৈঠকে আলী প্রস্তাব করলো :

বাংকার খনন এবং পাতালফাঁদ তৈরি করার কাজ এখনো শেষ হয়নি। সেই কারণে রুশবাহিনী এখানে পৌছানোর আগেই তাদের কনভয় পথিমধ্যে ঠেকিয়ে দিতে হবে। অন্তত দশ মাইল দূরে থাকতে। আলীর প্রস্তাবকে সবাই গ্রহণ করলো।

আলী এক শ' জনের বাছাই বাহিনী নিয়ে রুশ হানাদারের গতি রোধ করার জন্য অগ্রসর হলো। তারপর থামল গিয়ে এক সুবিধাজনক জায়গায়।

অবস্থান নেয়ার সাথে সাথেই ঘোড় সওয়ার দুই মুজাহিদকে পাঠিয়ে দিলো রুশবাহিনীর খোঁজ খবর নেবার জন্য। ঘোড় সওয়ার মুজাহিদরা ফিরে এসে জানালো:

– রুশদের কনভয় এখান থেকে মাত্র দুই মাইল দূর অবস্থান নিয়েছে। সম্ভবত রাতে তারা ওখানে থাকবে এবং ভোর নাগাদ আমাদের ক্যাম্পের ওপর হামলা করবে। তারা আসবে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা সড়ক দিয়ে। সমস্ত অবস্থার ওপর আলী গভীর পর্যবেক্ষণের পর জানালো :

– পাকা সড়কের ওপর গর্ত খুঁড়ে আমরা মাইন পুঁতে রাখতে পারতাম। কিন্তু তা আমরা করবো না। এই জন্য যে, তা করতে গেলে, শত্রুদের চোখে ধরা পড়ে যাবো সহজেই। সুতরাং আমরা গর্ত খুঁড়বো রাস্তার নিচে এবং মাইন না পুঁতে পুঁতবো ডিনামাইট। পরে ওপরে রাস্তা ঠিক থাকবে। অথচ ট্যাঙ্ক যখন এ রাস্তার ওপর দিকে যেতে থাকবে তখন হঠাৎ ধসে যাবে মাটি এবং ঘটবে ডিনামাইটের বিস্ফোরণ, বিধ্বস্ত হবে ট্যাংক আটকে যাবে পথ। অন্য দিকে রাস্তার দু'ধার দিয়ে আমরা পুঁতে রাখবো মাইন। মূল পথ দিয়ে যেতে না পেরে, তখন দুধার দিয়ে যাবার চেষ্টা করতে গেলেই ফেটে যেতে থাকবে মাইন। রুদ্ধ হয়ে যাবে সামনে যাবার সব পথ। সবারই পছন্দ হলো আলীর যুদ্ধকৌশল। কয়েকজন মুজাহিদ পাকা সড়কের নিচের গর্ত খোঁড়া শুরু করলো। কয়েকজন বাংকার খুঁড়তে লাগলো পার্শ্ববর্তী টিলার ওপর। যাতে কনভয় ফাঁদে পড়বার সাথে সাথেই আক্রমণ করা যায়।

এই পাহাড় থেকে মাইল খানেক দূরের একটি পাহাড়েও আলী দশজনের মত মুজাহিদকে

www.pathagar.com

মিজাইল এবং রকেটসহ পাঠিয়ে দিলো। আর বললো :

– শত্রুরা যখন তোমাদেরকে অতিক্রম করবে, তখন গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে পড়বে এবং খুব দ্রুত পাকা, রাস্তার ওপর গর্ত খুঁড়ে মাইন পুঁতে ফেলবে। শত্রুরা এ পথ দিয়ে পালাতে চাইলে অবশ্যই ফায়ারিং করবে মাইনের বিস্ফোরণ এবং গুলাগুলিতে শেষ হয়ে যাবে পুরো কনভয়। সব পরিকল্পনা শেষ হয়ে গেলো আঁধার রাতের মধ্যে। কয়েকজনকে নিয়োগ করলো পাহারায়, বাকিদের পাঠিয়ে দিলো বিশ্রামের জন্য।

ফজরের আজান হবে হবে। এমন সময় পাহারারত মুজাহিদরা খবর বললো :

– সম্ভবত রুশবাহিনীর কনভয় এগিয়ে আসছে।

আলী সবাইকে জাগিয়ে দিয়ে বললো :

– যার যার পজিশন নিয়ে নাও এবং পুরোপুরি সতর্ক থাকো। সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে। অন্য দিকে কোনো সুযোগ দেয়া যাবে না দুশমনদের। খুব ধীরগতিতে এগিয়ে আসছে রুশ ট্যাঙ্ক বহর। মুজাহিদদের অবস্থান অতিক্রম করার সময় আকাশ খানিকটা ফর্সা হয়ে উঠেছে। আলী দুরবিন হাতে নিলো। তারপর পর্যবেক্ষণ করলো তাদের অগ্রযাত্রা। আলী দেখলো বহরের প্রথম ট্যাঙ্কটি মুজাহিদদের ডিনামাইট পুঁতে রাখার জায়গা অতিক্রম করে গেলো। কিন্তু বিস্ফোরিত হলো না কিছুই। আলী খানিকটা বিস্মিত হয়ে স্বগতোক্তি করলো : এতো ভারী ট্যাঙ্ক তবু তার চাপে একটিও বিস্ফোরিত হলো না আজ হয়তো কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ভাগ্য আমাদের ফেলে দিয়েছে হয়তো।

আলীর চোখে মুখে চিন্তার ছাপ। দ্বিতীয় ট্যাঙ্কটিও এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠলো পুরো এলাকা। ধসে পড়লো ট্যাংক। আবারও প্রচণ্ড শব্দ। অগ্রবর্তী ট্যাংকটিও ধসে পড়লো। হাসি ফুটে উঠলো আলীর মুখে। একে একে প্রতিটি ডিনামাইট বিস্ফোরিত হলো। রুশবাহিনী মাঝের পথটা ছেড়ে দিয়ে পাশের দিক থেকে অগ্রসর হতেই শুরু হলো মাইন বিস্ফোরণ। দু'টি যান উড়ে গেলো। এবং আরো দু'টি চালকসহ ঢুকে গেলো গর্তের মধ্যে। পেছনের ট্যাঙ্ক বহর এবং সাজোয়া যান থেকে দু'একজন করে নামতে লাগলো রুশবাহিনীর সৈন্যরা। আলী এই সুযোগের অপেক্ষা করেছিলো।

অর্ধেকেরও বেশি সৈন্য নেমে এসেছে। হঠাৎ এক সঙ্গে গর্জে উঠলো মুজাহিদদের মেশিনগানগুলো। পেছনের দিকে পালাতে চাইল তারা। গোলাও ছুঁড়লো বহর থেকে। কিন্তু জবাব পেলো না। ফলে নেমে এলো আরো সৈন্য। এদিকে ওদিক তাকিয়ে আবারও গুলি ছুড়লো। জবাব পেলো না এবারও। সুতরাং সাহস করে নেমে পড়লো বাকি সৈন্যরাও।

সব সৈন্য নেমে এলে ফায়ারিং এর নির্দশে দিলো আলী। মুহূর্তের মধ্যে অসংখ্য রুশ সৈন্য গুলিবিদ্ধ হয়ে ছটফট করতে করতে লাশ হয়ে গেলো। কয়েকজন পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় সাজোয়া গাড়িতে। মুজাহিদদের এ হামলা ছিল আকস্মিক। ফলে দিশেহারা হয়ে পড়লো হানাদার বাহিনী। আর এলোপাতাড়ি গুলি করতে করতে পিছু হটতে চাইলো।

যে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো মুজাহিদরা সে সুযোগও এখন তাদের হাতের মুঠোয়। ট্যাঙ্কবহর পেছনের দিকে মোড় নিতেই পাহাড়ের ওপর নিয়োজিত মুজাহিদরা রকেট এবং মিজাইল দিয়ে হামলা শুরু করলো। রুশ হানাদারদের ফিরে যাবার সাধও পূর্ণ হলো না। কেননা একটু আগে, তারা যে পথ দিয়ে নিরাপদে এসেছিলো সেই পথে ছড়িয়ে দেয়া হলো অসংখ্য মাইন, অগ্রসর হলেই অনিবার্য বিস্ফোরণ অনিববার্য ধ্বংস। সুতরাং মুজাহিদদের

www.pathagar.com

হামলায় দিশেহারা রুশবাহিনী ট্যাঙ্কের ওপর উড়িয়ে দিলো সাদা পতাকা। আলী আর ফায়ার না করার নির্দেশ দিলো। এ অভিযানে বন্দী করা হলো নব্বই জন রুশ সৈন্য। এবং আফগান কমিউনিস্টকে। এবং জীবিত অবস্থায়। আহত অবস্থায় বন্দী হলো পঁয়ত্রিশ জন। অন্য দিকে মৃতসৈন্যের লাশ পাওয়া গেল সত্তর জনের। অসংখ্য অস্ত্র এবং গোলাবারুদ মুজাহিদদের দখলে এলো। ট্যাঙ্ক চালানোর মত কোনো মুজাহিদ না থাকায় সমস্ত ট্যাঙ্কই বিকল করে দেয়া হলো। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এই জন্য যে, এই অভিযানে মুজাহিদদের পক্ষ থেকে পাঁচজন আহত হয়েছে। নিহত কেউই হয়নি।

গোটা এলাকায় একটা তল্লাশি চালানো হলো।

তারপর নতুন বন্দীদের লাগিয়ে দেয়া হলো পাহাড়ের মধ্যে বাংকার এবং পাতালফাঁদ নির্মাণের কাজে এবং এভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে যায় বাংকার খনন, সেই সঙ্গে পাতালফাঁদ নির্মাণের কাজ। বাংকারগুলোর সামনে মুজাহিদরা বোমা এবং রকেটের খোলস দিয়ে টব বানিয়ে রচনা করলো ফুলের বাগান। সে বাগান যেন ঘোষণা করছে,

– হে মানুষ, পৃথিবীর মানুষ, চোখ ভরে দেখো, বর্বর রুশবাহিনী আল্লাহর সৈনিকদের ওপর নির্বিচারে যে বোমা, যে রকেট বর্ষণ করেছে, সেই বোমা সেই রকেটের খোলস দিয়ে তারা নির্মাণ করছে অব্যাহত শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতীক যে পুষ্প, সেই পুষ্পের বাগান। এবং এই বাগানই বলে দিচ্ছে মুজাহিদদের চেষ্টা সাধনা ত্যাগ তিতিক্ষা কুরবানি সবই বিশ্বশান্তি ও বিশ্ব নিরাপত্তার জন্য; ধ্বংসের জন্য নয়। একটি অভিযানের পর একটি এলাকায় তারা তাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত বোমা এবং রকেটের খোলসের মধ্যে চাষ করেছে ফুলের বাগানের। অতএব চূড়ান্ত যুদ্ধজয়ের পর তারা ইসলামের সৌন্দর্য এবং সৌরভে ভরে তুলবে সমগ্র বিশ্ব, গড়ে তুলবে এক নুতন পৃথিবী যেখানে সৌহার্দ্যের পরিবেশ।

মুজাহিদদের কেন্দ্রীয় ঘাঁটিটি বিশাল এলাকাজুড়ে। বেশ প্রশস্ত এই ঘাঁটিতে স্থাপন করা হয়েছে পঞ্চাশটির মত ফাঁড়ি। এ ফাঁড়িগুলো আবার বেশ দূরে দূরে। ফলে যোগাযোগের একটা সমস্যা থেকেই গেছে।

আলী বিষয়টা নিয়ে আবদুর রহমানের সাথে পরামর্শ করতে গিয়ে বললো :

– সব ক'টি ফাঁড়ির সাথে টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা পড়ে তুলতে পারলে খুব ভালো হতো। তাছাড়া প্রতিটি কেন্দ্রের সাথে দ্রুত যোগাযোগের জন্য ওয়ারলেস সংযোগ পদ্ধতি চালু করা জরুরি। এখন এই টেলিফোন এবং ওয়ারলেস ব্যবস্থাটা কিভাবে আঞ্জাম দেয়া যায়?

আবদুর রহমান কিছুক্ষণ মগ্ন থাকলো। তারপর বললো :

কিছু সরঞ্জাম তো আমরা বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী দেশ থেকে ক্রয় করতে পারি। আর এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আমরা মহিলাদের জেহাদ ফান্ডে দেয়া অলঙ্কার বিক্রি করে সংগ্রহ করতে পারি। আর কিছু সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে পারি নিকটবর্তী রুশসেনা ছাউনিগুলার ওপর সফল অভিযান পরিচালনা করে। সংযোগের কাজটা আমিই করতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

আলী আবদুর রহমানের পরামর্শ গ্রহণ করলো এবং এক পর্যায়ে মহিলাদের দেয়া সমস্ত অলঙ্কার তার হাতে তুলে দিয়ে বললো,

সরঞ্জাম বন্দুদেশ থেকে যা আনার তাড়াতাড়ি আনিয়ে নাও। আমি এই ফাঁকে নিকটস্থ রুশসেনা ছাউনিগুলোর ওপর আক্রমণ করার একটা পরিকল্পনা পাকাপোক্ত করে ফেলি।

www.pathagar.com

তেত্রিশ ঃ

ওয়ারলেস ছাড়া আর চলছেই না মুজাহিদদের। অগত্যা আবদুর রহমান সরঞ্জামের একটা তালিকা করলো। আর ঐগুলো ক্রয়ের জন্য তিনজন মুজাহিদকে পাঠিয়ে দেয় পেশোয়ারে।

এদিকে রুশ সেনাছাউনির ওপর আলীর আক্রমণের পরিকল্পনা একপ্রকার থেমে রইলো। কেননা সেনা ছাউনিটি খুব কাছাকাছি হলেও মুজাহিদদের কোনো গুপ্তচর সেখানে ছিলো না। ফলে রুশ সেনাদের গতিবিধির কোনো গোপন খবর পাওয়া যাচ্ছিল না।

রুশ সেনাদের গোপন খবর পাবার ব্যাপারে আলীকে এক চমৎকার পরামর্শ দিলো আবদুর রহমান। বললো :

– আপনি গ্রেফতারকৃত আফগান সরকারি সেনা অফিসারের সাথে কথা বলুন। সেনা অফিসারটি তার বোনের বিয়ের খবর পাওয়ার পর থেকে উন্মাদ হয়ে উঠেছে। সে যে কোনো মূল্যে তার বোনের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চায়।

আবদুর রহমানের প্রস্তাবে আলী সম্মত হলো। আর বন্দী আফগান সেনা অফিসার আবদুল ওয়াহিদকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো :

– তুমি নাকি তোমার বোনের বিয়েতে যাবার জন্য মুক্ত হতে চাচ্ছো? ঠিক আছে তোমাকে মুক্ত করে দিচ্ছি, তবে শর্তে আছে, আমার একটি কাজ করে দিতে হবে, জরুরি কাজ।

– যা বলবেন তাই করবো। জবাবে আবদুল ওয়াহিদ বললো,

– আমরা চাচ্ছি রুশ ছাউনির সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র এবং সমস্ত সরঞ্জাম কবজা করতে। সুতরাং হামলা করার আগে ওখানকার সার্বিক অবস্থা আমাদের জানা দরকার। এই ব্যাপারেই আমরা তোমার সহযোগিতা চাই। আলী বলে,

– ছাউনির ওপর হামলা চালানো কোনো বড় ব্যাপার নয়। কিন্তু হামলা চালিয়ে অস্ত্রশস্ত্র এবং সরঞ্জামাদি কবজা করার ব্যাপারটা সাংঘাতিক ঝুঁকিপূর্ণ। এ অবস্থায় বিষয়টি নিয়ে আরো ভাবনা চিন্তা করে দেখুন– আবদুল ওয়াহিদ বলে, আমরা তোমার কাছে তো পরামর্শ চাচ্ছি না, চাচ্ছি তথ্য। হামলা করলে কী হবে আর কী হবে না তা আমাদের জানা আছে। রুশ ছাউনির গোটা অবস্থানটা আবদুল ওয়াহিদ নকশা করে এঁকে দেখাতে দেখাতে বলে : ছাউনির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে হচ্ছে অস্ত্রের ডিপো, এখানে রাতের বেলায়ও পাহারা থাকে, ছয় সাতজন সৈন্যের পাহারা। এখান থেকে ঠিক উত্তর দিকে এক ফার্লং ব্যবধানে সরঞ্জামাদির ডিপো। মূলত এখানেই খাবারের স্টোর। ময়লা পানির ড্রেন হচ্ছে ছাউনির দক্ষিণ দিকে। হ্যাঁ, ময়লা পানির ড্রেনটি এখান থেকে এগিয়ে ঠিক যেখানে মোড় নিয়েছে, সেখানেই হচ্ছে কবরস্থান। কবরস্থানে অবশ্য পাহারা থাকে না। অস্ত্রের ডিপোটি হচ্ছে– এই কবরস্থান থেকে একটু এগিয়ে গেলেই পূর্ব রাশিয়ান সৈন্যদের অবস্থান। রুশ-আফগান মিলে ছাউনির মোট সৈন্যসংখ্যা হবে ছয় হাজারেরও ওপরে। ওয়াহিদ, তোমার দেয়া এইসব তথ্য যদি ভুল প্রমাণিত হয়, তাহলে তোমাকে তো শাস্তি ভোগ করতেই হবে, সেই সাথে তোমার পরিবারের লোকদেরও বন্দী করা হবে, আলী বলে। আমি যেসব তথ্য দিয়েছি, তা সন্দেহমুক্ত সঠিক। সুতরাং আমার মুক্তির জন্য আপনি আপনার ওয়াদা পালন করবেন আশা

www.pathagar.com

করি, ওয়াহিদ বলে। ঠিক আছে, আপাতত কারাগারেই থাকছো, তোমার দেয়া তথ্য সত্য প্রমাণিত হলেই আমাকে তুমি ওয়াদাপালনকারী হিসেবেই দেখতে পাবে। তবে এই এখনই জেলে যাবার তোমার যদি নতুন কোনো তথ্য মনে পড়ে যায়, তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবে। আর সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য জানানোর ব্যাপারে, তুমি যাতে করে ত্বরিত সুযোগ পেতে পারো, তার ব্যবস্থা আমি করে রাখছি, আলী বলে। একদিন পর আবদুল ওয়াহিদ পাহারাদার মুজাহিদকে বলে :

–জরুরি একটা খবর দিতে হবে। এক্ষণই কমান্ডার আলীর সাথে দেখা করা দরকার। আলীর কাছে আবদুল ওয়াহিদের খবর বলতেই আলী তাকে ডেকে পাঠায়। স্টোরের খানিকটা দূরে ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তারের বাসা। আমি যতদূর জানি তিনি মুজাহিদদের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী। তার সহযোগিতা পেলে আপনাদের ছাউনি দখল করাটা খুব সহজ হয়ে যাবে– ওয়াহিদ আলীকে বলে। রাতেই আলী ছাউনি আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেয়। ২০০ মুজাহিদকে দুই দলে ভাগ করে সে ১২৫ জনের দলটির কমান্ডার নিযুক্ত করে দরবেশ খানকে।

আলী দরবেশ খানকে নির্দেশ দিয়ে বলে :

– আপনি এমন সময় ছাউনির পূর্বপ্রান্তে হাজির হয়ে যাবেন সবাইকে নিয়ে, যাতে করে রাত ঠিক তিনটার সময় গুলিবর্ষণ শুরু করতে পারেন। সত্যি সত্যিই আপনি যদি পূর্বপ্রান্ত থেকে গুলি বর্ষণ শুরু করতে পারেন, তাহলে শত্রুবাহিনীর বেশির ভাগ সৈন্যই পূর্ব প্রান্তে চলে আসবে। এবং পশ্চিম প্রান্ত প্রায় খালি হয়ে যাবে। মনে রাখবেন কোনোক্রমেই গোলা যেন পশ্চিমপ্রান্তে না পড়ে। তা ছাড়া আপনারা কিন্তু গুলি করার সময় ছাউনির খুব একটা কাছে থাকবেন না। একটু দূরেই থাকবেন। নির্দিষ্ট সময়ের বেশ আগেই দরবেশ খান তার বাহিনী নিয়ে রওয়ানা করলেন। কারণ তাদেরকে ছাউনির কাছাকাছি খানিকটা পথ ঘুরেই পৌঁছতে হবে, নিরাপদ স্থানে অবস্থান নিতে হবে।

আলী তার বাহিনী নিয়ে রওনা করলো জোহরের নামাজের পর পরই। আলী তার বাহিনী নিয়ে দুশমনদের ছাউনির কাছাকাছি গিয়ে যখন পৌঁছলো তখন রাত দুটো বাজে। ছাউনির আশপাশে অসংখ্য মাইন বিছিয়ে রাখা হয়েছিলো বলে আলী সবাইকে নিয়ে খুব সতর্কতার সাথে অগ্রসর হতে লাগলো। আলী ও অন্যান্য সঙ্গী মুজাহিদরা অগ্রসর হতে লাগলো অস্ত্রাগার আর স্টোরের রুমের দিকে। ট্রাক এবং গাড়ির দীর্ঘ লাইনও এই অস্ত্রাগারের পাশে। আলীরা সর্বপ্রথম কাবু করলো পাহরাদারদের। আর পাহারাদারদের কাবু করতে তারা ব্যবহার করলো খঞ্জর। এ সময় রাত দুটো বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

আলী তার সঙ্গী মুজাহিদদের নিয়ে পাহারাদারকে এতো তাড়াতাড়ি কাবু করে ফেললো যে, তারা কোনো সঙ্কেত দেবারও সুযোগ পেলো না। আলীদের কাজ শেষে হঠাৎ দরবেশ খানের অবস্থানের দিক থেকে শুরু হয়ে গেলো প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ। হুড়োহুড়ি পড়ে গেলো ছাউনির মধ্যে। এ সময় আলী তার দলবল নিয়ে অবস্থান নিলো দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে এবং নিঃশব্দে ওঁৎ পেতে থাকলো। আফগান কমুন্যনিস্টরা পশ্চিম দিক থেকে উত্তর দিকে সরে যেতে লাগলো। কারণ তারা টের পেয়েছিলো যে, মুজাহিদরা শুধু বাইরে অবস্থান নিয়েছে তাই নয়, তারা ভেতরেও ঢুকে পড়েছে। অন্য দিকে অধিকাংশ সৈন্যরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো পূর্ব দিকে দরবেশ খানের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য।

www.pathagar.com

অস্ত্রশস্ত্র কবজা করার মোক্ষম সময় হাতের মুঠোয় এসে গেছে। শত্রুবাহিনীর ট্রাক কাজে লাগাবার এখনই দরকার।

মুজাহিদরা চারটি ট্রাকে বোঝাই করলো অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জামাদি, তিনটিতে বোঝাই করলো খাদ্যদ্রব্য এবং একটিতে বোঝাই অন্যান্য জিনিসপত্র।

যুদ্ধের কাজে লাগাবার জন্য চারটি সাঁজোয়া গাড়ি নিতেও মুজাহিদরা ভুল করলো না।

ছাউনি থেকে বের হয়ে যাওয়াটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো মুজাহিদদের জন্য। বিষয়টি নিয়ে আলী আগেই একটা ব্যবস্থা নিয়ে, ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তারের বাসার বাইরে, কয়েকজন মুজাহিদকে গোপনে পাহারায় বসিয়ে রেখেছিলো।

আলী নিজেই ঢুকে পড়লো ক্যাপ্টেন সাত্তারের বাসায়। আর তার মুখোমুখি হয়ে বললো, শুনেছি, মুজাহিদদের সঙ্গে আপনার একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে, কৌশলগত কারণে, তা ছাড়া আপনাকে অবাক করে দেবার জন্য আগে কিছুই জানাইনি। এখন তো আপনার সহযোগিতার একান্ত দরকার। আমরা চাচ্ছি রক্তপাতহীনভাবে মালপত্রগুলো বাইরে নিয়ে যেতে। বন্দী অবস্থায় আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে। আমরা আরো কিছু শত্রু সৈন্য গ্রেফতার করেছি। মালপত্র বোঝাই ট্রাকগুলো নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবার পর আমরা আপনাকে অন্যান্য বন্দীদের সাথে ছেড়ে দেবো। যাতে কোনোক্রমেই আপনাকে কেউ সন্দেহ করতে না পারে যে, আপনি আমাদের সাহায্য করেছেন।

আলীর চমৎকার পরিকল্পনার কথা শুনে ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তার বললেন :

– জো হুকুম।

চৌত্রিশ ঃ

ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তার আলীর পরিকল্পনার কথা শুনে হাসলেন এবং বললেন,

– তুমি যা ভালো মনে করো।

আলী ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তারকে নিজের পাশে বসালেন ঠিক চালকের কাছাকাছি। চালক তো মুজাহিদ। অবশ্য গায়ে সামরিক উর্দি। পেছনেও সামরিক উর্দি পরা মুজাহিদ। হাতে নাতে ধরাপড়া শত্রুসৈন্যদের উঠানো হলো অন্য গাড়িতে।

পথের দু'পাশে সব কমিউনিস্ট পাহারাদাররা ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তারকে গাড়ির সামনে বসা দেখতে পেয়ে এবং পেছনে উর্দি পরা সৈনিকদের দেখতে পেয়ে মনে করতে লাগলো মুজাহিদদেরই মোকাবেলা করতে বেরিয়েছে এরা। ফলে কোনো বাধা ছাড়াই সব কটি ট্রাক নিয়ে আলী বেরিয়ে গেলো ছাউনি থেকে।

আলী পুরো বাহিনী নিয়ে ছাউনি থেকে বেরিয়ে এসে ওয়ারলেস মারফত দরবেশ খানকে লড়াই বন্ধ করে বেরিয়ে আসার নির্দেশ দিলো। ছাউনি থেকে পাঁচ ছয় মাইল দূরে আসার পর ট্রাকগুলো থামানো হলো। ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তারকেও গাড়ি থেকে নামানো হলো। আলী তাকে নিয়ে গেলো গভীর নির্জনতায়; তারপর বললো, আপনি ছাউনিতেই ফিরে যান এবং মুজাহিদদের পক্ষে কাজ করতে থাকুন। মুজাহিদবিরোধী কোনো ষড়যন্ত্রের খোঁজ পেলেই তা জানিয়ে দেয়া হবে আপনার একান্ত কর্তব্য।

www.pathagar.com

ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তার জবাবে বললেন :
বড় ধরনের একটা ঘটনা তো ঘটে গেলো। এরপরও যদি আমার ওপর শত্রুবাহিনীর আস্থা থাকে তাহলে অবশ্যই আমি আগের মতই কাজ করে যাবো। আর যদি গ্রেফতার করে ফেলে তবুও চিন্তার কোনো কারণ নেই, মুজাহিদদের সহযোগিতা করার মতো আরো অনেকে আছে; আমি তাদের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবো।

আলী ও ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তারের মধ্যে একান্ত আলাপ শেষ হয়ে গেলো। এবার গাড়ি থেকে অন্যান্য কয়েদিদের নামিয়ে বড় রাস্তার পাশে কয়েকটি গাছের সাথে বেঁধে ফেলা হলো। একটি গাছের সাথে ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তারকেও বেঁধে ফেলা হলো। অবশ্যই ইচ্ছে করেই আলী অন্তত দু'জন কয়েদির হাত একটু ঢিলা করে বাঁধলো। মুজাহিদদের চলে যাবার পর, যাতে করে তারা প্রথমেই নিজেদের হাত খুলে অন্যান্য কয়েদিদের হাতও খুলে দিতে পারে। আর নিরাপদে ছাউনিতে ফিরে যেতে পারে। অভিনয় শুরু হলো আলীর। অন্যান্য কয়েদিদের সামনে ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তারকে দারুণভাবে অপমানিত করলো সে। যারপরনাই তিরস্কার করে সব কয়েদিদের উদ্দেশ করে আলী বলতে লাগলো, সত্যিই যদি তোমরা আফগান হয়ে থাক, তাহলে আফগানিস্তানের স্বাধীনতার শত্রু হানাদার রাশিয়ানদের পক্ষ ত্যাগ করে মুজাহিদদের পক্ষ অবলম্বন করো, স্বজাতির স্বাধীনতা রক্ষার লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করো। আফসোস, জাতির দুশমনদের হাতে হাত মিলিয়ে তোমরা হত্যা করছো আপন ভাই, বোন, মা- বাপকে। অথচ একবারও ভেবে দেখেছো, দুশমনরা কী অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছে সারা দেশের ওপর, সারা দেশের জনগণের ওপর। কতটা ক্ষতি করছে আমাদের পিতৃভূমির।

তোমাদের অপেক্ষা সেই সব রাশিয়ান মুসলিম কত না উত্তম যারা যখন জানতে পারে যে, তারা আফগান মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, তখন আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করে না, মুজাহিদদের হাতে তুলে দেয় রাশিয়ান অস্ত্রশস্ত্র। তারপর ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে রিপোর্ট করে আমরা পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছি। আর কোনো রকমে জীবন নিয়ে ফিরে এসেছি।

হ্যাঁ আমরা এখন চলে যাচ্ছি। চলে যাবার পর ভেবে দেখবে, তোমরা গভীরভাবে ভেবে দেখবে হানাদার রাশিয়ানদের দাসত্ব উত্তম না মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার লড়াই তথা ইসলামকে সমুন্নত করার লড়াই উত্তম?

বিবেক যদি দাসত্বের পক্ষ অবলম্বন করার কারণে তোমাদেরকে তিরস্কার করে তাহলে সত্যের পক্ষ অবলম্বন করার জন্য, মুজাহিদদের পক্ষ অবলম্বন করার জন্য ছাউনির ভেতরে বাইরে সবখানেই বিস্তর সুযোগ রয়েছে যার যেখানে থেকে লড়াই করা সম্ভব সে সেখানে থেকেই লড়াই চালিয়ে যাও। ট্রাকগুলো নিয়ে আলী মুজাহিদদের কেন্দ্রের কাছাকাছি পৌঁছামাত্র শত্রুদের জঙ্গিবাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়ে গেলো। আর মাত্র কয়েক কিলোমিটার পথ বাকি। এই কয়েক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করলেই মুজাহিদকেন্দ্র। তবুও ট্রাকগুলোকে নিকটবর্তী একটি বাগানে ঢুকিয়ে দিয়ে মুজাহিদদেরকে নিরাপত্তামূলক অবস্থান নিতে বলে, নিজে একটি গাড়ি নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে সামনের দিকে অগ্রসর হলো। (হ্যাঁ কিছু দূর অগ্রসর গাড়ি থেকে নেমে লুকিয়ে পড়লো গভীর ঘন ঝোপের আড়ালে। মূল পথ থেকে খানিকটা দূরে। জঙ্গিবিমানগুলো আলীর রেখে যাওয়া গাড়ির ওপর এবং তার আশপাশে শুরু

www.pathagar.com

করলো এলোপাতাড়ি বোমা বর্ষণ। কয়েকটি বোমা গিয়ে পড়লো একেবারে আলীর কাছাকাছি। কিন্তু কিছুই হলো না। কিছুই হলো না এই জন্য যে আশপাশের ঝোপঝাড় ছিল একেবারেই নিশ্ছিদ্র নিবিড়। প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করে বিমানগুলা চলে যাবার পর আলী বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো মূল রাস্তায়। আলীকে জীবন্ত দেখতে পেয়ে সোল্লাসে চিৎকার করে নারায়ে তাকবির ধ্বনি দিয়ে উঠলো সব মুজাহিদ। সকাল ৯টার মতো বাজে এখন। কোনো মুজাহিদই গত রাত থেকে এ পর্যন্ত কিছুই খায়নি। যে বাগানের পাশে উল্লাস করছিলো মুজাহিদরা সে বাগানের বৃদ্ধ মালিক তখনো সেই বাগানেই ছিলেন। বেরিয়ে এলেন। বেরিয়ে এলে আলী তাকে বললো, চাচা, আমাদের জন্য আপনার বাগানের কিছু ফল পেড়ে দেবেন? খুবই ক্ষুধার্ত আমরা। বৃদ্ধ তার বাগানের ফল খাবারের অনুমতি চাওয়াতে খুব খুশি হলেন এবং বললেন :

– বেটা, তোমাদের যত লাগে নাও নিজেরা ইচ্ছে মতো পেড়ে পেড়ে খাও। আমার কোনো আপত্তি নেই। অনুমতি পাওয়ায় আলী এবং তার সঙ্গী মুজাহিদরা ফল পাড়তে শুরু করলো এবং খেতেও শুরু করলো। এক পর্যায়ে আলী বৃদ্ধকে ফলের দাম দিতে চাইলে তিনি বললেন, মুজাহিদদের কাছ থেকে ফলের দাম নেয়া অন্যায়। বেটা, আমি বুড়ো হয়ে যাওয়া এক গরিব চাষি। মুজাহিদদের সেবা করার সাধ্যও আমার নেই তবু আমার সৌভাগ্য যে, কিছুক্ষণের জন্য হলেও মুজাহিদরা আমার বাগানে থাকলো এবং আমার বাগানের ফল খেয়ে কিছুটা ক্ষুধাও নিবারণ করলো। হায় আমার যদি প্রচুর অর্থ থাকতো, তাহলে আমি তাদেরকে প্রচুর অর্থ দিয়েও খেদমত করতে পারতাম।

ফলবাগানের মালিক বৃদ্ধচাষি মুরুব্বির কথা শুনে আলী বললো :

মুজাহিদদের প্রতি এতো গভীর আন্তরিকতা দেখে আমরা সত্যিই আনন্দিত। আল্লাহ আপনাকে এর প্রতিদান দিন। আপনি মুজাহিদদের জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ আপনাদের মত মুরুব্বিদের দোয়া নিশ্চই কবুল করবেন। কিন্তু চাচা আমরা যদি আপনার অনুমতি না নিয়ে ফল খাওয়া শুরু করতাম তাহলে তো রুশ হানাদার বাহিনী আর আমাদের মুজাহিদদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকতো না। আর আমরা যে টাকা পয়সা ব্যয় করি তাও তো আপনাদেরই দান। অনুগ্রহ করে আপনি আপনার ফলের দামটা নিয়ে নিন।

আলীর ঐসব কথা শুনে বৃদ্ধ উত্তেজিত হয়ে বললেন,

আমার মতো অসহায়কে যদি তোমরা অপমানিতই করতে চাও তো আমার মাথায় জুতা মেরে দাও। হ্যাঁ, জুতা খাবো তবু পয়সা নেবো না। মুজাহিদদের জুতোর স্পর্শের বরকতে আমি আমার পুরো বাগান উৎসর্গ করতে রাজি আছি। তোমরা দেশের স্বার্থে যেখানে পুরো জীবন উৎসর্গ করছো, সেখানে আমি আমার বাগানের কয়েকটি ফল উৎসর্গ করতে পারবো না! তাতেও বাধা দেবে তোমরা? অনুগ্রহ করবে আমাকে? বৃদ্ধের আত্মবিশ্বাসের সামনে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো আলী। শেষে বৃদ্ধকে কোনো বিনিময় না দিয়ে বিমুগ্ধ অন্তরে তাঁকে সালাম জানিয়ে মুজাহিদ কেন্দ্রের দিকে যাত্রা করলো সব মুজাহিদ।

আসরের দিকে দরবেশ খানও তাঁর বাহিনী নিয়ে হাজির হলেন ক্যাম্পে। আর বললেন :

– এ অভিযানে আমার বাহিনীর পাঁচজন মুজাহিদ শহীদ হয়েছেন। দু'জন হয়েছেন মাইন বিস্ফোরণে, তিনজন হয়েছেন গুলিবিদ্ধ হয়ে। আহত হয়েছেন বারজন। মুজাহিদদের জন্য এটা তেমন কোনো বিষয় নয়, বরং অভিযান চালিয়ে জয়ী হতে পেরেছি– এটাই সবচেয়ে

www.pathagar.com

বড় বিষয়। ব্যাপক ক্ষতি হয় এ লড়াইয়ে রুশ হানাদার বাহিনীর। কিন্তু তার চেয়ে বড় ক্ষতি হয় এই যে রুশবাহিনীর মনোবল ভেঙে যায় একেবারেই। তারা সাংঘাতিকভাবে নিন্দিতও হয়। তিন-চার দিন পর হানাদার বাহিনীর পরাজিত ক্যাম্প থেকে পালিয়ে এলো এক সৈনিক। আর বললো, আমাকে ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তার পাঠিয়েছেন খবর দেয়ার জন্য যে মুজাহিদদের আক্রমণে হানাদার বাহিনীর বেশির ভাগ ক্যাম্প ধ্বংস হয়ে গেছে। আর কয়েক হাজার রুশসৈনিকসহ অগণিত আফগান কমিউনিস্ট সৈনিক মারা পড়েছে।

ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তারকে আগের পদে বহাল রাখা হয়েছে। কিন্তু তার ব্যাপারে ব্যাপক অনুসন্ধান করা হয়েছে। অন্যদিকে বেশ কয়েকজন রাশিয়ান এবং আফগান সৈনিককে বরখাস্থ করা হয়েছে। উপরন্তু ঘটনার পূর্বাপর তদন্তের জন্য কাবুল থেকে এসেছে রুশসামরিক কর্মকর্তা। মুজাহিদ বাহিনী যে ছাউনির ভেতরে গিয়ে হামলা চালিয়ে অস্ত্রের ভাণ্ডার লুট করেছে, তা গোপন রাখা সম্ভব হলো না। বিশ্বের প্রায় সকল দেশের রেডিও-টিভি ব্যাপকভাবে প্রচার করলো এ অভিযানের খবর। মুজাহিদের হেডকোয়ার্টার থেকে কমান্ডার আলীকে অভিনন্দন জানালেন। সাথে সাথে পরামর্শও পাঠালেন :

১. যেহেতু ছাউনির ভেতরে গিয়ে আক্রমণ করার ব্যাপারে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি, সেহেতু ভবিষ্যতে এ ধরনের অভিযান চালানোর আগে কেন্দ্রের হেডকোয়ার্টারের অনুমতি নিতে হবে।

২. জেনে শুনে মুজাহিদদের এ ধরনের ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দেয়া ঠিক হবে না।

অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় ছাউনি থেকে অর্জিত হলো বেশ কিছু টেলিফোন এবং ওয়ারলেসের সরঞ্জাম। ইতোমধ্যে ঐ ধরনের আরো কিছু সরঞ্জাম এসে পৌঁছে গেলো আফগান জেহাদের সর্বাত্মক সাহায্যকারী প্রতিবেশী শক্তিশালী মুসলিম দেশ থেকে। ফলে খুব দ্রুত আবদুর রহমান ও ইঞ্জিনিয়ার আবদুল্লাহ কেন্দ্রের সব কটি স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে ফেলতে পারলো।

পঁয়ত্রিশ ঃ

এতদিন আলীর কাছে ওয়ারলেস ছিলো মাত্র দু'টি। তাও কাজ দিতো কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত শুধু। কিন্তু শত্রুছাউনি থেকে পাওয়া ওয়ারলেসগুলো খুবই শক্তিশালী হওয়ায় আলী সেগুলো বিভিন্ন গুরুত্বপূ কেন্দ্র, বিশেষ করে বিভিন্ন শহরের মুজাহিদদের নিকট তথ্য সরবরাহকারীদের হাতে পৌঁছে দিলো। আর হেডকোয়ার্টারের সাথে আলীও যথারীতি যোগাযোগ শুরু করে দিলো। পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত আলী মুক্ত করে দিলো আবদুল ওয়াহিদকে। আবদুল ওয়াহিদ মুক্তি পেয়ে ওয়াদা করলো, তার বোনের বিয়ের পরই মুজাহিদ বাহিনীতে যোগাদান করবে। বাকি জীবন সে জেহাদ ফি সাবিলিল্লাহে কাটিয়ে দেবে। রুশবাহিনী অকল্পনীয় রকমের মার খেয়ে চরমভাবে বিক্ষুব্ধ হলো এবং আলীর কেন্দ্রের ওপর বড় ধরনের হামলা চালাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। এই পরিকল্পনা মত তারা তাদের বিভিন্ন ছাউনি থেকে সংগ্রহ করলো অভিজ্ঞ সৈনিক। ব্যাপক বোমাহামলারও প্রস্তুতি নিলো।

আলীর গোয়েন্দারা অত্যন্ত দক্ষ হওয়ায় রুশবাহিনীর প্রস্তুতির সকল খবরই দ্রুততার সাথে মারকাজকে জানিয়ে দিলো। বেশ কিছু পাকা এবং মজবুত পরিখা আগে থেকেই তৈরি করে

www.pathagar.com

রেখেছিলো আলী, বাইরে থেকে যা বোঝার উপায় ছিলো না। কেননা ঐ পাতালফাঁদগুলো ছিলো মাটির অনেক অনেক গভীরে। যাতায়াতের জন্য একটি মাত্র রাস্তা। তাও মুজাহিদদের জন্য কেবল। আবার সেই সব মুজাহিদদের জন্য মাত্র যারা ঐ পাতালফাঁদের দায়িত্বপ্রাপ্ত।
মজার ব্যাপার হলো, পাতালফাঁদের এলাকায় যথারীতি চাষবাসও চলছিলো।
চলছিলো অন্যান্য কৃষিকাজ। অন্য দিকে পরিখার মাটি এতো দূরে ফেলে দেয়া হয়েছিলো যে, কারোরই বোঝার উপায় ছিলো না এই এলাকায় মাটির নিচের পাতালফাঁদ আছে, আছে অন্যকোনো সামরিক আয়োজন। আলী পাকাসড়ক বরাবর মাইন বিছিয়ে রাখতে পারতো, কিন্তু তা না করে করলো বড় বড় গর্ত খনন। যাতে করে শত্রুপক্ষের হামলাকারী ট্যাঙ্কগুলো হঠাৎ করে গর্তের মধ্যে তলিয়ে যেতে পারে। সকল প্রস্তুতি শেষ করার পর আলী এবং সঙ্গী মুজাহিদদের এখন অপেক্ষার পালা। কখন আসবে শত্রুদের বহর?
ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেল বিমানহামলা। এক সময় মারকাজের ওপর বিমান হামলা হলো একটানা একরাত একদিন। ফলে মুজাহিদরা বেরিয়ে এসে না পারলো খাওয়া দাওয়া করতে, না পারলো নামাজ আদায় করতে। শত্রুদের এই প্রচণ্ড হামলায় বেশ কয়েকজন মুজাহিদ শহীদ হয়ে গেলেন, আহত হলেন অনেকে। সেইসঙ্গে বিধ্বস্ত হলো মুজাহিদদের হাতে গড়া মসজিদটিও। শত্রুবাহিনীর বেপরোয়া বোমাবর্ষণের ফলে সৃষ্টি হলো এক অনাকাঙ্ক্ষিত ধ্বংসাত্মক অবস্থা। পরিস্থিতি আঁচ করে আলী বললো :
– আমার মনে হচ্ছে, আজই কোনো এক সময় শত্রুবাহিনীর আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং স্থলপথেই। আর পাতালফাঁদে ধরা খেয়ে যাবে আলীর না বলা কথাটা বলে দিলো আবদুর রহমান। পরের দিন ঠিকই সকাল এগারটার দিকে শত্রুবহরের উপস্থিতির খবর দিলো মুজাহিদরা। আলী শত্রুবহর মোকাবেলার জন্য আগের থেকে নব্বইজন মুজাহিদের ওপর দায়িত্ব দিয়ে রেখেছিল। তাদের কাজ ছিল কায়দা করে শত্রুদেরকে পাতালফাঁদের আওতায় নিয়ে আসা এবং আটক করা। নব্বাইজনের বিশ জন ছিলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে; বাকি সত্তরজন ছিলো সুবিধামতো অবস্থানে এবং সংঘবদ্ধভাবে।
এসে পড়লো বিশাল বহর। বিশাল বহরের সহযোগিতা করার জন্য হেলিকপ্টার এবং জঙ্গিবিমান। জঙ্গিবিমান এলো গোলাবর্ষণ করতে করতে আর হেলিকপ্টার এলো চক্কর দিতে দিতে। শত্রুবহরের কয়েকটি ট্যাংক পাতালফাঁদের কাছে আসতেই হুড়মুড় করে পড়ে গেলো গর্তের ভেতর। বিপদটা টের পেয়ে থেমে গেল বহর। আর শুরু করে দিলো এলোপাতাড়ি গোলাগুলি। হেলিকপ্টারগুলো জোরদার করে আকাশ টহল। মুজাহিদরা নিরাপদ পরিখায় বসে দেখতে থাকলো হানাদারের পতন। শত্রুসৈন্যরা ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া গাড়ি থেকে নেমে সামনে অগ্রসর হতে শুরু করতেই যে বিশজন এদিকে ওদিকের পরিখায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করছিলো, তারা বেরিয়ে এলো এবং গুলি করতে করতে পাতালফাঁদের দিকে পিছু হটতে লাগলো। শত্রু সৈন্যদের কয়েকজন দেখামাত্রই ধাওয়া করলো তাদেরকে। অন্যান্য মুজাহিদরাও এসময় আক্রমণ শুরু করলো এমনভাবে যেন শত্রুসৈন্যরা পাতালফাঁদের দিকেই যেতে থাকে। ফলে মুজাহিদদের ধাওয়া করতে গিয়ে শত্রুসৈন্যরা ক্রমাগতভাবে পাতাল ফাঁদের দিকেই চলে যেতে থাকে এবং একসময় হারিয়ে যায় ঐ পাতালফাঁদের মধ্যেই।
শত্রুসৈন্যদের যে অংশটা পাতালফাঁদের দিকে যায়নি, তারা অবশ্য ফাঁদের দিকে চলে যাওয়া সৈন্যদের জন্য অপেক্ষা করে করে একসময় তাদেরকে খুঁজতে পাতালফাঁদের দিকেই যাত্রা

www.pathagar.com

করলো এবং অবশেষে হারিয়েও গেলো। শত্রুসৈন্যদের অবশিষ্ট যারা ছিলো ট্যাংক, সাঁজোয়া ও অন্যান্য গাড়িতে। সুযোগমতো মুজাহিদরা এইবার তাদের ওপর আক্রমণ চালালো রকেট লাঞ্চার এবং মেশিনগান দিয়ে। আগুন ধরে গেলো কয়েকটি গাড়িতে এবং ট্যাঙ্কে। এবার ফিরে যাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো শত্রুসৈনরা। কেননা মুজাহিদদের চতুর্মুখী আক্রমণের হাত থেকে তখন জীবন নিয়ে ফিরে আসা ছিলো অসম্ভব ব্যাপার। শত্রুদের অধিকাংশ সৈন্য এ যুদ্ধে মারা যায়। বাকিরা মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়ে যায়, কিছু করে আত্মসমর্পণ। শত্রুদের গোটা বহর ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় মুজাহিদদের আনন্দের সীমা থাকে না। তারা নফল নামাজ পড়ে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানায়। আলী কালবিলম্ব না করে সাফল্যের পুরো খবরটা ওয়ারলেসের মাধ্যমে হেডকোয়ার্টারকে জানায়। চিফ কমান্ডার খুবই খুশি হন এবং আলীর বাহিনীকে মোবারকবাদ জানান। গোটা বহর নিখোঁজ হয়ে যাবার খবর পেয়ে হতবাক হয়ে যায় রুশবাহীনির অফিসাররা। কিন্তু বুঝে উঠতে পারলো না। কোনো কিছুই, তাদের সৈন্যবহর কোথায় গেলো? কোথায় গেলো তাদের লাশগুলো পর্যন্ত।

ছত্রিশ ঃ

নিখোঁজ হয়ে যাওয়া সৈন্যবহরটির জন্য রুশসেনারা আরো একটি বহর পাঠায়। কিন্তু এ বহরটিও প্রথম বহরটির মত সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয় যায়। তবুও তৃতীয় বহর পাঠাবার সিদ্ধান্ত করে। তবে এও সিদ্ধান্ত করে যে তৃতীয় বহরটি পাঠাবার আগে, পাতালফাঁদের এলাকায় একটি সুদক্ষ কমান্ডোবাহিনী পাঠিয়ে পর্যবেক্ষণের কাজটা সেরে নেবে। সিদ্ধান্ত মত পর্যবেক্ষণদল আসে। কিন্তু পাতালফাঁদের গোলাকধাঁধায় হারিয়ে যায় চিরতরে।

অথবা মারা পড়ে মুজাহিদদের হাতে। শেষ পর্যন্ত পাতালফাঁদ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের খায়েশ মিটে যায় রুশবাহিনীর। অগত্যা তৃতীয় বহর পাঠাবার সিদ্ধান্ত মুলতবি করে জোরদার করে বিমান হামলা। আসলে পাতালফাঁদের গোলকধাঁধায় পড়ে রুশসৈন্যদের কয়েক হাজার সৈন্য খতম হয়ে যায়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষেপে যায় হানাদারবাহিনী। মুজাহিদদের এতো বড় সাফল্য তাদের পক্ষে বরদাস্ত করা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে সব ক্ষোভ গিয়ে পড়ে আলীর ওপর। রুশ কমান্ডারদের মিটিং বসে কাবুলে। আলোচনায় আলীর বিষয়টিই প্রাধান্য পায়। এক কমান্ডার চিৎকার করে বলতে থাকে,

– আলীর কেন্দ্রটি দখল করার জন্য আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ছি, বারবার চেষ্টা চালিয়েছি কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি প্রতিবারই এবারও : আমরা পরপর তিনবার নাস্তানাবুদ হলাম ঐ ছোকড়া কমান্ডারের হাতে। ওটাতো মানুষ না ও একটা আস্ত জিন। অন্য এক কমান্ডার বললো,

– জিনটিন না একটা ভয়ানক দস্যু, কী সর্বনাশ! কে-জি-বি আর খাদের দফতরে যেখানে একটা চড়ুই পর্যন্ত ঢুকতে পারে না, সেখানে ঢুকে পড়লো ঐ মুজাহিদদের বাচ্চাটা এবং মেজর ফাইয়াজ এবং তার সাথীদের উদ্ধার করে নিয়ে গেলো। আমরা কিছুই করতে পারলাম না। এভাবে একে একে সব কমান্ডারই ঝাল ঝাড়ে আলীর ওপর। সুতরাং রুশবাহিনীর প্রধান কমান্ডার ঘোষণা দেয় :

www.pathagar.com

যে ব্যক্তি আলীকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরিয়ে দিতে পারবে, তাকে দশ লাখ রুবল পুরস্কার দেয়া হবে। আর যে দিতে পারবে পাতালফাঁদে হারিয়ে যাওয়া বহর দুটোর তথ্য তাকে দেয়া হবে পুরস্কার পাঁচ লক্ষ রুবল। রাতের অন্ধকার তখন সর্বত্র। আলী, আবদুর রহমান, মুহাম্মদ ইসলাম এবং অন্যান্য মুজাহিদরা কথাবার্তায় মশগুল। একপাশে অন করা রয়েছে রেডিও। এক সময় শুরু হয় রাতের খবর। প্রথমে প্রতিবেশী দেশটার ওপর ব্যাপক বোমা হামলার। তা বেসামরিক এলাকার ওপর, নিরপরাধ নাগরিকদের ওপর। আলী মন্তব্য করলো :

– নাস্তিক রুশহায়নারা কতটা নরপিশাচ যে, অসহায় আফগান উদ্বাস্তুদের শুধু জায়গা দেবার অপরাধেই আমাদের বন্ধু প্রতিবেশীদের ওপর নির্বিচারে জুলুম করছে। তাও সাধারণ নাগরিকদের ওপর। আমার চূড়ান্ত প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে করে।

আলীর মন্তব্যে সমবেদনা প্রকাশ করে সব মুজাহিদ। গতকালের পর আজও আলী একা একা ভাবছে রুশহানাদাররা প্রতিবেশী বন্ধুদেশটির ওপর ক্রমাগতভাবে যে বর্বরতা চালিয়ে যাচ্ছে তার প্রতিশোধ নেয়া যায় কিভাবে? এক নেয়া যায় রুশ হায়নাদের নিয়ন্ত্রিত আফগান অঞ্চলে বোমাহামলা চালিয়ে। কিন্তু তাতে তো সাধারণ নাগরিকদের ক্ষতি হতে পারে। সুতরাং আলী সিদ্ধান্ত করলো যে বন্ধুদেশের ওপর রুশদের আক্রমণের প্রতিশোধ সে নেবে দখলদারবাহিনীর সেনাছাউনির ওপর গেরিলা হামলা এবং বোমা হামলা চালিয়ে। সেই সঙ্গে সে বোমা হামলা চালাবে এবং গেরিলা আক্রমণও করবে কমিউনিস্টদের নিয়ন্ত্রিত পাহাড়গুলোতেও।

আলী তার ঐ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য কয়েকজন দক্ষ মুজাহিদকে ডেকে পরামর্শ করে নিলো। আলীর সাথে সবাই একমত হলো। রুশহানাদারদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা কিছু সাঁজোয়া যান ছিলো আলীদের কাছে। কিন্তু এগুলোর মাধ্যমে সেনাছাউনির ওপর আক্রমণ চালানো প্রায় অসম্ভব বলে আলী নিলো নতুন পরিকল্পনা। আর ঐ পরিকল্পনাকে সামনে রেখে সে সংগ্রহ করা শুরু করলো ঘোড়া এবং মোটরসাইকেল। বিশটির মত ঘোড়া, পনেরটির মত মোটরসাইকেল জোগাড় করে সে তৈরি করলো অভিনব অপারেশন টিম।

ঘোড়সওয়ার বাহিনী রুশ ব্যারাকগুলোর ওপর আক্রমণ করতে লাগলো রাতে ব্যাপক ধ্বংস সাধন করে অস্ত্র, গোলা বারুদ এবং খাদ্যসামগ্রী নিয়ে ফিরেও আসতে লাগলো।

মোটরসাইকেল বাহিনী হামলা চালাতে লাগলো দিনের বেলায়। থানার ওপর পুলিশ ফাঁড়ির ওপর সরকারি দফতরের ওপর। আর হঠাৎ হঠাৎ বজ্রপাতের মতো। ফলে দিশেহারা হয়ে পড়লো হানাদাররা। তারা তাদের পাহারা বাধ্য হয়ে শহরের বাইরের দিকে জোরদার করলো। এক সময় ঘোড়সওয়ার বাহিনী এবং মোটরসাইকেল বাহিনী রুশহানাদারদের জন্য হয়ে উঠলো এক মহাত্রাস দুঃস্বপ্নের মত এক মহা আতঙ্ক। ইতোমধ্যে আলী খবর পেলো আগামী সপ্তাহে রুশহানাদাররা তাদের বিপ্লববার্ষিকী পালন করতে যাচ্ছে শহরের প্রাণকেন্দ্রে এবং এ উপলক্ষে তারা আয়োজন করেছে প্যারেড, কুচকাওয়াজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

আলী এই সুযোগেরই সন্ধান করছিলো। সে অনুষ্ঠান পথে মাইন পুঁতে, টাইমবোমা স্থাপন করে ওঁৎ পতে রইলো। ওঁৎ পেতে রইলো চিরদিনের জন্য নাস্তিক জালেমদের উল্লাস শেষ করে দেবার লক্ষ্যে। সুতরাং মুজাহিদদের একান্ত আপনজন গোয়েন্দা প্রধান ক্যাপ্টেন

www.pathagar.com

ওবায়দুল্লাহকে ওয়ারলেসের মাধ্যমে বিপ্লববার্ষিকী অনুষ্ঠানের সমস্ত তথ্য আলীকে দেয়ার জন্য নির্দেশ করলো। অন্য দিকে আলী দু'জন মুজাহিদকে রাজধানী শহরের কোনো এক গলিতে ঘর ভাড়া করে থাকার জন্য পাঠিয়ে দিলো। এইসব পরিকল্পনার কথা আলী মাত্র তেরোজনের মত মুজাহিদকে জানালো এবং এও জানালো যে, এই মারাত্মক অভিযান পরিচালনা করতে হবে তাদেরকেই।

আলী ক্যাম্পের কমান্ডারদের কাজ ভালোমতো বুঝিয়ে দিয়ে অভিযান সফল করার জন্য দু'দিন আগেই রাজধানীতে হাজির হয়ে গেলো। রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা করার সময় আলী আবদুর রহমানকে অন্যান্য মুজাহিদদের নিয়ে একদিন আগে পৌছাবার জন্য নির্দেশ দিয়ে গেলো। নির্দেশ দিয়ে গেলো সাথে করে হাত গ্রেনেড, টাইম বোমা এবং রুশসেনাদের ব্যবহৃত কিছু সামরিক উর্দি নিয়ে যাবার জন্য। আলী এক অসুস্থ বৃদ্ধের বেশ ধরে শহরে প্রবেশ করে পূর্বে পাঠানো মুজাহিদদের ভাড়া করা বাড়িতে গিয়ে উঠলো। উঠেই পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিলো বাড়িটি। তারপর গোয়েন্দা প্রধান ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহর সাথে ওয়ারলেসের মাধ্যমে যোগাযোগ করে, বিপ্লববার্ষিকীর গোটা কর্মসূচির সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে নিলো এবং ভাড়া করা বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে টাইমবোমা পুঁতবার জায়গাগুলোরও একটা নকশা করে নিলো।
ভাড়া করা বাড়িটিতে আবার ফিরে এলো আলী এবং কোনো রকম সময় ব্যয় না করে সংগ্রহ করলো দুই গ্যালন পেট্রল এবং দু'টি চাটাই। সঙ্গে সঙ্গে বিশটির মত বিজ্ঞপ্তিও লিখলো সাদা কাগজে। বিজ্ঞপ্তির ভাষা হলো এই রকম– যে সমস্ত ব্যক্তি বিপ্লববার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগদান করবে কেবল তারাই দায়ী থাকবে কোনো অঘটন ঘটার জন্য।
বিজ্ঞপ্তিগুলো নিয়ে আলী নিজেই বেরিয়ে পড়লো। আর পড়তে পারে না এমন চারজনকে কিছু পয়সা দিয়ে লাগাবার জন্য লাগিয়ে দিলো। আলী একজনকে দিয়েই ঐ বিশটি পোস্টার লাগিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারতো কিন্তু তাতে সময় বেশি লাগবে এবং সময় বেশি লাগলে গোয়েন্দাদের চোখে পড়বে বলে ঐ চারজনকে দিয়েই লাগাবার ব্যবস্থা করলো সে। কিছু সময়ের মধ্যে সব পোস্টারই লাগানো হয়ে গেলো। আলী ভাড়াবাড়িতে আবারও ফিরে আসার আগেই আবদুর রহমান তার সঙ্গীদের নিয়ে সেখানে পৌছে গেলো। আর সবাই মিলে বিশ্রাম করলো সন্ধ্যা পর্যন্ত। পুনরায় ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহর সাথে ওয়ারলেসের মাধ্যম আলী জেনে নিলো বিপ্লববার্ষিকীর সকল কর্মসূচি। তিনি জানালেন বিপ্লব বার্ষিকীর সকল কর্মসূচি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার জন্য সারা শহরে কড়া পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষ করে র‍্যালি এবং আনন্দ মিছিল যেন উৎপাতহীনভাবে শেষ করা যায়। সে ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া আপনার বিজ্ঞপ্তি পাঠের পর শহরে প্রবশেকারী প্রত্যেককেই তল্লাশি করা হচ্ছে, কাউকেই রেহাই দেয়া হচ্ছে না। আলী ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহকে আরো প্রশ্ন করলো :
রাস্তায় ঝাড়ু দেবার কাজ শুরু হয় কখন?
ক্যাপ্টেন জানালেন, ভোর রাতের দিকে। অবশ্য আজ রাস্তায় ঝাড়ু দেবার কাজের তদারকি করছে খোদ রুশ বাহিনী।

www.pathagar.com

সাঁইত্রিশ ঃ

আবদুর রহমানের কাছে অনেকগুলো টাকা দিয়ে বাড়ি ভাড়া নেয়াটা কেমন কেমন লেগেছিলে তাই ইতস্তত না করে সরাসরি আলীকে জিজ্ঞেস করলো।

– খোদ গোয়েন্দা প্রধানই যখন আপনার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী তখন শুধু শুধু বাড়িভাড়া না করে ঐ গোয়েন্দা প্রধানের বাড়িতে উঠলেই তো পারতেন। তাহলে তাতে যোগাযোগের আরো সুবিধা হতো, ঝুঁকি বাড়তো না।

আলী উত্তরে বললো :

যোগাযোগের ঝুঁকি কমতো হয়তো কিন্তু সমস্যা বাড়তো অন্য দিক থেকে। আমরা অপারেশন শেষ করার পর কোনো না কোনোভাবে জানাজানি হয়ে যেতো যে, আমরা যোগাযোগের কাজটা গোয়েন্দা প্রধানের বাসভবন থেকে করেছি। ফলে ক্ষতি হতো দুটো এক. এ বাড়িটির ধ্বংস হওয়া। দুই. গোয়েন্দা প্রধানের ধরা পড়ে যাওয়া। আপাতত আমি এত বড় ক্ষতি চাইনি। সবচেয়ে বড় কথা হলো, গোয়েন্দা প্রধানের মাধ্যমে আমাদের আরো বড় কাজ করতে হবে। সুতরাং এখনই তার ধরা পড়ে যাওয়াটা ঠিক নয়।

অপারেশনের প্রস্তুতি শুরু হলো রাত দুটোয়। ডিজেল দিয়ে ভিজানো চাটাইয়ে প্যাকিং করা হলো টাইমবোমাগুলো। এটা করা হলো টাইমবোমাগুলোকে আরো শক্তিশালী করার জন্য। তাছাড়া চাটাইয়ের মধ্যে যে টাইমবোমা থাকতে পারে এ ব্যাপারে শত্রুদের চোখে ধুলো দেয়ার জন্য।

আলী বললো:

এ টাইবোমাগুলো বিস্ফোরিত হলেই বোঝা যাবে কতটা ধ্বংসাত্মক এগুলো। সুতরাং এগুলোর থেকে দুটো পুঁতে রাখা হবে কমিউনিস্টদের আবাসিক এলাকায়।

আবাসিক এলাকায় এই জন্য যে, রাজপথে পুঁতে রাখা বোমায় ওরা যখন ক্ষতবিক্ষত হয়ে আবাসিক এলাকায় পৌছবে, ঠিক তখনই বুঝতে পারবে আমাদের বন্ধুদেশের নিরপরাধ শিশু, মহিলা এবং সর্বসাধারণের ওপর নির্যাতন চালানোর নির্মম শাস্তিটা কী? হ্যাঁ, অন্য চারটি বোমা পাতা হলো শহরের প্রধান চারটি সংযোগস্থলে। যাতে এক এলাকা থেকে পালিয়ে অন্য এলাকায় যাবার সময়ও যেন বোমা আক্রমণের শিকার হয়। রমজানের সেহেরির সময় হতে না হতেই রাজপথের প্রধান সড়কের অবস্থা দেখবার জন্য আলী এক মুজাহিদকে পাঠিয়ে দিলো। মুজাহিদ খুব দ্রুত খবর নিয়ে এলো যে, মাত্র ঝাড়ু দেবার কাজ শুরু হয়েছে।

চারজনকে আলী সুইপারড্রেস এবং বাকি মুজাহিদদের সামরিক উর্দি পরার নির্দেশ দিলো। আলী নিজে সুইপার ড্রেস পরে নিলো। আর খুলে ফেললো আগের বুড়ো রোগীর ছদ্মবেশ।

আবদুর রহমানকে করা হয়েছিলো সামরিক উর্দিওয়ালাদের প্রধান। সুতরং প্রধান সড়কে পৌছেই সে কয়েকজন সামরিক অফিসারের সাথে দেখা হওয়া মাত্রই গল্প জুড়ে দিলো। আবদুর রহমানদের কেউ সন্দেহ করতে পারলো না। বিশেষ করে আবদুর রহমান যখন সরকার নিয়োজিত কয়েকজন ঝাড়ুদারকে ধমক দিয়ে বললো ভালোভাবে কাজ করো, পছন্দ

www.pathagar.com

হচ্ছে না তোমাদের কাজ। তখন সন্দেহের আর কোনো কারণই থাকলো না।
আবদুর রহমানের কৌশলে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা থেকে সরকারি ঝাড়ুদারদের সরিয়ে দিয়ে সেখানে টাইমবোমা পোতার কাজ লাগিয়ে দিয়েছিলো ঝাড়ুদারবেশী মুজাহিদদের। ঐ জায়গাগুলো থেকে আবদুর রহমান রুশ এবং তাদের তাঁবেদার সৈন্যদেরও অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছিলো এই বলে যে, আমি এদিকটা দেখছি, তোমরা আরো সামনে গিয়ে অবস্থান নাও। সরকারি সৈন্যরা এবং রুশসৈন্যরা তার কথা মেনেও নিয়েছিলো তাকে উর্ধ্বতন অফিসার মনে করে। হানাদার বাহিনীর সৈন্যরা চলে যাবার পর ক্ষিপ্রতার সাথে আলী সুইপারের ছদ্মবেশে ফুটপাথের ইট তুলে ফেললো, এবং নৈপুণ্যের যোগ্যতায় চাটাইসহ চারটি টইমবোমা সেখানে বসিয়ে তুলে ফেলা ইটগুলো ঠিকঠাক করে ঝাড়ু দিয়ে দিলো। তারপর কমিউনিস্ট কলোনির ভেতরেও দুটো টাইমবোমা লুকিয়ে রেখে এলো।
ভাড়াকরা বাড়িতে এসে সবাইকে নিয়ে আলী পরামর্শ করতে বসলো। একপর্যায়ে সিদ্ধান্ত করলো আনন্দ মিছিলের অগ্রভাবে থাকবে সাজায়ো যানের বহর, থাকবে ট্যাঙ্কবাহিনী, থাকবে অন্যান্য গাড়ির বহর, থাকবে মার্চ ইউনিট। এখন কোনো কারণে যদি এসব বহর, বিশেষ করে সেনাসদস্যদের মার্চ ইউনিট টাইমবোমার আওতার বাইরে পড়ে যায় তাহলে আমরা পেছন দিক থেকে গ্রেনেড হামলা চালাবো।
হুঁশিয়ারির বিজ্ঞাপন খুব দ্রুত সারা শহরে ছড়িয়ে গেলো। ফলে সাধারণ আফগানিরা মোটেই এলো না অনুষ্ঠানে। মুজাহিদদের হামলার আশঙ্কায় গোটা জনতা বিপ্লব বার্ষিকীর অনুষ্ঠান এড়িয়ে গেলো। কেবল জাঁকজমকপূর্ণভাবে যোগদান করলো হানাদার বাহিনী ও কমিউনিস্ট লোকজন। শোভাযাত্রা শুরু হয়েছে। একেবারে সামনে রয়েছে রুশবাহিনী, সঙ্গে আফগান সরকারি বাহিনী। তাদের হাতে রাশিয়ার পতাকা, লেলিন-গর্ভাচেভের ছবি আঁকা ব্যানার এবং পোস্টার। অবশ্য কমিউনিস্টরা প্ল্যাকার্ড বহন করছিলো বেশি পরিমাণে।
সম্মিলিত শ্লোগানে শ্লোগানে তারা কাঁপিয়ে তুলছিলো পরিবেশ। তারা তালে তালে উচ্চারণ করছিলো সোভিয়েট ইউনিয়ন অমর হোক, গর্ভাচেভ দীর্ঘজীবী হোক, লেনিনের আদর্শ অমর হোক, মৌলবাদীরা ধ্বংস হোক, বিপ্লব বার্ষিকী সফল হোক ইত্যাদি।
প্যারেড স্কোয়ারের দিকে অগ্রসরমান এ শোভাযাত্রার কমিউনিস্ট তরুণ-তরুণীরা নেচে নেচে গেয়ে গেয়ে উল্লাস করছিলো। এদেরকে আবার অগ্নিঝরা বক্তৃতা দিয়ে উজ্জীবিত করছিলো। নেতারা বক্তৃতায় কখনো কখনো লেলিনকে নবী (সা)-এর চেয়েও কয়েকগুণ বেশি মর্যাদাবান বলে আখ্যায়িত করছিলো। সম্পূর্ণ সতর্কতায় টহল দিচ্ছিল টহলরত সৈন্যরা।
শোভাযাত্রা এগিয়ে যাচ্ছিল মন্থর গতিতে। ধীরে ধীরে অজগরের মতো। নিরাপদে অবস্থান নিয়েছিলো মুজাহিদরা, তারা সময় নিয়ন্ত্রক, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো বোমা ফাটবার আর মাত্র দশ মিনিট বাকি। শোভাযাত্রা টাইমবোমার স্থানে পৌঁছবার আগেই যদি এগুলো ফুটে যায় তাহলে তো উদ্দেশ্যের সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে। আলীর মধ্যে ব্যর্থ হয়ে যাবার আশঙ্কা বেড়ে যেতে লাগলো হঠাৎ দেখা গেলো কি এক অজানা কারণে সাজোয়া যানের বহর এবং ট্যাঙ্কের বহর একটু দ্রুতগতিতে সামনে এগিয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে মূল মিছিলটিও একটু দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেলো। এগিয়ে গেলো টাইমবোমাগুলোর কাছাকাছি। আলী আবারও সময় নিয়ন্ত্রক ঘড়ির দিকে তাকালো। অকস্মাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো টাইমবোমাগুলো, উড়তে লাগলো ট্যাঙ্ক বহর, সাঁজোয়া বহর এবং টুকরো টুকরো হয়ে

www.pathagar.com

ছড়িয়ে পড়লো মিছিলে অংশগ্রহণকারী লোকগুলো। ডাস্টবিনে পেট্রল ঢেলে দেয়া হয়েছিলো বলে বিস্ফোরণের আগুন দাবানলে পরিণত হলো। কমিউনিস্ট কলোনিতেও আগুন ছড়িয়ে পড়লো। মুহূর্তের মধ্যেই খোদাদ্রোহী নাস্তিকদের অহঙ্কারী স্লোগান থেমে গেলো।

আর্তনাদ করতে করতে দিগ্বিদিক ছুটতে লাগলো কমিউনিস্টরা। মানুষের চাপে পেছনে হটবার পথ বন্ধ হয়ে গেলো। ফলে সামনে যেতে চাইলো অসংখ্য লোক। এ সময়ে আরো দুটো টাইমবোমা বিস্ফোরিত হলো। উল্টে পড়লো বাকি ট্যাঙ্কগুলো। নিরাপদে অবস্থানকারী মুজাহিদরা এবার ছুড়তে লাগলো হাতবোমা। দুশমনদের লাশ তড়পাতে লাগলো রাজপথে। কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেলো আকাশ।

পাশের বাড়িগুলোতেও ততক্ষণে আগুন ধরে গেছে। হ্যান্ড গ্রেনেড ছোড়ার সময় টহলরত কয়েকজন শত্রুসৈন্য আলীদের দেখতে পেয়ে তীরের মত ছুটে আসতে লাগলো। আলী সমস্ত শক্তি দিয়ে তাদের দিকে ছুড়ে মরলো হ্যান্ডগ্রেনেড এবং চিৎকার করে সঙ্গী মুজাহিদদের বললো তোমরা এখনই পালাও যেদিকে পার পালাও। শহরের বাইরে চলে যাও। আলী আবদুর রহমানকে নিয়ে ঢুকে পড়লো ছোট্ট এক গলির মধ্যে। দৌড়াতে লাগলো প্রাণপণ। হঠাৎ সামনে পড়লো বিশাল দেয়াল ঘেরা বাড়ি। পেছনে তাকিয়ে দেখে শত্রুসৈন্যরা ধেয়ে আসছে। পালাবার আর কোনো পথ নেই। নির্ঘাৎ মৃত্যু এখন সামনে পেছনে চতুর্দিকে। আলী বললো, কিছু না মা, রুশবাহিনী আমাদের পিছু লেগেছে, গ্রেফতার করতে চায়।

বৃদ্ধা বললেন :

তার মানে তোমরা মুজাহিদ! আলী কোনো রকম দ্বিধা না করেই বললো :

হ্যাঁ মা, আমরা মুজাহিদ। বৃদ্ধা দ্রুত তাদের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করতে করতে বললেন:

কোনো ভয় নেই বেটা, বিশ্রাম নিতে থাকো, আমি সামাল দিচ্ছি। বৃদ্ধা মা পরম যত্নে দুপুরের খাবার খেতে দিলেন দু'জনকে এবং বললেন, বাইরের অবস্থা খুবই খারাপ, সারা শহরে তল্লাশি চলছে। কড়া প্রহরা শুরু হয়েছে পথে পথে। রাত ছাড়া বের হবার সুযোগ পাবে বলে মন হয় না। পরিস্থিতি একটু শান্ত হলেই আমি তোমাদের খবর দেবো।

আলী ও আবদুর রহমান রাতের অপেক্ষায় থাকলো। বৃদ্ধা মা সন্ধ্যা হতে না হতেই খেতে দিলেন। খাওয়া মাত্র শেষ হয়েছে। কড়া নাড়ার শব্দ হলো। বৃদ্ধা মার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো : সকাল থেকে কোথায় ছিলে? সারা শহরে ভয়ানক গন্ডগোল চলছে অথচ তোমার কোনো খবরই নেই। জবাব এলো। সন্ত্রাসীরা সারা শহরে রক্তের নদী বইয়ে দিয়েছে। অসংখ্য মানুষ মারা পড়েছে। আহত হয়েছে আরো বেশি। সেবা করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেলো। আমিও খানিকটা আহত হয়েছি আম্মিজান।

বৃদ্ধা মা ও তার ছেলের কথাবার্তা শুনে উদ্বিগ্ন হলো আলী এবং আবদুর রহমান দু'জনই। আবদুর রহমান ফিসফিসিয়ে আলীকে বললো :

বৃদ্ধা মা তো আমাদের সাথেই চমৎকার ব্যবহারই করছেন। কোনো মতলব নেই তো? আলী বললো :

উদ্বেগের কিছু নই, ধৈর্য ধরতে হবে। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন, তিনি যা করেন বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন।

www.pathagar.com

আটত্রিশ ঃ

বৃদ্ধা মা তাঁর ছেলেটিকে আবারও বললেন :

আমি তোমাকে কতবার বলেছি, নাস্তিক কমিউনিস্টদের সঙ্গে মিশো না, ঈমান এবং আমল বিক্রি করে অর্থ উপার্জনের দরকার নেই, আমাকে আল্লাহর কাছে লজ্জিত করো না। তুমি আমার মৃত্যুর পর তোমার আব্বাকে আমি কি জবাব দেবো? বেটা যিনি কাফের বেদ্বীন ইংরেজদের বিরুদ্ধে দেশের আজাদি এবং দ্বীনের মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে শহীদ হয়েছিলেন। আফসোস! তাঁর ছেলে হয়ে তুমি আজ বেঈমানদের সহযোগিতা করে যাচ্ছো! বৃদ্ধা মায়ের কথা বরদাস্ত করতে পারলো না। জাত কমিউনিস্টদের মত উদ্ধত হয়ে উঠলো এবং চিৎকার করে বলে বসলো :

– আম্মি, আমি তোমাকে বারবার বলেছি, চৌদ্দ'শ বছর আগের বস্তুপচা কিসসা-কাহিনী আমাকে শোনাবে না। ওসব আমার একেবারেই সহ্য হয় না। তোমার খোদার কথা, তোমার রাসূলের কথা, তোমার ইসলামের কথা শুনলে গায়ে আগুন ধরে যায় আমার।

নাস্তিক ছেলের কথায় বৃদ্ধা মা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন,

– আল্লাহ ছাড়া তোমাকে বোঝাবার আর কেউ নেই।

দরজা বন্ধ করা ঘরটির দিকে হঠাৎ নজর পড়লো ছেলেটির এবং খানিকটা বিস্ময় নিয়ে এক পা দু' পা করে সেদিকে এগোতে থাকলে বৃদ্ধ মা পথ রোধ করে দাঁড়ালো এবং বললো :

– এদিকে যাবে না, কোনো দরকার নেই তোমার ওদিকে।

ছেলেটি জবাব দিলো :

– কেন? ও ঘর তো আমাদেরই, যাবো না কেন? যাবোইতো।

এবার মায়ের কণ্ঠে অন্যস্বর। – না যাবে না বলছি, এক পাও দেবে না ওদিকে। যদি আর এক পাও...। বৃদ্ধা মা কথা শেষ করতে পারলেন না। সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে, বীরদর্পে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে এক ধাক্কায় খুলে ফেললো ঘরের দরজা এবং ভেতরে ঢুকেই মখোমুখি হলো আলী ও আবদুর রহমানের।

কমিউনিস্ট ছেলেটির বুঝতে দেরি হলো না যে, এরা মুজাহিদ ছাড়া আর কেউ নয়। সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে পিস্তল বের করে আলী ও আবদুর রহমানের দিকে তাক করে চিৎকার দিয়ে উঠলো :

– কারা তোমরা কোত্থেকে এসেছো?

ইতোমধ্যে বৃদ্ধা মাও ঢুকে পড়েছেন ঘরের মধ্যে। আলী ও আবদুর রহমান কোনো জবাব দেবার আগেই ছেলের কলার চেপে ধরেন এবং হ্যাঁচকা টান মেরে ঘরের বাইরে নিয়ে বললেন?

– ওদের জবাব দেবার দরকার নেই। আমিই জবাব দিচ্ছি শোনো, ওরা দেশের মর্যাদা, ওরা জনগণের অহঙ্কার, ওরা আফগান যুবক, আফগান মুজাহিদ, ওরা দ্বীনের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে, তোমার মতো বেঈমান নয়, সামান্য ক'টি টাকার জন্য ওরা বিক্রি করে দেয়নি ঈমান, বিক্রি করে দেয়নি দেশপ্রেম।

www.pathagar.com

– ভীষণ লজ্জা, ভীষণ ঘৃণার কথা আম্মা, যে ডাকাতদের যে সন্ত্রাসীদের আমরা সারা শহরে তন্ন তন্ন করে খুঁজে মরছি তাদেরকে আমাদেরই ঘরে আশ্রয় দিয়েছো তুমি? আমি এখনই পুলিশ ডাকছি।

এ রকম বলতে বলতে ছেলেটি বাড়ির বাইরে যাবার জন্য পা বাড়ালো।

ঠিক যখনই আলী এবং আবদুর রহমান হঠাৎ করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ছিলো, তখনই বৃদ্ধা মায়ের একমাত্র মেয়ে তাহেরার চোখে পড়েছিলো ব্যাপারটি। এবং তখন থেকেই সে আলী এবং আবদুর রহমানের উদ্ধারের বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছিলো, সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলো ঘরে বাইরে কিন্তু তাহেরার এই তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের খবর কেউই পায়নি। না বৃদ্ধা মা, না আলী, না আবদুর রহমান। এবং কেউ ধারণাও করতে পারেনি।

ভাইয়ের মুখে পুলিশের কথা শোনামাত্রই আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো তাহেরা এবং বললো: কিছুতেই তোমাকে এ পাপ করতে দেবো না ভাইয়া, জান থাকতে না।

তাহেরার কথা শুনে কমিউনিস্ট ভাইটি অবাক হয়ে গেলো। তবু আদরের বোনটিকে বোঝানোর জন্য বললো :

– তাহেরা বোকাদের মত কথা বলো না, বুঝতে চেষ্টা করো। যাদের বোমা হামলায় হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, তুমি তাদের পক্ষে কথা বলছো, প্রগতিশীলদের বিরুদ্ধে কথা বলছো, বিপ্লবের বিরুদ্ধে কথা বলছো, আমার একটাই কথা শত্রুদের ক্ষমা করতে পারবো না।

তাহেরা প্রতিবাদ করলো :

– রুশ হানাদাররা যে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ হত্যা করছে; এইতো সেদিন আমাদের প্রতিবেশী বন্ধু দেশটির ভেতরে ঢুকে গিয়ে তোমরা যে বোমা হামলা করলে এবং মারা গেলো অসংখ্য বনি আদম এগুলো বুঝি তোমাদের চোখে পড়ে না, ওরা বুঝি মানুষ নয়।

– যা খুশি তাই বল। আমি ওদের ধরিয়ে দেবোই। ধরিয়ে দিলে দুটো লাভ– শত্রু খতম, পুরস্কার পাওয়া। জানিস, ওদের ধরিয়ে দিতে পারলে সরকার আমাকে এক লাখ টাকা দেবে। এ রকমই ঘোষণা দিয়েছে সরকার। টাকাটা হাতে এলেই আমি তোর জন্য এমন সুন্দর এবং সর্বাধুনিক অলঙ্কার কিনবো যা তুই কখনো চোখেই দেখিসনি।

বোনকে কথাগুলো বলেই পুলিশের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালো রুশহানাদারদের দোসর কমিউনিস্ট ভাইটি।

তাহেরার চোখে মুখে এখন অন্য ভাষা। ভাইয়ের পথরোধ করে দাঁড়ালো সে আর কঠোর কণ্ঠে বললো,

– ভাইজান যে অলঙ্কার মুজাহিদের রক্তে হবে রঞ্জিত, যে অলঙ্কার কেনা হবে ঈমান এবং দেশেপ্রেম বিক্রয় করে সে অলঙ্কার আমি চাই না; সে অলঙ্কারকে আমি সমস্ত শক্তি দিয়ে উপেক্ষা করি, ঘৃণা করি। ভাইজান, আল্লাহর কাছে লজ্জিত করতে তোমার কি একটুও বাধে না। তুমি আর আমাদেরকে হাসির পাত্র বানিও না, কলঙ্কিত করো না সমাজের কাছে। এতোদিন তোমার দেশদ্রোহী, ইসলাম উৎখাতের তৎপরতা সহ্য করেছি। আর সহ্য হয় না। তবু তোমাকে অনুরোধ করি মুজাহিদদের তুমি ধরিয়ে দিও না, আল্লাহ সইবেন না।

তাহেরাকে ধাক্কা মেরে সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে নাস্তিক ভাই বলে উঠলো, বোকা কোথাকার! যত্তসব হেঁয়ালি তোর। তাহেরা হঠাৎ ঘরের দিকে দৌড় দিলো। বেরিয়ে এলো চকচকে চাকু হাতে। আবারো দাঁড়ালো পথরোধ করে।

www.pathagar.com

পথরোধ করে দাঁড়িয়ে বললো :

– তুমি কি দেখতে পাচ্ছো ভাইজান, আমার হাতে এটা কী? আমার অনুরোধ যদি না রাখো তাহলে দ্বীনের স্বার্থে আমি তোমার সাথে সম্পর্ক ছেদ করবো, ছিন্ন করবো ভাই বোনের বন্ধন। দরকার হলে তোমার মত ধর্মদ্রোহী ভাইকে আজ আমি হত্যাও করতে পারি। তবু আমি আমার চোখের সামনে মুজাহিদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে দেবো না।

বোনের কথায় কমিউনিস্ট ভাইয়ের মাথার আগুন চড়ে গেলো এবং প্রচণ্ড জোরে এক থাপ্পড় মেরে দিলো তাহেরার গায়ে। পেছনে ছিটকে পড়ে গেলো তাহেরা। বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়ালো আবার। বাঘিনীর মত রাগে গরগর করতে লাগলো সে।

ততক্ষণে ভাইও উদ্যত হয়েছে রক্তের লালিত নেশা তার চোখে মুখে। কিন্তু তাহেরা সে সুযোগ আর না দিয়ে চকচকে ছোরাটিকে কাজে লাগলো। ঢলে পড়লো রুশহানাদারদের দালাল ভাইটি।

আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে গেলো নাস্তিক ভাই।

তারপর তাহেরা তার মাকে বললো; আম্মি আমার, আমি দুঃখিত, কিন্তু এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না, ওকে না মারলে মুজাহিদদের তো পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিতোই, আমাদেরও ছাড়তো না। আম্মি, দ্বীনের দুশমন কোনো মুসলমান মায়ের পুত্র হতে পারে না, কোনো মুসলমান বোনের ভাইও হতে পারে না। আম্মি, আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে এই ভেবে যে, আজ যদি সে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে শহীদ হতো তো শহীদের বোন হিসেবে আজ আমি গর্ব করতে পারতাম।

তাহেরার কথা শুনে আম্মি বললেন :

বেটি, দুঃখ করো না তুমি যা করেছো দ্বীনের স্বার্থেই করেছো, দোয়া করো আমি যেন ধৈর্য ধরতে পারি। খানিক বাদে বৃদ্ধা মা দরজা খুলে ঘরে ঢুকে আলী এবং আবদুর রহমানকে বললেন :

বেটা চতুর্দিকে এখন অন্ধকার। এই আঁধারেই তোমাদেরকে নেমে পড়া দরকার। খুব তাড়াতাড়ি শহরের বাইরে চলে যাওয়া উচিত। তা না হলে, এমনও তো হতে পারে যে রুশহানাদার কোনো গোয়েন্দা গ্রুপ খুঁজতে খুঁজতে এখানেই এসে পড়বে এবং খোদা না খাস্তা তোমাদেরকে পাকড়াও করবে।

ঊনচল্লিশ ঃ

আম্মাজান, একমাত্র আল্লাহর দ্বীনের খাতিরে আপনি আপনার একমাত্র ছেলেকে চিরকালের জন্য বিদায় জানাতে দ্বিধা করলেন না, আমরা বেঁচে গেলাম, আপনাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

আলীর কথা শেষ হলো না। বৃদ্ধা মা বলে উঠলেন :

নিজের দ্বীন, নিজের আদর্শ এবং নিজের দেশের জন্য যে ছেলে কাজে আসে না, সে ছেলে আমার ছেলে হতে পারে না। বরং আমার ছেলে হচ্ছে তারাই, যারা আমার দ্বীন এবং যারা আমার দেশের জন্য লড়াই করে জীবন দিচ্ছে।

www.pathagar.com

এই পর্যন্ত এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন বৃদ্ধা মা। তারপর ছেলের লাশের প্রতি আঙুল তুলে বললেন : এটা আমার ছেলে নয় বেটা, এটাকে আমার ছেলে বলে পরিচয় দিতে লজ্জা হয়।

আম্মাজান, যাদেরকে আপনার ছেলে বলে পরিচয় দিলেন, কোনো অসুবিধায় পড়লে আশা করি আপনি তাদের স্মরণ করবেন। আসসালামু আলাইকুম।

মাত্র এতটুকু বলেই আলী বাড়ির বাইরের পথের দিকে পা বাড়ালো কিন্তু বাড়ির গেট পর্যন্ত এসে আবদুর রহমান ঘুরে দাঁড়ালো এবং ঘরের দিকে ফিরে গেলো। বারান্দা পর্যন্ত আসতে না আসতে পেয়ে গেলো তাহেরাকে। তাহেরার সারা শরীর তখন চাদর দিয়ে ঢাকা। আবদুর রহমান তাকে বললো :

তাহেরা, আমি এক রুশ মুসলমান, যে দ্বীনের খাতিরে তুমি তোমার নিজের ভাইকে পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারোনি, চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করেছো সেই দ্বীনের খাতিরেই আমি তোমাকে বোনের মর্যাদা দিতে চাই। আফগান ভাইয়েরা বোনের জন্য কতটুক কি করে তা আমি জানি না, তবে খুব বড় গলায় একথাটা বলতে পারি আমি তোমার জন্য আমার জীবন পর্যন্ত কোরবান করতে পরি।

এতক্ষণে বৃদ্ধা আম্মা কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। আবদুর রহমান এবার তাঁকে উদ্দেশ করে বললো : তাহেরা আমাকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করেছে, আপনি আমার মা, একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি বেদ্বীন হবার কারণে চিরকালের জন্য পরিত্যক্ত। এখন আমার মা, আমার বোন রুটি রুজির জন্য ঘুরে বেড়াবে, তা হতে পারে না, এই নিন আমার কাছে যা আছে তাই। এখন থেকে আমি প্রতি মাসে আমার মায়ের জন্য আমার বোনের জন্য আমার সাধ্যমত পাঠানো।

আবদুর রহমানের কথা শুনে বৃদ্ধা মা বললেন, বেটা টাকার জন্য তো আমি তোমাদের জীবন রক্ষার চেষ্টা করিনি। আমি যা করেছি তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করেছি। এমনকি তাঁর সন্তুষ্টির জন্য নিজের ছেলেকে পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছি। এখন আমাদের তো সেই আল্লাহই খাওয়াবেন, সেই আল্লাহই পারবেন, দুশ্চিন্তার কিছুই দেখি না। বৃদ্ধা মায়ের কথা শুনে আবদুর রহমান হতবাক হয়ে গেলো। তবু মুখ থেকে তার বেরিয়ে গেলো। আম্মাজান, আল্লাহর পথের সৈনিকদের জীবন রক্ষা করার জন্য আপনার ছেলেকে পর্যন্ত চিরকালের জন্য বিসর্জন দিয়েছেন, আর তার বিনিময়ে আপনি জান্নাত পাবেন। আর ঐ বিনিময় তো আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই দেবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু আমার পক্ষ থেকে দেয়া এ সামান্য টাকা ক'টি কোনো বিনিময় নয় বরং এক সন্তানের কিছু উপহার মাত্র যে তার মায়ের হাতে তুলে দিতে চায়। আম্মাজান এ টাকা ক'টি যদি আপনি গ্রহণ না করেন তাহলে বুঝবো যে আমি কোনো মায়ের সন্তান হবার উপযুক্ত নই; কোনো বোনের ভাই হবার উপযুক্ত নই। আম্মা আজ রাশিয়ার সাথে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। নিজের মা বাপ, ভাই বোনের সাথে আর কখনো দেখা হবে কি না জানি না। আফগান মুজাহিদরা আমাকে ভাইয়ের মর্যাদা দিয়েছে। আমি আজ মায়ের অভাব পূরণ করতে চাই আপনার মতো মহীয়সী মহিলাকে মা বলে ডেকে, বোনের অভাব পূরণ করতে চাই তাহেরাকে বোন হিসেবে পেয়ে। কিন্তু অবস্থা এখন এমন যেন আমি একজন রুশ মুসলমান বলেই পুত্র হবার যোগ্য নই, ভাই হবার যোগ্য নই।

আবদুর রহমানের আবেগাপ্লুত কণ্ঠ শুনে তাহেরা বলে উঠলো :

আম্মা, রুশ মুসলমান ভাইটিকে আর কষ্ট দেয়া ঠিক হবে না। নিন, টাকাগুলো নিয়ে নিন।

বৃদ্ধা মা টাকাগুলা নিয়ে নিলেন।

আবদুর রহমান হাত উঁচিয়ে তাহেরাকে অভিবাদন জানালো। অভিবাদন জানালো তার

www.pathagar.com

মাকে। সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করে মুজাহিদদের বিদায় দিলেন মা ও মেয়ে।
আলীরা বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে শহরের বাইরে এসে পৌঁছলো।
এবার পথ চলতে চলতে আবদুর রহমান বলতে লাগলো।
একজন বোন দ্বীনের জন্য আপন ভাইকে পৃথিবী থেকে বিদায় করতে পারে, কখনো আমি কল্পনাও করতে পারিনি। সত্যিই আফগান মা-বোনের কোনো তুলনাই হয় না। তাহেরা ও তার মা ইচ্ছে করলে আজকে আমাদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারতেন এবং লুফে নিতে পারতেন সরকার ঘোষিত মোটা অঙ্কের টাকা। কিন্তু আল্লাহর দ্বীনের খাতিরে শুধু টাকাই নয়, বোন তার ভাইকে, মা তার ছেলেকে পর্যন্ত চিরকালের জন্য বিদায় করে দিয়েছে। আমার মনে হয় এরা বিংশ শতাব্দীর নয়, এরা ইসলামী যুগের মা, ইসলাম যুগের বোন।
আবদুর রহমানের কথা শুনে আলী বললো,
আফগান মা এবং বোনেরা দ্বীনের জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে পারে।
আজকের এ ঘটনাটি হয়তো তোমাকে হতবাক করে দিয়েছে। কিন্তু আফগানিস্তানে এরকম ঘটনা বহুবার ঘটে গেছে। আর তাইতো আমরা সামান্য বন্দুক নিয়ে সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারছি।
ক্রমাগতভাবে বিজয়ের দিকে অগ্রসর হতে পারছি রুশ নামের লাল হায়নাদের মোকাবেলায়।
অবশেষে আলী এবং আবদুর রহমান ক্যাম্পে গিয়ে পৌঁছলো দুপুর নাগাদ। অন্যান্যরা অবশ্য অনেক আগেই পৌঁছে গিয়েছিলো।
রুশবিপ্লব বার্ষিকী অনুষ্ঠানে মুজাহিদদের আক্রমণে ব্যাপক ক্ষতি হলো। সুতরাং সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় রুশ কর্নেল জেভোনকের পক্ষ থেকে কাবুলে জরুরি মিটিং তলব করা হলো। সব উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তারা হাজির হলেন। আলীর বিস্ময়কর অভিযানই হয়ে দাঁড়ালো তাদের মূল আলোচনার বিষয়। তবু আলোচনা হলো অশ্বারোহী ও মোটরসাইকেল অভিযান নিয়েও।
কর্নেল জেভোনক ইশতেহার জারি করলেন :
যে কেউ আলীকে ধরিয়ে দিতে পারবে, তাকে দেয়া হবে বিশ লাখ রুবল পুরস্কার।
এই ঘোষণা শহর নগর গ্রাম সর্বত্রই প্রচার করতে হবে।
হ্যাঁ, একটা জুৎসই ইশতেহার জারি করতে পেরে কর্নেল জেভোনক তৃপ্তির হাসি হাসলেন এই ভেবে যে, এতো বড় বিশাল অঙ্কের টাকার লোভে নিশ্চয় আলীর দলেরই কেউ আলীকে ধরিয়ে দেবে।
অবশ্য এক রুশ অফিসার প্রস্তাব করলো :
আলীকে ধরার জন্য, মুজাহিদের ধ্বংস করার জন্য ছত্রীসেনা নামানো হোক এবং চালানো হোক স্পটনাজ আক্রমণ।
ঐ বক্তব্য শুনে জেভোনক মন্তব্য করলেন : স্পটনাজ আক্রমণের কথা অবশ্য আমিও ভাবছিলাম। কিন্তু তার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন উর্ধ্বতন অনুমোদন। আর সেই অনুমোদন পেতে পেতে লেগে যাবে প্রায় তিন মাস।
অন্য এক অফিসার বললো :
আলীকে ধরা না ধরার ব্যাপারটা পরের। আগে আলীদের গুপ্ত হামলা থেকে বাঁচার একটা প্রগতিশীল উপায় বের করা দরকার।

www.pathagar.com

এবার জেভোনক বললো :

আপাতত আমরা বিমান হামলা আরো জোরদার করবো। আর আলীর বাহিনীর ভেতরে থেকেই গোয়েন্দা রিক্রুট করবো। অন্যদিকে স্পটনাজ আক্রমণের ব্যাপারে আগামী মাসের চিফদের বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবো।

স্পটনাজ অপারেশনের খবর কাবুলে অবস্থানরত এক মুজাহিদ গোয়েন্দা গোচীরভূত হবার সাথে সাথেই সে তা আলীর কাছে পৌছে দিলো। পৌছে দিলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হেড কোয়ার্টার এমনকি কাবুলে শত্রুবাহিনীর গোয়েন্দা হেড কোয়ার্টারের সেই মুজাহিদ অনুগত কমান্ডারের কাছেও। যে মুজাহিদ বাহিনীর সাথে গোপনে যোগাযোগ রাখত।

মুজাহিদ অনুগত গোয়েন্দা কমান্ডার আসলে চিফ গোয়েন্দা কমান্ডার। তিনি স্পটনাজ অপারেশন সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবহিত ছিলেন না। তবে তার ভয়াবহতা সম্পর্কে তিনি জানতেন। তিনি খবর পাবার সাথে সাথেই আলীকে জানানোর জন্য মুজাহিদ গোয়েন্দা কমান্ডারকে ওয়ারলেসের মাধ্যমে বললেন যে, আপনি আলীকে এ কথা খুব দ্রুত জানিয়ে দিন শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা ছাড়া স্পটনাজ অপারেশন থেকে রক্ষা পাবার কোনই উপায় নেই। মুজাহিদ গোয়েন্দা কমান্ডারের সাথে আলীর যোগাযোগ হয়ে গেলো খুব দ্রুত।

চল্লিশ ঃ

মুজাহিদ গোয়েন্দা অফিসার ওয়ারলেসের মাধ্যমে আলীর সাথে তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগ করে বললো :

আপনার ক্যাম্পের ওপর স্পটনাজ আক্রমণের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেছে। স্পটনাজ আক্রমণের এই সিদ্ধান্ত দু'চার দিনের মধ্যেই কার্যকর হবে। আমার কাছে এ ব্যাপারে এ পর্যন্ত যে তথ্য এসেছে, তা যাচাই বাছাই কারার পরই আপনাকে দিলাম।

আলী স্পটনাজ অপারেশন সম্পর্কে মুজাহিদ গোয়েন্দা অফিসারের কাছে জানতে চাইলে বললো : স্পটনাজ অপারেশন সম্পর্কে আমার খুব একটা ধারণা নেই। তবে এতটুকু জানতে পেরেছি যে, এটা একটা ভয়াবহ আক্রমণ। এবং এর ব্যবহার পৃথিবীতে মাত্র একবারই হয়েছে।

মাত্র একদিন পরে আঞ্চলিক রুশ সেনা হেড কোয়ার্টার থেকে ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহ ঐ স্পটনাজ অপারেশন সম্পর্কে খবর দিলো আলীকে।

স্পটনাজ আক্রমণ সম্পর্কে আলী ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাকে জিজ্ঞেস করলে তেমন কিছুই বলতে পারলেন না তিনি। আলী বিষয়টি নিয়ে আবদুর রহমানের সাথে আলাপ করলো। ঘাবড়ে গেলো আবদুর রহমান এবং বললো : স্পটনাজ অপারেশনের সংবাদ আমাদের জন্য সত্যিই ভয়াবহ দুঃসংবাদ। এ সংবাদ শুনলে আমেরিকার সৈন্যরাও ভয়ে আঁতকে ওঠে। রাশিয়ার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আর্মি ইউনিট হচ্ছে স্পটনাজ ফোর্স।

আবদুর রহমান আরো বললো :

স্পটনাজ ফোর্সের সদস্যদের জন্ম জানোয়ারের মত করে গড়ে তোলা হয়। এরা পশুর চেয়েও মারাত্মক, পশুর চেয়েও রক্তপিপাসু, পশুর চেয়েও হিংস্র। চরিত্রহীন দুর্ধর্ষ লম্পট কিশোরদের এনেই এ ফোর্সে ভর্তি করা হয়। ভর্তির পর থেকে এদের আর ছুটি নেই।

www.pathagar.com

এদের বসবাস করতে হয় গভীর জঙ্গলে। এদের প্রতিদিনের ওঠা বসা অজগর হায়না ভাল্লুক সিংহদের পরিবেশে। সভ্যতা ভদ্রতা থেকে এদের রেখে দেয়া হয় অনেক অনেক দূরে। পাথর ভাঙ্গার মত পরিশ্রম, খুন করার মত নির্মমতা, লাগাতার উপোস থাকার মত কষ্ট, এদেরকে দিয়ে করানো হয়। এরা যেন মানবতার সমগ্র সৌন্দর্য নষ্ট করে দিতে পারে, এমন দানব করে তৈরি করা হয়। এদেরকে খেতে দেয়া হয় জীব জানোয়ারের কাঁচা গোশত, রক্ত সব রকমের হৃদয়তাবোধ থেকে এদের পরিকল্পিতভাবে দূরে রাখা হয়। একেকটা স্পটনাজ সদস্য জীবন্ত চিতার মত, দু'চারটে বুলেট নিয়েই এরা দিব্যি লড়াই করতে পারে। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে ছেড়ে দেয় না, চিবিয়ে খায়।

স্পটনাজ ফোর্সের সামনে আজ পর্যন্ত কেউ টিকতে পারেনি।

সব শুনে আলী বিদ্রূপের হাসি হাসলো।

আলীকে আল্লাহ দিয়েছেন অসম্ভব দৃঢ়তা, অপরিসীম সাহস, অসাধারণ খোদাভীতি, তুলনাহীন জেহাদী মেজাজ। স্বাভাবিকভাবে সে আবদুর রহমানকে বললো : ঘাবড়ে যাবার কিছুই নেই। আল্লাহ কোনো না কোনো পথ খুলে দেবেনই। বিষয়টা নিয়ে তুমিও চিন্তা করো। আগামীকাল এ নিয়ে তোমার সাথে কথা হবে। পরের দিনই স্পটনাজ অপারেশনের বিষয় নিয়ে আলী ও আবদুর রহমান বসলো। আলী এক পর্যায়ে বললো :

সমস্যা যতই জটিল হোক না কেন সমাধান একটা বের করতেই হবে।

আবদুর রহমান বললো :

গোয়েন্দারা খবর দিয়েছে, অন্তত তিন মাসের মধ্যে স্পটনাজ আক্রমণ হচ্ছে না। আমরা এ সময়ের মধ্যেই কিন্তু স্পটনাজ অপারেশন ফোর্সের মোকাবেলা করা জন্য জাননেশার মুজাহিদের নিয়ে একটা গ্রুপ তৈরি করতে পারি। গড়ে তুলতে পারি এক ভয়ঙ্কর ইউনিট যারা স্পটনাজ অপারেশন ফোর্সের সব কলাকৌশল গুঁড়িয়ে দিতে পারে।

সুতরাং আমাদের প্রত্যেকটি মুজাহিদ ক্যাম্প থেকে বাছাই করতে হবে সবচেয়ে সাহসী, সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে বুদ্ধিমান কিছু মুজাহিদ এবং ওদেরকে এখনই প্রশিক্ষণ দিতে হবে আরো উন্নতমানের সামরিক কলাকৌশল। আর এ কাজে যদি আমরা আদৌ সময় নষ্ট না করি তাহলে খুব তাড়াতাড়িই দুর্ধর্ষ বাহিনী আমরা গড়ে তুলতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

সত্যি কথা বলতে কি, স্পটনাজ সদস্যদের বনজঙ্গলে পাহাড় পর্বতের বিরূপ পরিবেশে পাঠিয়ে তারপরই না দুঃসাহসী বানানো হয়েছে অথচ আফগান মুজাহিদরা তো বনজঙ্গল পাহাড়, পর্বতের প্রতিকূল পরিবেশেই বেড়ে উঠেছে, কষ্ট করে জীবন যাপন করাই তো ওদের চিরকালের অভ্যাস, সেই কারণে আমার মনে হয় এই স্বভাবজাত কষ্টসহিষ্ণু মুজাহিদদের যদি একবার সঠিক প্রশিক্ষণ দিয়ে দিতে পারি তো স্পটনাজ তো স্পটনাজ, স্পটনাজের বাবাও কিছু করতে পারবে না। তা ছাড়া মুজাহিদরা কিন্তু গেরিলা যুদ্ধটাকে একটা খেলা মনে করে। অন্য দিকে শাহাদাতের তামান্না তাদেরকে ব্যাকুল করে রেখেছে। স্পটনাজ আক্রমণের ব্যাপারে তারা অবহিত হলে আরো রোমাঞ্চিত হবে, আরো চাঙ্গা হয়ে উঠবে। আলী আবারও গুরুত্ব দিয়ে বললো,

প্রত্যেক ক্যাম্প থেকে সাহসী শক্তিশালী এবং জানবাজ মুজাহিদদের নির্বাচন করে এদের উন্নত প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুললে এরাও দুর্ধর্ষ সৈনিকে পরিণত হবে। স্পটনাজ ফোর্স যদি জঙ্গলে বিরূপ পরিবেশ বেড়ে ওঠে থাকে, মুজাহিদরাও আফগানিস্তানের বিরূপ প্রকৃতি পাহাড়

www.pathagar.com

জঙ্গল মরুভূমির পরিবেশের ভেতরেই বেড়ে উঠেছে। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে এরা যে গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে আসছে, কোনো মতেই তা ফেলনা নয়। আমরা যদি পাহাড়-জঙ্গল ময়দানে এদের কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে গড়ে তুলি, তবে আশা করায় এরাও স্পটনাজ ফোর্সের চেয়ে কর্ম দক্ষতা দেখাবে না বরং অধিক ফলপ্রসূ বিবেচিত হতে পারে।

আবদুর রহমান আলীর পরিকল্পনায় সায় দিলে আলী সকল মুজাহিদ ক্যাম্পের সাথে যোগাযোগ করলো। আর সকল মুজাহিদ কমান্ডারকে নির্দেশ দিলো– শক্তিশালী, সাহসী ও তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন মুজাহিদের হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিতে। কি কি বৈশিষ্ট্যের মুজাহিদদের চাওয়া হচ্ছে তার একটা তালিকাও সঙ্গে পাঠিয়ে দিলো আলী। তৃতীয় দিন বাছাই করা হলো বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে আগত দেড়শ মুজাহিদকে। এদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পড়লো আবদুর রহমানের ওপর। এ দায়িত্ব আবদুর রহমানের ওপর দিতে গিয়ে আলী বললো,

এদেরকে তিন মাসের মধ্যে এমনভাবে পড়ে তুলবে যেন চিতার চেয়ে তেজী, সিংহের চেয়ে সাহসী হয়। এদের প্রশিক্ষণের জন্য যখন তা চাইবে, তাই তোমাকে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশিক্ষণের জন্য যা যা প্রয়োজন আবদুর রহমান তার একটা তালিকা দিলো, অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই আবদুর রহমানকে তা সরবরাহ করা হলো। যদিও সরবরাহ করাটা ছিল যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আলীর ক্যাম্প থেকে খানিকটা দূরে একটা দুর্গম পাহাড়ে শুরু হলো প্রশিক্ষণ। আলী এক পর্যায়ে আবদুর রহমানকে আলাদা ডেকে নিয়ে বললো : যদিও এ প্রশিক্ষণ সব মুজাহিদদের সামনেই হচ্ছে। তবু কাউকে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই বলা যাবে না। মনে রাখতে হবে এ প্রশিক্ষণ অত্যন্ত কঠিন প্রশিক্ষণ সুতরাং এ সম্পর্কে জানবার জন্য একটা কৌতূহল সবার মধ্যে কাজ করবে তবুও মুখ খোলা যাবে না।

মুজাহিদদের স্পেশাল ফোর্সের জন্য আলী স্পেশাল উদ্যোগ নিলো। উদ্যোগ নিলো বেশি বেশি পরিমাণে দুধ গোশত ও অন্যান্য খাবার সরবরাহের। এ ব্যাপারে আলীকে সহযোগিতা করলো সরকারি ডেইরি ফার্ম ও পোলট্রি ফার্ম, অর্থাৎ সরকারি ফার্মের মুজাহিদ সমর্থক কর্মকর্তারা। ঐসব সমর্থকেরা যাতে হানাদার এবং রুশীয় দালালের সন্দেহের চোখে না পড়ে, তার জন্য আলী ফার্মগুলো আক্রমণের একটা মহড়া চালালো, মহড়া চালালো খাদ্যগুদাম আক্রমণের। ফলে খুব সহজেই বিপুল পরিমাণে ছাগল ভেড়া গরু আলীর সংগ্রহে এসে গেলো। সংগ্রহে এসে গেলো প্রয়োজনেরও বেশি খাবার।

প্রশিক্ষণের সব ব্যবস্থাই সুষ্ঠুভাবে করা হলো যাতে কোনো ব্যাপারেই বেগ পেতে না হয়।

শুরু হয়ে গেল পুরোদমে ট্রেনিং। আবদুর রহমান প্রাথমিকভাবে প্রশিক্ষণ দিলো দৌড়ে উচ্চ পাহাড়ে ওঠার কঠিন নিয়ম। তারপর এক এক বিরামহীন দিনভর সাঁতরানোর কায়দা, গাছ থেকে গাছে উড়ন্ত ঝাঁপ দেয়ার পদ্ধতি, চওড়া খাল লাফিয়ে পাড় হবার কৌশল, গোলাগুলি বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে একই সাথে আত্মরক্ষা ও আক্রমণের নিয়ম কানুন শিক্ষা দিতে লাগলো আবদুর রহমান।

কঠিনতম প্রশিক্ষণের সবই হাতে নিলো আবদুর রহমান। প্রতিদিনই আলী তত্ত্বাবধান করতে লাগলো আগ্রহের সাথে। প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে চললো সে। বিশেষ করে মহড়ার সময় উপস্থিত থাকাটা আলীর প্রতিদিনের রুটিন হয়ে দাঁড়ালো।

প্রশিক্ষণের এক পর্যায়ে মুহাম্মদুল ইসলাম আলী এবং আবদুর রহমানকে বললো,

আমি এমন ধরনের গ্যাস তৈরি করতে পারি, যা নিমেষের মধ্যে সমস্ত পশু-প্রাণী মেরে

www.pathagar.com

ফেলতে সক্ষম। কিন্তু তার জন্য কেমিক্যালস সামগ্রী দরকার।
মুহাম্মদুল ইসলমাকে আলী বললো,
একটা তালিকা করে দাও, তোমার কি কি লাগবে তার। আর সম্ভাব্য দামটারও উল্লেখ করে দিও।
তালিকাটা প্রস্তুত করে নিতে খুব একটা বেশ সময় লাগলো না মুহাম্মদুল ইসলামের।
আলী তালিকা দেখে, সমস্ত সামগ্রী সংগ্রহের জন্য সঙ্গে সঙ্গে একট বিশেষ টিম প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্রে পাঠিয়ে দিলো।

একচল্লিশ ঃ

কেজিবির কর্তৃপক্ষ আত্মঘাতী তৎপরতা চালানোর জন্য মুজাহিদদের মধ্যে গুপ্তচর ঢুকিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা ইতোমধ্যেই শুরু করে দিয়েছিলো। কেজিবির কৌশলটি ছিলো খুব সূক্ষ্ম ও পরিকল্পিত। গুপ্তচরবৃত্তির এই কৌশলের দু'টি দিক ছিলো। প্রথমত, আলীর মুজাহিদ ক্যাম্পে অবস্থানরত পুরাতন মুজাহিদদের হাত করা আর দ্বিতীয় পর্যায়ে মুজাহিদের মধ্যে প্রশিক্ষিত অনুচর ঢুকিয়ে দেয়া। উভয় দিকে কেজিবি একই সাথে কাজ শুরু করে।
একদিন তিন আফগান সরকারি সৈন্য আলীর ক্যাম্পে এসে তার সাক্ষাতের জন্য দরখাস্ত করে। ক্যাম্পের পোস্ট থেকে আলীকে জানানো হলো, তিন আফগান সৈনিক তার সাথে দেখা করতে চায়, ওদের এখানে আটকে রাখা হয়েছে। চেকপোস্টে প্রাথমিক দেহ তল্লাশির পর এ তিন আফগান সৈন্যকে আলীর দফতরে পাঠিয়ে দেয়া হলো।
আফগান সৈন্যরা আলীকে জানালো তারা সরকারি বাহিনীতে চাকরি করে আত্মগ্লানিতে ভুগছিলো, একান্ত অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এতদিন জোর করে তাদেরকে সরকারি বাহিনীতে থাকতে হয়েছে। আজকে সুযোগ পেয়ে সরকারি অস্ত্রসহ আপনাদের সাথে মিলিত হতে এলাম, আমরা চেকপোস্টে অস্ত্র জমা দিয়ে এসেছি।
আলী এদেরকে বিভিন্নভাবে প্রশ্ন করে পরীক্ষা নিলো, এরা আলীকে সন্তোষজনকভাবে খুশি করতে সক্ষম হয়। আলী এদের খুশি মনে মুজাহিদ বাহিনীততে অন্তর্ভুক্ত করে নিলো এবং তাদেরকে যথাযথ পদক্ষেপের জন্য মোবারকবাদ জানালো।
ওরা তিনজন তখনও আলীর মুখোমুখি বসা। কি মনে করে মুহাম্মদুল ইসলাম এদিকে এলো। সে দূর থেকেই এ তিনজনকে দেখে আশ্চর্যান্বিত হলো এই ভেবে যে, এরা তিনজনই কাবুল সরকারের সন্ত্রাসী সেনা ইউনিট খাদের ঊর্ধ্বতন অফিসার। এরা কেন এখানে?
মুহাম্মদুল ইসলাম সোজা আলীর কাছে এসে তাকে জানালো যে, এরা তিনজনই খাদের অফিসার।
আলী বললো, তোমার কথা ঠিক নয়, এরা আফগান সেনা অফিসার। স্বপক্ষ ত্যাগ করে মুজাহিদদের পক্ষে যোগদান করতে এসেছে। মুহাম্মদুল ইসলাম বললো, ঠিক আছে, আপনার কথা আমি অস্বীকার করছি না, তবে এদেরকে আরো কিছু দিন পর্যবেক্ষণে রাখা হোক, এদের ব্যাপারে তল্লাশি চালানো হোক, তারপর এদের মুজাহিদ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। কেননা খাদ পর্যায়ের পাকা কমিউনিস্টরা কখনও মুজাহিদ হতে পারে না। এরা নিশ্চয়ই গুপ্তচরবৃত্তি করতে এসেছে।
তিন আফগান অফিসার মুহাম্মদুল ইসলামের অভিযোগের বিরুদ্ধাচরণ করলো। আলী

www.pathagar.com

মুহাম্মদুল ইলামের অভিযোগ মেনে নিয়ে আফগান সৈন্যদের উদ্দেশে বললো,
তোমরা কয়েকদিন আমাদের প্রহরাধীনে থাকবে। তোমাদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়া হবে। তোমাদের দেয়া তথ্য সঠিক হলে নির্দ্বিধায় তোমাদেরকে মুজাহিদ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হবে। তবে তোমাদের খোঁজ নেয়ার জন্য আমাদেরকে পূর্ণ তথ্য সরবরাহ এবং তদন্ত কাজে সহযোগিতা করতে হবে।
আফগান তিন সৈন্যের তথ্য নেয়ার জন্য দু'জন মুজাহিদকে তাদের দেয়া ঠিকানা মতো তাদের গ্রামে পাঠিয়ে দেয়া হলো। অপর দিকে ওয়ারলেসে ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহর সাথে যোগাযোগ করে বললো, তিন আফগান সৈন্যর পুরো তথ্য দরকার।
পরদিন আঞ্চলিক রুশ হেডকোয়ার্টার থেকে ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহ আলীকে জানালেন যে, ধৃত তিন আফগান সরকারি সন্ত্রাসী বাহিনী খাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। দফতরে এদের নামে ছুটি ইস্যু করা হয়েছে। গোয়েন্দা তথ্য মতে এরা গুরুত্বপূর্ণ কোনো অপারেশনে বাইরে রয়েছে।
সন্ধ্যায় গ্রামে তদন্ত শেষে দুই মুজাহিদ ফিরে এসে আলীকে জানালো ঐ গ্রামে এদের দেয়া নামের কোনো ব্যক্তি নেই। গ্রামের কেউ এ নামের কোনো ব্যক্তিকে চেনে না। আলী রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো। সেই সাথে মনে মনে মুহাম্মদুল ইসলামের বিচক্ষণতায় শুকরিয়া জানালো। তিনি আফগান সৈন্যদের দফতরে ডেকে তাদের সম্পর্কে আঞ্চলিক গোয়েন্দা প্রধানের দেয়া তথ্য এবং তদন্ত দলের রিপোর্ট পেশ করে বললো, মুনাফিকির জন্য সামরিক আইনে তোমাদের একমাত্র সাজা মৃত্যুদন্ড। তোমরা আফগান জনসাধারণকে রুশ ভল্লুকের গোলাম বানানোর জন্য ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তোমরা ভয়াবহ অপতৎপরতায় জড়িত। যদিও তোমাদের চক্রান্ত খুবই সূক্ষ্ম কিন্তু এ কথা জেনে রেখো যে, মুজাহিদদের সহযোগিতায় আল্লাহ রয়েছেন, তোমাদের কোনো চক্রান্তই তাদের ধ্বংস করতে পারবে না। জাতীয় বেঈমানেদের সব দেশেই মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়, তোমাদেরকেও ফায়ারিং স্কোয়াডে, নিক্ষেপ করা হবে।
কয়েকদিন পরের এক ঘটনা। আলী কয়েকজন ঊর্ধ্বতন মুজাহিদ কমান্ডার নিয়ে পরিস্থিতির পর্যালোচনা করছিলো। এমন সময় একটি বিষাক্ত সাপ এসে সোজা তাদের সামনে দাঁড়িয়ে গেলো। মুজাহিদরা সাপটিকে মারার জন্য তৈরি হলে আলী তাদের থামিয়ে দিয়ে বললো, যতক্ষণ পর্যন্ত সাপটি কাউকে আঘাত না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ সাপটিকে আঘাত করবে না। সাপটি আলীর দফতরে কয়েকটি চক্কর দিয়ে বেরিয়ে গেলো। সাপটিকে দেখার জন্য মুজাহিদরাও বেরিয়ে এলো। সাপটি বিস্ময়কর আচরণ করতে লাগলো। কোনো মুজাহিদ মারার জন্য তেড়ে আসলে সাপটি ফণা ধরে দাঁড়িয়ে ফোঁস ফোঁস করতে থাকে। সাপটি নিজে নিজেই একটু অগ্রসর হতো, কিছু দূর এগিয়ে আবার ফিরে আসতো। একবার সাপটি এসে আলীর দু'পা জড়িয়ে মাথা নাড়তে লাগলো, আলী তীক্ষ্ণ নজরে সাপটির মাথার দিকে চেয়ে রইলো, যাতে ছোবল দিতে চাইলে মাথা ধরে ফেলা যায়।
আলীর পা ছেড়ে সাপটি একবার কিছু দূর এগিয়ে আবার এসে লেজ দিয়ে আলীর দু'পা জড়িয়ে আলীকে সামনের দিকে টানতে লাগলো। আলী সাপের অস্বাভাবিক আচরণে পুলকিত হচ্ছিল। কয়েকজন মুজাহিদ আলীকে সতর্ক করে দিয়ে বললো, কমান্ডার সাহেব, বিষাক্ত সাপ নিয়ে খেলা করা ঠিক নয়।
একজন সাপের মাথায় আলতোভাবে আঘাত করলে আলী তাকে ধমক দিয়ে বললো, সাপটিকে আর কেউ আঘাত করবে না। সাপটি আলীকে প্রায় টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য লেজ

www.pathagar.com

দিয়ে আলীর পা পেঁচিয়ে টানতে লাগলো এবং পা ছেড়ে দিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে আবার আলীর দিকে ফিরে আসছিলো। সাপের অদ্ভুত আচরণে আলী সাপের অনুগামী হলো। সাপের পিছু পিছু অগ্রসর হলে ক্যাম্পের কয়েকটি স্থাপনা ঘুরে সাপটি রাস্তায় নেমে ক্যাম্পের দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। আলী এবং সাথী মুজাহিদরা সাপের পিছু পিছু প্রায় আধা মাইল পথ এগিয়ে গেলো। হঠাৎ এক জায়গায় সাপটি ফণা ধরে দাঁড়িয়ে ফোঁস ফোঁস করতে লাগলো এবং একটি নালার দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে কি যেন দেখাতে লাগলো। মুজাহিদরা নালার দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখলো দু'টি লাশ পড়ে রয়েছে। আলী ও সাথীরা মৃত দু'টি লাশের কাছে গিয়ে দেখলো দুই মুজাহিদ মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এদের শরীর নীল হয়ে গেছে। উভয়ের পায়ের সাপে কাটার দাগ স্পষ্ট।

এক মুজাহিদ বললো, এই চালাক সাপটিই এদের দংশন করেছে, এটাকে মেরে ফেলা উচিত। তারা যখন সাপটিকে খুঁজতে শুরু করলো, ততক্ষণে সাপটি উধাও হয়ে গেছে। বহু খোঁজ করেও আর সাপটির কোনো হদিস পাওয়া গেল না।

আলী মৃত মুজাহিদদের শনাক্ত করার জন্য তাদের পকেট চেক করলো। এরা উভয়েই ছিল কমান্ডার ঈদ মুহাম্মদ গ্রুপের মুজাহিদ। এক মুজাহিদের পকেটে আলী একটি চিঠি পেয়ে তা খুলে পড়লো। চিঠি পড়ে আলী হতবাক হয়ে গেল। তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেলো। আসমানের দিকে মুখ করে আলী বললো, হে আল্লাহ! আমরা তোমার শুকরিয়া কিভাবে আদায় করবো। হে প্রভু! তুমি যদি এই বোকাদের সাহায্য না করতে তাহলে দুরন্ত শত্রুরা আমাদের নিমেষেই খতম করে দিতো।

সকল সাথী মুজাহিদ তখন বিস্ময়াভূত হয়ে আলীর দিকে তাকিয়ে রইলো, আলীর মুখ থেকে বিষয়টি জানার জন্য। লাশ দু'টিকে ক্যাম্পে নিয়ে যেতে আলী মুজাহিদদের নির্দেশ দিলো। ক্যাম্পে গিয়েই আলী দশ জন মুজাহিদকে কমান্ডার ঈদ মুহাম্মদকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসার জন্য পাঠালো। মুজাহিদরা তখনও অন্তর্নিহিত ঘটনার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলো না। এক মুজাহিদ জানতে চাইলে, আলী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, একটু সবুর করো অচিরেই সব জানতে পারবে।

কমান্ডার ঈদ মুহাম্মদকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হলো। আলী সকল মুজাহিদ চৌকিতে টেলিফোন করে বললো, প্রহরাধীন মুজাহিদরা ছাড়া বাকি সকল মুজাহিদসহ দায়িত্বশীল কমান্ডারগণ দ্রুত সদর দফতরে উপস্থিত হও।

অল্পক্ষণের মধ্যে সকল মুজাহিদ সদর দফতরের সামনে এসে জড়ো হলো। আলী একটু উঁচু জায়গায় উপবেশন করে লাশ দু'টিকে উঁচিয়ে ধরার জন্য নির্দেশ দিলো। এরপর সাপের ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনাপূর্বক বললো, আমরা সাপের পিছু পিছু লাশ দু'টির ওখানে গিয়ে এদের একজনের পকেট থেকে এ চিঠিটি উদ্ধার করি। এ চিঠি কমান্ডার ঈদ মুহাম্মদের পক্ষ থেকে আঞ্চলিক রুশ হেডকোয়ার্টার প্রধানের নামে লেখা। এতে আমাদের ক্যাম্পের বিস্তারিত নকশা ছাড়াও মুজাহিদদের যাবতীয় তথ্য সন্নিবেশিত রয়েছে।

আমি এ জন্য তোমাদের ডেকেছি যে, যাতে তোমরা নিজ চোখে বেঈমানদের লাশ দেখে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারো। যেসব বেঈমান আমাদের জীবন ধ্বংস ও ঈমানের সামান্য স্বার্থ অর্জনে নেমেছিলো আল্লাহ তাআলা শুধু বিষধর সাপের আঘাতে এদের ধ্বংসই করেননি বরং সকল ষড়যন্ত্র শিকড়সহ উপড়ে ফেলেছেন। লাশগুলোর দিকে চেয়ে দেখো, বিষাক্ত সাপের

www.pathagar.com

ছোবলে নীল হয়ে গেছে ওরা। আখেরাতে যে এদেরকে আরো কত কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে তা আল্লাহই ভালো জানেন।

মুজাহিদ বন্ধুগণ জেনে রাখো, যারা পার্থিব সম্পদের মোহে ঈমান বিক্রি করে, দুনিয়ায় এরা কোনোক্রমে শাস্তি থেকে রেহাই পেলেও আখেরাতে এদের ভাগ্যে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি অবধারিত। আশা করি, আগামীতে কোন দুর্বল ঈমানদার মুজাহিদ গাদ্দারি করার আগে আজকের বেঈমানদের কথা স্মরণ করবে। সমবেত সকল মুজাহিদ বেইমান গাদ্দার ঈদ মুহাম্মদের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে লাগলো সকল মুজাহিদ গাদ্দার ঈদ মুহাম্মদের বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তি বিধানের দাবি জানালো।

আলী তাদেরকে আশ্বাস দিলো, গাদ্দারকে এমন কঠিন শাস্তি দেয়া হবে যে আগামীতে কোনো মুজাহিদ সদস্য যেন গাদ্দারি করার সাহস না পায়।

আলী সমবেত মুজাহিদদের উদ্দেশে বললো, আজ রাতে আমরা সবাই দুই রাকাত শুকরিয়া নফল নামাজ পড়বো। আল্লাহ তাআলা এই ষড়যন্ত্রের কূটকৌশল ফাঁস না করে দিলে সহজেই শত্রুবাহিনী এই ক্যাম্পের ওপর বিজয় পতাকা উড়াতো, ফলে আমরা অধিকাংশই নিহত হতাম। সকল মুজাহিদ ইয়া রাহিম, ইয়া রহমান তাকিবর ধ্বনি তুলে নিজ নিজ চৌকির দিকে অগ্রসর হলো। আলী প্রাণভরে সিজদায় পড়ে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করলো।

একটি সাপের বদৌলত ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের কবল থেকে পুরো ক্যাম্প রক্ষা পেলো। আফগান রণাঙ্গনে বিস্ময়কর খোদায়ী মদদের এ এক মহোত্তম নিদর্শন।

ভর দুপুর। আলী আবদুর রহমান ও মুহাম্মুদল ইসলামের সাথে রাশিয়ার মুসলমানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলছিল। এ সময় ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোন বেজে উঠলো। আলী রিসিভার তুললে প্রধান চেকপোস্ট থেকে গার্ড বললো, মাননীয় কমান্ডার! মোটরসাইকেল অপারেশন ফোর্সের এক মুজাহিদ আপনার সাথে কথা বলতে চায়। আলী সাক্ষাৎ প্রার্থী মুজাহিদকে টেলিফোন দেয়ার জন্য বললে আগন্তুক মুজাহিদ নিজের পরিচয় দিয়ে বললো, আজ রাতে রুশ বাহিনীর এক চৌকিতে সফল অপারেশন শেষে ফেরার সময় এক বৃদ্ধা মহিলার সাথে পথে দেখা হয়। মহিলা আমাদের পথ রোধ করে মুজাহিদ ক্যাম্পের রাস্তা জানতে চাইলেন। বৃদ্ধা ছিলেন আহত। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, তার একমাত্র মেয়েকে রুশ বাহিনী অপহরণ করে নিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে বৃদ্ধা মুজাহিদ কমান্ডারের সাথে সাক্ষাৎ করতে চান। আমরা তাকে মোটরসাইকেলে বসিয়ে নিয়ে এসেছি।

আলী মুজাহিদকে বললো, তুমি বৃদ্ধা মহিলাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। দূর থেকে দেখেই আলী আগন্তুক মহিলা যে তাহেরার আম্মা, তা চিনে ফেললো। তাহেরাকে রুশ শয়তানেরা অপহরণ করেছে। তা ভেবে আলী রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ক্ষোভে দুঃখে তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। সে দ্রুত উঠে তাহেরার আম্মাকে সালাম জানালো। আবদুর রহমান এবং মুহাম্মুদল ইসলামও আলীর অনুসরণ করলো।

আবদুর রহমান তাহেরার আম্মাকে দেখেই চিন্তামগ্ন হয়ে গেলো। ক'দিন আগেও আবদুর রহমান এক মুজাহিদ মারফত খবর নিয়ে জেনেছিলো যে তাহেরা মাকে নিয়ে মুশকিলেই আছে। তবে এতদূর ঝুঁকিপূর্ণ পথ মাড়িয়ে তিনি এখানে কেন? আবদুর রহমান অজানা আশঙ্কার কথা আলীকে বললো। আলী জানালো তাহেরাকে রুশরা অপহরণ করেছে।

অপহরণের সংবাদ শুনে আবদুর রহমানের মাথায় যেন বজ্রপাত হলো। সমস্ত গায়ে জ্বলে

www.pathagar.com

উঠলো প্রতিশোধের অনলশিখা। আবদুর রহমানের অদম্য ক্রোধ এক্ষুনি উড়ে গিয়ে বোনকে শত্রুমুক্ত করে পাপিষ্ঠদের টুকরো টুকরো করে দিতে ইচ্ছে হলো। একমাত্র কন্যাকে হারিয়ে তাহেরার আম্মা প্রায় উন্মাদিনীর মতো মুজাহিদ ক্যাম্পের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছিলেন। আবদুর রহমানকে দেখামাত্র তিনি আবেগজড়িত কান্নায় বললেন, হে আমার মুজাহিদ পুত্র! তোমার যে বোন তোমার প্রাণ রক্ষার জন্য নিজের একমাত্র ভাইকে নিজ হাতে হত্যা করেছে, তাকে আজ ভোরে রুশ বাহিনী অপহরণ করে নিয়ে গেছে। আমি বাধা দিতে গেলে ওরা আমার পাঁজরে আঘাত করেছে। এই বলে তাহেরার মা বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন।

আলী তাহেরার আম্মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, আম্মা! তাহেরা শুধু আপনার কন্যাই নয়, সে সকল মুজাহিদের বোন, ইজ্জত ও মর্যাদার প্রতীক। মুজাহিদরা শত প্রাণের বিনিময়েও তাকে উদ্ধার করবেই, ইনশাআল্লাহ।

আলী আবদুর রহমানকে বললো, আম্মাকে খাস মেহমানখানায় রেখে দ্রুত আমার রুমে এসো।

বিষাদের কালিমা আলীর হৃদয়রাজ্যে তুমুল ঝড়ের সৃষ্টি করলো। মৃত্যু বারবার আলীর মাথার ওপর আঘাত হেনেছে, কিন্তু কখনও তা আলীকে বিচলিত করতে পারেনি। কিন্তু আজ আলী বিষণ্ন ক্রুদ্ধ ব্যথিত। তাহেরাকে উদ্ধার করার ব্যর্থতার আশঙ্কা আলীকে মোটেও উদ্বিগ্ন করছে না। আলীকে আত্মগ্লানিতে দগ্ধ করছে এই বিষয়টি যে, যদি আমরা পৌঁছানোর বিলম্বে শত্রুরা তাহেরার সম্ভ্রমহানি ঘটায়, তাহলে কিভাবে আমি তাহেরাকে মুখ দেখাবো!

আলী গভীরভাবে ভাবছিলো। তাহেরা উঁচু পর্যায়ের আত্মমর্যাদা ও খোদাভীরু মেয়ে, বদ্ধ কামরায় সে হয়তো সেজদায় লুটিয়ে পড়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে চোখের পানিতে ওড়না সিক্ত করছে।

আলী অশ্রুশিক্ত হৃদয়ে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করলো, আল্লাহ! জিহাদের প্রতিপদে, তুমি আমাকে অবারিত সাহায্য করেছো। আজ আমি তোমার এক পুণ্যাত্মা বাঁদির জন্য সাহায্য প্রার্থনা করছি। প্রভু! আমি তাকে অক্ষত উদ্ধার করতে চাই। কিন্তু এক্ষুনি তো আমি সেখানে পৌঁছাতে পারবো না। তুমি মহাপরাক্রমশালী, সকল শক্তির আধার। যে তরুণী, যুবতী তোমার দ্বীনের জন্য আপন ভাইকে নিজ হাতে হত্যা করেছে, গায়েবি শক্তিবলে তুমি তাকে সাহায্য কর, তার ইজ্জত রক্ষা করো। ইয়া আল্লাহ! তুমি আমার প্রার্থনা কবুল কর।

অনেকক্ষণ আলী আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে ফরিয়াদ শেষে রুশ গোয়েন্দা অফিসার ক্যাপ্টেন ওবায়েদুল্লাহর কাছে ওয়ারলেস করলো। লাইন ওকে হলে আলী ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহকে বললো, আজ রুশ বাহিনী তাহেরা নামী এক তরুণীকে অপহরণ করেছে, ওর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এক্ষুনি আমার জানা দরকার।

ইত্যবসরে মেহমানখানায় তাহেরার আম্মাকে পৌঁছে দিয়ে আবদুর রহমান আলীর কক্ষে পা রাখলো। তার চোখ থেকে যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ছে। গম্ভীর হয়ে গেছে আবদুর রহমান। মুখে কোনো কথা ফুটছে না। বারবার সে আলীর দিকে তাকাচ্ছিলো। আলীরও মাথায় খুন চড়ে গেছে, তবুও নিজেকে কোনো মতে সামলে নিয়ে আবদুর রহমানের উদ্দেশে বললো, আবদুর রহমান! ভেঙে পড়ো না। তাহেরার জন্য তোমার চেয়ে আমিও কম উদ্বিগ্ন নই। কিন্তু আবেগতাড়িত কোনো পরিকল্পনা তাহেরার কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বয়ে আনবে। ঠাণ্ডা মাথায় স্থিরচিত্তে কাজ করতে হবে। আবদুর রহমান বললো, আমি ভেবে পাগল হয়ে যাচ্ছি, যে মেয়ে আমাদের জীবন বাঁচাতে নিজের ভাইকে হত্যার মতো কঠিন

www.pathagar.com

কাজ করেছে, সে এখন শত্রুদের হাতে বন্দী, তার জীবন ও ইজ্জত ধবংসের মুখোমুখি! দিন চলে যাচ্ছে, এখনো আমরা তার সাহায্যে অগ্রসর হতে পারলাম না। তাহেরা কি মনে করবে আমাদের! ভাই হিসেবে আমরা তার জন্য কি করতে পারছি?

আবদুর রহমানকে সান্ত্বনা দিয়ে আলী বললো,

তাহেরার অপহরণের জন্য আমরাই দায়ী। আমরা ঐ দিনই তাহেরা ও তার মাকে সাথে নিয়ে এসে পাকিস্তান না পাঠিয়ে ভুল করেছি। আলী ও আবদুর রহমানের প্রতিটি মুহূর্ত অস্বাভাবিক উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলো। গোয়েন্দা অফিসার ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহর সাথে আর ওয়ারলেসে কোনো যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না। বহু চেষ্টার পর ঘণ্টাখানিক বিলম্বে ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহর অফিসের ডিউটি অফিসার জানালো ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহ ও সহযোগী গোয়েন্দা অফিসার এখনও অফিসে ফিরে আসেননি। তারা তাহেরার অনুসন্ধানে বাইরে গেছেন। দুই ঘণ্টা পর ওয়ারেলেস সেটে মেসেজ আসতে শুরু করলো। ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহ জানালো, তাহেরাকে রুশ অফিসার ক্যাপ্টেন অজিরফ অপহরণ করিয়ে এনেছে। এ বদমাশ এ শহরে আসার পর থেকে প্রতি সপ্তাহেই কোনো কোনো তরুণীর সম্ভ্রামহানি করছে। সুন্দরী তরুণী চোখে পড়লে বদমাশটা তার সর্বনাশ না করে ক্ষান্ত হয় না। পাপিষ্ঠ আফগান কমিউনিস্টরা ওর অপকর্মে সহায়তা করে। আমজাদ খান নামে নরপশু কমিউনিস্টই তাহেরাকে অপহরণে নেতৃত্ব দিয়েছে। আমজাদ এক সময় তাহেরার ভাইয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলো। তাহেরার ভাই সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, বিপ্লববার্ষিকীর দিনে মুজাহিদরা তাকে হত্যা করেছে। তাহেরার ভাই নিজেও পথভ্রষ্ট বিলাসী কমিউনিস্ট ছিলো। তবে তাহেরাকে অপহরণ করানোর পরই রুশ অফিসার অজিরফকে কাবুলে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তাহেরা এখনও ওর বাসায় বন্দী রয়েছে।

আলী ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহকে বললো, আমরা মোটরসাইকেলে করে তাহেরাকে উদ্ধার করতে আসছি। আমরা আসার ফাঁকে আপনি অজিরফের বাসার অবস্থানের ম্যাপ এবং মহল্লার পাহারাদারদের পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করুন, শহরের পূর্ব-দক্ষিণের আহমদ খান লেনের বাগানে আমরা মিলিত হবো। শহরের নিকটবর্তী মুজাহিদ চৌকিগুলোতে টেলিফোনে আলী নির্দেশ দিলো, নিজ নিজ চৌকির দুর্ধর্ষ মুজাহিদদের নিয়ে আহমদ খান লেনের বাগানের পূর্ব তীরে উপস্থিত থাকতে, আবদুর রহমানকে বললো বিশেষ ফোর্স থেকে দশজনের একটি গ্রুপ তৈরি করো। আর মুহাম্মদুল ইসলামের উদ্দেশে আলী বললো, তোমাদের বিশেষ ফোর্সের দক্ষতার আজ পরীক্ষা হবে।

আহমদ লেনের লেকের পূর্বতীরে পৌছতে মুজাহিদদের রাত সাড়ে এগারটা বেজে গেলো। ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহ এবং জেলা শহরের আশপাশের গুপ্ত মুজাহিদ চৌকির শ'দুয়েক মুজাহিদ পূর্বেই সেখানে পৌছেছিলো।

উপস্থিত সকল মুজাহিদকে অপারেশনের উদ্দেশ্য এবং তাহেরার সংক্ষিপ্ত পরিচয় সম্পর্কে অবহিত করা হলো। মুজাহিদরা যখন জানতে পারলো যে, মুজাহিদদের জীবন বাঁচাতে সে নিজ সহোদর ভাইয়ের প্রাণ সংহার করেছিলো, তখন সকল মুজাহিদ আবেগে উজ্জীবিত হয়ে শপথ গ্রহণ করলো যে তাহেরা শুধু আবদুর রহমানের বোন নয়, সে সকল মুজাহিদের বোন, মুসলিম মিল্লাতের গর্ব, মর্যাদার প্রতীক। এই আত্মাভিমানী বিদুষী মুজাহিদ যুবতীর কিছু হলে এই শহরের প্রতিটি রুশ ও কমিউনিস্টদের আমরা টুকরো টুকরো করে এর প্রতিশোধ নেবো। মুজাহিদদের অস্বাভাবিক উত্তেজিত হতে দেখে আলী সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললো

www.pathagar.com

উত্তেজনা নয়, আমাদের ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে হবে।

আলী উপস্থিত মুজাহিদদেরকে তিন গ্রুপে ভাগ করে এক গ্রুপকে পেছন দিকের সম্ভাব্য শত্রু আক্রমণ এবং ফেরার পথের দিকে দৃষ্টি রাখার দায়িত্ব দিলো। যদি রুশবাহিনী মুজাহিদদের আটকানোর জন্য এ পথ বন্ধ করে দিতে চায়, তাহলে তাদের হটিয়ে দেবে এ গ্রুপ। আশি জনের এ গ্রুপে মর্টার, মেশিনগান ও স্বয়ংক্রিয় রাইফেল দেয়া হলো। পনের জনের একটি গ্রুপ আলী নিজের সাথে নিলো। এদের মধ্যে দশজন আবদুর রহমানের বিশেষ ফোর্সের সদস্য, এদের সম্পর্কে আবদুর রহমানের ধারণা, এদের একজনই শত রুশ সৈন্যের মোকাবেলায় যথেষ্ট।

এছাড়া বিশিষ্ট মুজাহিদদের প্রতি আলী নির্দেশ দিলো, শহরে বিশিষ্ট কমিউনিস্ট লিডার আমজাদ খানকে জ্যান্ত না হয় মৃত ধরে নিয়ে আসতেই হবে।

ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহ আলীর সামনে রুশ অফিসার ক্যাপ্টেন অজরফের বাসার নকশা ও ভেতরে সম্ভাব্য সহজ প্রবেশ পথের চিত্র তুলে ধরলো। তাহেরাকে কোন ঘরটিতে আটকে রাখা হয়েছে, এর একটি সম্ভাব্য দিকনির্দেশনাও দিলো।

ক্যাপ্টেন অজিরফের সরকারি বাসভবনের দু'দুটি প্রবেশ পথের একটি সম্মুখ দিয়ে অন্যটি পেছন দিক থেকে। সম্মুখ ভাগের রাস্তায় যেতে হলে একটা সেনা ব্যারাক ও দু'টি চৌকি পেরিয়ে যেতে হবে এবং এ পথে পাহারাও কড়া। সেনাসংখ্যাও বহু। পেছনের পথটি অত্যধিক সরু, সঙ্কীর্ণ এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন, তবে পাহারাদার এ পথে কম। আলী পেছনের পথটিকেই বেছে নিলো। এ পথে ঝুঁকি কম, কারণ আলী বড় ধরনের মোকাবেলায় কিংবা রক্তপাতের ভয় আদৌ করেনি, তার ভয় হচ্ছিলো, বড় ধরনের সংঘাত হলে শেষ পর্যন্ত তাহেরাকে ওরা মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারে অথবা তার ইজ্জত কেড়ে নিতে পারে। অসংখ্য রুশ হত্যা করে বিরাট সাফল্যের চেয়ে আলীর কাছে তখন তাহেরার জীবন ও ইজ্জত, মর্যাদা বড় করে দেখা ছিলো সময়ের দাবি।

আশি জনের প্রহরাধীন গ্রুপকে রেখে বাকি গ্রুপ দু'টি শহরে প্রবেশ করলো। আলীর বিশেষ ফোর্স বাগানের ঘন গাছপালার আড়ালে আড়ালে এগুচ্ছিলো। আলী তাদের নির্দেশ দিলো এক সাথে না গিয়ে দূরত্ব বজায় রেখে দু'জনের গ্রুপ করে অগ্রসর হও এবং অতর্কিতে হামলা করে প্রহরীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করো। আবদুর রহমানের বিশেষ প্রশিক্ষিত আট মুজাহিদ গ্যাসমাস্ক পরে ক্রোলিং করে ইপ্সিত শিকারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। বাগানের ভেতর পড়ে থাকা গাছের শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনিতে প্রহরীরা সচকিত হয়ে কান পেতে দাঁড়ালো। কিন্তু ওরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই চিতার মতো ওদের ধরে মুহূর্তের মধ্যে খতম করে দিলো মুজাহিদরা। অতঃপর এদের কাঁধে করে নিয়ে এলো আলীর কাছে। এ সাফল্য ছিলো আলীর প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশি অথচ এ মুজাহিদদের প্রশিক্ষণের মেয়াদ মাত্র দু'মাস, সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ শেষ হতে আরো দুই মাস বাকি।

রাস্তার পাহারাদারদের খতম করার ফলে মুজাহিদদের সেনা ব্যারাকে প্রবেশের বাধা দূর হয়ে গেলো। অতি সন্তর্পণে একজন একজন ক্রলিং করে মুজাহিদরা ব্যারকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো। ব্যারাক পেরিয়ে দু শ' গজ অতিক্রম করে বাউন্ডারি দেয়ালে পৌছার আগেই দেখা গেলো, দুটো প্রশিক্ষিত কুকুর টহল দিচ্ছে। কুকুর দুটো মুজাহিদদের উপস্থিতি টের পাওয়ার আগে আবদুর রহমানের বিশেষ ফোর্স চার মুজাহিদ এদের নিয়ন্ত্রণে এনে তাদের কর্মদক্ষতার পরিচয় দিলো। চার মুজাহিদ হঠাৎ করে কুকুর দুটোর কাছে এমন ক্ষিপ্রগতিতে পৌছে গেলো

www.pathagar.com

যে, দুই-তিনবারের বেশি কুকুর দু'টি আর ঘেউ ঘেউ শব্দ করার অবকাশ পেলো না।
আলী দেখলো, কুকুর দুটো মুজাহিদদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, কিন্তু মুজাহিদরা কুকুর দুটোর ঘাড় জাপটে ধরে বিষাক্ত গ্যাসের সাহায্যে মিনিটের মধ্যে ঠাণ্ডা করে ফেলেছে।

বিয়াল্লিশ ঃ

দশজন সাথীকে ক্যাপ্টেন অজিরফের বাসভবনের বাইরে রেখে পাঁচজনকে নিয়ে আলী ভবনের মধ্যে প্রবেশ করলো। এক এক করে চারটি কক্ষ তালাশ করে আলী পঞ্চম কামরায় পৌঁছলো। আলী দেখলো কক্ষের ভেতরে এক তরুণী নামাজ পড়ছে, উল্টো দিকে হওয়ায় তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য মুখোমুখি হলেও তাহেরার চেহারা দেখে আলী তাকে চিনতে পারতো না। কারণ ঐ দিন আলী তাহেরার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলো বটে, কিন্তু চেহারা দেখার অবকাশ ছিল না। তা ছাড়া তাহেরাদের বাসায় আলী আশ্রিত হলেও সেদিন তাহেরা আলীর সামনে আসেনি। ফিরে আসার সময়ও ওর মুখমণ্ডল ওড়নায় আবৃত ছিলো।
নামাজ শেষ করে তাহেরা সালাম ফিরিয়ে পেছনের দিকে তাকালে আলীর সাথে তার চোখাচোখি হয়। মুহূর্তে তাহেরা ও আলী উভয়ে নিজেদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়। তাহেরাকে দেখে আলীর মনে হলো যে, বেহেস্তে কোনো হুর চলে এসেছে বুঝি। সর্বাঙ্গ থেকে টপকে পড়ছে সৌন্দর্যের জ্যোতি। শান্ত নিরীহ সৌম্য অবয়বে পুণ্যাত্মার কমনীয়তার ছাপ স্পষ্ট।
আলীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এ তরুণী তাহেরা বৈ আর কেউ নয়। তবুও জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি তাহেরা? জি হ্যাঁ! তাহেরা সংক্ষেপে জবাব দিলো। আলী বললো : আমার নাম আলী। তোমার ভাই আবদুর রহমান ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি শুধু জানতে চাই, কোনো দুশ্চরিত্র কমিউনিস্ট বা রুশ সৈন্য এ পর্যন্ত তোমাকে কোনো...।
আলীর কথা শেষ হতেই তাহেরা জবাব দিলো, না আপনাদের দেরি হয়নি, আল্লাহ যথাসময়েই আমার সাহায্যে আপনাদের পৌঁছে দিয়েছেন। ভয়ের কিছু নেই। আমি এক দেশপ্রেমী ঈমানদার মুজাহিদকন্যা। দেশের মতো নিজের ইজ্জত, ঈমান রক্ষায়ও আমি সচেতন। কিন্তু আল্লাহর শুকরিয়া যে, ইজ্জতের ওপর কোনো হুমকি আসার আগেই আপনারা পৌঁছে গেছেন।
আলী রুশ ক্যাপ্টেন অজিরফের নামে একটি চিরকুট লিখে বিছানার ওপর রেখে দিলো। চিরকুটে লিখলো :
'অজিরফ! তোমার সৌভাগ্য যে তুমি ঘরে ছিলে না। তোমাকে পেলে সাথে করে নিয়ে যেতাম। ইসলাম যদি অসহায় বধূ-কন্যাদের অপহরণের অনুমতি দিতো, তাহলে আজ আমি তোমার বোন-বউকে অপহরণ করে নিয়ে যেতাম। আগামীতে যদি কোনো আফগান তরুণীকে অপহরণের খবর পাই, তবে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। এটা স্মরণ রেখো।
আলী তাহেরাকে বললো, আমার পিছু পিছু এসো। বাউন্ডারি দেয়ালের কাছে এসে আলী ভাবতে লাগলো, তাহেরাকে কিভাবে দেয়াল পার করানো যাবে। আলী দুই মুজাহিদকে নির্দেশ দিলো, তোমরা আগে দেয়াল পেরিয়ে দেয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়াও, তাহেরা তোমাদের

www.pathagar.com

ঘাড়ে পা রেখে সহজে নামতে পারবে।
আলী তাহেরাকে বললো, অনেক উঁচু দেয়াল, তুমি টপকাতে পারবে না। আমার কাঁধে চড়ে দেয়ালে ওঠো। ওদিক থেকে ওরা তোমাকে নামতে সাহায্য করবে।
তাহেরা কাঁধে চড়তে অস্বীকার করে বললো, আমি কোনো মুজাহিদের কাঁধে পা রাখতে পারবো না। এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়, আমি নিজেই দেয়াল টপকানোর চেষ্টা করছি। আপনি দোয়া করুন।
আলী মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখলো, তাহেরা শুধু দেয়ালের ওপর চড়লো না, বরং দেয়াল থেকে জাম্প দিয়ে দশ ফুট চওড়া নালাও নির্বিঘ্নে পেরিয়ে গেলো।
দেয়াল টপকিয়ে বাইরে এসে আবদুর রহমান তাহেরার কুশলাদি জেনে আল্লাহকে শুকরিয়া জানালো। তাহেরা বললো, ভাইজান! আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল আপনি অবশ্যই আমার সাহায্যে আসবেন। বিকেল থেকে আমি আপনার আগমনের অপেক্ষায় ছিলাম। তোমার দুঃসংবাদ শোনার পর আমার মন তো উড়ে আসতে চাচ্ছিল। আমার প্রতিটি মুহূর্ত কিয়ামতের বিভীষিকা নিয়ে হাজির হচ্ছিলো। তোমার অমঙ্গল চিন্তায় আমার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। আমাদের কমান্ডারও তোমার চিন্তায় ভীষণ উদ্বগ্ন ছিল। পূর্বে এর চেয়ে কঠিন সমস্যায়ও আমি তাকে এত উদ্বিগ্ন হতে দেখিনি।
কিন্তু তারপরও তার নির্দেশ ছিলো, আবেগের বশে যেন আমরা কোনো অপরিণামদর্শী কর্ম না করে বসি। কারণ আমাদের ভুলের কারণে তোমার জীবন ও ইজ্জত ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারত।
তাহেরা বললো, ভাইজান! আপনাদের কমান্ডার কে?
ও হে! তুমি তাকে চিনতে পারনি? তোমাকে উদ্ধারের জন্য যে ঘরে প্রবেশ করেছিলো, সে-ই তো আমাদের কমান্ডার! জনাব আলী।
তাহেরা বললো, আমি ভাবছিলাম, আপনাদের কমান্ডার কোনো বয়স্ক ঋজু ব্যক্তি হবেন।
আবদুর রহমান ও তাহেরার কথোপকথন দীর্ঘায়িত হতে দেখে আলী আবদুর রহমানের উদ্দেশে বললো, আবদুর রহমান! বাকি কথা পরে বলা যাবে, এখন জলদি এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া দরকার। এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা মোটেই নিরাপদ নয়।
সকল মুজাহিদ ব্যারাকের গোপন পথ দিয়ে বেরিয়ে এলো। আলী আশঙ্কা করছিল, সদর গেটের প্রহরীদের সাথে হয়তো মোকাবেলা করতে হবে, কিন্তু অপর দিকের পাহারাদাররা সম্ভবত টেরই পায়নি যে, এদিকে এতো বড় সফল অপারেশন মুজাহিদরা সমাপ্ত করে ফেলেছে।
ব্যারাকের বাইরে এসে তাহেরার উদ্দেশে আলী বললো, পথে রুশ বাহিনীর সাথে আমাদের লড়াই হতে পারে, এমন হলে সাথে সাথে মাটিতে তোমাকে শুয়ে পড়তে হবে এবং সব সময় ভাই আবদুর রহমানের সাথে থাকার চেষ্টা করবে।
আহমদ খান লেনের বাগান পর্যন্ত পৌঁছুতে মুজাহিদদের কোনো রুশ বাহিনীর মোকাবেলা করতে হলো না। নির্বিঘ্নে তারা বাগানে অপেক্ষমাণ মুজাহিদদের কাছে পৌঁছে গেলো। বাগানে অপেক্ষমাণ মুজাহিদদের কাছে আলী বিশেষ ফোর্স ও তাহেরাকে নিয়ে পৌঁছার একটু পরেই দ্বিতীয় গ্রুপ কমিউনিস্ট আমজাদ খান ও আরো কমিউনিস্ট লিডারকে ধরে নিয়ে এলো। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় রাতের প্রকৃতি ছিলো মনোরম, ঝরঝরে, পরিষ্কার। একে অন্যের চেহারা দেখতে পাচ্ছিলো। আলী ধৃত কমিউনিস্টদের উদ্দেশে বললো, তোমরা এতই নিকৃষ্ট মানবকীট যে, নিজের মা-বোনদের অপহরণ করে রুশ নরপশুদের আখড়ায় পৌঁছে

www.pathagar.com

দিতে তোমাদের আত্মমর্যাদায় মোটেও বাধে না, তোমরা মানুষ নামের হায়েনা। আফগান জাতির কলঙ্ক। মৃত্যু শাস্তিও তোমাদের জন্য নগণ্য।

আলী কথা শেষ করতেই একপাশে থেকে তাহেরা আমজাদ খানের মুখোমুখি এসে বললো, 'অবিশ্বাসী কাপুরুষ আমজাদ খান। আমার আল্লাহ কতো শক্তিশালী এখন দেখতে পাচ্ছো? আল্লাহকে মানিস না। যদি তোর কোনো খোদা থেকে থাকে তবে সে এসে আমাদের হাত থেকে তোকে রক্ষা করুক।' এখন দেখতে পাচ্ছো, 'আমার আল্লাহ আমাকে তোমাদের মতো দুরাত্মা পাপিষ্ঠদের কব্জা থেকে রক্ষা করেছেন, কিন্তু তোমাদের প্রভু, রুশ বাহিনী তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না।'

আলী ধৃত কমিউনিস্টদের গুলি করে হত্যার নির্দেশ দিয়ে বললো, ওদের লাশ বিশেষ করে আমজাদ খানের লাশ শহরের চৌরাস্তার খুঁটির সাথে ঝুলিয়ে দিয়ে লিখে দেবে আগামীতে যদি কোনে কমিউনিস্ট কোন নিরীহ আফগান কন্যা -বধূকে অপহরণ করে তবে তার পরিণাম হবে এরচেয়েও ভয়াবহ।

আলীর উপস্থিতিতেই কমিউনিস্ট পাপিষ্ঠদের গুলি করে হত্যা করা হলো। মুজাহিদরা সন্তর্পণে নিজ নিজ ক্যাম্পে চলে গেলো। আলী বাকি সাথীদের নিয়ে ফজরের আগেই হেড কোয়ার্টারে ফিরে এলো। তাহেরা মায়ের সাথে বিশেষ মেহমানখানায় মিলিত হলো। রুশবাহিনী মুজাহিদদের বিস্ময়কর অভিযানে ভীত হয়ে পড়লো। তাহেরাকে উদ্ধারের তিন দিন পর অভ্যর্থনা চেকপোস্ট থেকে আলীকে জানানো হলো, ক্যাপ্টেন অজিরফের এক দূত আপনার সাথে দেখা করতে চায়। আলী তাকে জিজ্ঞেস করলো, হেডকোয়ার্টার পর্যন্ত এ লোক পৌঁছলো কী করে?

চেকপোস্ট থেকে জানানো হলো, ও এখানে পৌঁছতে পারেনি। নিরাপত্তা প্রহরীদের হাতে ও ধৃত হয়েছিল। এরপর ওর চোখ বেঁধে এখানে আনা হয়েছে।

রুশ ক্যাপ্টেন অজিরফের পাঠানো দূতের কাছ থেকে একটি চিঠি আলীর কাছে পৌঁছানো হলো। চিঠিতে ক্যাপ্টেন অজিরফ লিখেছে :

ডিয়ার আলী!

আপনার আত্মীয় তরুণীকে অপহরণের জন্য আমি দুঃখিত। আমি অত্র অঞ্চলের জননিরাপত্তার জন্য আপনার সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরে আগ্রহী। আপনার গুপ্ত অভিযানে বহু বেসামরিক লোকের প্রাণহানি ঘটছে এবং শহরে আতঙ্ক বিরাজ করছে। আমরা এ শহরের সাধারণ মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য যুদ্ধ বন্ধের ইচ্ছা করেছি। চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর আমরা আপনার অধীনস্থ এলাকায় কোনো হামলা করবো না। এবং আপনাকেও আমাদের সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ থেকে বিরত থাকতে হবে। আমাদের দেড় হাজার গ্রেফতারকৃত সৈন্যকে আপনার মুক্তি দিতে হবে। অবশ্য এজন্য আমরা আপনাকে মোটা অঙ্কের মুক্তিপণ দেবো। যদি আপনি আমার প্রস্তাব মেনে নেন তবে যে স্থানেই আপনি মিলিত হতে আগ্রহী সেখানেই আমি আসবো।

ইতি–

আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী

ক্যাপ্টেন অজিরফ।

আজিরফের চিঠি পড়ে আলী স্মিত হাসলো। সহকর্মী মুজাহিদ নেতাদের সাথে পরামর্শ করে

www.pathagar.com

আলী রুশ কমান্ডার অজিরফকে লিখলো :

ক্যাপ্টেন অফিরফ!

হয়তো তুমি অতিশয় ধুরন্ধর, না হয় খুবই বোকা! তোমার জেনে রাখা উচিত যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি দুই রাষ্ট্রের মধ্যে হয়ে থাকে। ঘরে প্রবেশকারী ডাকাত, চোরদের সাথে গৃহস্থের কখনও সন্ধি হয় না। তোমরা আগ্রাসী ডাকাত– আমাদের দেশে, ঘরবাড়িতে তোমরা জোর করে প্রবেশ করেছো। আগ্রাসী ডাকাতদের তাড়িয়ে নিজেদের ঘরবাড়ি পুনরুদ্ধার করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। ডাকাতদের সাথে আবার কিসের সন্ধি? তোমাদের উচিত যুদ্ধ বন্ধ করে সন্ধিচুক্তির অপেক্ষা না করে আমাদের মাতৃভূমি ছেড়ে চলে যাওয়া। তোমরা চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেই তোমাদের ফিরে যাওয়া এবং অপরাধ ক্ষমা করার বিষয় নিয়ে চিন্তা করব। তুমি লিখেছো, আমাদের অভিযানে সাধারণ মানুষের প্রাণহানি ঘটছে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি, অসংখ্য শহর, গ্রাম, মুজাহিদ পল্লীতে কারা হাজার হাজার টন বোমা গোলা নিক্ষেপ করে ধ্বংস করছে? কারা বিষাক্ত গ্যাস ও অগণিত মাইন পুঁতে রেখে এবং খেলনা বোমার আঘাতে লাখো নিরাপরাধ আফগান শিশুকে হত্যা করছে? কারা লাখ লাখ আফগান যুবক বৃদ্ধকে হত্যা করছে, কারা চার লাখ মা-বোনকে বিধবা করেছে। কারা লাখ লাখ শিশুদের এতিম করেছে। কারা লাখো নবপরিণিতাকে স্বামীর সোহাগ থেকে বঞ্চিত করেছে? তোমরা করেছো। মানবতার ওপর ধ্বংসের কবর রচনা করে চলেছো তোমরা। লাখো নিরপরাধ আফগান স্বাধীনতাকামী মুজাহিদকে নির্মমভাবে হত্যার পর মুজাহিদদের হাতে মাত্র কয়েকজন দেশদ্রোহী নিহত হওয়ার কারণে তোমাদের মানবতোবোধ (?) চিৎকার দিয়ে উঠেছে বুঝি! আমি তোমাদেকে আবারো স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, তোমাদের বাঁচার একটিই পথ এ দেশ ছেড়ে তোমরা চলে যাও। আর হ্যাঁ স্মরণ রেখো, যদি দ্বিতীয়বার কোনো নিরীহ আফগান মেয়েকে অপহরণ করো, তাহলে নিশ্চিত থেকো, তোমার মৃত্যুদূত হিসেবে শহরে প্রবেশ করবো।

ইতি–

তোমার মৃত্যুদূত

আলী

এরিয়া কমান্ডার।

পরদিন রুশ কমান্ডার অজিরফের প্রতিনিধি আবার এসে আলীকে বললো, সন্ধিচুক্তির ব্যাপারটি দ্বিতীয়বার গভীরভাবে ভেবে দেখার অনুরোধ জানিয়েছেন সাহেব। অন্যথায় আমরা স্পটনাজ ফোর্স নামাতে বাধ্য হবো।

আলী রুশ প্রতিনিধিকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিলো, তোমরা ঐ কমান্ডার রুশ ভল্লুকটিকে বলো, মুজাহিদরা আল্লাহ ছাড়া কোনো ফোর্সকে ভয় করে না। আমরা বাঘ সিংহ সব হায়েনাকেই মোকাবেলা করতে জানি। আর তোমাকে বলছি, দ্বিতীয়বার যদি এ প্রস্তাব নিয়ে এ-মুখো হও, তাহলে তোমাকে জ্যান্ত ছেড়ে দেয়া হবে না। চোর, ডাকাত, বদশমায়েশ প্রতিনিধির সাথে স্বাধীনতাকামী মুজাহিদদের কথা বলা, ঘৃণ্য চুক্তির কথা মুখে আনা মরণজয়ী মুজাহিদ ও অগণিত শহীদের জান্নাতবাসী আত্মার সাথে বেঈমানী করার শামিল।

রুশ প্রতিনিধিকে তাড়িয়ে দিয়ে আলী সিনিয়র মুজাহিদদের নিয়ে পরামর্শ সভা ডাকলো। ক্যাম্পের নিরাপত্তা প্রহরা আরো জোরদার এবং জনবল বৃদ্ধি করা হলো। রাত প্রহরীদের ঘোড়া দেয়া হলো, যাতে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় তারা দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারে।

www.pathagar.com

আলী আবদুর রহমানকে ডেকে বললো, স্পটনাজ হামলা যে কোনো সময় হতে পারে। তুমি তোমার ফোর্সের প্রশিক্ষণ দ্রুত শেষ করে ফেলো। আর রাতের বেলায় সব সময় এদের তৈরি রেখো। গোয়েন্দা হেড অফিসে কর্নেল ওবায়েদুল্লাহকেও আলী নির্দেশ দিলো স্পটনাজ হামলা সম্পর্কে যথাসময়ে অবহিত করতে।

এক দিকে স্পটনাজ হামলা প্রতিরোধের মরণপণ সংগ্রাম। অন্যদিকে বিশেষ মেহমানখানায় তাহেরার অপেক্ষা। শত প্রতিকূলতা ও ব্যস্ততার মাঝে ভাই আবদুর রহমান ও কমান্ডার আলীর হৃদয়ে ভেসে ওঠে তাহেরার উজ্জ্বল নিষ্পাপ মুখশ্রী। তারা ভাবে তাহেরার নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে। কিন্তু প্রেম? না, গতানুগতিক প্রেমের অপচ্ছায়া আচ্ছন্ন করতে পারেনি কমান্ডার আলী কিংবা তাহেরা কাউকেই। কিন্তু তারপরও তো জীবন থেমে থাকে না। প্রেম মানে না যুদ্ধ, বিগ্রহ, স্বাধীনতা, পরাধীনতা। ইতোমধ্যেই তাহেরার হৃদয়ের মণিকোঠার বিশাল শূন্যতা দখল করে নিয়েছে কমান্ডার আলী। এদিকে জীবন বাঁচানোর অভিযানে ভাইকে হত্যার মতো কঠিন ত্যাগ আলীর কঠিন হৃদয়ে এঁকেছে তাহেরার ভালোবাসা।

তেতাল্লিশ ঃ

একদিন দুপুর বেলা। বিশেষ ফোর্সের প্রশিক্ষণ চলছে। আবদুর রহমান রৌদ্রে দাঁড়িয়ে কমান্ড দিচ্ছে। কমান্ডার আলী প্রশিক্ষণ দেখতে এসে একটি গাছের ছায়ায় বসেছে। এ অবসরে আবদুর রহমান এসে আলীর পাশে বসতে বসতে বললো, প্রায় এক সপ্তাহ হয়ে গেলো, তাহেরা ও আম্মী এখানে এসেছেন। আলী, হ্যাঁ! এ ব্যাপারে আমি উদাসীন নই। কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের প্রতিবেশী আশ্রয়দাতা দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করবো।

আবদুর রহমান বললো, আলী! তুমি একদিকে আমার ভাই, অপর দিকে আমার বন্ধু। আর তাহেরা আমার বোন। আমার ধারণা ছিলো, তুমি নিজেই এ ব্যাপারে কথা বলবে। কিন্তু জিহাদের দায়িত্ব ও ব্যস্ততা তোমাকে বস্তুজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, এটা মন্দ নয়, খুবই ভালো। কিন্তু বিয়ে তো তোমাকে আজ না হয় কাল করতেই হবে। আমার খুব ইচ্ছা হয় যে, তুমি অনুমতি দিলে এ ব্যাপারে তাহেরা ও আম্মীর সাথে কথা বলবো।

আলী : ভাই আবদুর রহমান! আফগানিস্থান সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের আগে বিয়ের কথা আমি ভাবতেই পারি না। তা ছাড়া আমাদের জীবনে এক মিনিট বেঁচে থাকার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তুমি নিজেই ভেবে দেখো, এখন যে একাগ্রচিত্তে জিহাদ করছি, বিয়ে শাদি করার পর কি তা সম্ভব হবে? এজন্য ভাই এখন বিয়ে নয়, জিহাদ চালিয়ে যাওয়াই বেশি দরকার।

আবদুর রহমান : আমি তোমাকে এ ব্যাপারে একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ করবো যে, তোমার মতো সব মুজাহিদ যদি বিয়ের ব্যাপারটিকে উপেক্ষা করে আর আরো অজানা কাল পর্যন্ত এ জিহাদ চলতে থাকে, তবে দেশের জন্মহার হ্রাস পাওয়ার ফলে দেখবে একদিন মুজাহিদ সঙ্কট দেখা দেবে। তাই জিহাদ চালু রাখার স্বার্থেও বিয়ে দরকার। যাতে জিহাদ করতে করতে এক প্রজন্ম শেষ হয়ে গেলেও দ্বিতীয় প্রজন্ম এসে শূন্যস্থান পূরণ করতে পারে। আর তাহেরা এমন এক মেয়ে যে, তোমার জিহাদের পথ রুদ্ধ করে রাখবে না। বরং জিহাদ চালিয়ে যেতে তোমাকে মানসিক শক্তি জোগাবে। আলী : অবশ্য তোমার প্রতিটি

www.pathagar.com

কথাই ভেবে দেখার মতো। আমাকে দুই দিন সময় দাও। আমি একটু ভেবে দেখি। আলী সোজা সেখান থেকে উঠে নিজের কক্ষে চলে এসে চেয়ারে বসে গভীর ভাবনায় ডুবে গেলো। একদিকে জিহাদের গুরুদায়িত্ব, যুদ্ধের কঠিন সময়, অন্য দিকে আবদুর রহমানের তীক্ষ্ণ যুক্তি আর তাহেরার মতো ত্যাগী মেয়ে। সকল চিন্তা পেছনে ফেলে আলী ভাবলো, বিয়ে যদি করতেই হয় তবে তাহেরার চেয়ে ভালো মেয়ে দ্বিতীয়টি হবার নয়।

তাহেরার ঈমানদীপ্ত ঘটনাটি তার স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো। একটি অজানা পরিচয়হীন তরুণী দ্বীন ইসলামের স্বার্থে দু'জন মুজাহিদের প্রাণ রক্ষার জন্য নিজের একমাত্র ভাইকে অবলীলায় হত্যা করতে পারে, তা এ যুগে বিস্ময়কর! সেদিন থেকে নিজের অজান্তেই আলীর হৃদয়-রাজ্যে তাহেরা একটি স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। ওই দিনে ঈমানদীপ্ত তাহেরার ক্ষীণ কণ্ঠের দৃঢ় বলিষ্ঠ কথাগুলো সব সময়ই আলীর কানে বাজতে থাকে। আলীর আশঙ্কা হচ্ছে, বিয়ে তার জিহাদ পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটায় কি না। এক পর্যায়ে আলী সকল ভাবনার ইতি টেনে আনমনে বললো, না আলী! জিহাদ ছাড়া বিয়ের মতো আয়েশি কর্ম নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ তোমার নেই।

পরদিন দেখা হলে আবদুর রহমান আলীর প্রতি প্রশ্ন ছুড়ে দিল : বন্ধু আলী! গতকালের প্রস্তাবের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নিলে?

আলী : ভাই আবদুর রহমান! বিয়ের ব্যাপারে আমার অনীহা নেই। তবে আমি তোমার কাছে কয়েকটি ব্যাপারে জানতে চাই?

আবদুর রহমান : বলো, তোমার কী জানার ইচ্ছে হয়।

আলী : আচ্ছা! তাহেরা কি এ বিয়ের ব্যাপারে সম্মত? ব্যাপারটি এমন নয় তো যে, প্রাণ রক্ষার বিনিময়ে এবং অসহায়ত্বের সুযোগে আমরা এর প্রতিদান নিচ্ছি।

আবদুর রহমান : তাহেরার মতামত না জেনে বিয়ের সিদ্ধান্ত হবে না আমার ধারণা। তোমার মতো বীর মুজাহিদ কমান্ডারের সাথে বিয়ে প্রস্তাবকে শুধু তাহেরাই নয়, যে কোনো আফগান মেয়ে নিজের জন্য মর্যাদা ও ইজ্জতের ব্যাপার বলে গর্ববোধ করবে। তাহেরা এই বিয়েতে সম্মত না হওয়ার কোনো কারণ নেই।

আলী : আমি আরেকটি ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাই যে, বিয়ের পরেও তাহেরা থাকবে প্রতিবেশী দেশে এ ব্যাপারটিও জানানো দরকার।

আবদুর রহমান : আরো কোনো কথা আছে কি?

আলী : না।

আবদুর রহমান আলীকে ধন্যবাদ জানিয়ে সোজা তাহেরার অবস্থান গৃহে চলে গেলো। আবদুর রহমানের একান্ত ইচ্ছা, তাহেরা প্রতিবেশী দেশে রওয়ানা হওয়ার আগেই যেন বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। সে যখন তাহেরার ঘরে এলো তখন তাহেরা কক্ষে ছিলো না। আবদুর রহমান তাহেরার আম্মীকে বললো : আম্মী! তাহেরা সম্পর্কে আপনার সাথে দু'টি কথা বলতে এসেছি।

তাহেরার মা : বেটা! কী কথা? বলো।

আবদুর রহমান : তাহেরার বিয়ের কাজটা আমি সেরে ফেলতে চাচ্ছি।

তাহেরার মা : বেটা! তাহেরার ভাই হয়ে তুমি যে সিদ্ধান্ত নেবে, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই, তবে আমাকে তো জানতে হবে যে কার সাথে তুমি তাহেরার বিয়ে দিচ্ছো?

www.pathagar.com

আবদুর রহমান : তাহেরা যদি অসম্মত না হয়, তবে কমান্ডার আলীর সাথেই তার বিয়ে হবে।
তাহেরার মা : বেটা! আমার মেয়ের এর চেয়ে বেশি মর্যাদার ব্যাপার আর কী হতে পারে যে, কমান্ডার আলী হবে ওর স্বামী।
আবদুর রহমান : আম্মী! তাহেরা এলে আমি ওর সাথেও এ ব্যাপারে কথা বলে তার অভিমত জানতে চাই।
একটু পরেই তাহেরা কক্ষে প্রবেশ করলো। তাহেরার মা আবদুর রহমানকে লক্ষ্য করে বললেন, বেটা! তাহেরা এসেছে, তুমি ওর সাথে কথা বলতে পারো।
তাহেরা : আম্মী! ভাইজান কী জানতে চাচ্ছেন?
তাহেরার মা : সে তোমার বিয়ের ব্যাপারে তোমার মতামত জানতে চায়।
বিয়ের কথা শুনে তাহেরার চেহারা লজ্জায় লাল হয়ে গেলো। সে ওড়নায় মুখ ঢেকে নীরব হয়ে যায়। আবদুর রহমান কথার
রেশ ধরে বললো : হ্যাঁ, বোন তাহেরা। তুমি আম্মীর কথার জবাব দাও!
তাহেরা : ভাইজান! আমি এর কী জবাব দেবো। দেশ এখনও যুদ্ধকবলিত, পরাধীনতার শৃঙ্খলে বন্দী জাতি। আর আপনি কি না আমার বিয়ে নিয়ে ভাবছেন!
আবদুর রহমান : তোমার বিয়ে জিহাদী কার্যক্রমে কোনো বিঘ্ন ঘটাবে না। আমি চাচ্ছি বোনটিকে প্রতিবেশী দেশে পাঠাবার আগেই বিয়ের পবিত্র দায়িত্ব সেরে ফেলতে।
তাহেরা : ভাইজান! দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে আমি বিয়ে করতে আগ্রহী নই।
আবদুর রহমান : বিস্ময়কর! এতো দেখি উভয়ের ধ্যান-ধারণায় আশ্চর্য সমন্বয়।
তাহেরা : ভাইজান! কোন দু'জনের মধ্যে মিলের কথা ভাবছেন?
আবদুর রহমান : হ্যাঁ বোন! যার সাথে তোমার বিয়ে দেয়ার কথা বলছি, তাকেও অনেক যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝাতে হয়েছে। আর তুমিও দেখি সেই একই সমস্যা উত্থাপন করলে। না না, এসব নয়। আমি শুধু তোমার কাছে জানতে চাই, কমান্ডার আলীর সাথে বিয়ের ব্যাপারে তোমার কোনো আপত্তি আছে কি? আলীর নাম শুনে তাহেরা লজ্জায় চেহারা নিচু করে নিলো। সে ভাবলো, আলীর মতো বীর মুজাহিদের সাথে আমার বিয়ে! আল্লাহ কী এতো বড় ভাগ্যবতী আমাকে করবেন? নীরবে তাহেরা কক্ষ ত্যাগ করে নিজের শয়নকক্ষে চলে গেলো। আবদুর রহমানও তাহেরার পিছে পিছে তার শয়নকক্ষে প্রবেশ করলো।
আবদুর রহমান ভাবছিলো, আলীর সাথে বিয়ের ব্যাপারে তাহেরা হয়তো সম্মত নয়, এ জন্য কক্ষ ছেড়ে চলে এসেছে। কারণ আবদুর রহমানের সমাজের মেয়েরা বিয়ের ব্যাপারে মরুব্বিদের সম্মুখে যেভাবে খোলাখুলি কথা বলে, আফগান মেয়েরা যে এর সম্পূর্ণ বিপরীত, তা সে জানতো না। তারপরও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং শহুরে পরিবারের মেয়ে তাহেরা নিজের বিয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট কথা বলেছে, অন্যান্য আফগান মেয়েরা তো মুখ ওড়নায় ঢেকে শুধু হ্যাঁ, নাটুকু কোনো মতো উচ্চারণ করে মাত্র। আবদুর রহমান তাহেরার শয়নকক্ষে এসে তাহেরাকে লক্ষ্য করে বললো : আমার কথায় দুঃখ পেয়ে তুমি ঘর ছেড়ে চলে এসেছো। অনিচ্ছাকৃত কষ্ট দেয়ার জন্য আমি দুঃখিত। আগামীতে আর তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি বিয়ের কোনো কথা তুলবো না।
তাহেরা : ভাইজান, রাজি নই এ কথা আপনাকে কে বললো? আমার তো মনে হচ্ছে, আফগান মেয়েদের আচরণ সম্পর্কে আপনি মোটেই ধারণা রাখেন না।

www.pathagar.com

আবদুর রহমান : ওহ! তার মানে হলো, আলীর সাথে বিয়ের ব্যাপারে তোমার কোনো আপত্তি নেই।

তাহেরা : আমি কী বলবো, আম্মীকে জিজ্ঞেস করুন।

আবদুর রহমান : আম্মী এই বিয়েতে খুবই খুশি। কিন্তু আলীর কয়েকটি শর্ত আছে।

তাহেরা : কী শর্ত?

আবদুর রহমান : সে চায় বিয়ের পর তোমরা প্রতিবেশী দেশে থাকবে।

তাহেরা : কেন? এখানে থেকে আপনাদের সাথে জিহাদে শরিক হওয়া যাবে না?

আবদুর রহমান : কমান্ডার মনে করেন, মুজাহিদ ক্যাম্পে মহিলার অবস্থান কিংবা ক্যাম্পের আশপাশে শিশু ও মহিলাদের থাকা খুবই বিপজ্জনক। আলী এমন এক কমান্ডার, যার প্রতিটি আশঙ্কা এবং অভিমত বাস্তবে পরিণত হতে দেখেছি।

তাহেরা : আপনি যখন বলছেন, কমান্ডার সাহেবের প্রতিটি কথা ও অভিমতই বাস্তবে পরিণত হয়, তবে আমি আর কী করে বলতে পারি যে, অবাস্তবও হতে পারে।

আবদুর রহমান : তাহেরা! তোমার বিচক্ষণতা ও সম্মতির জন্য তোমাকে অনেক অনেক মোবারকবাদ। তোমার দাম্পত্য জীবন সুখী, সুন্দর ও শুভ হোক।

কয়েকদিন পর অত্যন্ত অনাড়ম্বর এক অনুষ্ঠানে আলী ও তাহেরার বিয়ে হয়ে গেলো। এত বড় কমান্ডার ও সকল মুজাহিদের প্রিয় পাত্রের শুভবিবাহ নীরবে হয়ে যাওয়ায় সকল মুজাহিদ উষ্মা প্রকাশ করলো। ক্যাম্পজুড়ে প্রত্যেকের মুখে উচ্চারিত হচ্ছিলো একই কথা। আমরা ওলিমা অনুষ্ঠান করবো, সবাইকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সকল মুজাহিদের চাহিদা ও আগ্রহের সম্মানে আলী মুজাহিদদের জন্য ওলিমার ব্যবস্থা করলো। আবদুর রহমান প্রস্তাব করলো, যে, ওলিমা অনুষ্ঠানে সকল মুজাহিদের উপস্থিতি এবং আনন্দের সুবাদে স্পেশাল ফোর্সের অর্জিত অভিজ্ঞতা ও রণকৌশল প্রদর্শনী হবে। আলী আবদুর রহমানের এই প্রস্তাবেকে এই বলে নাকচ করে দিলো যে, মুজাহিদদের মধ্যে কোনো স্পাই থাকলে আমাদের স্পেশাল ফোর্সের খবর ওরা জেনে যাবে। আমি চাই স্পটনাজ ফোর্সের মোকাবেলায় আমাদের স্পেশাল ফোর্স ওদের অজ্ঞাতে ফেরেশতার মতো মৃত্যু পরোয়ানা হয়ে ময়দানে আসবে। স্পটনাজ ফোর্স মুজাহিদদের মুলো গাজরের মতো উপড়ে ফেলার ইচ্ছা নিয়ে যখন অগ্রসর হবে, তখন স্পেশাল ফোর্সের মুজাহিদরা এদেরকে মুরগির বাচ্চার মতো জবাই করবে। আলীর পরিকল্পনা আবদুর রহমানের মনোপূত হলো। আবদুর রহমান তার প্রাস্তব প্রত্যাহার করলো।

বিয়ের তিন দিন পর আলী তাহেরা ও তার মাকে প্রতিবেশী দেশে রওয়ানা হওয়ার জন্য সবকিছু গুছিয়ে তৈরি করে রাখতে বললো। বিদায় মুহূর্তে আলী তাহেরাকে স্নেহালিঙ্গনে বেঁধে বললো, আমার হৃদয় তোমাকে একাকী দূরে চলে যেতে কিছুতেই দিতে চাচ্ছে না, কিন্তু জাতির মুক্তির চিন্তা ও ভয়াবহ যুদ্ধাবস্থার কারণে তোমাদের জন্য প্রতিবেশী দেশই নিরাপদ স্থান। যে তরুণী দ্বীন ইসলামের প্রেমে নিজ ভাইকে হত্যা করতে পারে, সে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব আমার চেয়ে নিঃসন্দেহে ভালো বোঝে। আমি আশা করি, প্রতিবেশী দেশে তোমরা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে ধৈর্য, সাহস ও বিচক্ষণতার সাথে মোকাবেলা করবে। প্রতিবেশী দেশে পৌঁছে নিজ মাতৃভূমির স্বাধীনতা, জিহাদ ও আমার জন্যে দুআ করতে যেন ভুলে যেয়ো না।

www.pathagar.com

আলীর কথা শেষ হলে তাহেরা বললো, প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে যেতে আমার মোটেই ইচ্ছে হয় না। এ কিছুতেই সম্ভব নয় যে, প্রতিবেশী দেশে গিয়ে স্বদেশ, মুজাহিদ ও আপনার কথা আমি মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হতে পারবো। আমার একান্ত ইচ্ছা ছিলো, আপনার সাথে থেকে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য জিহাদে শরিক হবো। কিন্তু আপনার নির্দেশ আমাকে যেতে বাধ্য করছে। তবে এ কথা জেনে রাখুন যে, ওখানে গিয়ে আমার হৃদয়-মন এখানে আপনার কাছেই পড়ে থাকবে। প্রতি মুহূর্তে আমার কামনা থাকবে, শীঘ্রই যেন আমার প্রিয় মাতৃভূমি শত্রুমুক্ত হয়, মুজাহিদরা বিজয় অর্জন করে। আমি আশা করি, দ্বিতীয়বার আপনার সাথে যখন দেখা হবে, তখন প্রথমেই আপনার মুখে স্বাধীনতার সুসংবাদ শুনবো।

তোমার মতো সচেতন আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন বীরাঙ্গনা মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে পেয়ে নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে হচ্ছে। আমি চাই বিদায় মুহূর্তেও তোমার ঠোঁটে যেন হাসি ফুটে থাকে এবং মুখে থাকে দেশ ও মুজাহিদদের সফলতার জন্য দুআ। যদিও বা দু'চোখ গড়িয়ে অশ্রু নেমে আসে, তবে সে অশ্রু বিরহ কাতরতার জন্য নয়, তা হবে স্বদেশ ত্যাগের মানসিক যন্ত্রণা। আলী বললো।

তাহেরা বললো, আমার হৃদয়ে আপনার ভালোবাসা ও প্রেম কতো গভীর, আপনার মতো বিশাল হৃদয়ের মুজাহিদের পক্ষে তা অনুধাবন করা হয়তো সহজ কিন্তু তারপরও নিজ দ্বীন, মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও মুজাহিদদের সফলতার জন্য যে কোনো প্রকার ত্যাগ স্বীকার করার সৎ সাহস আমার আছে। এমনকি দ্বীনের স্বার্থকে আপনার ভালোবাসার ঊর্ধ্বে স্থান দিতেও আমার তেমন কষ্ট হবে না।

আলী তাহরাকে বললো, খলিল নামে আমার একমাত্র ছোট ফুফাতো ভাই প্রতিবেশী দেশের এক মাদরাসায় লেখাপড়া করে। দুনিয়াতে তুমি-আমি ছাড়া ওর আর আপন কেউ নেই। পাকিস্থান পৌছেই তুমি আগে ওর খোঁজ নিও। ওকে ডেকে এনে বোনের স্নেহ ও মায়ের আদর দিও। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ যদি অনুমতি দেয়, তাহলে খলিলকে তোমার সাথে রেখো। ছোট্ট হলেও পুরুষশূন্য থাকার চেয়ে একজন ছেলে বাসায় থাকা ভালো, সে তোমাদের প্রয়োজনে সাহায্য করতে পারবে। খলিলের সাথে যতবার আমি দেখা করতে গিয়েছি, প্রতিবারই সে আমার সাথে জিহাদে চলে আসার জন্য গো ধরেছে। আমি ওকে অনেক বলে কয়ে লেখাপড়ার স্বার্থে রেখে এসেছি। তোমাকে পেলে সে জিহাদে চলে আসার জন্য জিদ ধরবে। ওকে এই বলে বোঝাবে যে, জিহাদের চেয়ে এখন তোমার ইলম অর্জন করা বেশি প্রয়োজন। জিহাদ শেষ হলে দেশ পুনর্গঠনের কাজে বহু বিজ্ঞ আলেমের প্রয়োজন হবে। এ জন্য তোমাকে বড় আলেম হতে হবে। আগে লেখাপড়া শেষ করো, তারপর জিহাদে শরিক হবে।

আলী পাকিস্থানে অবস্থিত মুজাহিদ হেডকোয়ার্টার প্রধানের নামে লেখা এবং খলিলে জন্য দু'টি চিঠি তাহেরার হাতে দিয়ে বললো, এগুলো তাদের হাতে পৌছে দিও। তোমাদের থাকা খাওয়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার জন্য আমি চিফ কমান্ডারকে লিখে দিয়েছি। আশা করি কোনো অসুবিধা হবে না।

কিছু টাকা তাহেরার হাতে দিয়ে আলী বললো, এগুলো নিজের কাছে রাখো, দরকার হতে পারে, পাকিস্থান পর্যন্ত আমি তোমাদের পৌছে দিতাম, কিন্তু স্পটনাজ ফোর্সের আক্রমণ আশঙ্কায় ক্যাম্প ছেড়ে যেতে পারছি না। পাকিস্থান পৌছেই তোমাদের অবস্থা জানাবে।

আলী তাহেরার কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো। আবদুর রহমান ও তাহেরার আম্মা আসবাবপত্র গুটিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। আবদুর রহমান তাহেরার হাতে কিছু টাকা ও একটি স্বর্ণের

www.pathagar.com

আংটি তুলে দিয়ে বললো, 'যুদ্ধাবস্থায় প্রিয় বোনকে দেয়ার মতো আমার হাতে আর কিছুই নেই। যুবাইদার জন্য কাবুল থেকে এ আংটিটি আমি সংগ্রহ করেছিলাম। হতভাগ্য এ ভাইটিকে যেন স্মরণ থাকে, স্মৃতিস্বরূপ এই ক্ষুদ্র উপহারটি তোমার হাতে রেখো।

তাহেরা : ভাইজান, যুবাইদা কে? যার কথা আপনি স্মরণ করলেন।

আবদুর রহমান : ওহ্! ওর পরিচয় বলতে ভুলে গেছি। যুবাইদা আমার ফুফাতো বোন এবং আমার বাগদত্তা স্ত্রী।

তাহেরা : এরপর আমি আপনার এ আংটি নিতে পারি কি?

আবদুর রহমান : তোমার এ হতভাগ্য ভাইটির সন্তুষ্টির জন্য হলেও তোমাকে এ আংটি গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় আমি ভীষণ কষ্ট পাবো। যদি আমি জিহাদে শহীদ হয়ে যাই, তাহলে এ আংটি অন্তত আমার প্রিয় বোনটিকে তো ভাইয়ের কথা স্মরণ করাবে। তুমি ছাড়া এখানে আর কে-ই বা আছে, যে হাত তুলে আমার জন্য একটু দুআ করবে।

তাহেরা : এক শর্তে আমি এ আংটি গ্রহণ করতে পারি।

আবদুর রহমান : বলো, তোমার শর্ত কী?

তাহেরা : এ আংটি আমানত হিসেবে আমি রাখছি। যুবাইদাকে যখন আমি এটা ফিরিয়ে দিতে চাইবো, তখন আপনি কোনো আপত্তি করতে পারবেন না। আর আপনি যখন রাশিয়া যাবেন, তখন অবশ্যই আমাদের সাথে দেখা করে যাবেন। যদি দেখা করা সম্ভব না হয় তবে আমার পক্ষ থেকে একটি সুন্দর উপহার কিনে যুবাইদাকে দেবেন।

(আলীর প্রতি ইঙ্গিত করে) সেটির দাম তার কাছ থেকে নেবেন। যুবাইদাকে বলবেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরিস্থিতি যখন স্বাভাবিক হয়ে আসবে এবং যাতায়াত সম্ভব হবে, আমি যুবাইদাকে দেখতে রাশিয়া যাবো।

আবদুর রহমান : যুবাইদা যদি নিজেই তোমার কাছে চলে আসে?

তাহেরা : সে তো আরো বেশি খুশির কথা। তাহলে আমি ওকে চিরদিনের মতো ভাবী করে ঘরে তুলবো।

আলী এ এলাকার কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর তাদের আঞ্চলিক মুজাহিদ হেড অফিস থেকে মুজাহিদ সদর দফতর পর্যন্ত পুরাতন রাস্তাগুলোর মেরামত এবং আরো নতুন রাস্তা নির্মাণ করিয়ে যোগাযোগব্যবস্থার জন্য আলী মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে লোকালয়ের ভেতর দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন একটি রাস্তা নির্মাণ করিয়েছিলো।

ছয়জন মুজাহিদকে দু'টি গাড়ি দিয়ে আলী বললো, সদর দফতর পর্যন্ত এদের পৌঁছে দিয়ে এসো। খুব সতর্ক থাকবে, যেনো শত্রুবাহিনীর বিমান হামলার মুখে না পড়ে।

গাড়ি সতর্কতার সাথে দু'দিন ক্রমাগত পথ চলে তাহেরা ও তার মাকে নিয়ে মুজাহিদরা সদর দফতরে পৌঁছলো। চিফ কমান্ডার আলীর বিয়ের কথা জেনে অত্যন্ত খুশি হলেন। তখনই তিনি ওয়ারলেসে আলীকে মোবারকবাদ জানিয়ে বললেন, তোমার বিয়ের কথা শুনে অত্যন্ত খুশি হলাম। তোমাকে নিজের সন্তানের মতো ভাবতাম। কিন্তু না জানিয়েই যে বিয়ে সেরে ফেললে?

আলী : আপনাদের জানাতে পরিনি বলে আমি দুঃখিত। সবকিছু হঠাৎ করেই হয়ে গেলো। আপনাদেরকে জানানোর সুযোগ পেলাম না।

চিফ কমান্ডার : বেশ, ভালোই হলো। নতুন জীবনের এ শুভলগ্নে তোমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তাহেরা এখানে নিরাপদে পৌঁছে গেছে। ওর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থেকো। আমি সকল

www.pathagar.com

দায়িত্ব নিচ্ছি। ও আমার গৃহবধূ হিসেবে দুই দিন এখানে বেড়াবে। এরপরই তাদের প্রতিবেশী দেশে পাঠিয়ে দেবো।

নির্বিবাদে তাহেরা পাকিস্থান পৌছে গেলো।

পাকিস্থানে আসার দুই দিনপরই তাহেরা খলিলের মাদরাসায় গিয়ে হাজির হলো। খলিল তাহেরার পরিচয় ও সান্নিধ্য পেয়ে খুবই খুশি হলো। খলিল অনুযোগের স্বরে বললো : ভাবী! আলী ভাইজান বিয়েতে আমাকে নেয়নি কেন? ভাইজানের প্রতি আমার খুব রাগ হচ্ছে।

তাহেরা আলীর কাছ থেকে রওয়ানা হয়ে গেছে আজ দুই সপ্তাহ হলো। হেডকোয়ার্টার থেকে মুজাহিদরা অন্য দিনের মতো আজ ডাক নিয়ে এলো। ডাক পিওন মুজাহিদ চিহ্নিত ব্যক্তিগত চিঠিটি আলীর হাতে দিলো, আলী প্রথম দৃষ্টিতে দেখলো, তাহেরার হাতে লেখা।

চুয়াল্লিশ ঃ

তাহেরা কুশল বিনিময়ের পর জানিয়েছে, নির্বিঘ্নে তারা প্রতিবেশী দেশে পৌছেছে। খলিলের ব্যাপারে জানালো, খলিল মাদরাসায়ই থাকে। খাওয়া দাওয়া তাহেরার বাসায় করে। আবদুর রহমানের নামেও তাহেরা আলাদা একখানা চিঠি লিখেছে।

এ দিকে আঞ্চলিক রুশ সেনাঘাঁটি এবং কাবুল সেনাসদর থেকে আলীকে একই সাথে জানানো হলো যে, আগামী দুই দিন পর তৃতীয় রাত্রে আপনার ক্যাম্পে স্পটনাজ হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে।

আলী সেদিন রাত থেকেই আবদুর রহমানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষ ফোর্সকে ক্যাম্পের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিয়োজিত করলো। মোটরসাইকেল ফোর্স, অশ্বারোহী ইউনিট ও গাড়িবহরকে বিশেষ ব্যবস্থায় রাখা হলো। পুরো ক্যাম্পে পূর্ণ সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা করা হলো। যে কোন পোস্টে আক্রমণের খবর দ্রুত পৌছানোর নির্দেশ দেয়া হলো।

আলী, আবদুর রহমান, মুহাম্মদুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার আবদুল্লাহ ও মুজাহিদ দরবেশ খান সেদিনই থেকে তৃতীয় রাত্র পর্যন্ত অব্যাহত রাত জাগার সিদ্ধান্ত নিলেন। যাতে যে কোনো আক্রমণের সমুচিত জবাব দেয়া যায়।

পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত রাতের প্রায় ২টার সময় ক্যাম্প থেকে মাইল তিনেক দূরে হেলিকপ্টার থেকে স্পটনাজ সেনা অবতরণ শুরু হলো। আলী স্পটনাজ অবতরণের সাথে সাথেই সেনা অবতরণে স্থলের পূর্ণ বিবরণ পেয়ে গেলো। আলী মুজাহিদদের নির্দেশ দিলো, অবতরণ শেষ হওয়ার সাথে সাথে ওদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলতে। অশ্বারোহী ইউনিট ও মোটরসাইকেল ফোর্সকে পূর্ণ প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়ে বললো, কোন স্পটনাজ সেনা যেন জিন্দা ফিরে যাওয়ার অবকাশ না পায়। এ ছাড়া ক্যাম্পের সকল মুজাহিদরেই পূর্ণ প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়ে বলা হলো যে, কোনো স্পটনাজ সৈন্য যেন ময়দান থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে না পারে। এ ছাড়াও ক্যাম্পের সকল মুজাহিদকে পূর্ণ সতর্ক থাকার কড়া নির্দেশ দেয়া হলো।

স্পনাজ ফোর্স অবতরণ করে ওপেন ফায়ার চালিয়ে তিন দিক থেকে মুজাহিদ ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। ওরা মুজাহিদদের নাগালে আসা মাত্র এক সময়ে একেকজন মুজাহিদ ওদের ওপর ক্ষিপ্রগতিতে ব্যাঘ্রের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং আকস্মিকভাবে ঝাপটে ধরে

www.pathagar.com

সাথে রাখা চাকু গলায় কিংবা গ্যাস নাকে ধরে হয়েনাগুলোকে মুহূর্তে ধরাশায়ী করছিলো।
যুদ্ধ শুরু হয়েছিল রাত ২টার সময়, ৫টা পর্যন্ত তুমুল মোকাবেলা চলালো। একেকটা স্পটনাজ হিংস্র গণ্ডারের মতো গুলি উপেক্ষা করে গর্জে ওঠে ক্যাম্পের দিকে এগুচ্ছিলো। ৫টার পর একপর্যায়ে স্পটনাজ বুঝতে পারলো, লক্ষ্যে পৌছানো তাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। প্রত্যেক মুজাহিদ মৃত্যুদূত হয়ে এদের সম্মুখে হাজির হচ্ছিলো। কিন্তু স্পটনাজ প্রশিক্ষণ এতোই দুর্ধর্ষ যে, পশ্চাদ্ধাবনতীতি এদের যুদ্ধ নিয়মে নেই।
আবদুর রহমান তার বিশেষ ফোর্সের প্রতিটি সদস্যকে এভাবে তৈরি করেছিলা যে, তারা প্রত্যেকেই একই সাথে তিনটি কলাশনিকভ দিয়ে গোলাবর্ষণ করে নিজেদেরকে নিরাপদ রেখে দ্রুতগতিতে ঘোড়া কিংবা মোটরসাইকেল চালিয়ে যেতে পারতো। সেই সাথে চলমান অবস্থায় লক্ষ্যভেদী গুলিও চালাতে সক্ষম ছিলো। আলী স্পটনাজ সৈন্য অবতরণের পর প্রয়োজনীয় নির্দেশ শেষে আল্লাহর দরবারে দু'হাত তুলে অনুনয়ের সাথে প্রার্থনা করছিলো : হে আল্লাহ! মুজাহিদদের ওপর তোমার সাহায্য না হলে যত উন্নত প্রশিক্ষণই গ্রহণ করুক, কাজে আসবে না। হে প্রভু! স্পটনাজ ফোর্সের মোকাবেলায় তুমি মুজাহিদদের সাহায্যে ফেরেশতা নাজিল করো।
ওরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। ওদের পলায়নপর অবস্থা দেখামাত্র পেছন দিক থেকে অশ্বারোহী ও মোটরসাইকেল বাহিনীকেও ওদের ঘিরে ফেলার নির্দেশ দিয়ে বলা হলো, যে কোন স্পটনাজ সৈন্য যেন ময়দান থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে না পারে।
সকালে সূর্য ওঠার পর স্পটনাজ সৈন্যদের মৃত দেহগুলো একজায়গা জড়ো করা শুরু হলো। পুরো এলাকা খুঁজে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত আড়াই শ' লাশ পাওয়া গেল।
আলী স্পটনাজ সৈন্যদের মৃত দেহগুলো পর্যবেক্ষণ করে দেখলো, প্রকৃত পক্ষেই স্পটনাজ ফোর্স কল্পনাতীত দুর্ধর্ষ! ওদের লৌহস্তম্ভের ন্যায় শক্ত শরীর দেখেই এর সত্যতা আন্দাজ করা যায়। দাঁতগুলো জংলী জানোয়ারের মতো বড় বড়। কাঁচা গোশত খাওয়ার ফলেই হয়তো এদের দাঁতের অবস্থা এমন হয়েছে। গুলি এদের তেমন ঘায়েল করতে পারেনি। অধিকাংশের ঘাড়ই ছিল চাকুর দ্বারা কিংবা বিষাক্ত গ্যাসে চেহারা বিকৃত।
স্পটনাজ ফোর্সের ব্যবহৃত অস্ত্রগুলো ছিলো অতি অত্যাধুনিক। মৃত সৈন্যদের দেখার পাশাপাশি অপরিচিত এই অস্ত্রগুলোকেও মুজাহিদরা পূর্ণ কৌতূহল নিয়ে দেখছিলো।
স্পটনাজ মোকাবেলায় প্রায় পঞ্চাশ জন মুজাহিদ আহত এবং বিশজন শাহাদাত বরণ করে। বিশজন মুজাহিদের অত্মাত্যাগের ফলে বর্বর রুশ বাহিনীর কঠিন থাবা থেকে মুজাহিদ ক্যাম্প রক্ষা পেলো এবং দুশমনদের গর্ব ধূলিসাৎ হয়ে গেলা।
আহত মুজাহিদদের ক্ষত ও যখম মুজাহিদ ডাক্তারগণ ধরতে পারছিলেন না। এগুলো কী দাঁতের কামড় না গুলির যখম তারা নিশ্চিত না হয়ে ওষুধ দিতে দ্বিধা করেছিলেন। আবার কোন কোন মুজাহিদের শরীরে দাঁতের আক্রমণের চিহ্ন স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিলো। শেষ পর্যন্ত মুজাহিদ ক্যাম্পে বন্দী রাশিয়ান ডাক্তার ডেকে আনা হলে সে জানালো যে, এগুলো প্রকৃতপক্ষে গুলি। স্পটনাজ ফোর্স ব্যবহৃত কিছু গুলি এমন রয়েছে, যা এ ধরনের ক্ষত সৃষ্টি করে। অতঃপর রুশ ডাক্তারের পরামর্শে তার ওষুধ দেয়া হলো। স্পটনাজ ফোর্সের ভয়াবহ ব্যর্থতা রুশ বাহিনীর জন্য ছিলো কলঙ্কের অধ্যায়, পরাজয়ের শেষ পর্যায়। বিশজন সুশিক্ষিত মুজাহিদদের শাহাদাতের মাধ্যমে মুজাহিদদের জন্য যে গৌরবময় বিজয় অর্জিত হয়েছিলো এর জন্য তাদের মধ্যে যেমন ছিল সফলতার সুখ, সেই সাথে শহীদদের জন্য

www.pathagar.com

ছিলো গভীর দুঃখবোধ।

এই অসীম দুঃখ ও আনন্দঘন মুহূর্তে সমবেত মুজাহিদদের উদ্দেশে আলী এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলো। আলী তার ভাষণে বললো, ইসলামের বিজয়ী সেনানীরা! স্পটনাজ হামলার মোকাবেলার বিস্ময়কর এ বিজয়ে আমি সর্বাগ্রে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া এ বিজয় সম্ভব ছিলো না। কমান্ডার আবদুর রহমান ও সকল মুজাহিদেরকে বিশেষ মোবাবরকবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের অবিস্মরণীয় আত্মত্যাগের ফলে এ বিজয় সম্ভব হয়েছে। আমার বিশ্বাস, স্পটনাজ ফোর্সের শোচনীয় পরাজয়ের পর রুশবাহিনী আফগানিস্তান থাকার চিন্তা ত্যাগ করবে। অতি শীঘ্র শ্বেত ভলুকেদের অপবিত্র অবস্থান থেকে পবিত্র আফগান ভূমি মুক্ত করাই আমাদের ব্রত। আজকের এ বিজয়ের দিনে স্পটনাজ মোকাবেলা ও আফগান যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী সকল মুজাহিদকে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছি এবং তাদের প্রতি জানাচ্ছি সশ্রদ্ধ সালাম।

যে সকল মুজাহিদ নিজের জীবন উৎসর্গ করে রুশদের স্পটনাজ ফোর্সের গর্ব চূর্ণ করে দিয়েছে, আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শাহাদাতের পেয়ালায় চুমু খেতে পারি আমাদের সকলেরই এই কামনা পোষণ করা উচিত। আমি শপথ করছি, মৃত্যু পর্যন্ত শহীদদের অনুসৃত পথে অবিচল থাকবো এবং এতেই আমাদের জীবন ও কর্মের সফলতা নির্ভরশীল।

আলীর অগ্নিঝরা বক্তৃতার পর সমবেত সকল মুজাহিদদের সমবেতকণ্ঠে আল্লাহু আকবার নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন কারিব শ্লোগানে চতুর্দিক মুখরিত হয়ে উঠলো। এরপর স্পটনাজ যুদ্ধে শাহাদাতবরণকারী মুজাহিদদেরকে যথাযথ সম্মানে দাফন করা হলো।

মুজাহিদরা যখন কাঙ্ক্ষিত সাফল্যে বিজয় উৎসব করছিলো, ওই দিকে রুশ কমান্ডার ক্যাপ্টেন জেবুনভ ও ক্যাপ্টেন অজিরফ তখন মুজাহিদ ক্যাম্প দখল করে আলীর গ্রেফতারের অপেক্ষায় প্রহন গুনছিলো।

ওদের ধারণা ছিল, কার্যকর কোনো বাধা ছাড়াই নির্বিঘ্নে স্পটনাজ ফোর্স ক্যাম্প দখলে সক্ষম হবে। উভয় রুশ জান্তা বিজয় সংবাদের অপেক্ষায় একত্রে বসে গ্লাসের পর গ্লাস ভদকা গিলছিলো। দুপুর গড়িয়ে যখন আসরের সময় সামরিক হেলিকপ্টারে চার রুশ সেনাকে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠালো যে, গিয়ে জিজ্ঞেস করো, মুজাহিদ ঘাঁটি পতনের পর এখন পর্যন্ত খবরটি আমাদের পাঠায়নি কেন?

হেলিকপ্টারবাহী রুশ সেনারা একেবারে মুজাহিদ ক্যাম্পের চৌহদ্দিতে এসে অবতরণ করলো। হেলিকাপ্টার থেকে নামা মাত্রই মুজাহিদরা চার রুশ সেনাকে গ্রেফতার করে ফেললো। পাইলট দ্রুত হেলিকপ্টার নিয়ে পলাতে চাইলে মুজাহিদদের নিক্ষিপ্ত রকেটের আঘাতে সে অবতরণে বাধ্য হলো। কমান্ডার আলী গ্রেফতারকৃত রুশ সেনাদের একজনের হাতে ক্যাপ্টেন অজিরফের উদ্দেশে একটি চিঠি লিখে পাঠাল :

কমান্ডার অজিরফ,

বিজয়ের সংবাদের জন্য তোমরা অপেক্ষা করছো। শুভ সংবাদ নেয়ার জন্য আরো চার সেনাকে পাঠিয়েছো। তবে শোন! যেসব রক্তপিপাসু হায়েনাদের তোমরা পাঠিয়েছ, যে স্পটনাজ ফোর্সের ওপর তোমাদের নির্ভরতা ও গর্বের অন্ত ছিলো না, আল্লাহর ফজলে মুজাহিদরা তোমাদের প্রশিক্ষিত গণ্ডারদের একটিও জ্যান্ত ছাড়েনি। ফলে তোমরা পরাজয়ের দুঃসংবাদটিও পাওনি। তোমরা হয়তো খুবই দুঃখ পাবে যে, তোমাদের সুশিক্ষিত রুশ

www.pathagar.com

হায়েনাগুলো সাধারণ ভদ্র মুজাহিদদের ক্ষতিসাধন না করতে পেরে ভেড়ার মতো নিহত হয়েছে। তোমাদের শক্তি ও গর্বের স্পটনাজ ধ্বংস করে আল্লাহ তাআলা আমাদের বিশেষ সাহায্যে পুরস্কৃত করেছেন, বিজয় দিয়েছেন।

আশা করি, এখন তোমাদের বোধোদয় হবে যে, আল্লাহর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জকারীদের পরিণাম কখনো শুভ হয় না। আল্লাহ ইচ্ছা করলে আবরাহার মতো বিশাল শক্তিকে অতি ক্ষুদ্র আবাবিল দ্বারা ধ্বংস করে দিতে সক্ষম। তোমাদের শক্তিশালী ট্যাংক, বিমান, মিসাইল, বোমা আল্লাহর শক্তির কাছে কোনো হিসাবের বিষয় নয়।

এখনও সময় আছে। তোমাদের নেতাদের বলো, আফগান থেকে সকল রুশ সৈন্যদের ফিরিয়ে নিতে। অন্যথায় এমন দিন হয়তো বেশি দূরে নয়, যে তোমরা ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইবে, আর আমরা তোমাদের ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেয়ার পরিবর্তে মস্কো পর্যন্ত তোমাদের তাড়া করবো। মার্কিন ব্রিটিশের কোন সপ্তম নৌবহরও তোমাদের পরাজয় ঠেকাতে পারবে না। হিটলারে বাহিনীর মতো সময়ও তোমাদের অনুকূলে থাকবে না। কারণ, সময় আল্লাহর নির্দেশে পরিবর্তনশীল এবং আল্লাহ মুজাহিদদের সাহায্য দেয়ার জন্য প্রতিশ্রুত।

ইতি

তোমাদের প্রতিপক্ষ

কমান্ডার আলী।

পঁয়তাল্লিশ ঃ

স্পটনাজ ফোর্সের সাফল্য ও মুজাহিদ ক্যাম্পের ধ্বংসের খবর শোনার জন্য অজিরফের অফিসে রুশ অফিসারদের ভিড় নেমেছিল। কাবুল হেড অফিসও খবর শোনার জন্য ছিলো উদগ্রীব। রুশ সেনা আলীর চিঠি নিয়ে পৌঁছলে অজিরফের অফিসে নেমে এলো পিনপতন নীরবতা।

নীরবতা ভেঙে এক অফিসার বললো : আমি আগেই সতর্ক করেছিলাম। বলেছিলাম, এটা আফগানিস্থান, পোল্যান্ড কিংবা চেকোশ্লাভিয়ার মতো এখানকার মানুষ স্পটনাজের কথা শুনলে প্রাণ ভয়ে পালাবে না।

স্পটনাজ ফোর্সের শোচনীয় পরাজয় ও ধ্বংসের কথা বিস্তারিত শুনে রুশ অফিসারদের চেহারা আঁধারে ছেয়ে গেলো। অন্য এক অফিসার বললো : এতোদিন স্পটনাজ নিয়ে আমাদের একটু গর্ব ছিলো আজ তা নিঃশেষ হলো। ইউরোপ, আমেরিকায় এ সংবাদ পৌঁছলে আমাদের আর মুখ দেখানোর জায়গা থাকবে না।

অন্য এক রুশ অফিসার বললো, আমি প্রশাসনকে প্রস্তাব করেছিলাম আলীকে উর্ধ্বতন সরকারি পদের লোভ দেখানো হোক। পদের লোভে অনেক বড় বড় ধর্মীয় দিকপালকেও বাগে আনা যায়। আলী আর কতো বড় মুজাহিদ নেতা।

তৃতীয় আর এক অফিসার বললো, আমার কথা মানলে আজকে রুশ বাহিনীর এই মর্মন্তুদ পরাজয় ঘটতো না। আমি বলেছিলাম কোন সুন্দরী রুশ মেয়েকে অত্যাচারিতের ভূমিকায় অভিনয় করিয়ে আলীর সাহায্যের জন্য পাঠাতে। মেয়েদের দ্বারা অনেক অসাধ্য কাজও নির্বিঘ্নে সমাধান করা যায়। মেয়ের ফাঁদে পড়ে না এমন পুরুষ পৃথিবীতে কমই আছে। মেয়ে

www.pathagar.com

হাতিয়ারের চেয়ে মোক্ষম হাতিয়ার দ্বিতীয়টি আর নেই। মেয়ের ফাঁদে ফেলে শুধু আলীকেই ফাঁসানো যেতো না, হাজার হাজার মুজাহিদকে আলীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা যেতো। কিন্তু আমার কথায় কর্তৃপক্ষ কোনো কর্ণপাত করলো না।

রুশ কমান্ডার জেভোনভ বললো, এসব কৌশল এখনও ব্যবহার করা যাবে। তবে আমার মনে হয় ওসবে কোনো উপকার হবে না। আমার কাছে আলী শুধু একজন বিচক্ষণ মুজাহিদ কমান্ডারই নয়, তার সহযোগীদের মধ্যে রয়েছে অত্যন্ত দূরদর্শী ব্যক্তি। স্পটনাজ ফোর্সের মুকাবিলায় এ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো শক্তি টিকতে পারেনি। তিনশত স্পটনাজ ফোর্স ইচ্ছে করলে কয়েক মিনিটের মধ্যে পুরো কাবুলকে ধবংস করে দিতে সক্ষম। কিন্তু তারা আজ একটি সামান্য ক্যাম্প দখল করতে ব্যর্থ হয়েছে। মনে হয় আলীর নিকট স্পটনাজ ফোর্সের চেয়েও শক্তিশালী বাহিনী রয়েছে।

আমি বুঝতে পারছি না, আলী কিভাবে এ অস্বাভাবিক শক্তির অধিকারী হলো। বিষাক্ত গ্যাস পর্যন্ত আলী অকার্যকর করে দিলো।

কয়েক বছর কোটি কোটি রুবল খরচ করে যে স্পটনাজ ফোর্স গড়ে তুললাম তাকে পর্যুদস্থ করে দিলো! দেড় হাজার ছত্রীসেনাও আলীর পতন ঘটাতে পারলো না।

আমার মতে রুশ সরকারের কাবুল থেকে সৈন্য ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে চিন্তা করা উচিত। এমনও হতে পারে যে কিছু দিন পর প্রত্যেকটি প্রদেশেই মুজাহিদ গ্রুপগুলো ভয়ঙ্কর রূপে দেখা দেবে।

উপস্থিত রুশ অফিসারদের উদ্দেশে অজিরফ বললো, তোমরা কি লক্ষ্য করেছো যে, বিগত আট বছরে আমাদের সৈন্যদলের মনোবল বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্তে তারা কতটুক হীনবল হয়ে গেছে। আমাদের সেনাদের মনোবল এতই দুর্বল হয়ে গেছে যে ওরা আল্লাহতে বিশ্বাস না করলেও মুজাহিদদের গোলার আঘাত থেকে বাঁচার জন্য উচ্চ দামে আফগান হুজুরদের কাছ থেকে করআনের আয়াত লেখা তাবিজ গলায় ঝুলাচ্ছে। কোনো সেনাবাহিনীর মনোবল এ পর্যায়ে উপনীত হলে ওদের পক্ষে কখনও বিজয় সম্ভব নয়। জেভোনভ বললো।

অপর এক রুশ কর্নেল জেভোনভের প্রতিবাদ করলে কর্নেল জেভোনভ বললো, মাইডিয়ার অফিসার! তুমি নিজের বাম বাহুটাই একটু খুলে দেখাও না? তোমার বাজুতেও তাবিজ বাঁধা রয়েছে। তোমার মতো আরো অনেক উর্ধ্বতন অফিসারকে তাবিজ ব্যবহার করতে আমি দেখেছি। আল্লাহতে বিশ্বাস না করলেও অনেক সেনাসদস্য মুজাহিদ আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য তাদের বক্ষে কুরআন রেখে দিয়েছে। আমার আশঙ্কা হয়; মুজাহিদদের ভয়ে আবার না রুশ সেনারা মুসলমান হতে শুরু করে! অবস্থা যদি এমনই হতে থাকে, তবে সমরকন্দ বুখারাও রক্ষা পাবে না।

যুদ্ধ যতই দীর্ঘায়িত হবে রুশ সরকার ততই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। গত বছর থেকে আমি রুশ কর্তৃপক্ষকে সেনাবাহিনী ফিরিয়ে নেয়ার প্রস্তাব দিচ্ছি, কিন্তু আমার পরামর্শ কেউ গ্রহণ করছে না। উর্ধ্বতন রুশ অফিসাদের মুখ থেকে এই প্রথম নিজেদের দুরবস্থার স্বীকৃতি পাওয়া গেলো। কর্নেল জেভোনভকে এ স্বীকারোক্তির চড়া মূল্য দিতে হলো। পরদিনই রুশ কর্তৃপক্ষ তাকে গ্রেফতার করে মস্কোতে নিয়ে গেলো। আঞ্চলিক গোয়েন্দা প্রধান ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহ যথাযতভাবেই কর্নেল জেভোনভ ও রুশ অফিসারদের আলোচনা সম্পর্কে অবহিত ছিলো। কর্নেল জেভোনভের গ্রেফতারির খরবও যথাসময়ে সে জানতে পায়।

www.pathagar.com

ওবায়দুল্লাহ আলীকে এখানকার পরিস্থিতি ও জেভোনভের গ্রেফতারি সম্পর্কে অবহিত করলে আলী ওদের অর্বাচীন মন্তব্যে হাসলো। আবদুর রহমানের সাথে কথা প্রসঙ্গে আলী বললো, কর্নেল জেভোনভ এক বাস্তববাদী বিজ্ঞ অফিসার ছিলো। সে রুশ বাহিনীর কল্যাণ করতে গিয়ে নিজেই ফেঁসে গেলো। রুশ সরকার ওকে মস্কো ফেরত না নিয়ে গেলে জেভোনভকে উদ্ধার করে এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতাম। আমার বিশ্বাস, এখানে নিয়ে আসতে সক্ষম হলে সে মুসলমান হয়ে যেতো। তাহলে আমরা একজন দক্ষ কমান্ডার পেয়ে যেতাম। আফসোস, যে ওর গ্রেফতারির খবর আমার কাছে অনেক বিলম্বে পৌছে। যখন আর কিছু করার সময় ছিল না। বসন্তের এক বিকেল বেলা। আবদুর রহমান একটি পাহাড়ি ঝর্ণার ধারে বসে আনমনে পানিতে কাঁকর ছুড়ছে। আলী আবদুর রহমানকে নীরবে বসে থাকতে দেখে চুপিচুপি তার পাশে এসে বসলো। আলী গভীরভাবে আবদুর রহমানের দিকে লক্ষ্য করে বুঝালো, আবদুর রহমান খুবই উদ্বিগ্ন। আলী আবদুর রহমানের উদ্দেশে বললো, আবদুর রহমান তোমাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে, কী ব্যাপার?'

না! তেমন কোন দুশ্চিন্তা নেই, একটু ভাবছি আর কী। আবদুর রহমান শুকনো জবাব দিলো। আলী গভীর সমবেদনার স্বরে বললো, এমন কী ব্যাপার যে, তোমাকে অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে। আমি ব্যাপারটি জানতে পারি না?

আবদুর রহমান : আজ রাতে আব্বা-আম্মাকে স্বপ্নে দেখলাম। এরপর থেকে মনটা তাদের জন্য তোলপাড় করছে। তা ছাড়া আজকে যুবাইদার কথাও খুব বেশি মনে পড়েছে। যুবাইদাকে তাহেরার প্রতিচ্ছবি বলা যায়। রুশ সমাজের কোনো কুসংস্কারই ওকে স্পর্শ করতে পারেনি। বৈরী পরিবেশেও নিজেকে একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। ধর্মীয় ব্যাপারে সে অনেক জ্ঞান রাখে। আসার সময় আমি ওর সাথে দেখা করে আসতে পারিনি। তখন সে কোনো এক আত্মীয়ার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলো।

আবদুর রহমানের মনোবেদনা শুনে আলী নীরব হয়ে গেলো। অনেকক্ষণ ভেবে চিন্তে বললো, আবদুর রহমান, তোমাকে যদি আমি আমু দরিয়া পার করে দেই, তাহলে নির্বিঘ্নে বাড়ি গিয়ে ফিরে আসতে পারবে?

বাড়ি যাওয়া আমার জন্য তেমন কঠিন ব্যাপার নয়, তবে আমি একা যেতে চাচ্ছি না। যদি তোমাকে সাথে নিয়ে যেতে পারি তাহলে শত বাধার পথও আনন্দ বিহারে পরিণত হবে। আবদুর রহমান বললো।

আলী : রুশদের জীবনচিত্র নিজ চোখে দেখতে আমার খুবই মন চায়। তা ছাড়া তোমার আব্বা আম্মার কথা শুনে তাদের সাথে দেখা করার আগ্রহও প্রবল। কিন্তু চিফ কমান্ডার ছুটি দেবেন কি না কে জানে। অবশ্য আগে আমাদের যেতে ক'দিন সময় লাগে তা হিসাব করা দরকার। উভয়েই নিজ নিজ খেয়াল মতো সময় নির্ধারণে কতক্ষণ ভাবলো।

আবদুর রহমান বললো : এক মাস সময় হলেই আমরা ঘুরে আসতে পারবো।

আলী প্রতিবাদ করে বললো, অন্তত আমাদের হাতে দুই মাস সময় নেয়া দরকার। রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ অবস্থা আমাদের জানা নেই। পথে কোথাকে কোন মুসিবতে আটকে যাই, এর কোনো নিশ্চয়তা আছে? শেষ পর্যন্ত দুই মাসের ব্যাপারে উভয়ে একমত হলো।

আলী সে দিন রাতে চিফ কমান্ডারের সাথে ওয়ারলেসে আবেদন ও রাশিয়া সফরে কথা জানালো। চিফ কমান্ডার শুনে বললেন, এ মুহূর্তে রাশিয়ার যাওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। জেনে বুঝে এমন

ঝুঁকিপূর্ণ পথে পা বাড়াতে আমি তোমাকে নিষেধ করছি। স্বেচ্ছায় নিজেকে বিপদে ঠেলে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

রাশিয়া যাতায়াত ঝুঁকিপূর্ণ তা আমি জানি। কিন্তু জীবন-মৃত্যু সব আল্লাহর হাতে। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে দুই মাসের ছুটি দিন।

ছুটি দুই মাস কেন তিন মাসেরও দেয়া যাবে। কিন্তু রাশিয়ার পরিস্থিতি চিন্তা করে আমার ভয় হচ্ছে। এ ছাড়া মাত্র ক'দিন আগে তুমি বিয়ে করলে। ছুটিটা বরং তাহেরাকে নিয়ে কাটিয়ে এসো। চিফ কমান্ডার আলীকে আবারো বোঝালেন।

আলী বিনীত কণ্ঠে আরজ করলো, আমার মেনে হচ্ছে, রাশিয়া আমাদের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বকতার সম্মুখীন হতে হবে না। আশা করি ওখানে আমরা মুজাহিদদের সহযোগী ও সহমর্মী পেয়ে যাবো। তাদেরকে আফগান জিহাদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বলে আমাদের পক্ষে জনমত গঠনে ফলপ্রসূ অবদান রাখতে পারবো। আর তাহেরার কথা বলছেন, সফরে তো আমাদের মাত্র দু'মাস সময় লাগবে। বাকি মাসটা তাহেরাকে নিয়ে কাটাবো। ছুটি মঞ্জুরের জন্য চিফ কমান্ডারকে নানাভাবে আবেদন নিবেদন করছিলো। আলীর বারবার আবেদনে চিফ কমান্ডার বললেন, ছুটির জন্য তুমি জেদ ধরেছো যখন, তোমার ছুটি আমি মঞ্জুর করছি। তবে আমার পরামর্শ থাকবে, সফরে খুবই সতর্ক থাকবে।

আলী চিফ কমান্ডারের নির্দেশের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ছুটি মঞ্জুরির জন্য কৃতজ্ঞতা জানালো। আলী অতি সঙ্গোপনে রাশিয়া সফরের সিদ্ধান্ত নিলো। কাউকে না জানিয়ে বাজার থেকে কাপড় এনে রুশ ডিজাইনের দু'জোড়া কাপড় তৈরি করিয়ে নিলো। পর্যাপ্ত পরিমাণ রুশ কারেনন্সি ও (রুবল) সংগ্রহ করলো। আলী মুহাম্মদুল ইসলমাকে রাশিয়া ভ্রমণে সফরসঙ্গী হওয়ার কথা বললো। মুহাম্মদ ব্যথা ভারাক্রান্ত মনে জানালো, আমি কী উদ্দেশ্যে রাশিয়া যাবো। আব্বা-আম্মা অনেক আগেই ইন্তেকাল করেছেন। ভাই বোনেদের কেউ বেঁচে নেই। রাশিয়া আমি তখনই যাবো, যখন রাশিয়ায় মুসলমানরা বলশেভিক আগ্রাসন থেকে মুক্তি পাবে। এখন আফগানিস্থানই আমার ঠিকানা।

এখানেই আমি থেকে যাবো যদি কোনো রকম মুসলমানের দেখা পান বলবেন, স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে অবগাহন করতে চাইলে আফগানদের মতো মৃত্যুর কঠিন পথ বেছে নিতে হবে। আলস্য ঝেড়ে পিঠ টান করে শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড়াতে হবে।

আলী ও আবদুর রহমানের রাশিয়া সফরের প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো। আবদুর রহমান রাশিয়ান নাগরিক পরিচয়পত্র স্বযত্নে নিজ ব্যাগে রেখে দিলো, যাতে প্রয়োজনে কাজে লাগানো যায়। আলী দরবেশ খানকে স্থলাভিষিক্ত কমান্ডার নিযুক্ত করে মুজাহিদদের ডেকে বললো, এক গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনে আমি বাইরে যাচ্ছি। আমার অনুপস্থিতিতে দরবেশ খানের নির্দেশ সবাই মেনে চলবে। দরবেশ খানকে আলী বোঝালো, শত্রুপক্ষ বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র করছে। এসব ষড়যন্ত্র সম্পর্কে নিজে যথাযথ খোঁজ-খবর রাখতে চেষ্টা করবেন এবং সকল ষড়যন্ত্র থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে সতর্ক থাকবেন। এমনও হতে পারে যে, শত্রুরা কোন সুন্দরী মেয়েকে মজলুমের ভূমিকায় নামিয়ে আপনার এখানে পাঠাবে। কখনও কোন মহিলাকে ক্যাম্পে ঠাঁই দেবেন না। এলেও তখনই বিদায় করে দেবেন।

মুজাহিদদের মধ্যে দরবেশ খান একজন বীর মুজাহিদ হিসেবে খ্যাত। মুজাহিদরা তাঁকে লৌহমানব বলে অভিহিত করে। দরবেশ খানের বীরত্বপূর্ণ একটি ঘটনা মুজাহিদ ক্যাম্পে

www.pathagar.com

সবার মুখে মুখে আলোচিত হয়ে থাকে।

একদিন ঘটনাচক্রে রুশ বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হলো দরবেশ খান। সৈন্যরা তাকে গ্রেফতার করে রুশ অফিসারদের কাছে নিয়ে গেল। যে অফিসটিতে দরবেশ খানকে হাজির করা হলো, সেখানে তিনজন সিপাই ছাড়া আরো সাতজন রুশ অফিসার উপস্থিত। অফিসারদের নির্দেশে সিপাইরা দরবেশ খানের বন্ধন খুলে দিলো। এক পর্যায়ে রুশ অফিসাররা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লামের নামে অশালীন উক্তি করতে শুরু করলে রাগে-ক্ষোভে দরবেশ খান পাগলের মতো হয়ে উঠেন। দরবেশ খান আকস্মিক থাবা মেরে এক সিপাইয়ের ক্লাসিনকভ ছিনিয়ে নেন। দরবেশ খানের হাতে বন্দুক দেখে অন্য দুই সিপাই নিজেদের বন্দুক মাটিতে ফেলে দেয়। দরবেশ খান অন্য বন্দুকগুলোকে এক পাশে রেখে ঘরের দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দিলেন। এরপর সিংহের মতো কারাতে মার দিয়ে ঘরের সিপাহি অফিসারসহ দশ শত্রুকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়ে পালিয়ে আসেন। দরবেশ খানের হাত লোহার হাতুড়ির চেয়েও শক্ত। মুজাহিদদের কাছে দরবেশ খান গম্ভীর দৃঢ় ও ভদ্র। শত্রু ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক ভয়ঙ্কর ব্যক্তিরূপে সকলের শ্রদ্ধাভাজন।

আলী আবদুর রহমান ও আরো চার মুজাহিদ তিনটি মোটরসাইকেলে ক্যাম্প থেকে রওয়ানা হলো। পথে আবদুর রহমান আলীকে বললো, আমাদের হাতে সময় কম। পথে কোন শত্রু সৈন্যের মুখোমুখি হলে মোকাবেলা এড়িয়ে চলে যেতে হবে।

একটানা চারদিন মোটর সাইকেল চালিয়ে আলীরা রুশ সীমান্তের নিকটবর্তী একটি মুজাহিদ ক্যাম্পে এসে পৌঁছলো। ক্যাম্পটি ছিল আমু দরিয়ার তীরে অবস্থিত। মুজাহিদ ক্যাম্পের কমান্ডার যবান গুল খান আলীর পরিচিত। গুলখান কয়েকবার আলীর ক্যাম্পে গিয়েছে।

আলী গুল খানকে তার আগমনের কারণ সবিস্তারে জানিয়ে বললো, অন্য কোন মুজাহিদকে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য জানাবেন না।

কমান্ডার গুলখান পরদিন তাদেরকে আমু দরিয়ার তীরে একটি বাগানে নিয়ে গেলো। বাগানের মালিক আহমদ খানকে বাগানেই পাওয়া গেল। আহমদ খান এ এলাকার এক ভূস্বামী হওয়ার পাশাপাশি বড় মাপের স্মাগলার। রাশিয়ান পণ্য আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে পাকিস্তানে পাচার কাজে সে অত্র এলাকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি। সর্ব মহলে তার সমান প্রতাপ। রাশিয়ার বড় বড় স্মাগলারদের সাথে তার গভীর সম্পর্ক। কেজিবির উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও তাকে জানে। মুজাহিদদেরও সে সহযোগিতা করে। রাশিয়ার অভ্যন্তরে মুজাহিদদের গেরিলা আক্রমণ আহমদ খানের দিকনির্দেশনা ও পরামর্শেই হয়ে থাকে। মুজাহিদদের অস্ত্র সরবরাহেও তার অবদান অনস্বীকার্য।

কমান্ডার যবান গুল খান, আহমদ খানের কাছে আলীর আগমন ও রাশিয়া ভ্রমণের কথা জানালে, আহমদ খান বললেন, রাশিয়ায় প্রবেশ করা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। তবে একটু অসুবিধা দেখা দিয়েছে। কিছু দিন যাবৎ আমার স্টিমারটি নষ্ট। মেরামত চলছে। এখনই ওপারে যেতে হলে দরিয়া আপনাদের সাঁতরিয়ে পার হতে হবে। না হয় সপ্তাহখানেক অপেক্ষা করতে হবে। আহমদ খানের কথা শুনে আলী বললো, দরিয়া আমরা সাঁতরে পার হতে পারবো। আহমদ খানের বিশাল বাগানের এক সুরক্ষিত গুপ্ত কক্ষে আলী ও সাথীরা রাত যাপন করলো। সকালে আহমদ খান মুজাহিদদের জন্য বাগানের নানা ধরনের তাজা ফল ও রান্না করা নাশতা নিয়ে এলেন ঘর থেকে। নাশতা খেতে খেতে আহমদ খান আলীর

www.pathagar.com

উদ্দেশে বললেন, দরিয়া পার হয়ে কয়েক মাইল হেঁটে গেলে তোমরা ইসমাঈল সমরকান্দির গ্রাম পাবে। এর মধ্যে আর কোন জনবসতি তেমন নেই। সে এ অঞ্চলের বড় স্মাগলার এবং প্রতাপশালী ব্যক্তি। কেজিবির শীর্ষ পর্যায়ে তার হাত আছে। তোমাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। সে আমার কোন সুহৃদকে কিছুতেই অমর্যাদা করবে না, বরং সর্বাত্মক সাহায্য করবে। তার বাড়ি পর্যন্ত আগে কোন রুশ পুলিশ, আর্মি কিংবা পাবলিক যদি তোমাদের পথ রোধ করে কিংবা কোন প্রকার হয়রানি করে, তা হলে বলবে, 'আমরা ইসমাঈল সমরকান্দির মেহমান তার বাড়িতে যাবো।' এ বললেই আটকাবে তো দূরে থাক পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। ইসমাইল সমরকান্দির ওখানে পৌঁছানো পর সে-ই তোমাদের গন্তব্যে পৌঁছার যাবতীয় ব্যবস্থা এবং কাগজপত্র তৈরি করে দেবে। আর একটা কথা তোমাদের বলে দেই যে, 'কোন প্রশাসনিক কিংবা পুলিশি সমস্যার সম্মুখীন হলে ঘুষ দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। রাশিয়ান পুলিশকে কুড়ি-পঁচিশ রুবল ঘুষ দিলে অনেক বড় কাজও আদায় করা যায়। আর ছোটখাটো কাজে ওদের দু-এক রুবল দিলেই হলো।' একটু থেমে আহমদ খান আবার বললেন, আমার একটি কাজ করে দিলে খুবই উপকার হবে। ইসমাইল সমরকান্দী কিছু কুরআন শরীফের আবদার করেছিলেন। কয়েক মাসেও আমি তার এ কাজটুকু করতে পারিনি। কুরআন শরীফের কথা শুনে আবদুর রহমান বললো, 'খান সাহেব! আমারও কয়েক জিল্‌দ কুরআন শরীফ দরকার।' আহমদ খান বললেন, 'কুরআন শরীফ তো ভাই এ এলাকায় পাওয়া মুশকিল। তোমাকে দিতে হলে শহর থেকে আনাতে হবে। তাতেও দু'দিন সময় লেগে যাবে। কমান্ডার যবান গুল খান আবদুর রহমানের কুরআনুল কারীমের আবদার শুনে বললেন, দু'দিন অপেক্ষা করতে হবে না আমি ক্যাম্প থেকে কুরআন শরীফ আনিয়ে দিচ্ছি। এই বলে এক মুজাহিদকে মোটর সাইকেলে ক্যাম্পে পাঠালেন।

আহমদ খান বললেন, 'রাশিয়ার মুসলমানদের কাছে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান উপহার কুরআন শরীফ। আমি অনেক বার দেখেছি, রাশিয়ায় কমিউনিস্টরাও নিজেদের ঘরে কুরআন শরীফ রাখে। মুসলমানদের কাছে ওরা দৈনিক পনের বিশ রুবল ফিস নেয়। রমযানের সময় ফিস আরো বেড়ে যায়। রুশ সমাজে এমন একটি ধারণা চালু আছে যে, যার ঘরে এক কপি কুরআন শরীফ আছে, জীবিকা নির্বাহে তার আর কাজের দরকার নেই। কুমিউনিস্টরা কুরআন শরীফ দিয়ে এমন নির্মম ব্যবসা করে যে, কোন মুসলমানকে তা একটু দেখতে দিলেও দু-এক রুবল আদায় করে।'

আহমদ খানের কথা শুনে আলী প্রশ্ন করলো, মুসলমানরা এতো টাকা কি খরচ করতে পারে? আহমদ খান বললেন, রুশ মুসলমানেরা কয়েক পরিবার মিলে একদিনের জন্য কুরআন শরীফ সংগ্রহ করে। একজনে দেখে তিলাওয়াত করে আর বাকিরা শুনে শুনে পড়ে।

আপনারা বেশি করে রাশিয়ায় কুরআন শরীফ সরবরাহ করতে পারেন না? আবদুর রহমানের প্রশ্ন। আহমদ খান বললেন, হ্যাঁ। এ ব্যাপারে ইসমাইল সমরকন্দীর সাথে আমার কথা হয়েছে। একটি পাকিস্তানি প্রিটিং কোম্পানির সাথেও আলোচনা হয়েছে। রুশ ভাষায় তরজমাসহ কুরআন শরীফ রাশিয়ায় সরবরাহ করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।'

একটা ভালো উদ্যোগ। এতে আপনাদের প্রচুর টাকা যেমন আসবে, বিপুল সওয়াবের অধিকারীও হবেন, আলী বললো। এসব কি বিবেচনা করেই এ কাজে হাত দিয়েছি, আহমদ খানের স্বীকারোক্তি। আলী বললো, আফগান রেডিও থেকেও রুশ ভাষায় একটি অনুষ্ঠান

www.pathagar.com

প্রচারিত হয়। আহমদ খান জানালেন, রাশিয়ার মুসলমানরা রেডিও আফগানিস্তনের ইসলামী প্রোগ্রাম খুব নিষ্ঠার সাথে শুনে থাকে। বিশেষ করে রুশ মুসলমান মেয়েরা আফগান মুজাহিদদের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাপরায়ণ।

ইসমাইল সমরকন্দী একদিন আমাকে বলেছিলেন, আমাদের মেয়েরা তো আফগান মুজাহিদদের জিহাদী প্রোগ্রামে এতই প্রভাম্বিত যে, আমাদেরকে রীতিমত জিহাদ শুরু না করার জন্য নিন্দা করে। ওরা বলে, নিরীহ আফগান মুসলমানরা যদি অপ্রতুল অস্ত্র-বরুদ দিয়েই রুশ কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারে, তোমরা (রাশিয়ার মুসলমানরা) কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করছো না কেন?

আলী শুনে বললো, এটা অত্যন্ত খুশির কথা। আল্লাহ অচিরেই হয়তো এমন সুযোগ করে দেবেন যে, রাশিয়ার মুসলমানরা আজাদির জন্য কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করবে।

খানিক পর ক্যাম্প থেকে কুরআন শরীফ নিয়ে ফিরে আসল মুজাহিদ। সে বললো, অল্প সময়ের মধ্যে খোঁজাখুঁজি করে মাত্র তিন কপি পেয়েছি। আবদুর রহমান ধন্যবাদ জানিয়ে বললো, ব্যস, এ তিন জিলদই যথেষ্ট।

আহমদ খান আলীকে তার পরিচিত আরো কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ঠিকানা বলে দিলেন। আর ইসমাইল সমরকন্দীর কাছে একটি চিরকুট লিখে দিলেন। আহমদ খান লিখলেন, 'এ যুবকরা আমার ছেলের অন্তরঙ্গ বন্ধু। এক জরুরি কাজে তারা শেরআবাদ পর্যন্ত যাবে। তাদের শেরআবাদ পর্যন্ত পৌছানোর যাবতীয় ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে।'

আলী ও আবদুর রহমান সাঁতরিয়ে দরিয়া পার হওয়ার প্রস্তুতি নিলো। তারা এমন এক জায়গা দিয়ে সাঁতার দেয়ার ইচ্ছা করলো, যে জায়গাটি রুশ সীমান্তরক্ষীদের দৃষ্টির আড়ালে। আহমদ খান আলী ও আবদুর রহমানকে বললেন, 'এ দরিয়া খুব বেশি খরস্রোতা এবং গভীর, চওড়াও একটু বেশি। তোমরা সাথে করে মোটরের বা রাবারের টিউব আর প্লাস্টিক কনটেইনার নিয়ে নাও। মুজাহিদরা সাধারণত টিউব ও প্লাস্টিক কনটেইনারের সাহায্যেই দরিয়া পার হয়ে থাকে। বাগানে আমি হাওয়া ভর্তি টিউব আর কনটেইনার এ জন্যই রেখে দিয়েছি। কারণ, অস্ত্র-গোলাবারুদ নিয়ে গেরিলা অপারেশনে স্টিমার বা নৌকা দিয়ে সুবিধা করা যায় না।

ক্যাম্প থেকে আসা আলীর সহযাত্রী মুজাহিদরা নদীর পার পর্যন্ত আলী ও আবদুর রহমানের আসবাবপত্র এগিয়ে নিয়ে গেলো। দরিয়ার তীরে কমান্ডার যবান গুল ও আহমদ খান আলীকে বিদায় জানিয়ে ফিরে এলেন।

প্রতিকূল পরিবেশের সাথে দীর্ঘ দিনের বীরত্বপূর্ণ সহাবস্থানের ফলে আফগান মুজাহিদরা যে কোন সমস্যাকে সহজে মোকাবেলা করার শক্তি অর্জন করেছিলো। অত্যধিক শীত, তুষারপাত কিংবা মগজ উতলানো গরম আফগান মুজাহিদদের অগ্রযাত্রকে ব্যাহত করতে পারতো না। তদুপরি আলীর মনে হলো, দরিয়ার পানি বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা। দীর্ঘক্ষণ দরিয়ার গাঢ় নীল পানিতে সাঁতরিয়ে মনে হচ্ছিলো যে, সারা শরীর জমে গেছে।

রাবারের টিউব ও প্লাস্টিক কনটেইনার ব্যবহার করে আলী ও আবদুর রহমান আসবাবপত্র নিয়েই এক সময় ওপারে পৌছলো। এতগুলো আসবাবপত্র নিয়ে আফগান মুজাহিদ ছাড়া আর কোন মানুষের পক্ষে সাঁতরিয়ে দরিয়া পার হওয়ার কল্পনাও করা যায় না। এ সময়ে এ স্থান দিয়ে দক্ষ সাঁতারুকেও খালি গায়ে মোটা অঙ্কের পুরস্কার দিলেও নামানো যেতো না।

ক্যাম্প থেকে আসা মুজাহিদদেরকে আলী রুশ সফর শেষে ফিরে আসা পর্যন্ত যবান গুল

www.pathagar.com

খানের ক্যাম্পে অবস্থানের নির্দেশ দিয়ে বিদায় জানালো। তারা আল্লাহ হাফেজ বলে আলীকে অভিবাদন জানিয়ে ফিরে এলো।

জনমানবহীন উষ্ণ মরু এলাকা পাড়ি দিয়ে আলী ও আবদুর রহমান গন্তব্যের পথে রওয়ানা হলো। মরুভূমির ধারালো কাঁকর ঝোপঝাড় মাড়িয়ে পথ চলা ছিলো অত্যন্ত দুষ্কর। বার বার লতাগুলো পা পেঁচিয়ে যাচ্ছিলো। তীক্ষ্ণধার পাথরে আঘাত খেয়ে পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরছিলো। এমতাবস্থায় সামনে পড়লো একটি মরু ঝর্ণা। ঝর্ণার স্বচ্ছ পানি তীর থেকেই দেখা গেলো। অতি কষ্টে ও সতর্কতার সাথে তারা ঝর্ণার অপর তীরে পৌছলো।

ঝর্ণা পেরিয়ে তারা দেখলো, দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত সবুজ শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ বৃক্ষতরুর সমারোহ। নয়নাভিরাম নানা রং ও বর্ণের বৃক্ষাদিতে আচ্ছাদিত স্রোতস্বিনী মরু ঝর্ণা ঘন বৃক্ষ ছায়ায় অজ্ঞাত অপরিচিত বহু বন্য জন্তুর আনাগোনা। নানা পাখির কল-কাকলিতে ঝর্ণা তীরবর্তী এলাকা মুখরিত। এ যেন পাষাণ মরুর হৃদয় স্পন্দন।

আবদুর রহমান আলীকে বললো, পথে কোন লোকের সাথে কথা বলবে না। কারণ তোমার রুশ ভাষা তেমন স্পষ্ট হয় না এবং যে পশতু ভাষা তোমাদের ওখানে বলা হয় তা থেকে এখানকার পশতুর মধ্যে ব্যবধান অনেক।

আবদুর রহমানের কৌশল আলীর পছন্দ হলো। সে বোবার অভিনয় করতে সম্মত হলো।

আলী ঝর্ণা তীরবর্তী প্রাকৃতিক নৈসর্গে ভরা সুন্দর জায়গা দেখে বিমুগ্ধ কণ্ঠে বললো, 'আবদুর রহমান। এই সুন্দর জমিনে মুসলমানদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে আর কতো দিন লাগবে, এসব স্থানে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে মসজিদের সুউচ্চ মিনার, ইথারে ইথারে ভেসে বেড়াবে আজানের মধুর আহবান।'

একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ সুনির্দিষ্টভাবে সে কথা বলতে পারে না। কিন্তু আমার মনে হয়, এসব এলাকায় পুনরায় মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পেতে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে না। এ রাশিয়ার প্রতিটি অঞ্চলে মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পাবে, ধুলায় মিশে যাবে কমিউনিজমের সকল দুর্গ। সেদিন হয়তো এ দেশ হবে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মুসলিম দেশ। এমনও হতে পারে যে, রাশিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও তুর্কিস্তান মিলে একটি বৃহৎ ফেডারেল মুসলিম স্টেটে রূপান্তরিত হবে, আর সেই গ্রেট মুসলিম স্টেট সারা বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে। সেই মুসলিম রাষ্ট্রের গৌরব, মর্যাদা ও উন্নতি অগ্রগতিতে মার্কিন-ব্রিটেনের অহমিকা চূর্ণ হয়ে যাবে। আমার তো খুবই ইচ্ছে হয়, এমন বিশাল মুসলিম রাষ্ট্রটি যদি নিজ চোখে দেখে যেতে পারতাম। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বললো আবদুর রহমান।

আলী বললো, আবদুর রহমান! তোমার চিন্তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় কিন্তু এসব এখন কল্পনাবিলাস বৈ কিছু নয়। বাস্তবে এমন ইসলামী স্টেট অনেক সময়ের ব্যাপার।

এ কথা তুমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারো না যে, পৃথিবীর চোখধাঁধানো যতো বিস্ময়কর পরিবর্তন হয়েছে এগুলো বাস্তবায়িত হওয়ার আগে কল্পনাই ছিলো। মনোশক্তি ও কল্পনাই সকল কর্মের উৎস। বললো আবদুর রহমান।

একটা উষ্ণ আলাপচারিতার মধ্যে কষ্টকর পথ পাড়ি দিয়ে আলী ও আবদুর রহমান ইসমাইল সমরকন্দীর গ্রামে পৌছে গেলো। তখন প্রায় তিনটা বেজে গেছে।

ইসমাইল সমরকন্দি অতিথিদের উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে কোলাকুলি করলো। আবদুর রহমান ইসমাইল সমরকন্দির সম্মানে আহমদ খানের প্রেরিত উপহার পবিত্র কুরআন

www.pathagar.com

শরীফের কপি ও চিঠি পেশ করলো। ইসমাইল সমরকন্দি আগে আহমদ খানের চিঠি পড়লো। অতঃপর কুরআন শরীফগুলো অত্যন্ত যত্নে বুকে চেপে ধরে বললো, 'আপনারা অনেক কষ্টকর পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন, এখন পানাহার শেষে বিশ্রাম করুন। আগামীকাল আপনাদের প্রয়োজনীয় কাজগপত্র তৈরি করে শেরআবাদ পর্যন্ত যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য বেরিয়ে যেতে উদ্যোগী হলে আবদুর রহমান সমরকন্দির উদ্দেশে বললো, জনাব! কাগজ তৈরি করতে তো খরচপত্রের প্রয়োজন হবে, আমরা আপনাকে খরচের টাকা দিতে চাচ্ছি। এই নিন আমার কসমোসল কার্ড। এটা দেখালে পাসপোর্ট তৈরি করা অনেকটা সহজ হবে।
আবদুর রহমানের টাকা দেয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সমরকন্দি বললেন, আপনারা আহমদ খানের ছেলের বন্ধু আমার পুত্রের সমতুল্য। আপনাদের কাছ থেকে এই সামান্য খরচের জন্য টাকা নেয়া আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। আর হ্যাঁ আমি তো মনে করেছিলাম, আপনারা উভয়েই আফগানি। আপনার কসমোসল কার্ড থাকলে তো কোন ঝামেলাই নেই। অতি সহজেই আমি কাগজ তৈরি করিয়ে নিতে পারবো। অবশ্য কাগজ তৈরির কাজ দ্রুত সম্পন্ন হলেও দু-একদিন লেগে যেতে পারে। (উল্লেখ্য সোভিয়েত আমলে দেশের এক অঞ্চল থেকে দূরের কোন অঞ্চলে যেতে সরকারি অনুমতি পত্রের প্রয়োজন হতো।)
পরদিন ইসমাইল সমরকন্দি আলী ও আবদুর রহমানের পাসপোর্ট ভিসা ইত্যাদি কাগজপত্র তৈরি কপালে চুমু খেলো। অত্যাবশ্যকীয় সরকারি ছাড়পত্র পেতে দু'দিন লেগে গেলো। এ দু'দিন আলী ও আবদুর রহমান ইসমাইল সমরকন্দির বাড়িতে অবস্থান করলো। দু'দিন পর সবকিছু ঠিক করে আলীকে নিয়ে শেরআবাদের পথে রওয়ানা হলো আবদুর রহমান। রাত ন'টায় তারা শেরআবাদে পৌঁছে গেলো। বহুদিন পর নিজ শহরে পৌঁছে আবদুর রহমানের কাছে মনে হলো, সব কিছুই যেনো কেমন ভুতুড়ে হয়ে গেছে। বদলে গেছে শহরের সব কিছু। নিস্প্রাণ মৃতপুরীর মতো লাগছিলো চোখধাঁধানো শেরআবাদ শহরটিও।
শহরে পৌঁছে আবদুর রহমান আঁচ করলো, এখানে জনজীবনের গতি স্বাভাবিক নয়। ভয়াবহতার ছাপ স্পষ্ট। রাত ন'টায় সারা শহর নিঝুম নিঃস্তব্ধ। অথচ এক সময় গভীর রাত পর্যন্ত এ শহরের প্রতিটি গলি থাকতো কোলাহল ও জনরব মুখরিত। তার মানে প্রশাসন জনগণের ওপর সীমাহীন জুলুম নিপীড়ন চালাচ্ছে এখন।
মেইন রোড এড়িয়ে নির্জন অন্ধকার রাস্তা ধরে আবদুর রহমান বাড়ির দিকে পা বাড়ালো। যাতে পুলিশি ঝামেলার মুখোমুখি না হয়ে বাড়ি পৌঁছতে সহজ হয়। খুব সতর্কভাবে পা চালিয়ে আবদুর রহমান বাড়ির কাছে পৌঁছে দেখলো, তাদের বাড়ির সামনের দিকে দু-একজন লোক যাতায়াত করছে। তাই আলীকে নিয়ে সামনের দরজা এড়িয়ে ঘরের পেছনের দরজায় কড়া নাড়লো।
ঘরের দরজার সামনে গিয়ে আবদুর রহমানের দীর্ঘ দিনের বিরহ ব্যথা বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানলো। মা-বাবার সাথে মিলিত হওয়ার দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় তার বুকের পাঁজরগুলো যেনো ভেঙে যাচ্ছিল। স্নেহময়ী মায়ের আদরের স্পর্শ থেকে দূরে থাকার কথা অনুভব করে দরদর করে দু'চোখে অশ্রু ঝরছিলো। যেন এখন অঝোর ধারায় শুরু হয়েছে শ্রাবণের বর্ষণ। প্রথম কড়া নাড়ার পর অনেকক্ষণ অতিবাহিত হলেও কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে আবদুর রহমান আবার কড়া নাড়লো। দ্বিতীয়বার কড়া নাড়লে ভেতর থেকে মহিলা কণ্ঠে ভেসে এলো, আসছি, কে?

www.pathagar.com

এ আওয়াজ ছিলো আবদুর রহমানের স্নেহময়ী মায়ের চির পরিচিত আওয়াজ। তিনি দরজার কাছে এসে আবার বলেন, কে?

আবদুর রহমান দরজার কাছে মুখ নিয়ে ক্ষীণস্বরে বললো, মা! আমি, আবদুর রহমান।

আবদুর রহমানের ডাক শুনে মায়ের হৃদয় আনন্দে ভরে গেলো। তিনি দ্রুত দরজা খুলে আদুরে পুত্রকে বুকে টেনে নিলেন। সুখের আতিশয্যে মায়ের দু'চোখ থেকে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়লো। মা-পুত্রের আলিঙ্গনে আলীর হৃদয়পটে ভেসে উঠলো তার শাহাদতবরণকারী মায়ের কান্তিময় অবয়ব। আলীর মনে হলো, কালো, সাদা, গৌড় যাই হোক পৃথিবীর সব মায়েরই নিজ সন্তানের প্রতি দরদের কোনো পার্থক্য নেই। মা-পুত্রের আবেগময়তা স্বাভাবিক হয়ে এলে আবদুর রহমান আলীকে পরিচয় করিয়ে দিলো। আলী তাকে বিনীত সালাম জানালো। আবদুর রহমানের মহীয়সী মা আলীকে মুবারকবাদ জানিয়ে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন। পরিচয়ের পর মা তাদেরকে ড্রয়িং রুমে নিয়ে বসালেন। আবদুর রহমান মাকে জিজ্ঞেস করলো, মা! আব্বু কোথায়, দিখছি না যে?

মা বললেন, এই একটু আগে বাইরে গেছেন। এক্ষুণি এসে পড়বেন। তোমরা বসো আমি তোমাদের জন্য খানা তৈরি করি। তোমার আব্বু এলে সবাই এক সাথে বসে কথা বলবো।

আবদুর রহমানের মা আলীর উদ্দেশে বললেন, বেটা, আমার আবদুর রহমানের খাবারের পছন্দ-অপছন্দ আমি জানি। তবে তুমি কী খাবে? আজ আমি আমার পুত্রদের পছন্দের খাবার রান্না করবো। আলী বললো, 'খালাম্মা, আজ আমি আবদুর রহমানের পছন্দের খাবারই খাবো। আগামীকাল আবদুর রহমান আমার পছন্দের খাবার খাবে। এতে আপনার সময়ও বাঁচবে, উভয়ের পছন্দের খাবারও খাওয়া হবে।'

আলীর কথা শুনে মা রান্না ঘরের দিকে পা বাড়লেন। আবদুর রহমান মাকে ডেকে বললো, মা! আমাদের আসার খবর আব্বু ছাড়া আর কেউ যেন না জানে। আমরা খুব গোপনে এসেছি।

দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি, ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রার সীমাহীন উদ্বেগ আলী ও আবদুর রহমানের দেহ-মনে কষ্টের গভীর ছাপ সুস্পষ্ট। তারা উভয়েই ক্লান্তি দূর করবার জন্য ঠাণ্ডা পানিতে দীর্ঘক্ষণ গোসল করলো। তৃপ্তিময় গোসল সেরে জামা-কাপড় বদলিয়ে উভয়ে সটান বিছানায় গা এলিয়ে দিলো। বিছানায় পিঠ লাগানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা ঘুমিয়ে গেলো।

ইত্যবসরে আবদুর রহমানের আব্বা ঘরে ঢুকে স্ত্রীকে ডাকতে ডাকতে সোজা রান্না ঘরের দিকে যেয়ে বললেন, কি গো! এতো রাতে তুমি রান্না ঘরে কী করো?

ড্রয়িং রুমের লাইট অফ করে দিয়েছিলো আবদুর রহমান, আর তার আব্বু ঘরে ঢুকেছিলেন অন্য দরজা দিয়ে। আবদুর রহমানের মা ফাতেমা স্বামীকে বললেন, রান্না করছি। ড্রয়িং রুমে দেখো গিয়ে কে এসেছে।

আবদুর রহমানের আব্বা ধারণাই করতে পারছিলেন না যে, আবদুর রহমান আসতে পারে। তিনি দ্রুতপদে ড্রয়িং রুমে ঢুকে লাইট অন করলেন। আবদুর রহমানকে ঘুমন্ত দেখে তিনি যেই তার মাথা ধরে নিজের কোলে উঠাতে চাইলেন, তখন আলী ও আবদুর রহমান উভয়ের ঘুম ভেঙে গেলো। আবদুর রহমান উঠে তার আব্বাকে জড়িয়ে ধরলো। বাবা পুত্রকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত আদর করলেন আর অবচেতন মনে বলে গেলেন আবেগাপ্লুত কত কথা। আবদুর রহমান যখন বললো, 'ইনি কমান্ডার আলী, আমার পরম বন্ধু।' আবদুর রহমাদের আব্বা আলীকেও এক হাতে বুকে চেপে বললেন, 'বেটা! তোমার চিঠি আসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার

www.pathagar.com

পর আমরা তো ভেবেছিলাম, তুমি হয়তো যুদ্ধে নিহত হয়েছো। আমি তোমার কমান্ডারের সাথে টেলিফোন করে জানতে পারলাম যে, তোমার কোনো খোঁজ নেই। একটি অপারেশন গ্রুপ থেকে তুমি হারিয়ে গেছো। এরপর আমরা তোমাকে ফিরে পাওয়ার আশা হারিয়ে ফেলি। একমাত্র তোমার আত্মার শান্তির জন্য দু'আ করা ছাড়া আমাদের সান্ত্বনার কোন পথ ছিল না। তোমাদের হারিয়ে যাওয়ার সংবাদ আমি তোমার মাকে কখনও জানতে দেইনি। কিন্তু তোমার চিঠি আসা বন্ধ হতেই সে তোমার জন্য কাঁদতে শুরু করে। গতবছর তোমার জন্ম দিনে তো এমন কান্নাকাটি শুরু করেছিলো যে, তাকে শান্ত করতে গিয়ে আমিও কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম। পিতা-পুত্রের কথোপকথনের ফাঁকে আবদুর রহমানের মা খাবার নিয়ে এলেন। আবদুর রহমান বললো, আব্বু! সেদিন রাতে আমি আপনাদের স্বপ্নে দেখলাম। তখন থেকে বাড়িতে আসার জন্য আমার মন পাগল হয়ে উঠলো। কিছুতেই নিজেকে সামাল দিতে পারছিলাম না।

আপনাকে তো আমি বলেই গিয়েছিলাম, সুযোগ পেলেই আমি মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দেবো। এতে আপনাদের এতো পেরেশান হওয়ার কী ছিলো। আফগানিস্তানে যদি কোন মুজাহিদ শহীদ হয় তার বাপ-মা-ভাই-বোন শহীদকে নিয়ে গর্ববোধ করে। জিহাদে আত্মদানের জন্য আমি কোন আফগানকে এতটুকু কুণ্ঠিত হতে বা দুঃখবোধ বা কাঁদতে দেখিনি। আমার শাহাদতের জন্য আপনারা দুঃখ পেলে আমার খুব কষ্ট হতো।'

পুত্রের প্রতি-উত্তরে মা বললেন, 'বেটা তোমার শাহাদতের জন্য আমাদের কোন দুঃখবোধ নেই। কিন্তু আমার তো আশঙ্কা ছিলো, তুমি হয়তো যুদ্ধক্ষেত্রে কাফেরদের পক্ষ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছো। এখানে কমিউনিস্টরা এ কথা প্রচার করে যে, মুজাহিদরা কেন রুশ সৈন্যকে ধরে নিলে আর জীবিত রাখে না। কমিউনিস্ট হোক আর মুসলমান হোক কোন বিপক্ষের সৈনিক মুজাহিদের হাতে রেহাই পায় না। আমাদের আরো বেশি ভয় হচ্ছিলো এই ভেবে যে, তুমি রুশ ব্যারাক ছেড়ে মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিতে গিয়ে না আবার মুজাহিদের হাতে নিহত হয়েছো। না বেটা, অপমৃত্যুর আশঙ্কা না থাকলে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে তুমি আমার একমাত্র পুত্র কেন দশ পুত্র শহীদ হলেও আমি এক বিন্দু চোখের পানি ফেলবো না।

আবদুর রহমানের মায়ের কথা শুনে আলী বললো, খালাম্মা! এসব রুশ সরকারের প্রোপাগান্ডা। কেবল মুসলমানকে কেন, অতি কমিউনিস্টকেও মুজাহিদরা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে কোন শাস্তি দেয় না। এখনো আমাদের বন্দী শিবিরগুলোতে অসংখ্য রুশ বন্দী রয়েছে। আমরা বন্দী বিনিময় করতে চাই, কিন্তু রুশ কমান্ডাররা বন্দী বিনিময়ে রাজি হয় না। রুশ কয়েদিরা মুজাহিদ বন্দী শিবিরে মুজাহিদদের আদর্শবাদিতায় ও সুন্দর আচরণে ইসলাম গ্রহণ করে রুশ বাহিনীর মোকাবেলায় যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করছে। আসল ব্যাপার হচ্ছে, রুশ সরকারের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন প্রচারযন্ত্র আছে, আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমগুলো তাদের পক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চালাচ্ছে। আর আমাদের হাতে আধুনিক কোনো প্রচার মিডিয়া নেই, ইসলাম বৈরী আন্তর্জাতিক মাধ্যমগুলো আমাদের কার্যক্রমের প্রকৃত চিত্র তুলে না ধরে বিকৃতভাবে প্রচার করে থাকে।

আমরা তো রুশ-কমিউনিস্টদের মধ্যে বসবাস করে ওদের প্রোপাগান্ডায় প্রভাবিত হয়ে পড়ি। ওরা তো সব সময়ই প্রচার করে যে, মুজাহিদরা খুবই অত্যাচারী জালেম। কথাগুলো বললেন আবদুর রহমানের আম্মা। তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, ওহ! তোমাদের তো ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে, খাবার রেখে আমরা গল্পে ডুবে গেছি। এসো, খেয়ে নাও।

www.pathagar.com

আহারান্তে আবদুর রহমানের আব্বু বললেন, 'বেটা! এখন তোমাদের জিহাদের কথা ও মুজাহিদদের কার্যক্রম শোনাও।'

আব্বু! রাত বারোটা বেজে গেছে। আগামীকাল শুনলে হয় না? আপনার তো আবার রাত জাগলে অসুখ বাড়ে। বিনয়ের স্বরে বললো আবদুর রহমান।

বেটা! আমরা তো জিহাদী কার্যক্রম শোনার জন্য বেকার হয়ে আছি। তোমরা পরিশ্রান্ত। বিশ্রামের দরকার। তোমাদের কষ্ট হলে ভিন্ন কথা। যে পর্যন্ত আমি তোমাদের সকল কথা না শুনবো, ততক্ষণ এমনিতেও ঘুম হবে না।

অগত্যা আবদুর রহমান আফগনিস্তান তার যাওয়ার পর থেকে রুশ বাহিনীর উপর্যুপরি ব্যর্থতা ও মুজাহিদের অব্যাহত সাফ্যলের কথা বলতে শুরু করলো। রুশ বাহিনীর পক্ষ ত্যাগ করে মুজাহিদ বাহিনীর সাথে মিলিত হওয়া থেকে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত ঘটে যাওয়া সকল ঘটনা ও পূর্বাপর সংঘটিত রুশ বাহিনী ও মুজাহিদদের কীর্তিগাথা সবিস্তারে বর্ণনা করলো।

সোভিয়েত বাহিনীর অকল্পনীয় জুলুম, নিরীহ আফগানদের ওপর পরিচালিত তাদের অত্যাচারের কাহিনী শুনে আবদুর রহমানের আব্বা-আম্মার চোখে পানি এসে গেলো। আবার ঈমানী শক্তিবলে বলীয়ান আফগান মুজাহিদদের ধারাবাহিক সাফল্যের কথা, আল্লাহর রহমত ও মদদের কথা শুনে তাদের চোখ মুখ খুশিতে দীপ্তিমান হয়ে উঠলো।

মা বললেন, দেখবে অচিরেই মুজাহিদদের বিজয় হবে। যাদের সাহায্যকারী প্রভু, তাদের পরাজিত করতে পারে এমন শক্তি পৃথিবীতে নেই।

আবদুর রহমানের দীর্ঘ বর্ণনা শেষ হলে তার আব্বা বললেন, বেটা! রাশিয়ার কমিউনিস্ট সরকার মুজাহিদদের জালেম, অত্যাচারী, সন্ত্রাসী, ডাকাত, লুটেরা, খুনি বলে প্রচার করে। অথচ এখানকার মুসলমানরা মুজাহিদদের উত্তরোত্তর বিজয়ে উৎফুল্ল বোধ করেছে। কমিউনিস্টদের সীমাহীন নির্যাতন-নিপীড়নে ওদের প্রতি জনগণ প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা। তাদের ধারণা, রুশ বাহিনীর ক্রমাবনতি ও পরাজয়ের কারণে সরকার মুজাহিদ বাহিনী সম্পর্কে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে। রাশিয়ার সাধারণ মানুষ মুজাহিদ বাহিনীকে ঐশী সাহায্যে বলীয়ান মনে করে।

অনেককেই বলতে শুনেছি, মুজাহিদদের পরাজিত করা কোন সামরিক শক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। আমি নিজেও কয়েকজন আফগান ফেরত রুশ সেনা অফিসারের সাথে কথা বলেছি। গত বছর এক অফিসার আমাকে বললো, আমাদের সেনারা এক মুজাহিদকে বন্দী করে নিয়ে এলো। আমি আফগান মুজাহিদদের অনেক অলৌকিক কাহিনী সেনাদের কাছে শুনেছি। তবে এসব কখনই বিশ্বাস করিনি।

মুজাহিদকে বন্দী অবস্থায় পেয়ে আমার মনে ওদের ঐশ্বরিক শক্তি পরীক্ষা করার কৌতূহল জাগলো। আমি বন্দী মুজাহিদকে বললাম, তোমরা নাকি পাথর নিক্ষেপ করে ট্যাংকে আগুন ধরিয়ে দিতে পারো? ও বললো, হ্যাঁ, আপনি ঠিকই শুনেছেন। আমি ওকে বললাম, এখন যদি তার প্রমাণ দিতে পারো, তবে তোমাকে ছেড়ে দেবো। সে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বললো, হ্যাঁ! আল্লাহর ইচ্ছা হলে পারবো।

সে আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এক ঘটি পানি চাইলো। উপস্থিত এক সিপাই এক ঘটি পানি এনে দেয়। ওকে দেখলাম, হাত মুখ পা ধুয়ে একবার মাথায় হাত বুলালো। (অর্থাৎ অজু করলো) এরপর কী যেন পাঠ করে রাস্তা থেকে কয়েকটি পাথর কুড়িয়ে আমাদের একটি ট্যাংকে ছুড়ে মারলো, আর সাথে সাথেই দাউ দাউ করে ট্যাংকে আগুন ধরে গেলো।

www.pathagar.com

দু'মাস আগে অনুরূপ আরেক রুশ অফিসারের সাথে আমার দেখা। আফগানিস্তানে মারাত্মক আহত হয়ে কিছু দিন আগে সে দেশে ফিরে এসেছে। সেও বহু অলৌকিক ঘটনা শুনিয়েছে। অফিসারটি বলেছিলো, সে দেশে ফিরে আসার ক'মাস আগে নাকি দু'টি রুশ কনভয় একটি মুজাহিদ ক্যাম্প দখল করতে গিয়ে একজনও ফিরে আসতে পারেনি। এমনকি ওদের কোন চিহ্নও রুশ বাহিনী উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি। এভাবে দু'তিনটি কনভয় পাঠানো হলো। কিন্তু একজন রুশ সেনাকেও খুঁজে পাওয়া গেলো না। রুশ বাহিনীর কনভয়গুলো কি আকাশে মিলিয়ে গেলো না জমিনে ধসে গেলো কিছুই বোঝা গেলো না।

মুজাহিদ বাহিনী সম্পর্কে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক তথ্য শুনলাম কেন্দ্রীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও আমাদের জেলা সেক্রেটারির কাছে। সেক্রেটারি সাহেব আমাকে জানালেন, তিনি ক'দিন আগে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অধিবেশনে যোগ দিতে মস্কো গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এলে তাকে বিমর্ষ দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার, আপনাকে অত্যন্ত চিন্তিত দেখাচ্ছে যে! তিনি বললেন, আমি কেন দেশের সকল নেতৃবৃন্দই খুব উদ্বিগ্ন। যে ব্যাপারটি রাশিয়ার মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে, তা তোমাকে শোনালে তুমিও চিন্তিত হয়ে পড়বে।

আবদুর রহমানের আব্বু বললেন, আমি কিছুক্ষণ আগে এক বৈঠক থেকে এসেছি। বৈঠকটি ছিলো সরকারি গোয়েন্দা বাহিনীর উঁচু অফিসারদের পর্যালোচনা সভা। সে বৈঠকের বিশেষ আলোচ্য বিষয় ছিলো সদ্য আফগান সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারী রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পেশকৃত রিপোর্ট। রুশ প্রতিরক্ষমন্ত্রী আফগানিস্তান সফর করে এসে রুশ সরকারের নীতি নির্ধারকদের কাছে একটি দীর্ঘ রিপোর্ট দিয়েছে। রিপোর্টে আফগানিস্তানে মুজাহিদদের অনুকূলে সংঘটিত দু'টি ঘটনাকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছে।

ঘটনার একটি হলো- রুশ বাহিনীর দু'টি কনভয় মুজাহিদদের একটি ক্যাম্পে আক্রমণ করতে অগ্রসর হলে পুরো দু'টি কনভয় অদৃশ্য হয়ে যায়। কনভয়ে অংশ গ্রহণকারী রুশ সেনাদের কোন চিহ্নই খোঁজে পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় ঘটনাটি ছিলো ঐ কমান্ডার কনভয় অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার রহস্য উন্মোচনের পরিচালিত অপারেশন। আমাদের এরিয়া কমান্ডার কনভয় অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর উর্দ্দিষ্ট মুজাহিদ ক্যাম্প আক্রমণের জন্য যেখানে তিন শ' স্পটনাজ সেনা পাঠায়। কিন্তু আশ্চর্য জনকভাবে স্পটনাজ সেনাও জীবন্ত ফিরে আসতে পারেনি। অথচ স্পটনাজ সম্পর্কে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বিশ্বাস যে, স্পটনাজ পৃথিবীর যে কোন দুর্ধর্ষ বাহিনীকেও পরাস্ত করতে সক্ষম। প্রতিটি স্পটনাজ সৈন্য একশজন উঁচুমানের প্রশিক্ষিত ছত্রীসেনাকে অবলীলায় হত্যা করার মতো ক্ষমতা রাখে।

রুশ সুপ্রিম কাউন্সিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর রিপোর্ট শুনে যখন জানতে পারলো, তিনশ' স্পটনাজ সেনা ও এক মুজাহিদ বাহিনীকে পরাস্ত করতে পারেনি, তখন অনেকের চেহারা পাংশু বর্ণ ধারণ করে। সবার চেহারায় ধরা পড়ে অজানা শঙ্কাবোধ। এক কাউন্সিলর তো শঙ্কাবোধ চেপে রাখতে না পেরে বৈঠকেই বলে ফেললো, তা হলে তো দেখা যায় মুজাহিদদের হাতে আমরাও নিরাপদ নই। ওরা যদি দুর্ধর্ষ স্পটনাজ সেনাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে, তবে তো, রাশিয়ায় এসে আমাদেরকেও মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিতে পারে। কী বলেন-ভয়াবহ খবর নয়কি এটি?

আবদুর রহমানের আব্বু কথা শেষ করলে আলী স্মিত হেসে বললেন, চাচাজান! কনভয় দুটো গায়েব করে দেয়া এবং স্পটনাজ সেনাদের ধ্বংস করে দেয়ার এ বিস্ময়কর কৃতিত্বের

www.pathagar.com

অধিকারী আপনার ছেলে আবদুর রহমান।

–না আব্বু! এসবই আলীর কমান্ডিং ও বিচক্ষণতার ফল। আবদুর রহমান বললো।

আবদুর রহমানের আব্বু বললেন- এটা তো আমার জন্য চরম গর্বের বিষয়, কৃতিত্ব যারই হোক তোমরা উভয়েই আল্লাহর পথের সৈনিক ও আমার পুত্র।

ছেলের বিস্ময়কর কৃতিত্বের কথা শুনে পাশে বসা আবদুর রহমানের আম্মা উঠে এসে উৎফুল্লচিত্তে আবদুর রহমানের কপালে চুমু খেলেন; পরম আনন্দে প্রিয়পুত্রকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। অতঃপর আলীর মাথা-মুখে আদুরে হাত বুলিয়ে বললেন, প্রিয় বৎস! আল্লাহ তোমাদের দু'জনকে শান্তিতে রাখুন। নিত্য যেনো সাফল্য তোমাদের পদচুম্বন করে সব সময় পরওয়ারদিগারের দরবারে এ কামনাই করি।

জিহাদের কাহিনী বলতে বলতে রাত পেরিয়ে ফজরের সময় হয়ে গেলো। ঘড়িতে সময় দেখে আলী ও আবদুর রহমান নামাজের অজু করতে উঠে গেলো। নামাজ শেষে সবাই নির্ঘুম রাতের ক্লান্তি দূর করতে বিছানায় গা এলিয়ে দিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই সবাই ঘুমিয়ে পড়ে।

সকাল ১০টায় ঘুম থেকে উঠে সবাই নাশতা খেয়ে নিলো। নাশতা শেষে আলী ও আবদুর রহমান আবার ঘুমিয়ে পড়লো। বেলা যখন দুপুর ছুঁই ছুঁই করছে, তখন আবদুর রহমান ঘুম থেকে উঠলো। তার মা তখনও রান্নার কাজে ব্যস্ত। অনেক দিন পর একমাত্র আদরের পুত্র বাড়ি এসেছে, মায়ের মায়াবী মনের কোন পুত্রের প্রিয় খাবারের যতসব নাম তার মনে পড়ছে সব একসাথে রান্না করতে ইচ্ছে করছে। কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা রাঁধবেন গোল পাকিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় পেছন থেকে আবদুর রহমান এ-ঘর ও-ঘর খুঁজে রান্না ঘরে গিয়ে হাজির। মায়ের কাছে গিয়ে এ কথা বলার পর আনমনে এক ফাঁকে মাকে জিজ্ঞেস করলো, মা, যুবাইদার কি কোন খবর আছে? সে কোথায়?

আবদুর রহমান যে যুবাইদার কথা জিজ্ঞেস করার জন্যই আরো কিছু অনাবশ্যক কথার অবতারণা করেছে, মায়ের খেয়াল সে দিকটা এড়িয়ে গেলো না। রাশিয়ায় প্রেম বিয়ে এসব ব্যাপারে ছেলেমেয়েরা মা বাপের সাথে কথা বলতে কোন প্রকার দ্বিধা করে না। কিন্তু মা তা-ও অনুধাবন করলেন যে, আবদুর রহমানের মধ্যে কেমন যেন একটা গুণগত পরিবর্তন এসেছে। মা বললেন, বেটা! জুবাইদা আগের মতোই আছে। ও তোমার কথা প্রায়ই জিজ্ঞেস করে। আমাদের মতো যুবাইদাও তোমার কুশল-চিন্তায় উদ্বিগ্ন।

মা! যুবাইদার সাথে দেখা করা যাবে কি? ওরা বাড়িতেই আছে তো? আবদুর রহমান বললো। কেন দেখা করা যাবে না। কোন অসুবিধা নেই। বেটা সে ব্যবস্থা আমি আগেই ঠিক করে রেখেছি। মনে রেখো, যে মা তার সন্তানের আবেগ-অনুভূতি বুঝতে পারে না, সে মা হওয়ার যোগ্যতাই রাখে না।

আমি তোমার বলার আগেই তোমার আব্বুকে বলে দিয়েছি, অফিস থেকে ফেরার পথে যুবাইদাদের বাড়ি হয়ে ওকে নিয়ে আসার জন্য। তা ছাড়া এতো দিন পরে তুমি বাড়ি এসেছো, তোমার সব পছন্দের খাবার আমি একা রাঁধতে পারবো না। তুমি যেমন অনেক দিন পর মায়ের কাছে এসেছো, তোমার বন্ধু আলীও তো ওর মায়ের কাছে থেকে এসেছে অনেক দিন হলো। আমি এমন ব্যবস্থা করতে চাই, যাতে উভয়েই নিজ ঘরের আহারাদি করতে পারো। বেটা! আমি রোগে-শোকে এখন দুর্বল হয়ে পড়েছি। এ জন্য তোমার ততদিন এখানে থাকবে যুবাইদা আমার কাজে সহায়তা করবে। আমি অবশ্য এ কথাও ঠিক

www.pathagar.com

করে রেখেছি যে, তুমি বাড়ি এলেই যুবাইদার সাথে তোমার বিয়ের কাজটি সেরে ফেলবো। বিয়ের পর ওকে তুমি সাথে নিয়ে যাবে এটাও আমার সিদ্ধান্ত। বেচারি তোমাকে ছাড়া একাকী এখানে কষ্টে ছটফট করবে, মা হয়ে আমি তা সহ্য করব কিভাবে!

মায়ের কথা শুনে খুশিতে আবেগাপ্লুত হয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে আবদুর রহমান মায়ের নির্বিঘ্নে পৌঁছার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে আবদুর রহমান মাকে উদ্দেশ করে বললো, মা! তুমি যা চিন্তা করেছো, ভালো কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে একটু ভাবতে হবে। কথা শেষ করে আবদুর রহমান আলীর কাছে চলে এলো।

অফিস ছুটির পর আবদুর রহমানের আব্বা সোজা যুবাইদাদের বাড়ি এলেন। এ সময় যুবাইদা বিছানায় অলসভাবে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলো আবদুর রহমানের কথা। কিছুদিন যাবৎ যতসব উল্টো-পাল্টা খবর আসছে আফগানিস্তান সম্পর্কে। আবদুর রহমান ভাই কোথায় আছে, কী করছে কোন খবর নেই অনেক দিন যাবৎ, মানুষটা একটা চিঠি পর্যন্ত লিখে না।

মামণি কেমন আছো? আবদুর রহমানের আব্বার কণ্ঠস্বর শুনে যুবাইদার ভাবনায় ছেদ পড়লো। হুড়মুড় করে উঠে সালাম জানালো। অভিমানী স্বরে বললো, মামা কী পথ ভুলে এদিকে এসেছেন?

পথ ভুলে নয় মা! সময়ের অভাবে আসতে পারি না। তা যাক মামণি জলদি কর, তোমার মামীমা তোমার পথ চেয়ে বসে আছে, এখনই তোমাকে যেতে হবে।

এমন কী দরকার পড়লো যে, আমাকে এখনই যেতে হবে? তা ছাড়া মা বাড়িতে নেই, পাশের বাড়িতে একটা দরকারে গেছেন। মা বাড়ি না এলে তো আর যাওয়া হচ্ছে না।

তা সে আসুক। এর মধ্যে তুমি কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নাও। বেশ কিছুদিন থাকতে হতে পারে, দরকারি সব জিনিস ব্যাগে ভরে নাও। আর হ্যাঁ তোমার মামীমা বলতে নিষেধ করেছে, এ জন্য বলছি না। নিজেই তোমাকে বিষয়টা জানাতে চায়। তোমার একটা বড় খুশির খবর আছে মা।

মামার কথায় যুবাইদা মুচকি হেসে প্রয়োজনীয় সামগ্রী গোছাতে লেগে গেলো। ইত্যবসরে যুবাইদার মা-ও এসে গেলেন। ভাইকে কুশল জিজ্ঞেস করে ব্যাগে কাপড়পত্র গোছাতে দেখে যুবাইদাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি বেটী! এসব কী হচ্ছে।

যুবাইদা মায়ের উদ্দেশে বললো, 'আমি জানি না আম্মু! মামাকে জিজ্ঞেস করুন।'

আবদুর রহমানের আব্বা যুবাইদার আম্মা রুখসানাকে বললো, যুবাইদাকে কয়েক দিনের জন্য আমি নিয়ে যাচ্ছি। ক'দিন আমাদের বাড়িতে থাকবে। তুমি কি বলো?

ভাইজান, আপনি নিয়ে যাবেন, এতে আবার আমার কী বলার আছে। যতো দিন ইচ্ছা আপনারা ওকে রাখুন। ও তো বরং ভাবীর কাছে গেলে বেশি ভালো থাকে। কথা বলার এক পর্যায়ে যুবাইদার আম্মা রুখসানা বললেন, ভাইজান! আবদুর রহমানের কী কোন খবর আছে? অনেক দিন যাবৎ কোন খবরা-খবর পাচ্ছি না।

আবদুর রহমানের আব্বা বললেন, হ্যাঁ খবর আছে। কিছু দিনের মধ্যে বিস্তারিত খবর পাওয়া যাবে। যুবাইদার পিতা ছিলেন একজন কট্টর কমিউনিস্ট। এ জন্যে রুখসানা নিজের বোন হলেও তার ওপর এতোটা আস্থা রাখতে পারছিলেন না

আবদুর রহমানের আব্বা। তা ছাড়া যুবাইদা ছাড়া আবদুর রহমানের আগমনের খবর বেশি

www.pathagar.com

মানুষে জানুক, এ ব্যাপারটি যথাসম্ভব সযত্নে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন তিনি।
যুবাইদা যখন আবদুর রহমানদের বাড়ি পৌঁছলো, তখন আবদুর রহমানের আম্মা উঠানে কাজ করছিলেন। তাকে সালাম দিয়ে যুবাইদা ঈষৎ মায়াবী স্বরে বললো, মামীমা! বলুন তো এমন কী সুখবর দেয়ার জন্য আমাকে এতো তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠিয়েছেন?
আবদুর রহমানের আম্মা বললেন, মামণি তুমিই বলতো দেখি, এ বাড়িতে তোমার সবচেয়ে খুশির খবর কী হতে পারে?
মামীমা। এটা অবশ্য আপনি খুব ভালোই জানেন, কিন্তু..মুখের কথা অসম্পূর্ণই রয়ে গেলো, জুবাইদার দু'চোখ পানিতে ভরে গেলো, সে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লো।
আবদুর রহমানের আম্মা তাকে ধরে ঘরে এনে বসালেন এবং বললেন, মামণি! তুমি এখানে একটু বসো! আমি এখনই তোমার খবর নিয়ে আসছি।
আবদুর রহমানের ঘরে গিয়ে মা তাকে ডেকে বললেন, বেটা! যুবাইদা আমার ঘরে বসে আছে, তুমি ওর সাথে কথা বলো।
আবদুর রহমান চকিতে আলীকে বললো, দোস্ত! আমি আসছি।
আবদুর রহমান যখন জোবাইদার কাছে গিয়ে দাঁড়াল যুবাইদা তাকে দেখে বিস্ময়াবিভূত হয়ে বলে উঠলো, আ-প-নি, আমি কোন স্বপ্ন দেখছি না তো!
না, না, স্বপ্ন নয়, বাস্তবেই দেখছো। আমিই তোমার আবদুর রহমান! তোমার পাশে জীবন্ত দাঁড়ানো।
অনেকদিনের জমাটবাধা বিরহ-যন্ত্রণা মুহূর্তের মধ্যে আনন্দের বন্যায় যেন ভেসে যেতে লাগলো, সুখের আতিশয্যে যুবাইদার দু'চোখ উপছে উঠলো আনন্দাশ্রুতে। বাঁধভাঙা জোয়ারে পানির মতো সমস্ত দুঃখ অনুতাপ ভাসিয়ে নিয়ে যেতে যুবাইদার হৃদয়ে শুরু হলো মহাপ্লাবন। কণ্ঠ বাকরুদ্ধ হয়ে এলো, কী দিয়ে অভিবাদন জানাবে ভাষা না পেয়ে হু হু করে কাঁদতে শুরু করলো। যুবাইদার কান্নায় আবদুর রহমানেরও দু'চোখ ভিজে এলো।
কিছুক্ষণ এভাবে কেটে যাওয়ার পর নিজেকে সামলে নিয়ে যুবাইদা বললো, আপনি বাড়ি আসার আগে আমাকে খবর দিলেন না কেন? এভাবে আমাকে এখানে আনলেন, যেন আমি কোন ব্যারাক পালানো অপরাধী সৈনিকের সাথে গোপনে দেখা করতে এসেছি।
তুমি ঠিকই বলেছো যুবাইদা। আমি সত্যিকার অর্থেই একজন ব্যারাক পালানো সৈনিক। রুশ পক্ষ ত্যাগ করে আমি মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিয়েছি। আবদুর রহমান বললো।
এটা তো আমার জন্য আরো খুশির ব্যাপার। আপনি জানেন না এখানে মুজাহিদদের প্রতি জনগণের ব্যাপক সমর্থন রয়েছে। আমার তো ইচ্ছে করে আফগানিস্তান গিয়ে মুসলমান ভাইদের সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে। তাদের সেবা করতে।
চমৎকার! খুব সুন্দর চেতনা তোমার যুবাইদা। আল্লাহ তোমাকে জিহাদে শরিক হওয়ার তৌফিক দান করুন। এ মানসিকতার জন্য তোমাকে একটা উপস্থিত প্রতিদান দিতে ইচ্ছে করছে। মুচকি হেসে কথাটি বললো আবদুর রহমান।
যুবাইদা ভাবছিল হয়ত আবদুর রহমান তার এ কথায় ঠাট্টা করছে। যুবাইদা বললো, আপনার মুখে তো ইসলামের কথা খুবই শুনি কিন্তু আমি একটু বললেই এ নিয়ে ঠাট্টা করেন বুঝি।
না যুবাইদা! আমি মোটেও ঠাট্টা করছি না। সত্যিই আফগানিস্তান সম্পর্কে তোমার উপলব্ধি আমাকে খুবই উজ্জীবিত করেছে।
আচ্ছা, তাই যদি হয়, তবে আমি আপনার মুখে আফগানিস্তান ও মুজাহিদদের পরিস্থিতি

www.pathagar.com

সবিস্তারে শুনতে চাই। প্রস্তাব করলো যুবাইদা।

আবদুর রহমান যুবাইদাকে সংক্ষেপে আফগানিস্তানের পরিস্থিতির কথা জানালো।

যুবাইদা আফগান পরিস্থিতি জানার পাশাপাশি যখন জানতে পারলো, একজন আফগান মুজাহিদ কমান্ডার আবদুর রহমানের বন্ধু এবং সে তার সাথে এখানেও এসেছে তখন মুজাহিদ কমান্ডারকে দেখা ও তার সাথে কথা বলার জন্য বায়না ধরলো যুবাইদা।

আবদুর রহমান যুবাইদাকে জানালো, 'আফগানিস্তানের সমাজে ইসলামের ধর্মীয় অনুশাসন কঠোরভাবে মেনে চলা হয়। ওখানে কোন মহিলা অপরিচিত পরপুরুষের সাথে দেখা করে না। আমি এক আফগান মেয়েকে বোন বানিয়েছি তার পরও সে আমার মুখোমুখি হয়ে কথা বলে না, কঠোরভাবে পর্দা মেনে চলে।'

আমি কি নগ্ন নাকি। রাশিয়ায় কোন মেয়েকে আমার চেয়ে বেশি পর্দানশিন পাবেন না। নারীত্ব ঢেকে রাখার জন্য বান্ধবীরা আমাকে নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করে পর্যন্ত। কিন্তু তবুও আমি ওদের মতো মিনি স্কার্ট কখনও পরি না।

আবদুর রহমান বললো, রাশিয়ায় ইসলামী বিধি-নিষেধের কোন চর্চা নেই। সঠিক ইসলামী আকিদা সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্যেই রাশিয়ার মুসলমান সমাজ ইসলামী বিধান মেনে চলে না। তদুপরি আছে সরকারি নিষেধাজ্ঞা। আর আফগানিস্তান এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ওখানে পারিবারিকভাবেই ছেলে মেয়েরা ইসলামী পরিবেশে বেড়ে ওঠে, ঘরোয়া পরিবেশেই শিখতে পারে শরিয়তের অনেক কিছু। যাক, তুমি গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে নাও, মাথা মুখ ঢেকে নাও। আমি আলীকে নিয়ে আসছি।

যুবাইদা রাশিয়ার এমন এক সমাজের মেয়ে যেখানে অশ্লীলতা নগ্নতাকে মনে করা হয় প্রগতির প্রতীক। যে সমাজে নারী-পুরুষ অবাধ মেলামেশা অবাধ যৌনাচার প্রশংসনীয়, নাচ-গান, মদ হলো স্বাভাবিক সামাজিক ব্যাপার। কুরআনুল কারীম যে দেশে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি। তথাপি যুবাইদা চরম বৈরী পরিবেশেও নিজেকে যথেষ্ট শালীনতার সাথে টিকিয়ে রেখেছে। শুধু যে যুবাইদা একা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট তা নয়, আরো অসংখ্য এমন যুবাইদা রাশিয়ার ঘরে ঘরে রয়েছে, যারা ইসলামের পবিত্র ছোঁয়ায় নিজেকে উদ্ভাসিত করতে উদগ্রীব। কিন্তু কে দেবে তাদের ইসলামী শিক্ষা, ইসলামী দাওয়াত?

রাশিয়া এমন এক শাসনব্যবস্থার অক্টোপাসে আবদ্ধ, যেখানে মসজিদ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহ। মদ, জুয়া, অশ্লীলতা ও নগ্নতার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করা হয়। মুসলমান পর্দানশিন মহিলাদের বাড়ি বাড়ি প্রবেশ করে জোর করে তাদের দেহ থেকে শালীন পোশাক ছিঁড়ে ফেলা হয়, মুসলমানকে ইসলামী আকিদার বিশ্বাস ও শরয়ী নির্দেশ পালনের অপরাধে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। যে সামাজে পর্দা রাষ্ট্রীয় আইনে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ সেখানে যুবাইদার মতো ভদ্র শালীন মেয়ের অস্তিত্ব বিরলই নয়, বিস্ময়করও বটে।

আবদুর রহমান আলীকে বললো, বন্ধু আলী! যুবাইদা তোমার কাছ থেকে আফগানিস্তান সম্পর্কে মুজাহিদদের কাহিনী জানতে উদগ্রীব। তুমি যুবাইদার সাথে কথা বলো।

আলী ও আবদুর রহমানকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে আলীর সালাম দেয়ার আগেই যুবাইদা আস্‌সালামু আলাইকুম বলে আলী সম্বোধন করে বললো, 'কেমন আছেন ভাই আলী!'

সালামের জবাব দিয়ে আলীও যুবাইদার কুশল জিজ্ঞেস করে সংক্ষেপে আফগানিস্তানের সার্বিক পরিস্থিতির বিবরণ শোনালো। এ সময় আবদুর রহমানের আব্বা-আম্মাও এসে

www.pathagar.com

আলীর কথা শোনার জন্য হাজির হলেন।

আলীর মুখে জিহাদের বিস্ময়কর ঘটনাবলি শোনার পর যুবাইদা জানালো যে, রাশিয়ার মুসলমান মহিলাদের মুজাহিদ বাহিনীর প্রতি খুবই শ্রদ্ধা ও সমর্থন রয়েছে। মুজাহিদদের বীরত্ব, বিস্ময়কর সাফল্যে তারা অভিভূত এবং রুশ বাহিনীর অত্যাচারে অত্যন্ত মর্মাহত।

যুবাইদা বললো, আজ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা মুখে মুখে মুজাহিদ বাহিনীর বিস্ময়কর ঘটনাবলি আলোচিত হয়ে থাকে। আমার এক বান্ধবী তিন মাস আগে মুজাহিদ বাহিনী সম্পর্কে গল্প করতে গিয়ে বলেছিলো, তার এক সৈনিক ভাই ভারদাক প্রদেশ থেকে দেশে ফিরে এসে গল্প করেছিলো যে, রুশ কমান্ডার একদিন তাদের নির্দেশ দিলো একটি কবরস্থান বুলডোজার দিয়ে সমান করে সেখানে রুশ বাহিনীর ক্যাম্প তৈরি করার জন্য। সৈন্যরা যখন বোলডোজার নিয়ে কবরস্থানের দিকে অগ্রসর হলো। তখন বুলডোজার বহরের প্রথমটি কবরস্থানে প্রাচীর ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করলো অমনি বিরাট শক্তিশালী বুলডোজারটি বিকট শব্দে দু'টুকরা হয়ে গেলো।

আমাদের অফিসার মনে করলো, হয়তো বুলডোজারটি খারাপ ছিল এ জন্য এমন হয়েছে, না হয় বুলডোজারটি এভাবে ভেঙে যাওয়ার কোন কারণ নেই। এর পরেই ছিলাম আমি। আমার বুলডোজারটি ছিল সম্পূর্ণ নতুন, আধুনিক ও বেশি শক্তিশালী। ভেঙে যাওয়া বুলডোজারটি এড়িয়ে যেই সামনে অগ্রসর হলাম হঠাৎ বিকট শব্দ করে দু'দিকে ভেঙে পড়লো বুলডোজারটি। আমি দূরে ছিটকে পড়লাম। অথচ এখানে মুজাহিদদের পুঁতে রাখা মাইন, বোমার কোনো চিহ্নই ছিল না। ছিটকে পড়ে যতো না আহত হলাম এর চেয়ে বেশি ভীত হয়ে পড়লাম। এর পর চলে এলাম ব্যারাকে। অসুস্থতার কথা জানিয়ে দরখাস্ত লিখলাম ছুটির জন্য। কমান্ডার আমার দরখাস্ত মঞ্জুর করে বাড়িতে আসার সুযোগ দিলেন।

আর বান্ধবী বললো, তার আপন ভাই কিছুদিন আগে আফগানিস্তান থেকে ফিরে এসেছে। সে বলেছে, মুজাহিদরা শহরে ও রুশ ক্যাম্পে হামলা করে এমনভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়, যে কেউ তাদের খুঁজে পায় না। বান্ধবীর ভাইটি বলেছে, একদিন তারা একটি গ্রামে আক্রমণের জন্য যাচ্ছিলো, পথিমধ্যে তিনজন মুজাহিদ দেখতে পেয়ে তারা মুজাহিদদের গুলি করলো। মুজাহিদরাও পাল্টা গুলি করলে রুশ বাহিনীর তিনজন নিহত হলো।

এরপর তারা এক সাথে সবাই মুজাহিদের প্রতি গোলাবর্ষণ করলো। গুলিবিদ্ধ হয়ে তিন মুজাহিদ মাটিতে পড়ে গেলে রুশ বাহিনী যখন মুজাহিদের লাশ ও বন্দুক ছিনিয়ে আনতে গেলো তখন ওই স্থানে আর কোন মুজাহিদের লাশ পেলো না। অনেক অনুসন্ধান করেও উদ্ধার করতে পারলো না মুজাহিদের মৃতদেহ। এরপর একটু অগ্রসর হলে আরো তিন মুজাহিদের মুখোমুখি হলো। আবার তারা গুলি করলো মুজাহিদদের লক্ষ্য করে। মুজাহিদরাও তাদের উদ্দেশে পাল্টা জবাব দিলো। এতে তাদের চারজন সৈন্য নিহত হলো। রুশ বাহিনীর গোলা বর্ষণে মুজাহিদরাও পড়ে গেলো মাটিতে। কিন্তু অকুস্থলে গিয়ে তাদের কোন চিহ্ন পেলো না সৈন্যরা। কিছুক্ষণ পর আরেকটু অগ্রসর হলে অনুরূপ আবার তিনজন মুজাহিদকে দেখতে পেলো তারা এবং পূর্বের মতোই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। সব শেষে তারা একটা নালা পেরিয়ে যাওয়ার সময় তিন সৈন্য নালার পানিতে নামা মাত্র মৃত্যু মুখে পতিত হলো। এরপর ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গ্রামে হামলার পরিকল্পনা ত্যাগ করে সৈন্যরা ক্যাম্পে ফিরে আসতে বাধ্য হলো। এ ধরনের বহু অলৌকিক ঘটনা দেশে ফিরে আসা সৈন্যদের

www.pathagar.com

মুখে শুনে মেয়েরা হরহামেশাই সে কথা সাথীদের সাথে আলোচনা করে।'

যুবাইদার বর্ণনা শুনে আলী বললো, কবরস্থানের ঘটনাটি অবশ্য আমিও এক বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম। আর দ্বিতীয় ঘটনাটি সম্পর্কে আমার জানা নেই। তবে এ কথা ঠিক যে, মুজাহিদদের কোন অলৌকিক ক্ষমতা নেই, তারাও রুশদের মতো সাধারণ মানুষ। তবে তাদের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা মৃত্যুকে রুশদের মতো ভয় করে না। অবশ্য এ কথা মুজাহিদদেরকে বিভিন্ন পর্যায়ে নানাভাবে সাহায্য করেন। আল্লাহর মদদ না হলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পরাশক্তির বিরুদ্ধে মুজাহিদরা অব্যাহতভাবে সাফল্য লাভে সক্ষম কিভাবে!

আলীর কথা শেষ হলে আবদুর রহমানের আব্বা বললেন, যেসব রুশ সৈন্য আফগান রণাঙ্গন থেকে দেশে ফিরে আসে, এদের মুখে মুজাহিদদের অব্যাহত বিজয়ের কাহিনী শুনে রুশ সেনাবাহিনীর জেনারেলদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক কমিউনিস্ট নেতা তো এই ভেবে ভীত যে, অব্যাহত বিজয় ও উত্থানে মুজাহিদরা আফগানিস্তান রুশমুক্ত করার পর সমরকন্দ বুখারা বিজয়ের জন্য রাশিয়ার অভ্যন্তরেও হামলা করতে পারে।

আলী বললো, চাচাজান মোটেই অকল্পনীয় কিছু নয়। আমরা তো এ আশাই পোষণ করি যে, জিহাদ শুধু আফগানিস্তানেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বিশ্বের যেখানেই মুসলমানদের ওপর বিধর্মীদের নির্যাতন চলছে সেখানেই কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের হয়ে জিহাদ করবে আফগান মুজাহিদরা। মুসলমানদের সার্বিক আজাদির জন্য বিশ্বের প্রতিটি জনপদেই সম্প্রসারিত হবে আফগান জিহাদ। পৃথিবীর সকল মুসলমানের পূর্ণাঙ্গ আজাদি অর্জন না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ ক্ষান্ত হবে না।

বেটা! তুমি ঠিকই বলেছো। রুশ নেতারা সে জন্য ইউরোপ ও মার্কিনিদের ভয় দেখাচ্ছে যে, আফগান মুজাহিদরা শুধু রাশিয়ারই শত্রু নয়, ফিলিস্তিন মুক্তি সংগ্রাম বিরোধী ভূমিকায় তোমরা ইসরাইল সমর্থক হওয়ার কারণে তোমাদেরও প্রতিপক্ষ। এ জন্য রুশ মার্কিন নেতারা আফগানিস্তানে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য জহির শাহের মত তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে ক্ষমতায় আসীন করাতে তৎপর। যারা ক্ষমতায় গিয়ে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করবে। সে লক্ষ্যে তারা মুজাহিদদের মধ্যে গুপ্তচর ঢুকিয়ে দিয়েছে। রুশ-মার্কিন পরাশক্তির কেউই চায় না আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতায় নির্ভেজাল মুজাহিদ শক্তি প্রতিষ্ঠিত হোক।

আবদুর রহমানের পিতা আলীর কথা সমর্থন করে বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার কথা ঠিক।' এ পর্যায়ে আলাপচারিতায় সমাপ্তি টেনে আবদুর রহমানকে সম্বোধন করে আলী বললো, 'আবদুর রহমান ভাই, আমরা আফগানিস্তান থেকে যে কিছু জিনিসপত্র এনেছিলাম এগুলো একটু আনো তো।' আবদুর রহমান তাদের ব্যাগ এনে সবার সম্মুখে খুললো।

আলীর নিজ হাতে তার সংগৃহীত কয়েকটি উলের চাদর, পশমি স্যুয়েটার ও কয়েকটি থ্রিপিস যুবাইদা ও আবদুর রহমানের আব্বা আম্মাকে উপহার দিলো। রাশিয়া রওয়ানা হওয়ার আগে আলী পাকিস্তান থেকে এ দামি কাপড়গুলো সংগ্রহ করেছিলো।

অত্যন্ত দামি ও চমৎকার এসব কাপড় পেয়ে আবদুর রহমানের আব্বা আম্মা খুব খুশি হলেন, যুবাইদা কোন সংকোচ না করে বলেই ফেললো যে, আলী ভাই! রাশিয়া এ কাপড় তৈরির কল্পনাই করতে পারে না, সারা রাশিয়ার বাজারে খুঁজলেও এতো দামি ও সুন্দর কাপড় বর্তমানে পাওয়া যাবে না। আমার অনেক দিনের শখ ছিলো দেশের বাইরের দামি থ্রিপিস পরবো, আপনি সে আশা পূর্ণ করলেন। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

আমিও অল্প কিছু এনেছি সব ধন্যবাদটুকু খরচ না করে আমার জন্যও কিছু রেখে দিও। এ বলে

www.pathagar.com

আবদুর রহমান অত্যন্ত যত্নের সাথে ব্যাগ থেকে সুদৃশ্য প্যাকেটে মোড়ানো একখানা কুরআন শরীফ বের করে তাদের হাতে দিল। কুরআন শরীফ পেয়ে সবাই আলীর লোভনীয় উপহারের কথা ভুলে গেল। সবাই পবিত্র কুরআনুল কারীমকে একজনের কাছ থেকে অন্যজনে নিয়ে চুমু দিতে লাগলো। আলী এ দৃশ্য দেখে বললো, অবশ্য আমি জানতে পেরেছিলাম রাশিয়ায় মুসলমানদের জন্য কুরআন শরীফের চেয়ে বেশি মূল্যবান উপহার আর দ্বিতয়িটি নেই।

বেটা! শুধু রুশ মুসলমানদের জন্য নয়, সারা দুনিয়ার মুসলমানদের কাছেই কুরআনুল কারীম সর্বাধিক মূল্যবান উপহার। রুশ মুসলমানদের কাছে তো পবিত্র কুরআন হীরা-পান্নার চেয়েও দামি। সরকার তাদের সমর্থিত আলেমদের সহায়তার কুরআন শরীফ ছেপেছে বটে, তবে এগুলোতে শুধু মূল আরবি আয়াত বিকৃত করেই ক্ষান্ত হয়নি, তরজমা তাফসীরেও ব্যাপক বিকৃতি সাধন করেছে। এসব বিকৃত কুরআন পড়ে অনেক মুসলমান বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। বললেন আবদুর রহমানের পিতা।

যুবাইদা বললো, রাশিয়ায় মুসলমান ছাত্রীরা বিশ্বাস করে যে, কুরআন শরীফ স্পর্শ করে কিংবা পাঠ করে পরীক্ষা দিতে গেলে পরীক্ষা খুব ভালো হয়। আমার বান্ধবীরা যদি জানতে পারে যে, আমার কাছে কুরআন শরীফ আছে তবে ওরা আমার কাছে ভিড় করবে।

তবে কুরআন শরীফ আমার মাধ্যমে আফগানিস্তান থেকে তোমার কাছে এসেছে তা কখনও প্রকাশ করবে না, তাহলে আব্বা আম্মার সাথে তোমারও বিপদ হতে পারে। যুবাইদাকে সতর্ক করে দিয়ে আবদুর রহমান বললো।

এবার আলী আবদুর রহমানকে স্মরণ করিয়ে দিতে বললো, তাহেরার কথা কি ভুলে গেলে? ওর পক্ষ থেকেও যে যুবাইদাকে উপহার পাঠানো হয়েছে।

আলীর মুখে তাহেরার নাম শুনে আবদুর রহমানের আম্মা জিজ্ঞেস করলেন, তাহেরা কে আবদুর রহমান? মায়ের জিজ্ঞাসার জবাবে আবদুর রহমান বললো, মা সে এক গর্বিত মায়ের মহীয়সী কন্যা। ওহ! তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে, আফগানিস্তানে আমি একটি মেয়েকে বোন বানিয়েছি। জানো মা! এই তাহেরা নিজের একমাত্র ভাইকে নিজ হাতে হত্যা করে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে আমাদের জীবন রক্ষা করেছিলো।

আবদুর রহমানের আম্মা বিস্ময়াবিভূত হয়ে পুত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, বলিস কি বাবা! ঠিক বুঝতে পারছি না, একটু খুলে বল।

আবদুর রহমান যুবাইদা ও মাকে উদ্দেশ করে বলতে লাগলো তাহেরা ও তাদের পরিচয়ের পুরো কাহিনী। তাহেরার ঘটনা শুনে আবদুর রহমানের আব্বা, আম্মা ও যুবাইদা চরম বিস্মিত হলেন। আবেগাপ্লুত হয়ে আবদুর রহমানের আব্বা স্বগতোক্তি করলেন, হায়! এমন সোনার মেয়েটি যদি আমার কন্যা হতো। পিতার স্বগতোক্তি শুনে আবদুর রহমান বললো আব্বা! আমার বোন কি আপনার কন্যা নয়?

'ওহ! ভুলে গেছি বাবা ঠিকই তো, যে মেয়েকে তুমি বোন হিসেবে গ্রহণ করেছো তা ছাড়া যে নিজ জীবন বাজি রেখে তোমার প্রাণ রক্ষা করেছে, সে অবশ্যই আমার কন্যা, ঔরসজাত কন্যার চেয়েও আরো কাছের। আবদুর রহমানের আব্বা বললেন।

যুবাইদা বললো আমি বিস্মিত, কোন মেয়ে ধর্মের জন্য নিজের আপন ভাইকেও হত্যা করতে পারে। সত্যিই তাহেরা অসাধারণ মেয়ে। অনেক উঁচু মানের ঈমানদার। যদি তাকে আপনি সাথে করে নিয়ে আসতেন তাহলে আমরাও তাকে দেখে ধন্য হতাম, পরিচিত হতাম। আমি খুবই

www.pathagar.com

আনন্দিত হয়েছি যে, আমার জন্য কেনা আংটিটি এই ক্ষণজন্মা মুজাহিদ মহিলাকে উপহার দেয়া হয়েছে এবং বিশাল হৃদয়ের মুজাহিদ মহিলার পক্ষ থেকেও আমি মূল্যবান উপহার পেয়েছি।

আলী যুবাইদাকে জানালো, তাহেরা আবদুর রহমান ভাইকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, আফগানিস্তান স্বাধীনতা লাভ করলে সে নিজেই তোমাদের সাথে দেখা করতে রাশিয়ায় আসবে। আবদুর রহমান জানালো যে আফগানিস্তানে সত্যিকার অর্থেই ইসলাম ও কুফরের মধ্যে জিহাদ চলছে। ইসলামের স্বার্থে সেখানে পিতা কন্যাকেও ক্ষমা করে না। মা ছেলের কুফরি মতবাদকে কোন অবস্থাতেই সমর্থন করে না। আফগান মেয়েরা জিহাদে অসাধারণ সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে।

আমি প্রথমে আফগানিস্তান গিয়ে জানতে পারলাম, কিছুদিন আগে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা বারবার কারমালের বিরুদ্ধে রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল করেছে। মিছিলে তাদের কাছে কোন পতাকা ছিল না। এর মধ্যে এক মেয়ে নিজের স্কার্ফ খুলে একটি লাঠির মতো কাঠে বেঁধে উপরে উড়িয়ে দিলো। মেয়েরা মিছিলের একপর্যায়ে কাবুল সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় নিন্দা জানালে মিছিলকারীদের ওপর রুশ বাহিনী গুলিবর্ষণ করে। কয়েকজন ছাত্রী গুলির আঘাতে শহীদ হলেন, বহু আহত হলেন। কিন্তু গুলিবর্ষণের পর ছাত্রীরা আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। দেখা গেল, যে মেয়েটি নিজের স্কার্ফকে পতাকা বানিয়ে বহন করছিলো, গুলি লেগে তার একটি হাত ভেঙে গেছে, তবুও সে অপর হাতে পতাকা ধরে রাখলো। পতাকাবাহী মেয়েটির অপর হাতটিও ভেঙে গেলে সে দু'হাতের বাহু দিয়ে পতাকা বুকে চেপে ধরলো। এভাবে পথ অগ্রসর হওয়ার পর মেয়েটি যখন ঢলে পড়ে যাচ্ছিলো তখন অন্য একটি মেয়ে এসে পতাকাটি নিয়ে ঊর্ধ্বে তুলে ধরলো। ওই দিন বহু মেয়ে নিহত ও আহত হয়েছিল। সৈন্যরা সেনাবাহিনীর গাড়িতে উঠিয়ে আহত ছাত্রীদের হাসপাতলে নিতে চাইলে ওরা রুশ সৈন্যদের দিকে থুথু নিক্ষেপ করে এবং এই বলে ধিক্কার দিচ্ছিলো যে, আমরা মরতে রাজি কিন্তু নাপাক কাফেরদের সেবা গ্রহণ করতে রাজি নই। কোন কাফের আমাদের গায়ে হাত দেবে না। আফগান মেয়েদের ঔদ্ধত্যের জন্য সেদিন পিশাচ রুশ কামান্ডার সকল আহত ছাত্রীকে গুলি করে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলো।

এ নির্মম কাহিনী শুনে অজান্তেই যুবাইদার দু'চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

আবদুর রহমানের আম্মা বললেন, আফগান মেয়েদের অসংখ্য সালাম জানাই, যারা নিজেদের রক্তের বিনিময়ে ইসলামী ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায় সংযোজন ও ইসলামের জন্য কোরবানির কঠিনতম নজির স্থাপন করেছে।

এ সময় আলী নিজের পকেট থেকে দেড় শ' রুবল আবদুর রহমানের আম্মার হাতে দিয়ে বললো, এ দিয়ে যুবাইদার জন্য একটি ভালো উপহার কিনে দেবেন। যুবাইদাকে একটি বিশেষ উপহার দেয়ার জন্য আমরা তাহেরার কাছে ওয়াদাবদ্ধ। আপনি আবদুর রহমান ও আমার পক্ষ থেকে এ ওয়াদা পূরণ করবেন। সময়ের অভাবে ও নিরাপত্তার জন্য আমরা উপহারটি সাথে করে নিয়ে আসতে পারিনি।

এই আলোচনার মধ্যেই সন্ধ্যা হয়ে এলো। আবদুর রহমানের মা যুবাইদাকে উদ্দেশ করে বললো, মা এখন ক্ষান্ত থাক, চলো আমরা রান্না ঘরে গিয়ে রাতের খাবারের ব্যবস্থা করি। বাকি কথা পরে শুনবো। ঈমানদীপ্ত ঘটনাবলি শোনার একান্ত আগ্রহে ছেদ দেয়ার ইচ্ছা না থাকলেও যুবাইদা উঠে রান্না ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

www.pathagar.com

পরদিন আবদুর রহমানের আব্বা জানালেন যে, কমিউনিজমের বেড়ি ভেঙে মুসলিম ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে রাশিয়ার অভ্যন্তরেও জিহাদ শুরু হয়ে গেছে। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অবসরপ্রাপ্ত এক অধ্যাপক সশস্ত্র জিহাদী কার্যক্রমের সূচনাস্বরূপ আমু দরিয়ার তীরবর্তী একটি পাহাড়ে গোপন ক্যাম্প স্থাপন করে সামরিক ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা নিয়েছেন। এ অধ্যাপকের নাম আইয়ুব বুখারী। শেরআবাদে মাহমুদ নামে তার এক ধনী বন্ধু আছেন, তিনি মুজাহিদদের আস্থাভাজন একান্ত বন্ধু লোক।

মাহমুদ বুখারী তুর্কী মুজাহিদ বাহিনীর একজন রাশিয়ান প্রতিনিধি। সে বাহ্যত কমিউনিস্ট। যখন সে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হয় যে, সে মুজাহিদ বাহিনীতে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়ে রাশিয়ার কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে আগ্রহী, তখন সে অতি সতর্কতার সাথে পাহাড়ের গহিন জঙ্গলে আইয়ুব বুখারীর ক্যাম্পে তাকে পাঠিয়ে দেয়। এই মুজাহিদ বাহিনীর পরিকল্পনা হলো নির্দিষ্টসংখ্যক প্রশিক্ষিত মুজাহিদ তৈরির পর রাশিয়ার অভ্যন্তরেও তারা সশস্ত্র জিহাদী তৎপরতা শুরু করবে।

আলী বললো, মাহমুদ বুখারীর সাথে সাক্ষাতের কোনো সুযোগ করা যাবে?

আবদুর রহমানের আব্বা বললেন, হ্যাঁ যাবে। যে কোনো দিন তাকে চায়ের দাওয়াত দিলে আমার বাড়িতে আসবে। তখন একান্তভাবে যে কোনো ধরনের আলোচনা তোমরা করতে পারবে। আবদুর রহমানের আব্বা আলোচনাকে দীর্ঘায়িত করে আরো বললেন, আফগান মুজাহিদরা এ শতাব্দীর মুসলমানদের জন্য একটি অনুকরণীয় নজির স্থাপন করেছে।

সীমাহীন ত্যাগ ও কোরবানির বিনিময়ে রাশিয়ার মতো একটি পরাশক্তিকে লজ্জাজনকভাবে পরাস্ত করে অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরাক্রমের দর্প চূর্ণ করে রাশিয়ার কমিউনিস্ট আগ্রাসন থেকে বহু দেশ ও মানুষকে রক্ষার মন্ত্র শিখিয়েছে। বিগত কিছুদিন ধরে মস্কো আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ায় কমিউনিজমের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও গণসমাবেশ শুরু হয়েছে। এসবই আফগান মুজাহিদদের সফল জিহাদের ইতিবাচক প্রভাব। আফগান মুজাহিদদের অব্যাহত সাফল্য সোভিয়েত ইউনিয়নের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত মুসলমানদেরও শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে উৎসাহিত করছে। এর একদিন পর মাহমুদ বুখারীর সাথে আলীর সাক্ষাৎ হলো। রাশিয়ার কোনো প্রভাবশালী মুক্তিকামী নেতার আফগান মুজাহিদদের সাথে সরাসরি মতবিনিময়ের সূত্রপাত আলী ও মাহমুদ বুখারীর মাধ্যমেই শুরু হলো। দীর্ঘ একান্ত আলোচনায় মাহমুদ বুখারীর পরিকল্পনা জেনে আলী খুবই খুশি হলো। উভয়ের চিন্তা-চেতনা ও মতাদর্শ আশ্চর্যজনকভাবে মিলে গেলো। রুশ আফগান প্রসঙ্গ ছাড়াও নানাবিধ বিষয়ে তাদের মধ্যে অনেকক্ষণ আলোচনা হলো। একপর্যায়ে আলী আইয়ুব বুখারীর গোপন ক্যাম্পে যাওয়ার পথ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিলো। মাহমুদ বুখারী আইয়ুব বুখারীর নামে আলীর পরিচয় দিয়ে একটি চিঠিও লিখে দিলেন। দেখতে দেখতে দশ দিন চলে গেল। আলী আবদুর রহমানকে বললো, ভাই! এখন আমাদের ফিরে যাওয়া দরকার।

আবদুর রহমানের আম্মা আলী চলে যাওয়ার কথা জেনে বললেন, বাবা মাত্র ক'দিন হলো তোমরা এলে এখনও তো তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারিনি আর দু'চারটা দিন থেকে যাও। আবদুর রহমানের আম্মার কথা রক্ষার্থে আলী আরো চারদিন থেকে যেতে রাজি হলো। আবদুর রহমানের আম্মা যুবাইদাকে সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন। যুবাইদাও আবদুর রহমানের সাথেই আফগানিস্তানে গিয়ে জিহাদে শরিক হওয়ার জন্য জেদ

www.pathagar.com

ধরেছিলো। একপর্যায়ে যুবাইদা আবদুর রহমানকে এ আভাসও দিলো যে, সে কিছুদিন আফগানিস্তানে থেকে পাকিস্তানে তাহেরার কাছে চলে যাবে।

আবদুর রহমান যুবাইদা ও তার মাকে সান্তনা দেয়ার জন্য বললো আম্মা! আপনি জানেন, যুবাইদাকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি এবং যুবাইদারও উচিত হবে না আমার ভালোবাসায় কোনো প্রকার সন্দেহ পোষণ করা। তাহেরা আফগানি মেয়ে সে অন্যান্য শরণার্থীদের মতো পাকিস্তানে রয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে তার জন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। কিন্তু যুবাইদা রাশিয়ান, কেজিবি যখন এ কথা জানতে পারবে, যুবাইদা মুজাহিদদের পক্ষাবলম্বনকারিণী তখন পাকিস্তান সরকারের ওপর ওকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করবে। এরপর আপনার ওপরে কী নির্যাতন নেমে আসবে তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। আর পাকিস্তানে গিয়ে কেজিবির দৃষ্টি এড়িয়ে থাকা যুবাইদার পক্ষে সম্ভব নয়। এ জন্যই বলছি, যুবাইদার আমার সাথে যাওয়া ঠিক হবে না। আশা করি দু-এক বছরের মধ্যে আফগানিস্তান স্বাধীন হয়ে যাবে। স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে আমি এসে যুবাইদাকে নিয়ে যাবো, আর যদি আফগানিস্তানের স্বাধীনতা আরো বিলম্বিত হয় তবুও আমি আপনাদের এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, দু'বছর পর আমি নিজে এসে যুবাইদাকে সাথে করে নিয়ে যাবো। তখন আপনি ও যুবাইদার আব্বা-আম্মার ওপর কেনো বিপদাপদ আসার আশঙ্কা থাকবে না।

আবদুর রহমানের আব্বা পুত্রের কথায় সমর্থন জানালেন। যুবাইদার হৃদয়-মন যদিও আবদুর রহমানের সাথে গিয়ে আফগানি যুদ্ধে শরিক হওয়ার জন্য উন্মুখ ছিলো, কিন্তু সবাই আবদুর রহমানের যুক্তি ও আপত্তিকে সমর্থন করায় সেও নীরব হয়ে গেলো।

ইতোমধ্যে রাশিয়ায় আলী ও আবদুর রহমানের দুই সপ্তাহ কেটে গেলো। আবদুর রহমান আফগানিস্তান ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। একমাত্র ছেলের বিয়োগ বিরহে আবদুর রহমানের আব্বা-আম্মা কাতর হয়ে পড়লেন, যুবাইদা কান্নায় ভেঙে পড়লো। সন্তান বিচ্ছেদ বিরহ চেপে রেখে যুবাইদাকে সান্ত্বনা দেয়ার উদ্দেশ্যে আবদুর রহমানের পিতা বললেন, বেটী! দুঃখ আমাদেরও কম নয় কিন্তু তারপরও আমরা কান্না ভুলে একমাত্র সন্তানকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যাওয়ার জন্য খুশি মনে বিদায় দিচ্ছি। দুঃখ না করে তুমিও আবদুর রহমানকে খুশি মনে বিদায় করো এবং এ দু'আ করো যে, দ্রুত যেন আল্লাহতায়ালা আফগানিস্তান স্বাধীন করে দেন। মামা! আমি আবদুর রহমান ভাইয়ের বিদায়ে কাঁদছি না বরং এ জন্য কাঁদছি যে, আবদুর রহমান ভাইয়ের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য আমার হচ্ছে না। এ দুর্ভাগ্যের জন্যই আমার কান্না আসছে। যুবাইদা এভাবেই তার বিরহ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলো।

আলী যুবাইদাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বললো, বোন যুবাইদা! পুরুষরা বেঁচে থাকতে মেয়েদের ওপর জিহাদী কর্তব্য বর্তায় না মুজাহিদদের সাফল্যের জন্য আল্লাহর কাছে মুনাজাত করাই তোমাদের বড় জিহাদ। জিহাদী প্রেরণায় তোমার চোখ থেকে প্রবাহিত অশ্রুও মুজাহিদের রক্তের মতো পবিত্র ও মূল্যবান।

আবদুর রহমানের আম্মা তাহেরার জন্য অনেকগুলো মূল্যবান উপহার সামগ্রী আলীর হাতে দিয়ে বললেন, বেটা! আমার মেয়েকে আদর দিও এবং বলবে, তোমার আরেক মা রাশিয়া থেকে তোমার সার্বিক মঙ্গলের জন্য সর্বক্ষণ দু'আ করছে। যুবাইদাও তার মনের মতো বেশ কিছু সুন্দর সুন্দর উপহার তাহেরার জন্য আলীর হাতে তুলে দিলো এবং শুভেচ্ছাসহ তা পৌঁছে দেয়ার অনুরোধ করলো।

www.pathagar.com

সবাইকে সালাম জানিয়ে আলী ও আবদুর রহমান আফগানিস্তানের পথে রওয়ানা হলো। আবদুর রহমানের আব্বা তাদের এগিয়ে দেয়ার জন্য সাথে চললেন।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রায় দেড় শ' মাইল আসার পর একটি মোড়ে এসে আলীর বহনকারী প্রাইভেট মোটরগাড়ি থেমে গেলো। আবদুর রহমানের আব্বা বললেন, মাহমুদ বুখারীর নির্দেশিত নকশা অনুযায়ী আইয়ুব বুখারীর ক্যাম্পে যেতে হলে বামের পথ ধরে যেতে হবে। আলী ও আবদুর রহমান গাড়ি থেকে নেমে স্থানীয় বাজারে কিছু কেনাকাটা করলো। আবদুর রহমান তার আব্বাকে বললো, আব্বু! আমরা এখন অতি প্রয়োজনীয় কিছু আসবাবপত্র সাথে নিয়ে যাচ্ছি আর বাকি জিনিসপত্রগুলো আপনি ইসমাইল সমরকন্দির কাছে রেখে বাড়িতে চলে যাবেন। আমরা ফেরার পথে ইসমাইল সমরকন্দির কাছ থেকে এগুলো নিয়ে যাবো। আবদুর রহমানের পিতা আলী ও আবদুর রহমানকে বিদায় জানিয়ে তাদের আসবাবপত্র নিয়ে ইসমাইল সমরকন্দির বাড়ির পথে রওয়ানা হলেন।

তিন ঘন্টা পর আলীদের গাড়ি একটি জঙ্গলের পথ ধরে চলতে লাগলো। ঘন জঙ্গলের ভেতর একটি রাস্তা দিয়ে তারা এগোতে লাগলো। আলী ও আবদুর রহমান যতই অগ্রসর হচ্ছিলো ততই যেন জঙ্গল আরো ঘন হয়ে আসছিলো। জঙ্গলের ভয়াবহ ঘনত্ব বাড়ার সাথে পথ আরো সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছিলো। এক পর্যায়ে তারা এক ঝর্ণার তীরে এসে পৌঁছলো, রাস্তা এখানে এসে ঝর্ণার তীর ঘেঁষে আরো সরু হয়ে গেলো। গাড়ি নিয়ে আর সামনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিলো না। অগত্যা তারা গাড়ি সেখানে রেখে হেঁটে চললো। ঝর্ণাটি যেমন ছিলো খুবই অপ্রশস্ত তেমনই স্রোতস্বিনী, পানি প্রবাহের শব্দ জঙ্গলের গাছপালার দেয়াল পেরিয়েও বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলো। আলী ও আবদুর রহমান লক্ষ্য করলো, ঝর্ণার তীর ঘেঁষে পথটি কিছুদূর এগিয়ে আবার ঘন জঙ্গলের দিকে চলে গেছে। তারা এ পথ ধরেই সামনে যেতে লাগলো। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সামনে পথ দেখা যায় না। আলী ও আবদুর রহমান একটি বড় গাছের নিচে রাত যাপন করলো। সতর্কতামূলক পালাক্রমে একজন পাহারা ও অন্যজন ঘুমালো। ফজরের নামাজান্তে আবার চলতে শুরু করলো। এভাবে দুই দিন চলে গেলো। আলী আবদুর রহমানকে বললো, মাহমুদ বুখারী যে পথনির্দেশনা দিয়েছেন তাতে তো কেনো ভুল হওয়ার কথা নয়, আমরা তো তার দেয়া নকশা অনুযায়ী এসেছি। এভাবে চলতে চলতে তৃতীয় দিনের দুপুর গড়িয়ে গেলো। ঝর্ণাটি আবার তাদের পথের সাথে মিলিত হয়ে ডানে চলে গেলো আর তাদের পথ বাঁক নিলো বাম দিকে। মোড় নিয়ে আবদুর রহমান বললো : আমরা ক্যাম্পের সীমনায় এসে গেছি। এ দিকটায় গাছ খুব পাতলা ও খোলা আকাশ। কিছুক্ষণ অগ্রসর হওয়ার পর তারা একটি লোককে একটি বড় গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতে দেখলো। লোকটির হাতে একটি কুড়াল। কাছে আসলে লোকটি কুড়াল হাতে তাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনারা কারা? কোথায় যেতে চান?

আবদুর রহমান : তুমি কেন জিজ্ঞেস করছো, কী জানতে চাও ?

লোকটি বললো : আমি তোমাদের অবহিত করতে চাই যে সামনে হায়েনাদের এলাকা।

আবদুর রহমান : এ এলাকায় হায়েনা কোত্থেকে আসলো? এসব ছিল সাঙ্কেতিক পরিচয়। তুর্কি আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ও মুজাহিদ প্রতিনিধিদেরকেই শুধু এ সঙ্কেত জানিয়ে দেয়া

www.pathagar.com

হতো। ঐ লোকটি যখন বুঝতে পারলো, এরা মুজাহিদ তখন বললো ; আপনারা ডানের রাস্তা ছেড়ে বামের পথ ধরে এগোবেন।

তিন মাইল পর আলী দেখতে পেলো, একটি গাছের নিচে চারজন লোক বসে আছে। তারা কাছে পৌঁছতেই একজন উঠে এসে আলী ও আবদুর রহমানের সাথে কুশল বিনিময় করে জিজ্ঞেস করে, আপনারা কোত্থেকে এসেছেন? আবদুর রহমান বললো বুখারী থেকে।

লোকটি বললো : আসুন চা পান করুন।

আবদুর রহমান জবাব দিলো যারা আমু দরিয়ার পানি পান করে এসেছে তারা এসব চা পানে স্বাদ পায় না। এসব ছিলো মুজাহিদদের পারস্পরিক পরিচিতিমূলক সাঙ্কেতিক কথা। তারা চারজন যখন নিশ্চিত হলো যে, এরা উভয়েই মুজাহিদ তখন অত্যন্ত আনন্দচিত্তে তাদের অভিনন্দন জানিয়ে তকবির দিতে লাগলো। মুজাহিদিনে ইসলাম জিন্দাবাদ, নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবার বলতে বলতে তারা আলী ও আবদুর রহমানকে নিয়ে চললো। চারজনের মধ্যে একজন তাদের নিয়ে ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হলো। প্রায় দেড় ঘন্টা হাঁটার পর তারা একটি ছোটখাটো ময়দান দেখতে পেলো। ময়দানটির বুক চিরে রয়ে গেছে একটি সরু নালা। নালার দুই ধারে অনেক উঁচু উঁচু সবুজ বৃক্ষরাজি। মাঝে মাঝে মাঠের মধ্যে মনোরম সুন্দর ফুল গাছের সমারোহ। শাক-সবজি ও ফসলে মাঠ ভরা মাঠ পেরিয়ে পথটি ক্যাম্পের দিকে চলে গেছে। ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হলেই তাদের নজরে পড়লো কয়েকটি তাজি ঘোড়া ও সতর্ক কয়েকজন মুজাহিদ গেটে দাঁড়ানো। গেট পেরিয়েই তারা দেখলো, পাহাড়ের টিলা খুঁড়ে মজবুত ব্যাংকার তৈরি করা হয়েছে। আলী তুর্কি মুজাহিদদের ক্যাম্প দেখতে আবদুর রহমানকে বললো, এরা তো দেখি আমাদের চেয়েও শক্তি ঘাঁটি তৈরি করছে। সাথের লোকটি বাংকারের ভেতরে চলে গেল।

একটু পর সে প্রায় ষাটোর্ধ্ব বয়সের এক শ্বেতশুভ্র শুশ্রুমন্ডিত ব্যক্তিকে সাথে করে বাংকার থেকে বেরিয়ে এলো। বয়সের ভার এখনো মানুষটিকে কাবু করতে পারেনি।

শরীরের শক্ত বাঁধন চেহারার ঔজ্জ্বল্য আর দৃঢ়তা থেকে সহজেই বোঝা গেল, এ এক অসাধারণ ব্যক্তি। লোকটি এসে নিজেই পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি অধ্যাপক আইয়ুব বোখারী। অত্যন্ত আনন্দচিত্তে আলী ও আবদুর রহমানকে অভ্যর্থনা জানালেন। বোখারী আলীকে বললেন, আপনাদের আগমনবার্তা আমি ক'দিন আগেই পেয়েছি। আপনাদের সাক্ষাতের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। বড় অস্থির হয়ে পড়েছিলাম আপনাদের জন্য। অধ্যাপক বোখারী আলীর দিকে চেয়ে বললেন সম্ভবত আপনিই কমান্ডার আলী।

আলী জবাবে বললেন, জি হ্যাঁ।

অধ্যাপক আইয়ুব বোখারী বললেন, আমার খুব আশা ছিলো একজন আফগান মুজাহিদের সাথে কথা বলবো, তার নিকট হৃদয়ের অনেক জমানো কথা ব্যক্ত করবো, আফগান জিহাদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো, আজ আপনি আমার সে আশা পূরণ করতে এলেন। আপনাদের অনেক অনেক মোবারকবাদ।

অধ্যাপক আইয়ুব বোখারী আলীর হাত ধরে বাংকারের তীরে নিয়ে গেলেন। বাংকারটি ছিলো অনেক বড় ও প্রশস্ত। বাংকারটিতে বিছানা ও গালিচা বিছানো ছিলো। বোখারী তাদেরকে গালিচা পাতা ঠাঁইটুকুতে বসতে বললেন। আলী আইয়ুব বোখারীকে লেখা

www.pathagar.com

মাহমুদ বোখারীর চিঠিটি দিলেন। বোখারী চিঠি পড়া শেষ করে বললেন : আপনারা অনেক দীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এখানে এসেছেন। আগে অজু-গোসল সেরে কাপড় পাল্টিয়ে আহারাদি সেরে বিশ্রাম করুন। রাত্রে আপনাদের সাথে কথা বলবো।

এশার নামাজের পর আলী অধ্যাপক আইয়ুব বোখারীকে আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসনের পটভূমি এবং আগ্রাসন পরবর্তী জিহাদী কার্যক্রমের বিস্তারিত ঘটনার বিবরণ শোনালো। আলাপকালে আলী অধ্যাপক বোখারীর নানা প্রশ্নের জবাবও দিলো।

আফগান জিহাদের বিস্তারিত কাহিনী শুনে অধ্যাপক আইয়ুব বোখারী আলীকে বললেন যে, আপনাদের সৌভাগ্য, আফগানি আলেমদের মধ্যে খুঁটিনাটি বিষয়ে মতবিরোধ থাকলেও রুশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সকল সমবেত উলামায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অথচ আমাদের বাপ দাদা ও পূর্বসূরিরা যখন রুশ কমিউনিস্ট ফেডারেশন সোভিয়েতের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেছিলো, তখন এখানকার অধিকাংশ আলেম জিহাদের বিরোধিতা করেছিলেন। অনেক প্রভাবশালী ও বড় বড় আলেম কমিউনিজমকে ইসলামের উত্থান বলে কমিউনিস্ট আগ্রাসনে শক্তি জুগিয়েছিলেন। মুসলমানদের জিহাদ শুরু করার পথে প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। কয়েকজন আলেম লেনিনকে একজন নিষ্ঠাবান নেতা। আর খলিফা উমর (রা.)-এর পর্যায়ের জনসেবক আখ্যা দিয়েছিলেন। কোন কোন মুফতি এমন ফতোয়াও ঘোষণা করেছিলেন যে, আরবে যেভাবে মুহাম্মদ (সা.) মানুষের মুক্তির দূত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন, রাশিয়ায় লেনিন সেভাবে মানুষের কল্যাণ ও বর্তমান সমাজের শান্তি স্থাপনে আবির্ভূত হয়েছেন। লেনিন যা বলেন এবং করেন এসবই নাকি ইসলামেরই বাস্তবায়ন। ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত একদল মুসলমান যখন রাশিয়ার কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেছিলো, তখন রাশিয়ার অধিকাংশ আলেম ছোট ছোট মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে নিজেদের মধ্যে শতধা বিভক্ত ছিলেন। সামান্য শরিয়ি মতবিরোধ প্রতিপক্ষকে কাফের ঘোষণা করতেন। আলেমদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধের এমন পর্যায়ও ছিলো যে পায়জামা পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা হবে না ওপরে থাকবে, পাগড়ির নিচে টুপি থাকবে কি থাকবে না। খাবার আগে হাত একবার ধোবে না তিনবার এসব বিষয়েও তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিলো প্রচণ্ড মতবিরোধ। সচেতন আলেমদের একটি ক্ষুদ্র অংশ তাদেরকে এ কথা বুঝাবার চেষ্টা করছিলেন যে, মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ মতানৈক্য পরিহার করে জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে সকল আলেমদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। সাধারণ মুসলমানদেরকে জিহাদী প্রেরণায় উজ্জীবিত করে ঐক্যবদ্ধভাবে সকল আলেমকেই মুজাহিদদের সহযোগিতা করা সরকার। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বহুধা বিভক্ত আলেমগণ তখন জিহাদী প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুধাবনকারী সচেতন আলেমদেরকে চক্রান্তকারী বিদেশী এজেন্ট বলে অপপ্রচার করতেন। তারা যুক্তি দেখাতেন, ঈমান ঠিক না হলে জিহাদ করে কোনো উপকার হবে না। এভাবে আলেমরা সাধারণ মুসলমানদেরকে জিহাদ থেকে বিরত রেখে অভ্যন্তরীণ কলহে লিপ্ত করেছিলেন। তাদের কাছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়টি নিয়ে মেতে থাকাই ছিলো জিহাদের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। আলেমদের ক্ষুদ্র অংশটি অবর্ণনীয় দুর্ভোগ যাতনা, অত্যাচার নির্যাতন বরণ করে নিলেন। বহু আলেমকে কমিউনিস্টরা জ্যান্ত কবর দিলো, অনেককে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করলো, অনেককে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যন্ত্রণা দিয়ে শহীদ করলো তবুও সত্যাশ্রয়ী আলেমগণ

www.pathagar.com

জিহাদ থেকে বিচ্যুত হননি। সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হকপন্থী আলেমগণ জিহাদ অব্যাহত রেখেছিলেন। অথচ আলেমগণ যদি আত্মকলহ পরিহার করে জিহাদে শরিক হতেন, কমিউনিস্টরা কোনোভাবেই মুসলমানদের সাথে মোকাবেলায় টিকে থাকতে পারতো না। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, রাশিয়ার সত্যাশ্রয়ী আলেমদের তপ্ত খুনে বুখারা-সমরকন্দ থেকে আমু দরিয়া পর্যন্ত প্রতি ইঞ্চি জমিন রঞ্জিত হয়েছিলো। রাজপথের ধারে এমন কোনো গাছ শূন্য ছিল না, কোনো আলেমের লাশ ওখানে না ঝুলছে। কিন্তু এতো ত্যাগ, রক্তবন্যা, অসহ্য নির্যাতন আর জুলুম সবই ধূলিসাৎ হয়ে গেলো যখন মুসলমানদের বেশির ভাগ আলেমের জিহাদবিরোধী প্রচারণা কমিউনিজমের সমর্থন জোগাচ্ছিলো।

অধ্যাপক বুখারী বলেন, মুজাহিদদের সাথে তাদের মা, বোন, যুবতী কন্যা, ছোট ছোট সন্তানরা পর্যন্ত বীরবিক্রমে জিহাদ করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছিলো। যার দৃষ্টান্ত বর্তমান আফগানিস্তান ছাড়া পৃথিবীর কোনো ইতিহাসে নেই। অধ্যাপক বুখারী বলেন, আফগানিস্তানে রাশিয়ার লাল ফৌজ যে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে, আমাদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা ছিলো এর চেয়েও ভয়াবহ। হাজার হাজার মুসলমান যুবতীকে কমিউনিস্ট পশুরা গণধর্ষণে হত্যা করেছিলো। রাশিয়ায় এমন কোনো মুসলমান ঘর ছিলো না যার আঙিনা মুসলমানদের রক্তে প্লাবিত হয়নি। এমন কোনো গলি পথ ছিলো না যেখানে নিহত মুসলমানের তপ্ত খুনের স্রোত বয়ে যায়নি। লাখ লাখ মুসলমানকে বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ করে উদ্বাস্তু করেছিলো। ঘরছাড়া মুসলমানদের আশ্রয় শিবিরগুলো তারা অগ্নিসংযোগ করে জ্বালিয়ে দিয়েছিলো। লাখ লাখ মুসলমানকে দিনের পর দিন মরুভূমিতে অভুক্ত অবস্থায় ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতরাতে কাতরাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিলো। হাজার হাজার মুসলমানকে একত্রিত করে জীবন্ত পেট্রোলের আগুনে পুড়িয়ে কমিউনিস্ট পিশাচেরা নারকীয় উল্লাসে মেতে উঠতো।

অধ্যাপক আইয়ুব বোখারী বললেন, আজ আমরা যে পাহাড়ে বাংকার করেছি, মুজাহিদরা এই পাহাড়েই আশ্রয় নিয়েছিলো। অসম যুদ্ধে একের পর এক মুজাহিদ প্রাণত্যাগ করার ফলে যখন পুরুষশূন্য হয়ে পড়ছিলো। তাদের দেখাদেখি শিশুসন্তানেরাও জিহাদে সশস্ত্র মোকাবেলায় প্রাণ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। অবস্থা এমন ছিলো যে, পুরো মুজাহিদ ক্যাম্পগুলো পুরুষশূন্য হয়ে যাওয়ার পরও এখানকার একটি দুধের শিশুকে পর্যন্ত জীবিত গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়নি রেড আর্মিরা।

এক দুধের শিশুকে পিঠে বেঁধে এক মহিলা যুদ্ধে আহত হন। এমতাবস্থায় কমিউনিস্টরা তাকে গ্রেফতার করলো, শিশুটি আমাদের কাছে দিয়ে দাও, এর কোনো অনিষ্ট করা হবে না। মহিলা ওদের তিরস্কার করে বললেন : 'আমি কখনও চাই না, আমার পেটে ধারণকারী এ শিশুটি তোমাদের কাছে গিয়ে কাফের হয়ে বেঁচে থাকুক। আমি কাফেরের মা হতে রাজি নই। এই বিলের খরস্রোতা নদীতে শিশুটিকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মহিলা। তবুও কাফেরদের হাতে নিজের ইজ্জত ও সন্তানের ভবিষ্যৎ বিসর্জন দেননি। অধ্যাপক বুখারী থেমে গেলেন। অশ্রুভেজা চোখ হাতের রুমাল দিয়ে মুছলেন তিনি। রুশ মুসলমাদের করুণ কাহিনী শুনে আলী ও আবদুর রহমানের দু'চোখ অশ্রুসজল হলো। তারাও চোখ মুছলো।

www.pathagar.com

প্রফেসর আইয়ুব বুখারী বললেন : জানেন, কে ছিলো ঐ মহিলার কোলের শিশুটি? ওই দিনের এই শিশুই আজ আপনাদের মুখোমুখি বসা প্রফেসর বুখারী। আল্লাহর বিশেষ রহমতে আম্মা অতি কষ্টে তীব্র স্রোতের মধ্যে আমাকে উপরে তুলে ধরে কোনমতে পানির ওপর ভেসে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করেন। নদীর তীব্র স্রোত এক পর্যায়ে আম্মাকে অপর তীরে ঠেলে দিলো। আম্মা আমাকে নিয়ে কূলে উঠলেন। সেদিন অলৌকিকভাবেই আমরা বেঁচে গিয়েছিলাম জালেম কমিউনিস্টদের অত্যাচার থেকে।

এখনও বেঁচে আছেন আমার আম্মা। প্রতি বছর একবার এখানে এসে আমার আব্বার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। আব্বা বলতেন : আমার রক্তধারা একটি বিন্দু অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জিহাদ চলবে। আমার বংশের কোনো পুরুষ কাফেরদের মোকাবেলায় অস্ত্র ত্যাগ করে ময়দান ছেড়ে যাবে না। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে জিহাদের ময়দানে মৃত্যু বরণ করা অনেক উত্তম। আব্বা বলতেন, আমার এ কথা ভাবতে ভালো লাগে যে, রাশিয়ায় মুসলমানদের ঈমান, ইসলাম ও স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে আমার বংশের সকল লোক শেষ হয়ে যাবে, তবুও তারা জিহাদবিমুখ হবে না। দুর্ভাগ্যবশত আমার বংশের কোনো রক্তধারা জিহাদ বিমুখ হয়ে যাবে এ কথা ভাবতেও আমার কষ্ট হয়। এমন হলে আমার আত্মা পরপারেও শান্তি পাবে না। আমার আম্মা বলেন, তিনি সর্বদাই তাকে বলতেন, 'তুমি আমার সন্তানদেরকে জিহাদের দীক্ষা দিও ওরা কখনও যেনো কাফেরের সাথে আপস না করে।' আমার দশ বছর বয়সে আব্বা ইন্তেকাল করেন। কিন্তু আম্মা এখনও প্রতি বছর এখানে এসে আমাকে সেই কথা স্মরণ করিয়ে যান। আমি আমার সন্তান ও নাতি নাতনীদেরকে আব্বার অসিয়ত পালনে উজ্জীবিত করছি।

প্রফেসর বুখারী আরেকবার দু'চোখ মুছে বললেন: বেটা! একজন ত্যাগী মুজাহিদ মায়ের অতীত স্মৃতি ও অকুতোভয় পিতার কথা স্মরণ হলে, অতীতের মুসলমানদের ওপর বয়ে যাওয়া রুশদের অত্যাচারের কথা উঠলে আমি স্থির থাকতে পারি না।

প্রফেসর আইয়ুব বুখারী, আলী ও আবদুর রহমান সবার চোখ থেকে ঝরঝর করে পানি গড়িয়ে পড়ছিলো। প্রফেসর বুখারী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন : ভাই আলী! আফগান মুজাহিদদের চরম সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, শুরু থেকেই তারা পাকিস্তানের মতো একটি অকুণ্ঠ সহযোগী প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সর্বময় সহযোগিতা পেয়ে আসছে। সামরিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান সরকার ও পাকিস্তান জনগণ মুজাহিদদের অব্যাহত সমর্থন ও সাহস জুগিয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া মুসলিম বিশ্বের সার্বিক সমর্থন ও সহযোগিতাও আফগান মুজাহিদদের শক্তি জোগাচ্ছে। 'শত্রুর শত্রুই বন্ধু' নীতিতে সোভিয়েত বিরোধী শক্তিও মুজাহিদ বাহিনীকে ব্যাপক সহযোগিতা করেছে। কিন্তু কমিউনিস্ট বিপ্লব বিরোধী রুশ-তুর্কী মুজাহিদদের বেলায় বিশ্ব পরিস্থিতি এমন ছিলো না, প্রতিবেশী কোনো রাষ্ট্র একবারও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেনি। মুসলিম বিশ্বের অবস্থাও তখন হ-য-ব-র-ল। টালমাটাল উসমানিয়া সালতানাত। আরব বিশ্ব তখন ছিলো দৈন্যদশায় জর্জরিত। তদুপরি কমিউনিস্ট অপশাসন মুসলমানদের ঘাড়ে চেপে বসায় সুযোগ পেতো না যদি না রাশিয়ার অপরিণামদর্শী আলেমদের কর্মকাণ্ড লাল বিপ্লবের রসদ না জোগাতো। আফগান শাসক আমানুল্লাহ নাদির শাহ আফগানিস্তানে স্বাধীনতা ও ঈমানের বিনিময়ে রুশ

www.pathagar.com

কমিউনিস্টদের গোলামি খরিদ করা সঙ্গিন সময়ে তোমরা জিয়াউল হকের মতো তেজোদীপ্ত ঈমানদার সহযোগী পেয়েছো। যিনি নিজের সৎসাহসিকতা ও দৃঢ়তা দ্বারা নিজ দেশের মানুষকেই সহযোগী করেননি। পুরো মুসলিম বিশ্বকে আফগানদের সাহায্যে টেনে এনেছেন। কিন্তু তৎকালীন রাশিয়ার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকা, ফ্রান্স ও ব্রিটেন আমাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসেনি। মুসলিম বিশ্বের কোনো নেতাও আমাদের পক্ষে টুঁ শব্দটি উচ্চারণ করেননি।

১৯৮০-এর প্রথম দিকে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের রেডিও ভাষণে শুনতে পেলাম।

তিনি বললেন : রাশিয়া বুখারা ও সমরকন্দ শক্তির দাপটে অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে। সমরকন্দ, বুখারা মুসলমানদের পবিত্র ভূমি। এসব স্থান দখল করার কোনো বৈধতা কমিউনিস্টদের নেই। জিয়াউল হকের ভাষণ শুনে এই প্রথম বুঝতে পারলাম বিশ্বে আমাদের পক্ষে কথা বলার মতো শক্তিশালী ব্যক্তি অন্তত একজন হলেও আছেন। তার ভাষণ শুনে দু'চোখ পানিতে ভরে গেলো। পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করলাম যে সত্তর বছর পর আমাদের কথা একজন রাষ্ট্রপ্রধান স্মরণ করলেন।

জিয়াউল হকের পক্ষে আমাদের জন্য সরাসরি কোনো সাহায্য করার সুযোগ ছিলো না। দুদিক থেকে দুশমন তাকে অক্টোপাসের মতো আটকে রেখেছে, একদিকে হিন্দু পৌত্তলিক ভারত তার মাথার ওপর সঙ্গিন উঁচিয়ে রেখেছে, অপরদিকে দৈত্যের মতো রুশ লাল ফৌজ ঘিরে আছে আফগান সীমান্তে। এমতাবস্থায় পাকিস্তানের অস্তিত্ব নিয়েই আমরা চিন্তিত। আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করি, আল্লাহ যেন পাকিস্তানকে উভয় দৈত্যের কবল থেকে রক্ষা করে আরো শক্তিশালীরূপে গড়ে তুলেন। রুশ মুসলমানদের দুরবস্থার কথা উচ্চারণ করা জিয়াউল হকের জন্য ছিলো একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। এটা ছিলো বিশ্ব নেতৃত্বের গালে এক যথার্থ চপেটাঘাত। কোনো মুসলমান নেতার মুখে রুশ মুসলমানদের কথা সত্তর বছর পর্যন্ত উচ্চারিত হয়নি। এমন একটি আহ্বান শোনার জন্য রুশ মুসলমানরা সত্তর বছর পর্যন্ত চরম অপেক্ষায় প্রহর গুনছিলো। জিয়াউল হকের ভাষণ শুধু রুশ মুসলমানদেরকেই উজ্জীবিত করেনি। সারা বিশ্বকে সোভিয়েত ইউনিয়নে মুসলমানদের দুরবস্থার কথা জানিয়ে দিয়েছে। চেতনাবিস্মৃত রুশ মুসলমানরাও হারানো অনুভূতি ফিরে পেয়েছে, বুঝতে পেরেছে, যে সত্যিই রাশিয়ায় মুসলমানরা আজাদি হারিয়ে কত জঘন্য দাসত্ব বরণ করেছে। সোভিয়েত সরকার প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের এ ঘোষণায় আঁতকে উঠেছিল। সোভিয়েত শাসকবৃন্দ প্রেসিডেন্টের ভাষণকে বিশ্বের সুপার পাওয়ার রাশিয়ার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ মনে করেছিলো। সোভিয়েত পত্রিকাগুলো পূর্ব থেকেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছিলো। বর্তমানে তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। জিয়াউল হক রুশ শাসকদের আরাম হারাম করে দিয়েছেন। প্রফেসর আইয়ুব বুখারী বলেন, আমরা প্রত্যাশা করি, আফগানিস্তান স্বাধীনতা লাভের পর পাকিস্তান ও আফগানিস্তান সম্মিলিতভাবে আমাদের যুদ্ধে সহযোগিতা করবে। উভয়ের সহযোগিতা পেলে আমরাও রাশিয়াকে আমাদের আবাসভূমি থেকে দখলদারিত্ব ছেড়ে পালাতে বাধ্য করতে পারবো।

আলী প্রফেসর বুখারীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললো : আপনার সাথে আলোচনা করে রুশ মুসলমানদের পূর্বাপর ইতিহাস সম্পর্কে আমার ধারণা আরো স্বচ্ছ হয়েছে। আমি রুশ

www.pathagar.com

আফগান মুজাহিদের অভিন্ন মনে করি। ভৌগোলিক অবস্থানে ভিন্নতা থাকলেও চেতনার দিক থেকে আমরা অভিন্ন। আজ আফগানিস্তানের মুসলমানদের ওপর রাশিয়ার যে অত্যাচার চলছে, এ জুলুম অত্যাচার রুশ মুসলমানদের লাশ মাড়িয়েই আফগানিস্তানে পৌছেছে। আপনাদের ওপর কমিউনিস্ট রাশিয়া যে প্রক্রিয়ার নির্যাতনের সূচনা করেছিলো, বর্তমানে আফগানিস্তানের মুসলমানদের ওপর তারই অনুশীলন চলছে। অতীতের আফগান সরকার সোভিয়েত আগ্রাসনের মোকাবেলায় আপনাদের সহযোগিতা না করার জন্য আফগান জনসাধারণ মোটেও দায়ী নয়। তখনকার শাসকগোষ্ঠীর কাপুরুষতাই এর জন্য দায়ী। শাসকগোষ্ঠীর কাপুরুষতার মূল্যই আজকের আফগান জাতির বিপুল রক্তের বিনিময়ের পরিশোধ করতে হচ্ছে।

আইয়ুব বোখারী আলীর কথা শুনে বললেন হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো বেটা! রুশ মুসলমানদের অনেকেই তৎকালীন আফগান সরকারের অসহযোগিতাকে তাদের পরাধীনতার জন্য দায়ী করে থাকে। আবেগে বশীভূত হয়ে আমি এ কথা বলে ফেলেছি। তবে সত্য ও আমার সঠিক অবস্থান হলো, আফগান মুজাহিদদেরকে আমরা জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। মুজাহিদদের বিজয় ও পরাজয়কে নিজের বিজয় পরাজয় মনে করি। আমরা রুশ মুসলমানরা তো আফগানদের বিজয়ের সাথে আমাদের ভবিষ্যৎ মুক্তির স্বপ্ন দেখছি।

একটু থেমে প্রফেসর আইয়ুব বুখারী বললেন, আলী! আমি অকপটে তোমাকে জানাচ্ছি যে আফগানিস্তানের মুজাহিদদের জিহাদী প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েই আমরা রাশিয়ার মুসলমানদেরকে জিহাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে আত্মনিয়োগ করেছি এবং সশস্ত্র জিহাদের সূচনা করেছি। জীবনের শুরু থেকেই কমিউনিজম বিরোধী জনমত গঠনে আমি কাজ করেছি। কিন্তু ক্যাম্প স্থাপন করে দস্তুরমতো যথার্থ জিহাদের সূচনা আফগানদের দেখেই শুরু করেছি। বর্তমান এই ক্যাম্পে শতাধিক মুজহিদ সামরিক প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। বিগত পাঁচ বছরে পাঁচ হাজার মুজাহিদ সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে স্ব স্ব পেশায় ফিরে গেছে।

রাশিয়ায় কমিউনিজম বিরোধী মুজাহিদ রিক্রুট করা খুবই কঠিন ব্যাপার। একে তো সিংহভাগ মুসলমান স্বাধীন চেতনা হারিয়ে বসেছে, দ্বিতীয়ত কেজিবির কঠিন জাল ভেদ করে সশস্ত্র প্রশিক্ষণে যোগদান খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার। এখানে পৌছতে একজন মুজাহিদকে বহু ঘাঁটি ও বন্ধুর পথ অতিক্রম করে আসতে হয়। বহু বাধা তাকে ডিঙাতে হয়।

এখানে আমরা প্রত্যেক মুজাহিদকে ছয় মাসের সামরিক ও সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ দিয়ে স্ব স্ব কর্মে ফিরে যেতে নির্দেশ দেই। অবশ্য তাদের প্রতি অনুরোধ থাকে, বছরের একটি মাস অন্তত প্রত্যেক মুজাহিদকে ক্যাম্পে কাটাতে হবে এবং বাকি এগারো মাস সে নিজ পেশায় নিয়োজিত থাকে সতর্কতার সাথে সাংগঠনিক কাজ করবে আর জিহাদের ফান্ড সংগ্রহ করবে। সদস্য সংখ্যা বাড়ানোও তাদের অন্যতম দায়িত্ব।

প্রফেসর আইয়ুব বুখারী বললেন, আমাদের কাছে জিহাদ পরিচালনার মতো প্রয়োজনীয় অস্ত্রসামগ্রী বলতে গেলে কিছুই নেই। আমরা একান্তভাবে কামনা করি যে আফগান মুজাহিদরা আমাদের সাহায্য করবে। অর্থাৎ যেসব অস্ত্র তারা রুশবাহিনীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, এসব থেকে আমাদের কিছু দেবে। এর জন্য আমরা উচিত মূল্য অবশ্য

www.pathagar.com

পরিশোধ করবো। এর সাথে সাথে আমরা অন্য একটি তাকিদ খুব বেশি অনুভব করছি, আশা করি আফগানি মুজাহিদরাও এ অভাবটুকু পূরণেও আমাদের সাহায্য করবে, তাহলো রুশ ভাষায় ইসলামী সাহিত্য ও দুর্লভ পুস্তকাদি ছেপে সরবরাহ করা। আর সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষক দিয়ে সাহায্য প্রদান।

আলী প্রফেসর আইয়ুব বুখারীর প্রত্যাশার জবাবে বললো, রাশিয়ার রুশ ভাষায় বই-পুস্তক সরবরাহের কাজ আহমদ খান নামের এক লোক করছেন, পাকিস্তানে রুশীয় ভাষায় ইসলামী বই-পুস্তক প্রিন্টিংয়ের কাজ চলছে। অচিরেই আশা করা যায়, পর্যাপ্ত পরিমাণে ইসলামী সাহিত্য রুশ মুসলমানদের জন্য সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

আমার মনে হয়, রুশ মুসলমানদের ইসলামী পুস্তকাদির প্রয়োজন অস্ত্রের চেয়েও বেশি। আপনি যে তিনটি চাহিদার প্রস্তাব করেছেন আমি আফগানিস্তান গিয়ে আমার চিফ কমান্ডারের সাথে এ নিয়ে আলোচনা করবো। আপনার প্রস্তাবিত প্রয়োজন ছাড়াও সম্ভব সব ধরনের সহায়তা করতে আমরা সর্বক্ষণ সচেষ্ট থাকব ইনশাআল্লাহ।

অনেক রাত হয়ে গেছে তখন। আলোচনার বিরতি টেনে প্রফেসর বুখারী বললেন, আপনারা এখন বিশ্রাম করুন, আগামীকাল বাকি কথা হবে।

পরদিন প্রফেসর আইয়ুব বুখারী আলী ও আবদুর রহমানকে ক্যাম্প ঘুরিয়ে দেখালেন, ক্যাম্পের অবস্থান ও কৌশলগত সুবিধার কথাও বুঝিয়ে বললেন। ক্যাম্পের অবস্থান ও কৌশলগত বিষয়ে আলী বেশ কিছু পরামর্শ দিলো। প্রফেসর বুখারী সাথে সাথে আলীর কথাগুলো নোট করে নিলেন। ক্যাম্পের স্থাপনা, বাংকার আলী ও আবদুর রহমানকে দেখানোর পর নিজ আস্তানায় ফিরে এসে প্রফেসর বুখারী সকল মুজাহিদের উদ্দেশে নির্দেশ পাঠালেন, আজ সন্ধ্যায় সকলে আবার বাংকারে সমবেত হবে। সকল মুজাহিদ প্রফেসর বুখারীর বাংকারে মাগরিবের নামাজ আদায় শেষে বসলো। আইয়ুব বুখারী সমবেত মুজাহিদের কাছে আলী ও আবদুর রহমানের পরিচয় দিয়ে আলীকে আফগান জিহাদ সম্পর্কে উপস্থিত মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখার অনুরোধ করলেন।

আলী রুশ মুসলমান মুজাহিদদের কাছে আফগান জিহাদের বিস্তারিত বর্ণনা শেষে বললো, আমি মুজাহিদদেরকে ভৌগোলিক সীমানায় বিভক্ত ও আবদ্ধ করার পক্ষে নই।

মুজাহিদের বড় পরিচয় সে মুজাহিদ। সে আফগানী হোক, রুশীয় হোক, ফিলিস্তিনি, কাশ্মীরি, আরাকানি সবাই মুজাহিদ, সবাই ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ, আজাদির সৈনিক। এ ক্ষেত্রে কোন ধরনের বিভক্তি টানা উচিত নয়। এসব চিন্তা মুজাহিদদের মধ্যে ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক বিভক্তি সৃষ্টি, নেতৃত্বের মোহ এবং জাগতিক উদ্দেশ্যের প্রকাশ ঘটায়। এমনটি আল্লাহর পথে খাঁটি জিহাদের পরিচায়ক নয়। প্রকারান্তরে, যারা এ ধরনের চিন্তা করে তারা মুসলমানদের দুশমন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের লক্ষ্য সকল পরাধীন মুসলমানের আজাদি পুনরুদ্ধার করা। ভৌগোলিক বিভক্তি সৃষ্টি দ্বারা কখনও বিশ্বের সকল পরাধীন মুসলমানের মুক্ত করা সম্ভব নয়। বিশ্বের সকল মুজাহিদকে এক ও অভিন্ন মন-মানসিকতা নিয়ে জিহাদ করতে হবে।'

আলীর বক্তৃতা শেষ হলে সমবেত সকল রুশ মুজাহিদ উচ্চ আওয়াজে আলীকে মুজাহিদরা জিহাদ, বিশ্ব মুসলিমের অবস্থা এবং আফগান জিহাদ সম্পর্কে বহুবিধ প্রশ্ন করে। আলী

www.pathagar.com

সুন্দরভাবে সকল প্রশ্নের জবাব দেয়। সবাই আলীর জবাবে সন্তুষ্ট হয় এবং আলীর আগমনে নিজেদের সৌভাগ্যের কথা জানিয়ে ধন্যবাদ জানায়। গভীর রাত পর্যন্ত মুজাহিদদের সাথে আলীর মতবিনিময়ের পর্ব চললো।

প্রফেসর আইয়ুব বুখারীর অনুরোধে আলী ও আবদুর রহমানকে এক সপ্তাহ অবস্থান করে এখানের মুজাহিদদেরকে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়। আইয়ুব বুখারীকে বহু দরকারি পরামর্শ দেয়। এক সপ্তাহ কাটানোর পর আলী আইয়ুব বুখারীর কাছে বিদায় প্রার্থনা করে। আইয়ুব বুখারী ভরাক্রান্ত দরদি কণ্ঠে বললেন, ভাই আলী! আশা করি আফগানিস্তান যেয়ে আমাদের ভুলে যাবে না। আলী তাকে আশ্বাস দিলো, কখনও ভুলবো না। ইনশাআল্লাহ দেখবেন, কয়েক মাসের মধ্যে ইসলামী বইপুস্তক আসতে শুরু করেছে। বিদায় বেলা সকল মুজাহিদ সমবেত হয়ে বিশ্বের সকল নির্যাতিত মুসলমানের মুক্তির জন্য মোনাজাত করলো এবং তকবিরে তকবিরে মুখরিত করে আফগান কমান্ডার আলী ও আবদুর রহমানকে বিদায়ী অভিবাদন জানালো।

আলী ও আবদুর রহমানের সফর সহজ হওয়ার জন্য প্রফেসর বুখারী কয়েকটি ঘোড়ার ব্যবস্থা করলেন। দু'টিতে তারা আরোহণ করে অন্যগুলোতে ক'জন সাথী মুজাহিদ পাঠালেন ঘোড়াগুলো ফেরত এবং যাত্রাপথ নিষ্কণ্টক করে তাদের নিরাপদ স্থানে এগিয়ে দিয়ে আসার জন্য। ঘোড়ায় চড়ে রওয়ানা দিয়ে এক দুপুরেই আলী ও আবদুর রহমান মেইন সড়কের কাছে রাখা তাদের গাড়ির কাছে পৌঁছে গেলো। সাথী মুজাহিদদের বিদায় দিয়ে গাড়ি নিয়ে আলী ইসমাইল সমরকন্দির বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়। অনেক রাতে তারা ইসমাইল সমরকন্দির বাড়িতে হাজির হয় এবং সেখানেই থাকতে মনস্থ করে।

ইসমাইল সমরকন্দি আলীকে জানান, আপনাদের যাত্রা অনেক সুগম হয়েছে, স্টিমার এসে গেছে। স্টিমারেই আপনারা ফিরতে পারবেন। পরদিন ইসমাইল সমরকন্দি তার নিজস্ব গাড়িতে করে আলী ও আবদুর রহমানকে আমু দরিয়ার তীর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিলেন এবং স্টিমারে আরোহণের সকল ব্যবস্থা নিজে থেকেই তদারকি করলেন।

দরিয়া পার হয়ে আলী আবদুর রহমানকে নিয়ে আহমদ খানের বাগানে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেল। আহমদ খানের অনুরোধে তাদের রাত এখানেই কাটাতে হলো। আহমদ খান রাশিয়ার পরিস্থিতি কী জানতে চাইলেন।

আলী সফরের মোটামুটি একটি চিত্র সামনে তুলে ধরে অনুরোধ করলো, আপনি খুব শীঘ্রই রুশ ভাষায় ছাপানো ইসলামী বই-পত্র ওপারে পাঠানোর চেষ্টা করুন। ওখানে ইসলামী বইয়ের তীব্র প্রয়োজন আর এর পাশাপাশি রুশ মুজাহিদদের জন্য অস্ত্র প্রেরণের ব্যবস্থাও আপনাকে করতে হবে। অনেক যুক্তি-তর্কের পর আহমদ খান বই-পুস্তক এবং অস্ত্র উভয় রাশিয়ায় সরবরাহ করার জন্য রাজি হলেন।

দ্বিতীয় দিন তারা কমান্ডার যবান গুল খানের ক্যাম্পে পৌঁছে এবং রাশিয়ায় সফরের রোমাঞ্চকর কাহিনী মুজাহিদদের শোনায়। মুজাহিদরা আলীর রাশিয়া সফরের বর্ণনা শোনে আরো উজ্জীবিত হয়। যবান গুল খানের ক্যাম্প হয়ে দ্রুত আলী নিজ ক্যাম্পে পৌঁছলো এবং সর্বাগ্রে দরবেশ খানের সাথে বৈঠকে মিলিত হলো। এক দেড় মাসের মধ্যে দরবেশ খান বেশ কয়েকটি সফল অপারেশন পরিচালনা করেছেন। আলীর অনুপস্থিতিতে দরবেশ খান

www.pathagar.com

তার যাবতীয় কার্যক্রমের বর্ণনা দিলে আলী তার সুষ্ঠু কমান্ডিংয়ে অভিভূত হয়ে দরবেশ খানকে ধন্যবাদ জানায়। এক সপ্তাহ আলী ক্যাম্পে অবস্থান করে সকল অধীনস্থ মুজাহিদ কমান্ডারের সাথে পর্যায়ক্রমে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নিয়ে পরামর্শে বসে। তারপর আবদুর রহমানকে নিয়ে হেডকোয়ার্টারের দিকে রওয়ানা হয়।

হেডকোয়ার্টারে এসে আলী তার রাশিয়া সফরের বিস্তারিত ঘটনাবলি সম্পর্কে চিফ কমান্ডারকে অবহিত করে। চিফ কমান্ডার আলীর দুঃসাহসিক রাশিয়া সফরের কাহিনী দারুণ অভিভূত হন। তিনি আলীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, রাশিয়ায় প্রফেসর আইয়ুব বুখারীর মতো বিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন আমরা অনেকদিন থেকেই অনুভব করছি, তুমি একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে এসেছো। আমরা শীঘ্রই আইয়ুব বুখারীকে সব ধরনের সহযোগিতা দানের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। চিফ কমান্ডার আলীকে বললেন, তুমি অনেক দিন বাইরে কাটিয়ে এসেছো। তাহেরাকে পাকিস্তান পাঠিয়ে আর খোঁজ নেয়ার সময়ও পাওনি। এখন ওর সাথে দেখা করে এসো।

পাকিস্তান থেকে এসে আইয়ুব বুখারী সম্পর্কে কি করা যায়, সে ব্যবস্থা তোমাকেই নিতে হবে। আগ্রহী হলে আবদুর রহমানকেও তোমাদের সাথে পাকিস্তান নিয়ে যাও! পাকিস্তানে রুশ ভাষায় ইসলামী বই-পুস্তক মুদ্রণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে আবদুর রহমানের তত্ত্বাবধানে আফগানিস্তনেই আমরা রুশ মুজাহিদদের দিয়ে জরুরি পুস্তকাদি ছাপানোর ব্যবস্থা নেবো।

চিফ কমান্ডারের নির্দেশে আলী আবদুর রহমানকে নিয়ে পাকিস্তানে এলো। তাহেরা, খলিল ও তাহেরার আম্মা আলী ও আবদুর রহমানের আগমনে যারপরনাই খুশি হলো। যুবাইদা ও আবদুর রহমানের আম্মার পাঠানো উপহার তারা সানন্দে গ্রহণ করলো।

তাহেরা আবদুর রহমানকে বললো : ভাইজান! আমার পক্ষ থেকে কি যুবাইদাকে কিছু দেয়া হয়েছিল? আবদুর রহমানের পক্ষে আলী তাহেরার জবাবে বলে : কেবল একটি নয়, অনেকগুলো দামি ও পছন্দনীয় উপহার তোমার পক্ষ থেকে যুবাইদাকে এবং আবদুর রহমানের আম্মাকে দেয়া হয়েছে। কুশল বিনিময়ের পর তাহেরা আলী ও আবদুর রহমানের জন্য নাস্তার ব্যবস্থা করতে রান্না ঘরের দিকে চলে যায়।

আবদুর রহমান তাহেরার মায়ের সাথে বিগত দিনের পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছে, এর ফাঁকে আলী খলিলের লেখাপড়া এবং তার মাদরাসার হালহাকিকত জেনে নিলো।

এক সকাল। আলী ও আবদুর রহমান নাস্তা করছে।

আবদুর রহমান বললো, আলী! রণাঙ্গন ছেড়ে এলাম এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলো! শুধু বসে বসে দিন কাটছে, আম্মা ও তাহেরার সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা ছিলো তা তো হয়েছে। তা ছাড়া আমার এখানে থাকার তো কোনো দরকার নেই। তাড়াতাড়ি রণাঙ্গনে ফিরে যাওয়া উচিত। একটু দূরে বসে তাহেরা রুটি সেঁকছিলো। আবদুর রহমানের কথা শুনে তাহেরা বললো, ভাইজান! আমার আদর যত্নে কোনো ত্রুটি হয়েছে নাকি! আসলেন এক সপ্তাহ হলো না; আপনি চলে যাওয়ার জন্য হাঁসফাঁস করছেন! পুরো মাস থেকে না গেলে আমি মনে করবো, হয়তো আদর যত্নে কোনো ত্রুটি হয়েছে। অথবা আমার এখানে থাকতে আপনার কষ্ট হচ্ছে। আমাদের প্রতি আপনার মনে আদৌ দরদ নেই। আবদুর রহমান বললো :

www.pathagar.com

না তাহেরা! এমন মনে করার কোনো অবকাশ নেই। তোমার মতো বোনের কাছে হাজার বছর থাকলেও আদর যত্নের ঘাটতি হবে না। তা ছাড়া মন তো চায় তোমার কাছে অনেক দিন থাকি, কিন্তু ভাই! কোন মুজাহিদের পক্ষে জিহাদের ময়দান ছাড়া অন্য কোথাও মন টেকার কথা নয়, তা তো তুমি অবশ্য বুঝো!

আলী বললো, আবদুর রহমান! আমারও কেমন জানি একঘেয়েমি লাগছে। আমার হাতে খুজলি দেখা দিয়েছে। বহুদিন হয়ে গেল বন্দুক ব্যবহার করতে পারছি না। হাত পা ছমছম করছে। আমার ইচ্ছে করে আমি এখনই রণাঙ্গনে ফিরে গিয়ে জিহাদে শরিক হই।

অনতিদূরে একটি মোড়ায় বসে খলিল তাদের কথা শুনছিলো।

সে আবদুর রহমানের উদ্দেশে বললো : আবদুর রহমান ভাই! আমার কাছে একটি প্রস্তাব আছে, এটা গ্রহণ করলে আপনার সময়ও কেটে যাবে, একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজও হয়ে যেতে পারে। কী প্রস্তাব তোমার খলিল! জানার আগ্রহ দেখে খলিল বললো : পাকিস্তানে ব্যাপক চোরাগুপ্তা হামলা এবং বোমাবাজি হচ্ছে। এসব অপকর্মের সাথে কিছু বিভ্রান্ত লোক জড়িত, যদিও কাজটি রুশ গোয়েন্দারাই পরিচালনা করছে। এসব চোরাগোপ্তা হামলায় শরণার্থী ও পাকিস্থানিদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। এদের চিহ্নিত করে নির্মূল করতে পারলে পাকিস্তানি সুহৃদয় এবং আফগান উদ্বাস্তু মুজাহিদ উভয়েরই উপকার হবে। আমার মনে হয় আপনি এদের নির্মূল করার সিদ্ধান্ত নিলে অবশ্যই সফল হবেন এবং রুশ গোয়েন্দাদেরও পাকড়াও করতে পারবেন। ওহ! খুব ভালো একটা প্রস্তাব তুমি করেছো খলিল! তবে কাজটি কিন্তু খুব সহজ নয়। একটু ভেবে বললো, আবদুর রহমান।

আলী এতোক্ষণ খলিল ও আবদুর রহমানের কথা শুনছিলো। এক পর্যায়ে আলী বললো : খলিল যা বলেছে, তা নিঃসন্দেহে একটা রূঢ় বাস্তব।

মুজাহিদ নামধারী কতিপয় গাদ্দার পার্থিব স্বার্থে কেজিবির চরবৃত্তি শুরু করেছে। যার ফলে পাকিস্তানে আফগান শরণার্থীদের মধ্যে জিহাদ সম্পর্কে সৃষ্টি হয়েছে মারাত্মক বিভ্রান্তি। পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে এরাই ব্যবহৃত হচ্ছে ধ্বংসাত্মক বোমাবাজি ও চোরাগোপ্তা হামলার ক্রীড়নক হিসেবে এ ব্যাপারে তোমার ধারণা কী আবদুর রহমান!

ওরা যে শুধু শরণার্থীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে তা নয়। পাকিস্তানে অবস্থানরত মুজাহিদ নেতাদের গুপ্ত হত্যায় ওদের হাত রয়েছে। হ্যাঁ, আজ থেকেই আমরা এদের দমন কাজ শুরু করবো। আবদুর রহমান দৃঢ়কণ্ঠে বললো।

আবদুর রহমানের সুদৃঢ়সঙ্কল্প শুনে আলী বললো, আবদুর রহমান! তুমি খলিলকে নিয়ে এ কাজ শুরু করতে পারো। আমি এখানে মুজাহিদ ইনচার্জের সাথে আজই কথা বলবো।

মুজাহিদ ইনচার্জকে বলতে হবে আমাদের এ পরিকল্পনা যেন ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে না পারে। আবদুর রহমান আলীকে সতর্ক করে দিলো।

রাতে আলী ও আবদুর রহমান গভীরভাবে ভেবেচিন্তে দু'জনের মধ্যে দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিলো। আলী বস্তি, দোকানপাট ও বাণিজ্যিক এলাকায় অনুসন্ধান চালাবে, দুস্কৃতকারীদের কোন ক্লু পাওয়া যায় কি না। আর আবদুর রহমান সরকারি অফিস, হাসপাতাল, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানে অনুসন্ধান করবে।

খলিল পড়ার ফাঁকে উভয়ের কাজে সাধ্যমতো সহযোগিতা করতে শুরু করলো।

www.pathagar.com

দু'সপ্তাহ অনেক অনুসন্ধান চালানো পরও তার কোন ক্লু বের করতে পারলো না। এদিকে রণাঙ্গন ছেড়ে তাদের পাকিস্তানে চব্বিশ দিন গত হয়েছে। তাদের কাজের কোন কিনারা হলো না। সারাদিন গভীর মনোযোগ সহকারে অনুসন্ধান করে রাতে তিনজন কাজের পর্যালোচনা করে পরদিন আবার বেরিয়ে পড়ে। মোটামুটি সন্ধ্যার পরপরই যেখানেই থাকুক সবাই বাসায় ফিরে আসে। আজ আলী ও খলিল সন্ধ্যার আগেই বাসায় ফিরে এসেছে। কিন্তু আবুদর রহমান এখনও ফিরে আসেনি। আলী আবদুর রহমানের আগমনের জন্য অপেক্ষা করছে। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত প্রায় সাড়ে আটটা বেড়ে গেল। আবদুর রহমান ফিরছে না। অথচ পাকিস্তানের এ সীমান্ত অঞ্চলটি মোটেই নিরাপদ নয়। গোত্রশাসিত এ অঞ্চলে রাতে আনাগোনা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। অস্ত্রধারী পেশাদার ডাকাতরা হর-হামেশা পথচারীদের ওপর আক্রমণ করে। রাত্রে কেউ একাকী তো দূরের কথা, দলবল নিয়ে সশস্ত্র অবস্থায়ও বাইরে যাওয়া নিরাপদ মনে করে না। কোন সময় ওঁৎ পেতে থাকা ডাকাত দল অতর্কিত হামলা করে অস্ত্র-সম্পদ সবই ছিনিয়ে নিতে পারে। এ অঞ্চলে এই ট্র্যাজেডি শত বছরের পুরনো। একথা ভেবে বাসার সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লো, অস্থিরভাবে ঘরের মেঝে পায়চারি করছিলো আলী।

এক পর্যায়ে আলী তার মুজাহিদ এজেন্সিতে ফোন করলো। কিন্তু সেখানে আবদুর রহমানের কোন সন্ধান পাওয়া গেলো না। বিষণ্ন মনে আলী তাহেরার কাছে আশঙ্কা ব্যক্ত করে বললো, তাহেরা! আমার ভয় হচ্ছে যে, আবদুর রহমান রাশিয়ান এ কথা যদি কেজিবির পাকিস্তানি এজেন্টরা জেনে ফেলে, তাহলে ওরা আবদুর রহমানকে অপহরণ করতে পারে।

তাহেরা ও তার আম্মা আবদুর রহমানের অমঙ্গল চিন্তায় ভীষণ কাতর হয়ে পড়েছিলেন। আলীর মুখে আশঙ্কাজনক কথা শুনে তাহেরা অনুযোগের স্বরে বললো : আপনি ঘরে টহল দেবেন, না কিছু করবেন? অনুগ্রহপূর্বক আমার ভাইয়ের জন্য কিছু একটা করুন আল্লাহ না করুন তার কিছু...। আলী মুজাহিদ অফিসে টেলিফোন করে একটি গাড়ি আনলো। দু'জন সশস্ত্র মুজাহিদকে বললো গাড়িতে থাকতে। খলিলকে সঙ্গে করে নিজে গাড়ি চালিয়ে সম্ভাব্য জায়গায় খোঁজ করলো। কিন্তু আবদুর রহমানকে পাওয়া গেলো না। মুজাহিদ অফিসের গেটকিপারকে বললো, আবদুর রহমান সাহেব অন্যান্য দিনের মতো অফিস বন্ধ হওয়ার সময়েই চলে গেছেন। কিন্তু কোথায় গেছেন এমন কোন সন্ধান করো কাছে পাওয়া গেল না। রাত সাড়ে দশটায় ভগ্নমনে আলী বাসায় ফিরে আসে।

তাহেরা আবদুর রহমানের নিখোঁজ সংবাদে ভেঙে পড়ে। তার দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে অজস্র অশ্রু। আলী তাহেরাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু তাতে তাহেরার কান্না আরো বেড়ে যায়। সে এবার ডুকরে কেঁদে ওঠে। তাহেরার কান্না দেখে আলীও ভড়কে গেলো, ভেবে পাচ্ছিলো না, যে মেয়ে আপন ভাইকে নিজে হাতে হত্যা করে এক ফোঁটা চোখের পানি ফেললো না। এতটুকু দুঃখ প্রকাশ করলো না, আর সেই মেয়ে পাতানো ভাইয়ের জন্য এভাবে কান্নায় ভেঙে পড়েছে। আলী একটু কঠিন হলো। বললো, তাহেরা! আবদুর রহমান কোন অবুঝ শিশু নয়। যদি ওকে কেজিবি অপহরণ করে থাকে, তবে যেভাবেই হোক আগামীকালের মধ্যে আমি ওকে মুক্ত করবো ইনশাআল্লাহ। যেখাইে থাক না কেন? ওকে আমি খুঁজে বের করবই করব। আবদুর রহমান যদি আমার আপন ভাই হতো, তাহলে সে

www.pathagar.com

শহীদ হলেও আমি এতটুকু বিচলিত হতাম না কিন্তু সে আমার আপন ভাইয়ের চেয়েও পরম আত্মীয়। যে পবিত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে আমাকে বোন হিসেবে গ্রহণ করেছে, পরদেশী হয়েও আমাদের স্বাধীনতা ও মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষার্থে জিহাদ করছে, নিজে মা-বাবা, প্রেমিকার স্নেহ-মায়া ভালোবাসা উপেক্ষা করে দ্বীনের স্বার্থে নিজেকে উৎসর্গ করেছে, মৌখিক ডাকের বোন হলেও ভাই হিসেবে আমাকে যে স্নেহ দিয়েছে, পৃথিবীতে এর নজির খুবই কম পাবেন।

আমি তার কেন অনিষ্ট কল্পনাও করতে পারছি না। তা ছাড়া সে আমাদের মেহমান, তার সকল শুভ দিক হেফাজত করা আমাদের দায়িত্ব। আমি আর ভাবতে পারছি না। খোদার কসম! আপনি ওর জন্য কিছু একটা করুন।

তাহেরার মা আলী ও তাহেরা উভয়কে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন আর বিক্ষিপ্তভাবে নিজেদের পেরেশানি নিয়ে কথা বলছিলেন। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো।

আলী রিসিভার উঠালেই ওপাশ থেকে আবদুর রহমানের কণ্ঠ ভেসে এলো। মুহূর্তের মধ্যে চেহারার সকল দুশ্চিন্তা খুশির আভায় তলিয়ে গেলো।

আলী উচ্চস্বরে বলে উঠলো : আবদুর রহমান! তুমি কোথায়? কোত্থেকে বলছো এতো রাত হলো এখনও তুমি বাসায় ফিরলে না। তোমাকে সারা শহর খুঁজে আমরা হয়রান। বাসায় কারো পানাহার নেই। কাঁদতে কাঁদতে তাহেরার অবস্থা একেবারে বেহাল!

ভাই আলী! আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সুস্থ আছি। তাহেরাকে আমার কুশল জানাও, আম্মাকেও বলো। আর হ্যাঁ, তুমি এক্ষুনি মুজাহিদ দফতরে এসো। আমি মুজাহিদদের দু'টি গাড়ি পাঠিয়েছি। আসার সময় পথে যেসব মুজাহিদ অবস্থানরত আছে সবাইকে নিয়ে এসো। তবে বাসায় দু'জন সশস্ত্র পাহারাদার রেখে আসতে ভুল করো না। আলী : কোন গোয়েন্দা আড্ডার সন্ধান পেয়েছো মনে হয়?

আবদুর রহমান : হ্যাঁ।

তাহেরাকে দু' কথা বলে শান্ত করো যে, তুমি ভালো আছো, নিরাপদে আছো, সুস্থ আছো।

তাহেরা দ্রুত আলীর হাত থেকে রিসিভার নিয়ে ভূমিকা ছাড়াই বললো : ভাইজান! আপনি আমাদের অনেক পেরেশান করেছেন। সেই সন্ধ্যা থেকে আমরা দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করছি। আপনি এর আগে একটি টেলিফোন করলেই পারতেন।

আবদুর রহমান বললো : বোন আমার! আমি দুঃখিত। তোমাদের বড় কষ্ট দিয়েছি অতটা ভাবনার কী আছে। আমি ছোট্ট শিশু নাকি আমাকে কারো পক্ষে ধরে নেয়া কি অতো সহজ? এতোটা দেরি হয়ে যাবে তা আগে বুঝতে পারিনি, এ জন্য টেলিফোন করার প্রয়োজন বোধ করিনি। আর যখন দেরি হয়ে গেছে, তখন আর টেলিফোন করার সুযোগ ছিলো না। তোমাদের পেরেশানির কথা শুনে সত্যিই আমার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আগামীকাল ভোরে যখন বিলম্বের কারণ জানতে পারবে, তখন যেরূপ পেরেশান হয়েছো ঠিক তদ্রূপ খুশি হবে।

আলীকে খাইয়ে আমার খানাও ওর কাছে দিয়ে দিও। রাতে আর বাসায় ফেরা সম্ভব হবে না হয়ত। তাহেরা : ভাইজান! কোন আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি নয় তো?

আবদুর রহমান : মুজাহিদ কোন আশঙ্কাকে ভয় করে না। তোমার মুখে এসব আশঙ্কার কথা মানায় না তাহেরা! আর কখনও এমন কথা বললে কিন্তু আমি ভীষণ কষ্ট নেবো।

www.pathagar.com

খলিল ও অন্য মুজাহিদকে আলী পাহারা দেয়ার জন্য রেখে পাকিস্তান থেকে আগত মুজাহিদদেরকে বিভিন্ন শিবির থেকে জাগিয়ে গাড়িতে তুলে নিলো। পনের বিশজন মুজাহিদকে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আলী মুজাহিদ দফতরে পৌছালো। মুজাহিদ দফতরটি ছিল সীমান্ত শহরের এক পাশের আবাসিক এলাকার বাহিরে বিচ্ছিন্ন একটি পুরাতন বাড়িতে। সেটির সন্নিকটে শহরের বড় কবরস্থান। এ কবরস্থানে শহীদের অসংখ্য কবর। নতুন কবরগুলোতে লাল নিশান রাতের ঝিরঝিরে বাতাসে দুলছে। দফতরের পাশের একটি খোলা জায়গায় মুজাহিদদের গাড়ির গ্যারেজ এবং ঘোড়া খচ্চরের আস্তাবল। আলী দফতরে ঢুকেই দেখলো, দফতরের এক কোণে এক যুবতী মহিলা মুখ নিচু করে বসে আছে। তার হাত পেছন থেকে বাধা। মহিলাটির পাশেই এ দফতরের বায়তুলমালের ইনচার্জ আসফ খান। তারও হাত পা শক্ত ভাবে বাধা। বিমর্ষ আসফ খান। আসফ খান ও মহিলার অবস্থা দেখে আলী বুঝতে পারলো, এদের খুব পেটানো হয়েছে।

আলী লক্ষ্য করলো, দফতরটি বেশ জমকালো। পুরো বাড়িটি দামি কার্পেটে সজ্জিত। দফতরের দেয়ালের একদিকে বড় এক আফগান মানচিত্র। অপর দিকে মুজাহিদদের দলীয় পতাকা সুদৃশ্য একখানা ফ্রেমে বাঁধানো। তা ছাড়া কয়েকটি তেল রঙের পোর্ট্রেটও রয়েছে।

আবদুর রহমান আলীকে বললো : আসফ কে তুমি জান? এ মহিলা ওর স্ত্রী। ওদের কাছ থেকে দেড় দু'ঘন্টায় আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছি। খুব দ্রুত অপারেশন চালাতে হবে। আপাতত এদের দলনেতাকে গ্রেফতার করতে হবে। বিস্তারিত পরে বলবো, এখন চলো। দু'জন শক্তিশালী ও চৌকস মুজাহিদকে এদের পাহারায় বসিয়ে দফতরের মেইন গেটে তালা লাগিয়ে গেটের বাইরে দু'জন সশস্ত্র মুজাহিদ বাড়িটির ছাদের ওপরেও একজন অস্ত্রধারী মুজাহিদকে নিয়োজিত করলো যে কোন ধরনের বহিরাক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে। এরপর আলী ও আবদুর রহমান বারোজন মুজাহিদ সাথে নিয়ে ইপ্সিত লক্ষ্যে বের হলো। শহরটি ছিলো সীমান্ত প্রদেশের একেবারে আফগান মুজাঞ্চলের গা-লাগানো। এখানকার অধিবাসী বিশ হাজারের বেশি নয়। কিন্তু উদ্বাস্তু শরাণার্থীদের আগমনে শহরে বাসিন্দা বেড়ে গেছে। এ ছাড়া শহরটি সীমান্ত প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যবসা কেন্দ্রও বটে। রাতের সুনসান পথঘাট। কোথাও জনবল নেই। বেওয়ারিশ কুকুরগুলো গাড়ির লাইটে পড়ে ভয়ার্ত ঘেউ ঘেউ শব্দে নিশির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছিলো। মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে বন্য জানোয়ারের আনাগোনাও চোখে পড়লো। কয়েকটি গলি চক্কর দিয়ে শহরের অপর প্রান্তে একটি সরু গলিতে এসে আবদুর রহমান গাড়ি থামালো। গাড়ি থেকে নেমে আবদুর রহমানের ইঙ্গিতে মুজাহিদরা অগ্রসর হলো।এক জায়গায় এসে আবদুর রহমান দুই মুজাহিদকে বললো : তোমরা ডান দিকের গলিতে প্রবেশ করে অগ্রসর হয়ে প্রথম বায়ের গলিতে ঢুকে সামনের মসজিদের পাশে দাঁড়াবে। সেখানে পৌছে ডানে বায়ে কোনো মানুষকে যেতে দেবে না। যদি কেউ ছাদের ওপর থেকে উঁকি দিয়ে গলির অবস্থা দেখতে চায়, তাকে তৎক্ষণাৎ ঠাণ্ডা করে দেবে। অন্যান্য মুজাহিদদের নিয়ে আবদুর রহমান বায়ের গলিতে অগ্রসর হলো। একটু অগ্রসর হলেই সামনে পড়লো এক বিশাল বাড়ি। আবদুর রহমান আলীকে বললো, এটাই সে বাড়ি যেটা অত্র এলাকার 'খাদ-এর দফতর।

বাড়িটি ছিলো যথেষ্ট সুরক্ষিত। ভেতরে প্রবেশ করা ছিলো দুরূহ ব্যাপার। কিভাবে ভেতরে

www.pathagar.com

ঢোকা যায়, এ ব্যাপারে দু'জন পরামর্শ করে ঠিক করলো, পাশের বাড়ির ছাদ দিয়ে ওই বাড়ির প্রাচীর টপকে ভেতরে প্রবেশ করবে। লাগোয়া বাড়িটির দরজায় কড়া নাড়লো আলী। বাড়িওয়ালা মেইন দরজা না খুলে একটি খিড়কি খুলে হাঁক দিলো, কে?

লোকটির হাঁক শুনে আলী বুঝতে পারলো, আরে! এতো পাকিস্তান সীমান্ত প্রদেশের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অফিসার। তার বিশ্বস্ত বন্ধু উমর সাইয়্যাদ। আলী নিজের নাম বললো আমি কমান্ডার আলী, দরজা খুলুন। আপনাকে ভীষণ প্রয়োজন। আলী পরিচয় দিলে উমর সাইয়্যাদ দরজা খুলে তাদের ঘরে আসতে আহবান করলো। আবদুর রহমান চার মুজাহিদকে দিকনির্দেশনা দিয়ে বাইরে সর্বতো সতর্ক অবস্থায় রেখে বাকিদের নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো। উমর সাইয়্যাদ এতো রাতে দলবলসহ আলীকে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলো। জানতে চাইলো- 'কমান্ডার আলী!

এতো রাতে কী দরকার হয়ে পড়লো?

আলী তাদের অপারেশন ও পটভূমি বিস্তারিত বললো।

উমর আলীকে সমর্থন করে বললো : আলী, বেশ কিছুদিন আগে থেকেই সন্দেহ করছিলাম যে, এই এলাকায় কোন গুপ্ত দল ক্রিয়াশীল। আমি উর্ধ্বতন মহলে লিখিতভাবেও আমার সন্দেহের কথা জানিয়েছিলাম, কিন্তু অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তারা বললো, উদ্ভট চিন্তা না করে নিজের দায়িত্বে মনোযোগ দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আমার কোনো কোনো বন্ধু অফিসার এও বললো যে, এ এলাকায় অধিকাংশ নিরপরাধ মুজাহিদরা থাকে। তা ছাড়া এ বাড়িটিও ব্যবহার করে মজলুম মুজাহিদরা। শুধু শুধু নিরপরাধ মানুষদের ধরে এনে হয়রানি করার কোনো অর্থ হয় না। এদের এসব কথাবার্তা সমর্থন না পেয়ে আমি আর সন্দেহটাকে পরীক্ষা করে দেখতে পারলাম না। বুঝা গেলো, কতিপয় পাকিস্তানি অফিসারও এই শত্রু পক্ষের সাথে আঁতাত করেছে– আলী বললো।

উমর সাইয়্যাদ বললো : স্বাধীনতাবিরোধী গাদ্দার ছাড়া নিজেদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ধ্বংসাত্মক কার্মকাণ্ড বাইরের লোকেরা এসে করতে পারে না। এরাই টাকার লোভে দুশমনদের সব ধরনের তথ্য সরবরাহ করে। যার ফলে শান্তিকামী মানুষের ঐকান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টা সত্ত্বেও চোরাগোপ্তা হামলা কোনভাবে বন্ধ করা যাচ্ছে না।

উমর সাইয়্যাদ মুজাহিদদের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে নিজের বন্দুক এনে দিলো এবং ছাদের ওপরে উঠে 'খাদ' দফতরে হানা দেয়ার সম্ভাব্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দিকনির্দেশনা দিলো। উমর সাইয়্যাদের সহযোগিতার ফলে অনায়াসে মুজাহিদরা ছাদ টপকে 'খাদ' দফতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হলো। এখানে কেউ হানা দিতে পারে এ ব্যাপারে দুষ্কৃতকারীরা ছিল সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত। যার ফলে এরা সার্বক্ষণিক কোনো পাহারাদার নিযুক্তির প্রয়োজন বোধ করেনি। নিশ্চিন্তে সবাই ঘুমাচ্ছে। আর ঘুমের মধ্যেই ওরা আবদুর রহমান ও আলীর হাতে ধরা পড়ে। দুষ্কৃতকারীদের দলনেতা আফগান কমিউনিস্ট সরকারের সেনা অফিসার মেজর গুল খানও ধরা পড়লো। এদের হাত-বা বেঁধে সারা ঘর তল্লাশি করা হলো। একটি শক্তিশালী ওয়ারলেস সেটসহ অনেকগুলো ওয়াকিটকি, হাত ও টাইম বোমা, বোমা তৈরির সরঞ্জাম, গোলাবারুদ, অস্ত্র আফগান মুজাহিদ স্থাপনা ও পাকিস্তানি সামরিক স্থাপনার নকশা খাদের নীল নকশার লিটারেচার, রিভলবার এবং হেরোইনের বিরাট মজুদ

www.pathagar.com

ওদের ঘরে পাওয়া গেলো। ওয়ারলেস সেটটি ছিলো এমনই শক্তিশালী যে পাক সরকারি ইনফরমেশন ফাঁকি দিয়ে অতি সহজে কাবুল পর্যন্ত খবর অনায়াসে পৌছাতে ওদের কোনো বেগ পেতে হতো না। আলী ওদের প্রণীত পরিকল্পনায় চোখ বুলিয়ে দেখলো, এতে পাকিস্তান শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে পরস্পরের বিরোধ সৃষ্টির পরিকল্পনাও রয়েছে। এ থেকে বোঝা গেলো ওরা পাকিস্তানে শিয়া-সুন্নি দাঙ্গা সৃষ্টির অন্তরালেও সক্রিয় রয়েছে।

আবদুর রহমান চারজন মুজাহিদকে এখানে থাকতে বললো, যাতে সকালে বাড়িটি এরা ব্যাপক তল্লাশি করে দেখা যায়, কোথাও লুকানো গোপন গোলা বারুদ ও অস্ত্র অন্তরালে আছে কিনা। উমার সাইয়্যাদ কয়েদিদের মুজাহিদ দফতরে পৌছানোর জন্য নিজের গাড়ি দিয়ে সহযোগিতা করলো। আলী উমর সাইয়্যাদের উদ্দেশে বললো, আপাতত পাক সরকারি কর্তৃপক্ষকে আমাদের অপারেশন সম্পর্কে অবহিত না করাই ভালো হবে। সরকারি কর্তৃপক্ষ জেনে ফেললে, এদের ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য রাজনৈতিক চাপ আসতে পারে, তখন সকল আয়োজনই পণ্ড হয়ে যাবে। উমর সাইয়্যাদ আলীর কথায় একমত হলো।

মুজাহিদ দফতরে নিয়ে সব বন্দীকে একটি কক্ষে আটকে রাখা হলো। ইত্যবসরে চা পান করতে করতে আবদুর রহমান আলীকে বললো, গত ক'দিন যাবৎ আসফ খানের ওপর আমার সন্দেহ হচ্ছিলো। সন্দেহকে নিরীক্ষা করে দেখার জন্য আমি ওর গতিবিধি ও বাসস্থানের ওপর গভীর দৃষ্টি রাখছিলাম। যে এলাকায় সে থাকে, সেখানকার এক প্রাজ্ঞ বৃদ্ধ মুহাজিরও আসফের কর্মকাণ্ডে সন্দিহান ছিলেন। অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম আসফের স্ত্রী ছিলো কাবুল ইউনিভার্সিটির সাবেক ছাত্রনেত্রী। সে ছাত্রাবস্থায় কমিউনিস্ট সরকারের পক্ষে নেতৃত্ব দিতো। সে কাবুলে ফেরারী হওয়ার খরব প্রচার করে এখানে এসে আসফকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে। সে পড়াশুনা করাকালীন সময়েই তাদের বেতনভোগী কর্মচারী ছিলো। আসফকে বিয়ে করার উদ্দেশ্য ছিলো মুজাহিদ হেডকোয়ার্টার পর্যন্ত পৌছার পথ সুগম করা। আসফ একজন নিষ্ঠাবান মুজাহিদ হওয়ার পরও তৈরি ফাঁদে ফেঁসে যায়। এক সময় উচ্চ অর্থের টোপ গিলে সে-ও খাদের সদস্য হয়ে যায়। স্ত্রীর সুপারিশে খাদ কর্তৃপক্ষ আসফকে অফিসার পদে নিযুক্ত করে। বর্তমানে পাকিস্তানে তাদের যে কয়টি অফিস আছে, তন্মধ্যে এটি অন্যতম। আসফ, তার স্ত্রী ও মেজর গুলখান খাদের অফিসার। তন্মধ্যে আসফের স্ত্রী খাদের প্রভাবশালী অফিসার। কেবল সীমান্ত এলাকায় পঞ্চাশের বেশি এদের বেনতভুক্ত চর আছে। তা ছাড়া সারা পাকিস্তানে রয়েছে হাজার হাজার অনুচর।

লাগাতার কয়েকদিন অনুসন্ধান করার পর গ্রেফতার শেষে ওদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি ও তথ্য বের করতে আমাকে অবশ্য কঠিন পন্থাই গ্রহণ করতে হয়েছে। সাধারণত 'খাদ' প্রতিপক্ষের কাছ থেকে তথ্য জানার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করে আমি এদের ব্যাপারে তাই প্রয়োগ করেছি। এরা যে ধরনের কঠিন শত্রু এদের মুখ খোলাতো এমন কঠিন পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া গতি ছিল না আমার। চা পান শেষে মেজর গুলখানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বিশেষ কক্ষে নিয়ে আসা হলো। অনেক চেষ্টা করার পর মুখ খুললো এবং সে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিলো। এভাবে প্রত্যেক বন্দীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর এদের দেয়া তথ্য একটি রেজিস্টারে রেকর্ড করার সাথে সাথে টেপ করা হলো।

www.pathagar.com

ইতঃপূর্বে কখনও তো আনন্দ উৎসব করতে দেখিনি। জিয়ার মৃত্যুকে মুজাহিদ সমর্থক সিপাহি অফিসারদের চোখে ঘোর অমানিশা নেমে আসে, অনেকে রাতভর দু'আ করেছে, ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় কেঁদে রাত কাটিয়েছে। আর কমিউনিস্টরা জিয়ার মৃত্যুতে বিজয় উৎসব ও মদ, মাতলামির উন্মত্ততায় মেতে ওঠে।

মুজাহিদদের পরিকল্পনা ছিলো সম্মুখ সমরে পলায়নরত কুচক্রী রুশ বাহিনী চক্রান্তের মাধ্যমে জিয়াকে হত্যার পর যে উল্লাসে মেতেছে এর একটা উপযুক্ত জবাব দেয়া। যাতে এরা উপলব্ধি করে মুজাহিদরা জিয়ার মৃত্যুতে শোকাতুর হলেও হীনবল ও পশ্চাদপদ হয়নি।

অনায়াসলব্ধ ক্যাম্পের পতন তাদেরকে অতিরিক্ত সাফল্য এনে দিলো, হস্তগত হলো বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ। আশাতীত বিজয়ে মুজাহিদরা ছিলো আনন্দিত।

এ লড়াইয়ে সামরিক অস্ত্রের পাশাপাশি মুজাহিদদের হাতে কয়েকটি হেলিকপ্টার ও অর্ধশতাধিক তেলভর্তি ট্যাংকার ও কয়েক শ' খাদ্য বোঝাই লরিও দখলে এলো।

রাতের অপারেশনে মুজাহিদরা ছিলো ক্লান্ত, আলী কয়েকজনকে পাহারায় দায়িত্ব দিয়ে বাকিদের বিশ্রাম করার নির্দেশ দিলো। ক্লান্ত হলেও আশাতীত সাফল্যে মুজাহিদরা ছিলো উজ্জীবিত। অনেকেই সাগ্রহে ঘুরে ফিরে দেখছিলো রুশ বাহিনীর তৈরি বিশাল বিশাল অস্ত্রাগার ও সামরিক সরঞ্জামাদি। আর অনেকেই ক্লান্তিতে গা এলিয়ে দিয়েছিলো উন্মুক্ত ময়দানে সুবিধা মতো জায়গায়। তখন বেলা এগারোটা। হঠাৎ করে ডজন খানিক বোমারু বিমান মুজাহিদদের ওপর বোম্বিং শুরু করলো। বোম্বিং তো নয় যেন বোমাবৃষ্টি। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শত্রু বাহিনী বিরতিহীনভাবে বোম্বিং করলো। অপ্রস্তুত মুজাহিদরা ভয়াবহতার আকস্মিকতায় আত্মরক্ষা না মোকাবেলা করবে বুঝে উঠতে পারছিলো না। তা ছাড়া আত্মরক্ষার জন্য রুশ বাহিনীর পরিত্যক্ত বাংকারগুলো নিরাপদ ছিলো না। যার ফলে তাদের পরিস্থিতি মোকাবেলা কষ্টকর হয়ে পড়ে। বোমাবৃষ্টির মধ্যে বিমান বিধ্বংসী কামান দাগিয়ে হামলা মোকাবেলার চেষ্টা হচ্ছিলো। সন্ধ্যা পর্যন্ত মুজাহিদরা পাঁচটি বিমান ভূপাতিত করে। রুশ বাহিনী ওদের পরিত্যক্ত ছাউনি ছাড়াও আশপাশের গ্রামগুলোতে অগণিত বোমা নিক্ষেপ করে তছনছ করে দেয়ায় নিকটবর্তী গ্রামগুলোতে নিরাপদ বেসামরিক মানুষের জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলো। নিহত হলো সহস্রাধিক নারী, শিশু ও বয়স্ক লোক। ধ্বংসের ব্যাপকতার তুলনায় মুজাহিদদের ক্ষয়ক্ষতি ছিলো কম তদুপরি শতাধিক মুজাহিদ শহীদ ও শ' ছয়ের মতো আহত হলো। তখন হঠাৎ করে একটি বোমার খণ্ডাংশ এসে আলীর গায়ে পড়লো। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেলো আলী। সন্ধ্যার পর শত্রু বাহিনীর বোম্বিং ক্ষান্ত হলো বটে, কিন্তু চতুর্দিকে আহত ও স্বজনহারা মানুষের আর্তচিৎকারে কেয়ামত নেমে এলো। অঝোরধারায় রক্তপাতের কারণে আলীর অবস্থা দ্রুত খারাপ হতে লাগলো। শত্রু ছাউনি অপরিকল্পিতভাবে দখলে নেয়ার জন্য আলীর মনে প্রথম দিকে অনুশোচনা জেগেছিলো। অনুশোচনায় নিজে আহত হওয়ার ফলে নয়, যন্ত্রণাটা ছিলো বিপুল পরিমাণ নিরপরাধ মানুষের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি জন্যে। জানমালের ক্ষয়ক্ষতি রোদের জন্য আলী দ্রুত ক্যাম্প ছেড়ে মুজাহিদ ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলো। বললো, তোমরা দুশমনদের সকল বাংকার ও ক্যাম্প ধ্বংস করে দিয়ে রাতারাতি ক্যাম্পে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নাও।

আহত আলীকে ক্যাম্পে পৌঁছানোর পথে মাত্রাতিরিক্ত রক্তক্ষরণে সে বেঁহুশ হয়ে গেলো। মুজাহিদ ডাক্তার প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু দু'দিনের মধ্যে তারা আলীর চেতনা ফিরিয়ে আনতে পারলেন না। টানা দু'দিন আলী বেহুঁশ অবস্থায় কেটে যাওয়ায় ডাক্তাররা

www.pathagar.com

উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। জিয়ার শাহাদতের পর আলীর অসুস্থতা এবং দুইদিনের মধ্যে চেতনা ফিরে না পাওয়ায় মুজাহিদদের মধ্য হতাশার আঁধার নেমে পড়ে। তারা নিজেদের জীবনের পরিবর্তে আলীকে সুস্থ করে দেয়ার জন্য অহর্নিশি আল্লাহর দরবারে আকুতি মিনতি করে মোনাজাত করছে। ক্যাম্পের সকল মুজাহিদ আলীর জন্য দু'আ করছে। জুবাইদা আলীর অসুস্থতায় ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। রাতভর আলীর সুস্থতার জন্য জায়নামাযে দু'আয় মগ্ন থাকে। আলীর অকৃত্রিম বন্ধু আবদুর রহমানের সামনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার।

আলী অসুস্থ্যতাজনিত কারণে অথবা যে কোনোভাবে আলী দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে আবদুর রহমান সে দায়িত্ব পালন করবে তো আগেই নির্ধারিত ছিল। তিন দিন যাবৎ আবদুর রহমান কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করছে।

কমান্ডার আবদুর রহমান আলীর শয্যা পাশে উপবিষ্ট। কাছেই বসা মুহাম্মদুল ইসলাম, দরবেশ খান, আবু হামেদ ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তার। সবার হৃদয় ও মুখে একই অভিব্যক্তি, একই কামনা, হে আল্লাহ আলীকে সুস্থ করে দাও!

আলী চেতনা হারানোর চতুর্থ দিন। এমন সময় চিফ কমান্ডার ও খলিল একই সাথে আলীর কক্ষে প্রবেশ করেন। আলী আহত হওয়ার খবর শুনে চিফ কমান্ডার দ্রুত আলীর অবস্থা দেখার জন্য ছুটে আসেন। খলিল আলীর জন্য সুসংবাদ বয়ে নিয়ে আসছিলেন, কিন্তু আলী আহত হওয়া ও চারদিন যাবৎ চেতনাহীনতার খবর শুনে সুসংবাদের কথা খলিল ভুলে গেলো। তার দু'চোখ গড়িয়ে পড়তে লাগলো শোকাশ্রু। চিফ কমান্ডার তার অনুমতি ছাড়া শত্রু ছাউনি দখলে ঝুঁকিপূর্ণ হামলার জন্য রাগান্বিত ছিলেন। কিন্তু এখানে পরিস্থিতি ও আলীর অবস্থা দেখে তিনি নিজের ক্ষোভ চেপে রেখে উদ্বেগাকুল মুজাহিদদের উদ্দেশে বললেন, তোমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। চেয়ে দেখো আমাদের চেয়ে দুশমনদের ক্ষয়ক্ষতি অনেক বেশি। জিহাদের ময়দানে এমন দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে। ময়দানে শত্রুদের কোমর ভেঙে গেছে, এরা প্রাদেশিক কর্তৃত্বে ফিরে আসতে পারবে না। এই অভিযানের ফলে আমাদের কাবুল আক্রমণের পথ প্রশস্ত হলো। অচিরেই দেখবে, কাবুল দখল করে দুশমনদের চিরতরে বিতাড়িত করতে সক্ষম হবো ইনশাআল্লাহ।

পঞ্চম দিনে আলী আস্তে আস্তে চোখ মেললো। আলীর পাশে সমবেত মুজাহিদদের অন্তর খুশিতে ভরে উঠলো। আলীর পাশে বসা চিফ কমান্ডারকে দেখে খুব ক্ষীণস্বরে বললো, মাননীয় কমান্ডার সাহেব আমি খুব লজ্জিত! আমার জন্য মুজাহিদদের অনেক ক্ষতি হয়ে গেলো। চিফ কমান্ডার বললেন, বেটা আলী! আমি তো তোমাকে অবিস্মরণীয় বিজয়ের মোবারকবাদ জানাতে এসেছি। তোমার এই অভিযানে কাবুল কমিউনিস্ট সরকারের কোমর ভেঙে গেছে। বিজয় সাফল্যের তুলনায় মুজাহিদদের ক্ষয়ক্ষতি বেশি নয়। এখন ওসব কথা থাক। আগে তোমার শরীর সুস্থ হোক। অদূরে দাঁড়ানো খলিল আলীকে কথা বলতে দেখে আলীর কাছে অগ্রসর হয়ে কুশলাদি জিজ্ঞেস করল, ভাইজান, শরীরটা এখন কেমন লাগছে।

'তুমি কখন এলে খলিল! তুমি এসেছো খুব ভালো হয়েছে। তোমাদের দেখার জন্য আমার মনটা ছটফট করছিলো। এ কথাটি শেষ করতে না করতেই আবার আলী অজ্ঞান হয়ে পড়লো। ঘন্টাখানিক পর আলী আবার চোখ খুললো। অন্যান্য মুজাহিদদেরকে হাতের ইশারায় বাইরে যেতে বললো।

চিফ কমান্ডার আবদুর রহমান ও খলিল ছাড়া সবাই কক্ষের বাইরে চলে গেলো।

www.pathagar.com

আলী খলিলের হাতটি টেনে নিজের হাত নিয়ে বললো খলিল তোমরা কেমন আছো, তাহেরা ও আম্মি কেমন আছে?

খলিল : ভাইজান! আমি আপনার জন্য সুসংবাদ নিয়ে এসেছি।

আলী : কী সংবাদ?

খলিল : আমি চাচা হয়েছি। ভাবীর একটি সুন্দর ছেলে জন্ম নিয়েছে।

আলী আলহামদুল্লিাহ, কবে তুমি চাচা হলে কী নাম রেখেছো তোমার ভাতিজার?

খলিল : হাসান মুহাম্মাদ।

আলী : সুন্দর নাম রেখেছো। ফিরে গিয়ে তাহেরাকে আমার মোবারকবাদ ও আম্মিকে আমার সালাম জানিও।

চিফ কমান্ডার ও আবদুর রহমান পুত্রসন্তান লাভে আলীকে মোবারকবাদ জানালেন।

এ সময়ে আলী দু'চোখ বন্ধ হয়ে এলো। কিছুক্ষণ পর আবার চোখ খুলে চিফ কমান্ডারকে ইঙ্গিতে কাছে আসার অনুরোধ করলো। চিফ কমান্ডার ঝুঁকে আলীর মুখের কাছে মাথা এনে তার মাথায় হাত রেখে বললেন : আলী! কমান্ডার সাহেব! আপনি শুরু থেকেই আমাকে আপন সন্তানের মতো আদর স্নেহ দিয়েছেন। জীবন সায়াহ্নে আমি কি দিয়ে যে আপনাকে শুকরিয়া জানাবো জানি না বললো আলী। বেটা আলী! ধৈর্য হারিও না! আগে তোমার অসুখ ভালো হোক। সব মুজাহিদ তোমার অসুস্থতায় কাতর। তোমার সুস্থতার জন্য সবাই দু'আ করছে। কমান্ডার সাহেব! আমার শেষ মঞ্জিল খুব কাছে এসে গেছে, যে মঞ্জিলের জন্য আমি অনেক দিন থেকে আশান্বিত হয়ে আছি। আমি দুনিয়ায় আপনাদের মতো মূল্যবান ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে ক'বছর কাটাতে পেরেছি বলে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করছি। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, আমার অবর্তমানে একমাত্র ছোট্ট ভাই খলিল বন্ধু আবদুর রহমান, জুবাইদা ও তাহেরা যেন আমার শূন্যতায় কষ্ট না পায়, এদিকে আপনি একটু খেয়াল রাখবেন। এদের মান ইজ্জতের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন। এরপর চিফ কমান্ডারকে সামরিক বিষয়ক কয়েকটি গোপন তথ্য জানিয়ে মুহূর্তের জন্য আলী নীরব হয়ে গেলো।

খানিকক্ষণ পর আবদুর রহমানকে বললো, বন্ধু!! তোমার বোনের কাছে গেলে তাকে আমার পক্ষ থেকে মোবারকবাদ দিও। ওর প্রতি খেয়াল রেখো আর বলো, সে যেনো হাসানকে একজন নিষ্ঠাবান মুজাহিদ হিসেবে গড়ে তুলতে জীবন দিয়ে চেষ্টা করে।

জীবনের অন্তিত মুহূর্তে তাহেরাকে কাছে না পাওয়ার দুঃখ নিয়ে যাচ্ছি। তবে এতটুক সান্ত্বনা পাচ্ছি এই যে, ওর কোলজুড়ে হাসান নামের যে সন্তান এসেছে ওকে বুকে নিয়ে সে দুঃখ যন্ত্রণা ভুলে থাকতে পারবে। একটু থেমে খলিলের প্রতি ইশারা করে তাকে আরো কাছে আসতে বললো। খলিল বিষণ্ন মনে আলীর মাথার কাছে ঝুঁকে বলে। আলীর কথা পূর্ব থেকেই অস্পষ্ট হয়ে আসছিলো। এখন অস্পষ্টতা আরো বেড়ে গেলো। আওয়াজ খুব ক্ষীণ হয়ে পড়লো। খলিল কথা বোঝার জন্য কানের কাছে মাথা নিয়ে অপেক্ষা করছিলো। আলী খুব কষ্ট করে ক্ষীণ আওয়াজে খলিলের হাতটি বুকে নিয়ে বললো, ভাইয়া! তুমি জিহাদে শরিক হওয়ার জন্য খুব আগ্রহী ছিলে। আমি তোমার উপকারার্থে আগে অনুমতি দেইনি। এখন আমার সময় শেষ। আমার পরে তুমি সক্রিয়ভাবে জিহাদে যোগদান করবে। আমি একান্তভাবে কামনা করি সবসময়ের জন্য আমার বংশের কেউ না কেউ জিহাদের ময়দানে সক্রিয় থাকুক। মনে রেখো ভাইয়া! জিহাদের ময়দানে খুব কঠিন কঠিন সমস্যার মুখোমুখি

www.pathagar.com

হতে হয়। কখনও হিম্মত হারাবে না। পরম ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করবে। দেখবে সাফল্য সবসময়ই তোমার পদচুম্বন করবে। ছোট্ট ভাই! তোমার ভাবীর প্রতি সুনজর রেখো। আর আবদুর রহমানকে আপন ভাই মনে করে তার নির্দেশ মতো চলবে। অনেক কষ্টে কথা কয়টি বলে আলী চোখ বুঝলো। পাশে বসা সবাই মনে করেছিলো আবার হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়েছে আলী। শরীরটা একটু কেঁপে ঝাঁকুনি দিলো। নীরব নিঃসাড় হয়ে গেলো তার শরীর। কিছুক্ষণ পর আলী ঠোঁট কাঁপিয়ে উঠলো খুব বিধ্বস্ত আওয়াজে আলীর মুখ থেকে শোনা গেলো হে আল্লাহ আপনি মুজাহিদদের বিজয় দিন, সাহায্য করুন! আল্লাহু... আকবার ... লা .... ইলাহা ... ইল্লাল্লাহু... মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

এক অপার্থিব নীরব নিস্তব্ধতায় ভরে গেলো আলীর কক্ষ। উপস্থিত সবাই যেনো হারিয়ে ফেললো বাহ্যিক চেতনা। একটা অলৌকিক মোহমায়া তাদের আবিষ্ট করে ফেললো। মনোমুগ্ধকর মিষ্টি সৌরভে ভরে গেল কক্ষটি কিছুক্ষণ মোহাবিষ্ট সময় কাটানোর পর কক্ষে অবস্থানকারী চিফ কমান্ডার ও আবদুর রহমান পরস্পর জিজ্ঞাসু নেত্রে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। ততক্ষণে কক্ষের ভেতরে বিস্ময়কর সৌরভ, সুবাস ছড়িয়ে পড়লো কক্ষের বাইরে। কক্ষের বাইরে অপেক্ষমাণ মুজাহিদরা পরস্পর জিজ্ঞেস করছিলো, এ আশ্চর্য সুঘ্রাণ কোত্থেকে আসছে! এ গন্ধ তো দুনিয়ার কোন সুগন্ধির মতো মনে হয় না। এক মুজাহিদ বললো-আমরা বংশ পরম্পরায় সুগন্ধি ব্যবসায়ী, পৃথিবীর সব সুগন্ধি সম্পর্কে আমার ধারণা আছে, কিন্তু এমন গন্ধ কখনও শুঁকিনি। আমি নিশ্চিত এ ঘ্রাণ অপার্থিব।

যে ডাক্তার আলীর চিকিৎসা করছিলেন, তিনি আলীর হাত ধরে পালস দেখছিলেন। ডাক্তার হাত ছেড়ে দিলেন। বিমর্ষ হয়ে গেলো ডাক্তারের চেহারা। দু'হাতে নিজের মুখ চেপে ধরলেন ডাক্তার। তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো দর দর করে। অবস্থা অনুমান করতে পেরে খলিল আবদুর রহমানের বুক ভেঙে কান্না বেরিয়ে এলো। চিফ কমান্ডার নিজের দুঃখবোধ অনেক কষ্টে চেপে রেখে আবদুর রহমান ও খলিলকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বললেন প্রিয় মুজাহিদ বন্ধুরা! তোমরা কেঁদো না, দেখছো না শহীদদের আত্মা আর অসংখ্য জান্নাতি ফেরেশতা শহীদ আলীর আত্মাকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে। ওরা জান্নাতি খুশবু ছড়িয়ে সারা পৃথিবী গুলজার করে আলীর আত্মাকে মহাসমারোহে জান্নাতে নিয়ে যাচ্ছে। তোমরা এ সময় না কেঁদে খুশি মনে আলীকে বিদায় দাও এবং তার অনুসৃত পথে চলার শপথ নাও। আলীর শাহাদাতের খবর যখনই কক্ষের বাইরে ছড়িয়ে পড়লো দফতর থেকে ক্যাম্প ছাউনি সর্বত্র আহাজারি, কান্নার রোল পড়ে গেলো। এ কান্না শোক থামানোর জন্য আলী শত্রুক্যাম্প আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো, আলীর মৃত্যুতে মুজাহিদদের সেই শোক যন্ত্রণা আরো বৃদ্ধি পেলো। কমান্ডার আলীর শাহাদাতে আবদুর রহমান আলীর স্থলাভিষিক্ত হলো, খলিলকে নিযুক্ত করা হলো গোয়েন্দা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে। তাহেরা আলীর বিরহ ব্যথাতুর মনে শপথ নিলো, হাসানকে তাঁর পিতার যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে গড়ে তুলতেই হবে। যুবাইদা ও তাহেরা মহিলা ফ্রন্টে কাজ করতে লাগলো।

আলীর শাহাদাত আফগান জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটিয়ে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলো। সে সূচনার ভিত্তি আলীর মতো দক্ষ ও সাহসী মুজাহিদরাই।

www.pathagar.com

কিশোরকণ্ঠ ফাউণ্ডেশন

www.pathagar.com